মার্কসীয় বীক্ষায় নারীমুক্তি

শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়

জি জ্ঞা সা

কলিকাতা ৯ : কলিকাতা ২৯

নারীমুক্তিচিন্তা ও আন্দোলনের অন্যতম পথিকৃৎ

আলেকজান্দ্রা কোলনতাইকে

সূচিপত্র

মুখবন্ধ

'মার্কসবাদ' এবং 'নারীবাদ' আজও দুটি বিপরীত কোটির বিষয়। বুর্জোয়া ভাবাদর্শ দ্বারা প্রভাবিত ও সীমাবদ্ধ 'নারীবাদ'-কে বর্জন করতে গিয়ে, 'মার্কসবাদী'রা অনেক ক্ষেত্রেই নারীমুক্তির বহু গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নকে একদিকে যেমন বাদ দিয়ে গেছেন; পাশাপাশি, বিশ্বজোড়া নারী-মুক্তি আন্দোলনের সামনে কোনো স্পষ্ট দিশা উপস্থিত করতে ব্যর্থ হয়েছেন। 'মার্কসবাদ' এবং 'নারীবাদ'-কে সমন্বয় সাধনের চেষ্টা ইতিমধ্যে অনেক 'মার্কসবাদী নারীবাদী' বা 'সমাজতন্ত্রী নারীবাদী'রা করেছেন। যদিও এই প্রচেষ্টা খুব সীমাবদ্ধ পরিসরে এবং নারী আন্দোলনকে দিশা দেওয়ার চেহারা নিয়ে হাজির হতে পারেনি। 'নারীবাদ' কথাটার মধ্যেই যে একধরনের বুর্জোয়া ভাব-প্রবণতা ন্যস্ত হয়ে রয়েছে—মার্কসবাদীদের এই সমালোচনা, আজ, আবার পাশাপাশি নারীবাদীদের অনেকের সামনেই একটি ভাববার বিষয় হিসেবে হাজির হয়েছে। শ্রেণি-জাত-বর্ণ-ধর্মীয় বিভাজন হিসেবে নারী-সমস্যা, তার চেহারা ও প্রতিকারের উপায় যে মূলত ভিন্ন এবং অধিকাংশ সময়ই পরস্পর 'মুখোমুখি' দাঁড়িয়ে যায়—একথা আজ অনেক নারীবাদী স্বীকার করেছেন। অর্থাৎ 'নারীবাদ' সকল নারীদের সমস্যা ও তার প্রতিকারের একমাত্র একটি সমসত্ত্ব রূপ হতে পারে না—কয়েকশ' বছরের নারী আন্দোলনের ইতিহাস তা প্রমাণ করে দিয়েছে। শ্রেণি-ধর্ম-বর্ণ-জাত-এর ভিত্তিতে সমাজের উঁচুতে অবস্থিত নারী-সম্প্রদায়, উঁচু-তে অবস্থানের কারণে যে সুবিধা ভোগ করে থাকেন—নিম্নবর্গীয় নারীদের অধিকার ও মুক্তির লড়াই যখন সমাজের উচ্চবর্গীয়দের সুবিধাভোগের বিরুদ্ধে দাঁড়ায়, তখন খুব স্বাভাবিকভাবে এই স্তরের নারীরা নিজস্তরের পুরুষদের সাথে এক যোগে, নিম্নস্তরের নারীদের অধিকারের বিপরীতে অবস্থান নেন; নিজেদের সুবিধা তারা ছাড়তে অস্বীকার করেন। বুর্জোয়া মতাদর্শ দ্বারা প্রভাবিত নারীবাদীরা অনেক সময়ই এই বাস্তব সত্যটিকে গুলিয়ে দিতে চান এবং নারী-সমস্যার একটি সমসত্ত্ব রূপ হাজির করে শুধু তার যৌনতা ও দেহের অধিকারকে একমাত্র বিবেচ্য বলে তুলে ধরেন।

তবুও, নারী-আন্দোলনের ইতিহাসের গতিপথের দিকে যদি তাকানো যায়, তাহলে বিংশ শতকে বিশ্বব্যাপী সমাজতান্ত্রিক আন্দোলনের জোয়ারের পর্ব (রাশিয়া, ইউরোপের নানা দেশে ইত্যাদি) ব্যতীত মার্কসবাদীরা, কমিউনিস্ট-রা বিশ্বজোড়া

নারী-আন্দোলনকে কখনই নেতৃত্ব দিতে পারেননি, বুর্জোয়া মতাদর্শের প্রভাব থেকে বার করে আনতেও অক্ষম হয়েছেন। অথচ একথা কিন্তু আজও অনস্বীকার্য, সমাজতান্ত্রিক আন্দোলন এবং সদ্য প্রতিষ্ঠিত বিপ্লবোত্তর দেশগুলোতে বৃহত্তর সামাজিক কর্মকাণ্ড ও উৎপাদনশীল অর্থনৈতিক ক্রিয়ায় নারীরা ব্যাপক অংশে মর্যাদা ও সম্মানের সাথে স্থান করে নিয়েছিলেন। অনেক গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব ও পদেও তারা তাদের যোগ্যতার পরিচয় দিয়েছিলেন। নারীকে তার পারিবারিক দাসত্ব ও কাজের জোয়াল এবং সন্তান প্রতিপালনের একক দায়ভার থেকে কিভাবে মুক্ত করা যায়—গৃহশ্রমের বিষয়গুলিকে ক্রমশঃ সামাজিক উৎপাদনশীল কর্মে রূপ দিয়ে ও রূপ দেওয়ার ভাবনায় তাকে মূর্ত করে তোলার প্রচেষ্টা নেওয়া হয়েছিল—যা পৃথিবীর অন্য কোনো দেশে আজ পর্যন্ত ঘটেনি। বৈবাহিক জীবনে পুরুষের হাতে নারীর যে নিপীড়ন, সেখান থেকে নারী যাতে সহজেই বার হয়ে আসতে পারে—তাই 'বিবাহ-বিচ্ছেদ'-কে (আইনী জট জটিলতা ও আর্থিক কারণে বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক দেশগুলিতে যা নিম্ন শ্রেণির মেয়েদের নাগালের বাইরে ছিল) অনেক সহজতর করার প্রচেষ্টা নেওয়া হয়েছিল। পরিবার ও গৃহে শুধু স্ত্রী ও মা-রূপে নয়, সামাজিক ব্যক্তিরূপে নারীর মর্যাদার প্রশ্ন বিবেচিত হয়েছিল।

কিন্তু সোভিয়েত রাশিয়া-সহ পূর্ব ইউরোপের দেশগুলো যখন আবার পেছন দিকে হাঁটতে শুরু করল, পুঁজিবাদী-সাম্রাজ্যবাদী অর্থনীতি, চিন্তাচেতনা যখন বিপ্লব-পরবর্তী দেশগুলোকে গ্রাস করতে শুরু করল—নারীর সামাজিক অবস্থান সম্পর্কে রক্ষণশীল ও বুর্জোয়া চিন্তাভাবনা আবার সমাজে দেখা দিল। বুর্জোয়া-রা একে নিজেদের শক্তি এবং কমিউনিস্ট মতাদর্শের 'দুর্বলতা' (তার 'কাল্পনিক ভাবাদর্শ'—যা কখনও বাস্তবরূপ নিতে পারে না; সবাই সমান হলে ভাল হত কিন্তু বাস্তবে তা হয় না) রূপে প্রচার করতে লাগল। কিন্তু শ্রেণি-সচেতন মার্কসবাদী ও কমিউনিস্টরা মার্কসবাদের প্রয়োগ ও তার তত্ত্ব কাঠামো-কে পুনর্বিবেচনা করে নতুন নতুন প্রশ্ন ও বিশ্লেষণের আলোকে তার দুর্বলতাকে চিহ্নিত করে, আজকের বিশ্বব্যাপী মার্কিন-সহ সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলি-র 'বিশ্বায়ন'-এর নামে আধিপত্যের যুগে মার্কসবাদ-কে বিকশিত করার প্রচেষ্টায় নিয়োজিত। এই কর্মপ্রচেষ্টা কখনই সফল হতে পারে না, যদি মানব সমাজের 'অর্ধেক-আকাশ' নারীর মুক্তির প্রশ্নটিকেও একই গুরুত্বের সাথে শ্রেণি-চেতনার আলোকে পুনর্বিবেচনা ও গভীর বিশ্লেষণ করা সম্ভব না হয়।

আজকে বিশ্বায়নের যুগে পিছিয়ে থাকা অনুন্নত দেশগুলোতে একদিকে মধ্যযুগীয় নানা বর্বর সংস্কারে মেয়েরা চূড়ান্ত নির্যাতিতা, সংস্কারের অপমানে

মেয়েরা বন্দী, পরাধীন; পাশাপাশি 'নারী'-কে পণ্য করে তোলার তীব্র-নগ্ন আক্রমণ এত প্রকাশ্যে আর কখনও হয়নি। বুর্জোয়া ভাবাদর্শ অধিকাংশ নারীর (অধিকাংশ মানুষ সহ) চিন্তাচেতনাকে এমনই গ্রাস করেছে যে, নারী স্বতঃস্ফূর্তভাবে, সচেতন বা অচেতনভাবে নিজেদের এই অবস্থানকে গ্রহণ করে নিচ্ছে। এর বিরুদ্ধে আজ যখন তীব্র নারী-আন্দোলন গড়ে তোলার সময় উপস্থিত—তখন আজকের মার্কসবাদীদের এবিষয়ে আকাঙ্ক্ষিত সচেতনতার তীব্র অভাব লক্ষ্য করা যাচ্ছে। একটা বড় অংশের মার্কসবাদী শুধুমাত্র শ্রেণি-আন্দোলনকেই নারীমুক্তির একমাত্র পথ মনে করে আলাদাভাবে নারীদের সমস্যাগুলি নিয়ে দৃষ্টিভঙ্গী গড়ে তোলা এবং শ্রেণি-দৃষ্টিভঙ্গীর আলোকেই নারীদের পৃথক রূপে সংগঠিত করার প্রয়োজনীয়তাকে অস্বীকার করছেন। আর যাঁরা তা স্বীকার করছেন অতীতের ইতিহাসের প্রয়োজনীয় শিক্ষাকে পুনর্বিবেচনা ও বিশ্লেষণের আলোকে গ্রহণ করে নতুন বীক্ষা গড়ে তোলার দায়িত্ব হাতে নিতে সক্ষম হচ্ছেন না।

আমাদের, মার্কসবাদীদের, এ কাজ হাতে নিতে হবে। এর জন্য প্রয়োজন সবার আগে নিজের প্রতি, মার্কসবাদী চিন্তা ও তত্ত্বের বিকাশ ও তার প্রয়োগ নারী-সমস্যাকে কিভাবে বিশ্লেষণ করেছে, তার প্রতি নির্মোহ দৃষ্টিভঙ্গীতে ফিরে তাকানো। খুব প্রাথমিক আকারে একাজ করার চেষ্টাতেই, 'মার্কসীয় বীক্ষায় নারীমুক্তি'—অনুবাদ-সংকলন গ্রন্থখানার অবতারণা। একাজ করতে গিয়ে প্রথমে বিংশ শতাব্দীর বিপ্লবের দিনগুলোতে কমিউনিস্ট আন্দোলনের বিশ্ববরেণ্য কয়েকজন নেতা ও তাত্ত্বিকদের গুরুত্বপূর্ণ কিছু রচনা বেছে নিয়েছি। আর একাজ করতে গিয়ে, সেই সময়কার কমিউনিস্ট আন্দোলনে নারীমুক্তি বিষয় যে কর্মকাণ্ড হয়েছিল সে সম্পর্কে সামান্য কিছু বলার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করছি।

ফ্রেডরিক এঙ্গেলস-এর 'পরিবার, ব্যক্তিগত মালিকানা ও রাষ্ট্রের উৎপত্তি' এবং মার্কস ও এঙ্গেলস-এর 'কমিউনিস্ট ম্যানিফেস্টো'-তে নারীমুক্তির যে দিক নির্দেশিত হয়েছিল—তাকে পরবর্তীতে আরও বিস্তৃত বিশ্লেষণ ও পূর্ণাঙ্গ করে তোলার যে কাজ মার্কসবাদীদের হাতে নেওয়া উচিত ছিল—তা উপেক্ষিত থেকে গেছে। বিশেষত বুর্জোয়া নারীবাদীরা যখন এঙ্গেলস-এর 'পরিবার, ব্যক্তিগত মালিকানা ও রাষ্ট্রের উৎপত্তি' থেকে বহু অংশ উদ্ধৃত করে তাঁর বক্তব্যের অসারতাকে তুলে ধরেন; তখন নিছক 'বক্তব্যটি ভ্রান্ত', 'মার্কস-ই ঠিক' একথা বলে দায় এড়ানো মার্কসীয় মতাদর্শের বিকাশের প্রতি নিজ কর্তব্যকেই আসলে উপেক্ষা করা। মার্কস-এর পরবর্তীতে 'নারী-মুক্তি' যা আসলে ব্যাপক অর্থে মানব-

মুক্তি (শুধু অর্থনৈতিক মুক্তি নয়, পুঁজির দাসত্ব থেকে মুক্তি নয়—কারণ সার্বিক মুক্তি সাধিত না হলে অর্থনৈতিক মুক্তিকেও বেশিদিন ধরে রাখা সম্ভব নয়—বিপ্লবোত্তর দেশগুলো তার জীবন্ত প্রমাণ) সেই সম্পর্কে সুগভীর তাত্ত্বিক কাজ সে-অর্থে নেই। এ কি কমিউনিস্ট আন্দোলনের 'দৈন্য' নয়? বেশিরভাগ রচনাই তাৎক্ষণিক দাবী (রাজনৈতিক, সামাজিক বা অর্থনৈতিক) নির্ভর! কেবল আলেক্সান্দ্রা কোলনতাই তাঁর (তার মধ্যে 'নারী সমস্যার সামাজিক ভিত্তি', 'কমিউনিজম এবং পরিবার' এবং 'যৌন সম্পর্ক এবং শ্রেণিসংগ্রাম'—রচনা তিনটি এই বইতে দেওয়া হয়েছে) বেশ কিছু রচনায় এবিষয়ে কিছু গভীর চিন্তার ছাপ পাওয়া যায়। বিশেষত 'যৌনসম্পর্ক এবং শ্রেণিসংগ্রাম'-এ নর-নারীর যৌনসম্পর্ক ও যৌনতার সমস্যা-কে কিভাবে শ্রেণি-চেতনার দৃষ্টিভঙ্গীতে দেখা উচিত—এ বিষয় তাঁর বক্তব্য আমাদের অনেক নতুন ভাবনা দেয়। কমিউনিস্ট আন্দোলনে নারীমুক্তির প্রশ্নে কোলনতাই-এর এই লেখাগুলো কেন আলোচনা হল না—এ সত্যিই বিস্ময়কর। কমিউনিস্ট আন্দোলনে মূলতঃ নারীর যৌনতা এবং নর-নারী যৌন সম্পর্ক বিষয়ে সমস্যাগুলো উপেক্ষিত হয়েছে। এগুলোকে বরাবর দেখা হয়েছে বুর্জোয়াদের দেহ-সর্বস্ব, যৌন-সর্বস্ব মতাদর্শেরই অঙ্গ রূপে। অথচ সেই সময়কার রাশিয়া, জার্মানীর নারী আন্দোলনের দিকে নজর রাখলে দেখা যায়—মেয়েদের 'সভা'য় বারবার এই সমস্যাগুলো আলোচনার বিষয় রূপে উঠে এসেছে। অথচ লেনিনের রচনাতে-ও দেখি, এই সমস্যাগুলোকে বিজ্ঞানসম্মত বিশ্লেষণ ও সমাধান দেওয়ার পরিবর্তে, চর্চাগুলোকে বুর্জোয়া চিন্তার প্রতিফলন—শুধু এই সমালোচনা করেই থামিয়ে দেওয়া হয়েছে। এর কারণ কোলনতাই-ই অত্যন্ত সুন্দরভাবে বিশ্লেষণ করেছেন, "সমাজবাদীরা অপরদিকে আমাদেরকে আশ্বস্ত করেছেন যে, যৌনসমস্যা কেবল তখনই মীমাংসিত হতে পারে, যখন সামাজিক এবং অর্থনৈতিক কাঠামোর মৌলিক পুনর্গঠন ঘটেছে। এই যে 'সমস্যাটিকে ভবিষ্যৎ পর্যন্ত তুলে রাখা'—তা কি এই ধারণা দেয় না যে, আমরা এখনও পর্যন্ত এই এক এবং একমাত্র 'জাদুসূত্র' খুঁজে পাইনি? আমাদের কি খোঁজা উচিত নয় বা যা এই জটিলতর জট খুলতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ অন্তত সেই 'জাদুসূত্র'টিকে চিহ্নিত করা?" একমাত্র কোলনতাই-এর চিন্তায় এই 'জাদুসূত্র' বা 'সমাধান সূত্র' খোঁজার প্রয়াস লক্ষ্য করা যায়। অথচ ঊনবিংশ শতকেই মার্কস 'যৌনসম্পর্ক'-এর বিকাশকে বিস্তারিত আলোচনা করে সম্পর্কগুলো কিভাবে পরিবার এককে রূপ পেয়েছে এবং 'ব্যক্তিগত সম্পত্তি' নির্ভর পরিবার কাঠামোয় নারী কিভাবে পরাধীন হয়েছে তার পর্যাপ্ত

আলোচনা করেছেন। এবং বাধ্যবাধকতামূলক ব্যক্তিগত সম্পত্তি নির্ভর একগামী পরিবার কাঠামোর অবলুপ্তি-ই—নারীমুক্তির আবশ্যিক শর্ত, তাকে চিহ্নিত করেছেন। কিন্তু মার্কসবাদীরা এই ব্যক্তিগত সম্পত্তি নির্ভর পরিবার কাঠামো এবং তাকে ঘিরে যে সংস্কৃতি এবং সমাজের আত্মীয়-বন্ধন-বিধি বিকশিত হয়ে উঠেছে—তাকে কেমন করে মোকাবিলা করা হবে তা নিয়ে কোনো আলোচনা করেননি। বুর্জোয়া নারীবাদীরা পরিবার, যৌনতা ও যৌন-সম্পর্ক বিষয়ক সমস্যাগুলোকে চিহ্নিত করলেও, 'পুরুষ'-কে 'শত্রু'-র জায়গা থেকেও, পরবর্তীতে (অনেক নারীবাদী) পুরুষও আসলে পিতৃতান্ত্রিকতার শিকার—তাই নারীমুক্তির লড়াই, পিতৃতান্ত্রিকতা বিরোধী লড়াই-এ সচেতন পুরুষও নারীর সঙ্গী—একথা মেনে নিলেও; ব্যক্তিগত সম্পত্তি নির্ভর পরিবার কাঠামোর বিরুদ্ধে একটি শব্দ-ও উচ্চারণ করেননি। বুর্জোয়া সমাজের ভিত্তিকে বুর্জোয়ারা টলাতে চাইবেন না—এতো স্বাভাবিক; কিন্তু কমিউনিস্টরা 'ব্যক্তিগত সম্পত্তি নির্ভর একগামী পরিবার ব্যবস্থা', তার সংস্কৃতি ও আত্মীয়-সম্পর্ক-বিধির বিরুদ্ধে শক্তিশালী মতাদর্শ গড়ে তুলবেন, কমিউনিস্ট আন্দোলনের কাছে এই আকাঙ্ক্ষা ব্যর্থ প্রমাণিত হয়েছে। তাই নারী মুক্তি আন্দোলন—আজ ছোট ছোট স্বনিয়ন্ত্রিত দলে বিভক্ত। শ্রেণি আন্দোলনের সঙ্গে তার সম্পর্ক স্থাপনের বদলে, মার্কসবাদীরা তার থেকে মূলত বিচ্ছিন্ন। আর এই সুযোগে বিশ্ব পুঁজি নিয়ন্ত্রিত NGO-সংস্থাগুলো নারী-সমস্যা ও তার দাবীগুলোকে ঘিরে মেয়েদের মধ্যে, এমনকি নিম্নশ্রেণির দরিদ্র প্রান্তিক খেটে খাওয়া মেয়েদের মধ্যে প্রভাব বিস্তার করছে ও তাদের বিপথগামী করছে। কি সাংস্কৃতিক দিক থেকে, কি অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে—সংগঠিত ও অসংগঠিত শিল্পে নারীর শ্রমের ওপর নিপীড়ন-অত্যাচার সর্বাধিক হলেও আজ এর বিরুদ্ধে কোনো সংগঠিত প্রতিবাদও অনুপস্থিত। ইদানীং দেহোপজীবীনীদের শ্রমের মর্যাদা দেওয়ার দাবী খুব জোরালোভাবে উঠে এসেছে। যেভাবে বহু মার্কসবাদী-নারীবাদী-এর পক্ষে দাঁড়িয়ে যাচ্ছেন—বুর্জোয়া মতাদর্শের যে কি শক্তিশালী প্রভাব তা ভেবে আতঙ্কিত হতে হচ্ছে। কোলনতাই-এর লেখায় এ বিষয়টিকে যেভাবে আলোচনা করা হয়েছে তা খুবই বৈপ্লবিক। তাই কমিউনিস্টদের, মার্কসবাদীদের আজ আশু কর্তব্য হল—নারী আন্দোলনকে একটা সঠিক দিশা দিতে, নারীদের মধ্যে থেকে উঠে আসা নানা সমস্যা, শ্রমজীবী নারীদের বিশেষ সমস্যাগুলোকে মনোযোগ দেওয়া, তাদের প্রতিবাদ ও আন্দোলনের বিশেষ রূপ গড়ে তোলা এবং একটি তাত্ত্বিক মীমাংসা সূত্র হাজির করার কাজকে হাতে নেওয়া।

এই আকাঙ্ক্ষা থেকে 'মার্কসীয় বীক্ষায় নারীমুক্তি' প্রকাশনার কাজ হাতে নেওয়া। নারীমুক্তি নিয়ে ভাবিত প্রতিটি মানুষের কাছে কমিউনিস্ট আন্দোলন (যার ভূমিকাকে অধুনা বেশ কিছু মানুষ সম্পূর্ণ অস্বীকার করার চেষ্টা চালাচ্ছেন) —তার মধ্যে গড়ে ওঠা নানা ব্যক্তিত্বের নানা চিন্তার সাথে পরিচিত করানো এবং সমাজের মধ্যে একটা চিন্তার আলোড়ন গড়ে তোলাই আমার উদ্দেশ্য।

বইয়ে যে অনুবাদগুলো সংকলিত হয়েছে, ইতিহাসের ক্রম অনুযায়ী তা সাজানো হয়নি। যে লেখাগুলোর বাংলা অনুবাদ ইতিমধ্যেই প্রকাশিত ও কিছুটা হলেও চর্চিত, সেগুলোকে বইয়ের শেষের দিকে এবং কোলনতাই, লুক্সেমবার্গ, ক্রুপস্কায়া, ক্লারা . জেটকিনের যে লেখাগুলো আগে কখনও অনুবাদ বা চর্চা হয়নি, তাকে প্রথমে রাখা হয়েছে। বইয়ের লেখাগুলো পাঠকের কাছে আরও সহজবোধ্য হত, যদি আরও অনেক বেশি পাদটীকা সংযোজন করে লেখাগুলোতে বিভিন্ন চরিত্র ও ঘটনাবলী যা এসেছে, সে সম্পর্কে পাঠককে পরিচয় করিয়ে দেওয়া যেত। এই ব্যর্থতার দায় সম্পূর্ণ আমার। বইটি প্রকাশনার কাজে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের মানবীবিদ্যাচর্চা বিভাগের ডিরেক্টর এবং দর্শন বিভাগের অধ্যাপিকা ডঃ শেফালী মৈত্র, তুলনামূলক সাহিত্য বিভাগ-এর অধ্যাপিকা ডঃ সুভা এবং দীর্ঘদিন ধরে অনুবাদ সংশোধন ও সম্পাদনা করে অধ্যাপক স্যমন্তক দাস এবং সুজিত মণ্ডল যেভাবে সাহায্য করেছেন, তা আমাকে প্রতিদিন অনুপ্রাণিত করেছে। অধ্যাপক স্যমন্তক দাস এককথায় সমস্ত অনুবাদ সংশোধন ও সম্পাদনার দায়িত্ব নিয়েছেন এবং বিনা পারিশ্রমিকে যেভাবে দিনের পর দিন তাঁর নানা ব্যস্ততা থেকে আমাদের সময় বার করে দিয়েছেন—তার তুলনা নেই। আমাকে সহযোগিতা করেছেন—মতামত দিয়ে, বই বার করার নানা কাজ করে আমার রাজনৈতিক আন্দোলনের বন্ধুরা এবং ছাত্রীরা। বইটার যা অসম্পূর্ণতা তাকে পরবর্তীতে পাঠকদের মতামতের সাহায্যে আরও অনেক বেশি পরিপূর্ণ করে তুলতে পারব। এই বইতে যে সমস্ত লেখা ছাপা হল তার বাইরেও আরও অনেক গুরুত্বপূর্ণ লেখা বাকি রয়ে গেছে—নারীমুক্তি চর্চার ক্ষেত্রে যেগুলোর গুরুত্বপূর্ণ অবদান আছে। পাঠকদের উৎসাহ ও সাড়া পেলে আবার সেইসমস্ত লেখার অনুবাদ সংকলনের কাজ হাতে নেওয়া যাবে। বইটি আলেকজান্দ্রা কোলনতাই-কে উৎসর্গ করলাম। আমার মনে হয়েছে নারীমুক্তি চিন্তায় কোলনতাই-এর যে প্রাপ্য সম্মান—হয়তো এভাবেও, কিছুটা হলেও দেওয়া সম্ভব।

—রূপা আইচ

প্রস্তাবনা

মার্ক্সীয় বীক্ষণে নারীমুক্তির চর্চা এতই ব্যাপক যে কোনো একটি সংকলন-গ্রন্থে তার সামগ্রিক পরিচয় তুলে ধরা প্রায় অসম্ভব। ইতস্তত ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা কিছু রচনার ভাষান্তরিতরূপ গ্রন্থিত করার এই প্রয়াস অধ্যয়ন ও গবেষণায় বাঙলা ভাষাভাষী পাঠকের আগ্রহ উদ্দীপিত করবে বলে আশা করা যায়।

নারীমুক্তির বিষয়গত রূপের সমতুল্য চেহারা নেই। এমনকি মার্ক্সীয় বীক্ষণের মধ্যেও গুরুতর বিভিন্নতা নজরে আসে। রুশ দেশে সমস্যাটাকে যেভাবে দেখা হয়েছিল জার্মান দেশে সবসময় সেভাবে দেখা হয়নি। রুশ দেশেও সমসাময়িক চিন্তাধারাগুলোও বিভিন্ন খাতে বয়ে চলেছিল। কখনও কখনও এই মতপার্থক্যগুলো বিপরীত মেরুর ছিল। আশ্চর্য লাগে যে একই রাজনৈতিক শিবিরের অন্তর্ভুক্ত হয়েও লিঙ্গ রাজনীতির বিষয়ে এতটা মতানৈক্য হল কী করে। এই কথাটা বিশেষ করে আলেকজান্দ্রা কোলেনতাই সম্বন্ধে মনে হয়।

কোলেনতাই ১৯০৯ সালে যে কথা বলেছেন সেই কথার প্রতি মনোযোগ দেওয়া হয়নি। পশ্চিমী নারীবাদীদের মুখে সেই একই কথা সাম্প্রতিককালে শুনে নতুন কথা বলে মনে হচ্ছে। কোলেনতাই বারংবার বলেছেন যে নারীমুক্তি আংশিক সমাজ সংস্কারের মাধ্যমে অর্জন করা যায় না। সমাজ অপরিবর্তিত থাকবে, ক্ষমতার পরিকাঠামো অটুট থাকবে অথচ তারই ভেতরে থেকে নারীর যৌনমুক্তি ঘটবে ভাবাটা বাতুলতা। বরঞ্চ যৌনমুক্তির নামে তখন নারী আরো বেশি লাঞ্ছিত হবে। কোলেনতাই এটাও বুঝেছিলেন যে শ্রেণিবিভক্ত সমাজে এক একটা শ্রেণির নারীকুলের সমস্যা এক এক ধরনের। সব নারীকে একই ছত্রছায়ায় এনে বলা যায় না যে এঁদের সকলের পীড়নের অভিজ্ঞতা একরকম, বা এঁরা সকলেই একটাই লক্ষ্যকে নারীমুক্তির লক্ষ্য বলে মেনে নিতে প্রস্তুত।

দুঃখের বিষয় এই যে নারীমুক্তির পথিকৃৎ হিসেবে নিজের দেশে কোলেনতাই বিশেষ স্বীকৃতি পাননি। তুলনামূলক ভাবে পশ্চিমী দুনিয়ার সোশালিস্ট নারীবাদীরা তাঁর মৃত্যুর পরে ওই বক্তব্যের দ্বারা অনেক বেশি অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন। পার্টির

সঙ্গে এত ,মতপার্থক্য থাকা সত্ত্বেও কোলেনতাই শেষ অবধি পার্টিতে থেকে গেলেন কী করে—অনেকে এই ভেবে বিস্মিত হয়েছেন। ১৯১৮ থেকে ১৯২১-এর গৃহযুদ্ধের সময় সাধারণ নাগরিকের অনেক অধিকার খর্ব করা হয়। গৃহ যুদ্ধের অবসানে কমিউনিস্ট পার্টির নতুন নামকরণ হয় 'দ্য সেন্ট্রাল কমিটি'। এই কমিটির বিরোধী পক্ষে ছিল শ্রমিক ইউনিয়ন। বিরোধীদের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন শ্লিয়াপনিকভ ও কোলেনতাই। শ্রমিকবা নিজেদের নেতা নিজেরা নির্বাচন করবে এই স্বাধীনতাটুকু তাঁরা পার্টির কাছে দাবি করেন।

এতটা স্বাধীনতা শ্রমিকদের দেওয়া হবে কিনা তাই নিয়ে ওপর মহলের দ্বিধা ছিল। ১৯২১-এ লেনিন সিদ্ধান্ত নিলেন যে মেহনতী মানুষের উপযুক্ত পথ প্রদর্শক একমাত্র কমিউনিস্ট পার্টি হতে পারে। আর, তা না হলে শ্রমিকরা বিবিধ প্রলোভনে আদর্শভ্রষ্ট হবেন। এরপর চলল ব্যাপক বহিষ্কারের পালা এবং কিছুদিন পরে স্তালিন ক্ষমতায এলেন। কোলেনতাই-কে সুইডেনের অস্লো শহরে একটি মাঝারি গোছের কূটনৈতিক দায়িত্ব দিয়ে সরিয়ে দেওয়া হল।

পার্টি সর্ব ব্যাপারে শেষ কথা বলবে এবং সেই পার্টির মধ্যেও আর একটি অতি বিশিষ্ট গোষ্ঠী থাকবেন যাঁরা হবেন তাত্ত্বিক নেতা এই কথাটা কোলেনতাই যেমন মেনে নিতে পারেননি, তেমনি পারেননি রোজা লুক্সেমবার্গও। তাঁরা দু'জনেই নারী বলেই কি এই প্রভুত্ব মেনে নেওয়ায় তাদের বিশেষ অসুবিধে ছিল?

লেনিন ও স্তালিনের কাছে সব সময় যেন সাম্রাজ্যবাদকে ঠেকানোটাই প্রধান লক্ষ্য ছিল। সাম্রাজ্যবাদের অনুরূপ একটা ক্ষমতার কাঠামো যে পিতৃতন্ত্রেও আছে এবং সাম্রাজ্যবাদ দূর হলেও যে পিতৃতন্ত্র দূর হয় না এই বিতর্কটা এই লেখাগুলোর মধ্যে স্পষ্ট না হলেও প্রচ্ছন্ন রয়েছে। এমন ওপর থেকে চাপিয়ে দেওয়া আদর্শ-কাঠামোতে কোলেনতাই ও লুক্সেমবার্গ যে একটা অস্বস্তি অনুভব করছিলেন সেটা স্পষ্ট বোঝা যায়। রোজা লুক্সেমবার্গ ও কোলেনতাই প্রায় সমবয়সী, তাঁরা মাত্র এক বছরের ছোটো বড়। আলেকজান্দ্রা কোলেনতাই-এর জন্ম ১৯-এ মার্চ ১৮৭২ খ্রিঃ এবং মৃত্যু ৯ই মার্চ ১৯৫২ খ্রিঃ, রোজা লুক্সেমবার্গের জন্ম ৫ই মার্চ ১৮৭১ খ্রিঃ আর মৃত্যু ১৫ই জানুয়ারি ১৯১৯ খ্রিঃ। প্রতিবাদী রাজনীতির জন্য পুলিশ তাঁকে নৃশংসভাবে হত্যা করে।

লুক্সেমবার্গ এবং কোলেনতাই অতি অল্প বয়স থেকে নারীমুক্তি নিয়ে ভেবেছেন এবং লিখেছেন। এঁরা যুগপৎ পার্টির কাজ এবং নারীমুক্তির জন্য সংগ্রাম করছিলেন। লেনিন নিজে স্বীকাব করেছেন যে প্রতিটি শ্রেণিসংগ্রামে নারীদের অপরিসীম দান

ছিল। পার্টির কাজে নারীরা নিজেদের শ্রম উজাড় করে দিয়েছেন কিন্তু নারীমুক্তির জন্য পার্টি কী ভেবেছিল বা করেছিল?

নারীমুক্তির এজেন্ডা পার্টির কর্মসূচীর অন্তর্ভুক্ত হয়নি বলা যাবে না। কিন্তু এই লক্ষ্যে পার্টি কতটা অগ্রসর হতে পেরেছিল বা আদৌ পেরেছিল কিনা সেটা একটু খতিয়ে দেখা দরকার। এই সংকলনের অন্তর্ভুক্ত ক্লারা জেটকিন-এর লেখা 'নারী সমস্যায় লেনিন' প্রবন্ধটাতে লেনিন-এর একটা উক্তি বিশেষ মনোযোগের দাবি রাখে। লেনিন ১৯২০ সালের এই সাক্ষাৎকারে বলছেন, 'সুস্পষ্ট মতবাদের ভিত্তিতে আমাদের একটা শক্তিশালী আন্তর্জাতিক নারী আন্দোলন গড়ে তুলতেই হবে।' তারপরই তিনি বলছেন, 'দুর্ভাগ্যবশত আমাদের দ্বিতীয়-আন্তর্জাতিক কংগ্রেসে এই বিষয়ে আলোচনা হয়নি। প্রসঙ্গটা উঠেছিল বটে, কিন্তু কোনো সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়নি। বিষয়টা এখনও কমিশনের হাতে আছে। তাঁদেরই এর ওপর একটা প্রস্তাব লিখে ব্যাখ্যামূলক আলোচনা করে নির্দেশ দিতে হবে। যাই হোক, এখনও পর্যন্ত এই কমিশনের কাজ বেশিদূর অগ্রসর হয়নি।' এই পরিস্থিতি বর্তমান যুগেও আমাদের অতি পরিচিত। ভারতের পার্লামেন্টে যেমন মহিলা সংরক্ষণ বিল নিয়ে টাল-বাহানা চলছে, সব সময় একটা 'হচ্ছে-হবে' ভাব। একটা পক্ষকে গুরুত্ব দেওয়ার জন্য তড়িঘড়ি তাদের দাবিগুলো এজেন্ডাভুক্ত হয়ে যায় তারপর সে বিষয়ে মিটিং-এ আলোচনা হয়, বিষয়টা উত্থাপিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বিষয়টাকে উপসমিতির বিবেচনাধীন করে রাখা হয়। তারপর? তারপর সেটা হিমঘরে থাকে। যে দেশে নারীমুক্তির স্বপক্ষে বক্তব্য রাখার জন্য কোলেনতাই-এর মতো সোচ্চার বক্তা এক দশকেরও বেশি লিখে যাচ্ছিলেন, বলে যাচ্ছিলেন, সেই দেশেও এই অবস্থা কেন? শুধু তাই নয়, সে সময় কোলেনতাই একা ছিলেন না, ক্লারা জেটকিন এবং রোজা লুক্সেমবার্গের মতো তাঁর সহমর্মী সাথীও ছিল। তবু তাঁরা সুস্পষ্ট মতবাদের ভিত্তিতে একটা শক্তিশালী আন্তর্জাতিক নারী আন্দোলন গড়ে তুলতে পারেননি।

অপরাপর সমস্ত পার্টির সঙ্গে কমিউনিস্ট পার্টির যে পার্থক্য আছে সে বিষয়ে একটা সুস্পষ্ট ধারণা পার্টির মধ্যে ছিল। ফলে, কমিউনিস্ট পার্টির নারীমুক্তি সম্বন্ধে একটা স্বচ্ছ নীতি আশা করাটাই স্বাভাবিক। পার্টির পুরোধাদের আলোচনা থেকে মনে হয় যেন লিঙ্গ বৈষম্য ও যৌন হেনস্তা সবই ধনতান্ত্রিক সমাজের পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া। ধনতন্ত্র পৃথিবীর বুক থেকে মুছে গেলে তার ঘৃণ্য নারীনির্যাতনের ফন্দিফিকিরও লোপ পাবে।

এই জাতীয় যুক্তিতর্কে 'আমরা' এবং 'ওরা' জাতীয় একটি দ্বি-কোটিক যুক্তি কাঠামো কাজ করে। সাম্প্রতিককালে দাঁড়িয়ে এমন আটসাট বর্গবিভাজন কতটা অভিজ্ঞতা প্রসূত আর কতটা নিছকই তাত্ত্বিক তা হয়ত ভেবে দেখা প্রয়োজন। ইদানীং নারীবাদীদের মধ্যে অনেকেই মর্ডানিজম বা আধুনিকতার সমালোচনা করতে গিয়ে এই দ্বি-কোটিক কাঠামো যে কেন গ্রহণ করা যায় না তার স্বপক্ষে অনেক যুক্তি খাড়া করেছেন।

নারীর সামাজিক শৃঙ্খলের ইতিহাস মার্ক্সীয় বীক্ষণে একভাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। মূলত এ-বিষয়ে এঙ্গেলস-এর 'দ্য অরিজিন অব দ্য ফ্যামিলি'-তে যে ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছে তাই অনুসরণ করা হয়। আমাদের প্রত্যেকের বিশ্বাস-কাঠামোর ওপর সমসাময়িক চিন্তাভাবনার প্রভাব পড়ে, এঙ্গেলসও তার ব্যতিক্রম ছিলেন না। পরিবার নামক প্রতিষ্ঠানের উৎস সন্ধান করতে গিয়ে এঙ্গেলস অনেকাংশে মর্গান-এর কাজের ওপর নির্ভর করেছিলেন। ভারত এবং আমেরিকার সমাজ বিষয়ে সম্যক জ্ঞান না-থাকার ফলে মর্গানের ব্যাখ্যা অনেকটাই একপেশে। এই দোষ পক্ষান্তরে এঙ্গেলস-এর ওপরও বর্তেছে। এঙ্গেলস-এর লেখাতে আর একটি প্রভাবও সুস্পষ্ট, সেটা হল ডারউইন-এর বিবর্তন তত্ত্বের প্রভাব। সাম্প্রতিক কালে ডারউইন-এর এই তত্ত্ব নারীবাদীদের দ্বারা বহুল আলোচিত। এই তত্ত্বের দোহাই দিয়ে কতভাবে নারীকে প্রান্তে রাখা সম্ভব হয়েছে তা আধুনিক নারীবাদীরা প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা করেছেন। তার মানে এই নয় যে এঙ্গেলস-এর তত্ত্ব পূর্ণত পরিত্যজ্য। সাম্প্রতিক গবেষণার প্রেক্ষিতে এই সমস্ত লেখারই পুনর্মূল্যায়ণ হওয়া দরকার। তারই প্রথম পদক্ষেপ হিসেবে দেখলে এই অনুবাদগুলি অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক।

লেনিন ক্লারা জেটকিনের কাছে প্রশ্ন রাখলেন 'কিন্তু এই সব পুরুষ ও নারী কমরেডদের শিক্ষা দেবার ও তাদের কর্মনীতি পরিষ্কার করে বুঝিয়ে দেবার বিষয়টা কী হল?' অর্থাৎ কাজ যে ঠিক মতো হচ্ছে না সে বিষয়ে লেনিনের উৎকণ্ঠা ছিল। স্তালিন কিন্তু তুলনামূলকভাবে নিরুদ্বিগ্ন ছিলেন। তাঁর দেশে নারীমুক্তির অগ্রগতিতে তিনি সন্তোষ প্রকাশ করেছিলেন। গ্রামাঞ্চলে সাংস্কৃতিক প্রগতির খতিয়ান দিতে গিয়ে ১৯৩৪ সালে বলেন, 'উদাহরণস্বরূপ আমরা দেখতে পাই যে, যৌথ খামারের প্রায় ৬,০০০ নারী কর্মী চেয়ারম্যানের পদে রয়েছেন, ৬০,০০০ নারী যৌথ খামারের পরিচালক বোর্ডের সদস্য পদে রয়েছেন। ২৮,০০০ নারী কর্মীদলগুলির নেতৃত্বে রয়েছেন। ১,০০,০০০ নারী যোগাযোগ রক্ষাকারী সংগঠনের পদে রয়েছেন। ৯০০০ নারী যৌথ খামারের ডেয়ারীগুলির ম্যানেজার

পদে রয়েছেন। আর ৭,০০০ নারী ট্রাক ড্রাইভারের কাজ করছেন।' এই বিরাট সংখ্যক নারীদের দেশের উৎপাদনের সঙ্গে যুক্ত করাটা সত্যিই গর্বের বিষয়। কিন্তু সংখ্যাধিক্য দিয়ে তো নারীমুক্তির প্রগতির মূল্যায়ন হয় না। প্রশ্ন হল, পিতৃতান্ত্রিক কাঠামো বজায় রেখে মেয়েদের কাজের জগতে প্রবেশাধিকার দেওয়া হয়েছিল, নাকি তাদের নারীরূপে মুক্তি ঘটেছিল?

স্তালিন যখন বারংবার 'রিপাবলিকের শ্রমিক-কৃষক-নারী'-দের প্রসঙ্গ উল্লেখ করেন তখন মনে হয় যে তিনি রিপাবলিকের সব প্রান্তবাসী মানুষকে একই শ্রেণিতে ফেলছেন, বা মনে করছেন যে তাদের প্রতি যে বৈষম্যমূলক আচরণ করা হয় তা একই প্রকার। সেই সঙ্গে যেন এটাও বলছেন যে এদের একটা প্রান্তিক বর্গের মুক্তির সঙ্গে অপরাপর প্রান্তিক বর্গের মুক্তি অঙ্গাঙ্গীভাবে যুক্ত। নারী নির্যাতন এবং লিঙ্গ বৈষম্যের অনন্যতা এতে ধরা পড়ে না। কোলেনতাই, জেটকিন এবং লুক্সেমবার্গ বিভিন্নভাবে এই অনন্যতার কথা পার্টিতে তোলার চেষ্টা করেও বিফল হয়েছেন। লেনিন বুঝতে পারলেন না শ্রমজীবী নারী কমরেডরা কেন যৌন সমস্যা এবং অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যতের বিবাহপদ্ধতি নিয়ে পর্যালোচনা করছেন। তিনি মনে করেছিলেন যে এই আলোচনা করে শক্তি ক্ষয় হচ্ছে, শ্রমিকরা এ বিষয়ে সম্যক পাঠ বেবেল-এর লেখা থেকেই জানতে পারবেন। কথা হল নারীমুক্তির অনুষঙ্গে অগাস্ট বেবেল-কে কতটা ভরসা করা যায়? এই বেবেল-ই ১৮৯৯ সালে ঘোষণা করেছিলেন যে আমাদের অবস্থান হেগেলের তুলনায় ডারউইনের নিকটবর্তী।

প্রতিটি প্রান্তিক গোষ্ঠীর সমস্যা সমগোত্রীয় ভাবাটা যেমন ঠিক নয়, তেমনি প্রান্তিক গোষ্ঠীর মানুষজনেরা তাঁদের নিজেদের মঙ্গল এবং দেশের মঙ্গল সঠিকভাবে বুঝতে পারে না ভাবাটাও ভুল। এই ধরনের ভাবনার ফলে একটা সম্প্রদায়ের হাতে কর্তৃত্ব ন্যস্ত হয়ে যায় এবং আশা করা হয় যে তারাই সকলের জন্য একটা কল্যাণকর ভবিষ্যৎ নিরূপণ করতে সক্ষম হবে। কোলেনতাই এবং লুক্সেমবার্গ শ্রমিকের পার্টির বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াবার অধিকারের কথা বলেছিলেন। সে কথা পার্টির মনঃপূত হয়নি। আশঙ্কা হল সাধারণ মানুষ পথভ্রষ্ট হবে, বুর্জোয়া প্রভাব তাদের প্রলুব্ধ করবে। লুক্সেমবার্গ মনে করলেন যে বিপ্লবী শ্রমিক সংগঠনের ভুল করার অধিকার আছে এবং এই ভুল থেকে তাঁরা তাঁদের সংগ্রামকে যত কার্যকরভাবে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারবেন কোনো নির্ভুল সেন্ট্রাল কমিটির নির্দেশনামা কখনই একই রকম ফলপ্রদ হতে পারে না।

বর্তমান সংকলন গ্রন্থ থেকে ইতিহাসে উপেক্ষিত অনেক কণ্ঠস্বর শনাক্ত করতে পারি যাঁদের বক্তব্য বর্তমান কালেও অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক। কমিউনিস্ট পার্টির কর্মকাণ্ডে শামিল হয়ে এমন কিছু অমূল্য অভিজ্ঞতা ও উপলব্ধির পরিচয় এই লেখাগুলোতে বিধৃত আছে যা যে কোনো ভবিষ্যৎ নারীমুক্তি আন্দোলনের দিক্ দর্শনে সাহায্য করবে।
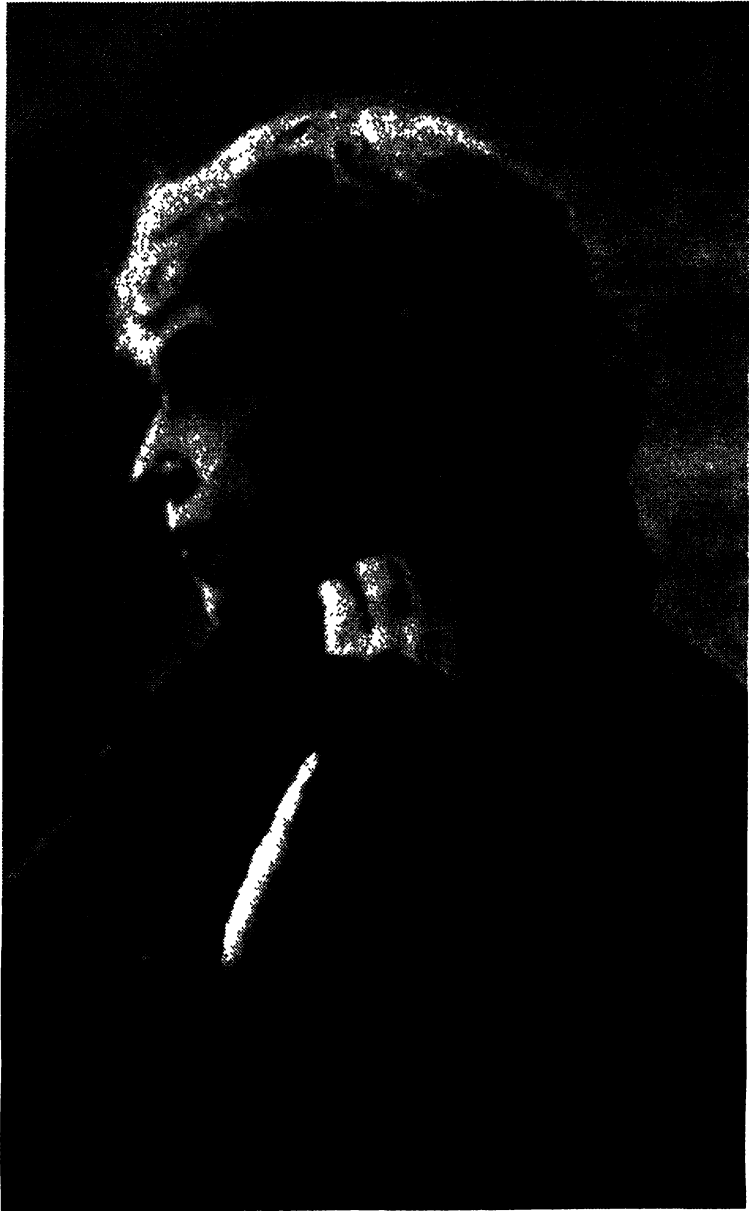
অলেক্সান্দ্রা কোলনতাই

অলেকজান্দ্রা কোলনতাই

রাশিয়ায় সমাজতান্ত্রিক আন্দোলনের এক গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিত্ব আলেক্সান্দ্রা কোলনতাই। নির্বাসনের দিনগুলোতে তিনি জার্মানী, বেলজিয়াম, ফ্রান্স, ব্রিটেন, স্ক্যান্ডেনেভিয়া এবং যুক্তরাষ্ট্রে বক্তা ও লেখিকারূপে সক্রিয় ছিলেন। উকরানিয়ান, রাশিয়ান এবং ফিনিশ প্রেক্ষাপটের এক ধনী পরিবারে তাঁর জন্ম, বিভিন্ন ভাষায় সাবলীল ছিলেন, যা শুধু বিপ্লবী আন্দোলনে ভাল কাজে দিয়েছিল তা নয়, সোভিয়েতের কূটনীতিতেও কাজে এসেছিল। রাশিয়ার সমাজতান্ত্রিক আন্দোলনে মেয়েদের মধ্যে বিশেষ কাজ সংগঠিত করতে তিনি একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিলেন। পাশাপাশি তিনি নারী-শ্রমিক এবং কৃষক-নারীদের সংগঠিত করেছিলেন এবং সোভিয়েত রিপাবলিকের আদিপর্বে সামাজিক আইন প্রণয়ণের অধিকাংশেরই লেখিকা ছিলেন।

১৮৯৪ সালে কোলনতাই রাজনৈতিক কাজ শুরু করেন, যখন তিনি সদ্যজাত সন্তানের মা—তিনি সেন্ট পিটার্সবুর্গ-এ সান্ধ্যশিক্ষাতে শিক্ষকতা করতেন। এই কাজের মধ্য দিয়ে 'রাজনৈতিক রেডক্রস'-এর সাথে তিনি প্রকাশ্য এবং গুপ্ত উভয় কাজই শুরু করেন। এই সংগঠনটা রাজনৈতিক বন্দীদের সাহায্য করার জন্য গঠিত হয়েছিল। ১৮৯৫ সালে তিনি অগাস্ট বেবেলের 'নারী এবং সমাজতন্ত্র' বইটা পড়েন, যা তাঁর ভবিষ্যত চিন্তা ও কার্যাবলীতে ব্যাপক প্রভাব ফেলেছিল।

১৮৯৬ সালে, কোলনতাই, প্রথমবারের জন্য ধনতান্ত্রিক কারখানা স্বচক্ষে দেখেন, তিনি যখন একটি কারখানায় তাঁর স্বামীর দ্বারা প্রতিষ্ঠিত 'বায়ুরন্ধ্রব্যবস্থা' পরিদর্শনে গিয়েছিলেন। এ বছরের পরে, তিনি পিটার্সবুর্গ এলাকায় বস্ত্রকারখানার গণ ধর্মঘটের সমর্থনে প্রচারপত্র বিলি ও অর্থসংগ্রহ করেন। রাজনৈতিক জীবনের বাকী অংশে কোলনতাই সেন্ট পিটার্সবুর্গের বস্ত্রকারখানার নারী-শ্রমিকদের সাথে যোগাযোগ রেখেছিলেন। ১৮৯৬ সালের ধর্মঘট, শ্রমিক শ্রেণির বিপ্লবের গুরুত্বের কথা প্রথম কোলনতাই-এর মনে নিয়ে আসে।

১৮৯৮ সালে কোলনতাই মার্কসবাদের প্রতি সম্পূর্ণ দায়বদ্ধ হয়ে পড়েন এবং মার্কসবাদী অর্থনীতিবিদ্ হেইনরিখ্ হার্কনারের কাছে পড়তে স্বামী ও সন্তানকে ছেড়ে জুরিখ চলে যান। যখন তিনি বুঝতে পারলেন হার্কনার 'সংশোধনবাদী'

হয়ে পড়েছেন, কোলনতাই তাঁর দৃষ্টিভঙ্গীকে বিরোধিতা করতে বিশ্ববিদ্যালয়ে বহু সময় ব্যয় করেন। রাশিয়ায় যখন তিনি ফিরলেন, তিনি এডওয়ার্ড বার্ণস্টাইনের বিরুদ্ধে একটা বিতর্কমূলক রচনা লেখেন, যা সেন্সরদের দ্বারা অবদমিত হয়। ১৮৯৯ সালে তিনি রাশিয়ান সোশাল ডেমোক্রেটিক লেবার পার্টি (RSDLP)-র হয়ে গোপন কাজ শুরু করেন।

১৯০০ সালে, ফিনল্যান্ডের ওপর লেখা কোলনতাই-এর প্রথম নিবন্ধ প্রকাশিত হয়। পরবর্তী ২০ বছর, তিনি সাধারণভাবে RSDLP-র 'ফিনিশ সমস্যা'-র উপর অগ্রণী বিশেষজ্ঞ হিসেবে স্বীকৃত হয়েছিলেন; দুটি গ্রন্থ এবং অসংখ্য নিবন্ধ লিখেছিলেন। জারের ডুমায় RSDLP-র সদস্যদের পরামর্শদাতা রূপে এবং ফিনিশ বিপ্লবীদের সাথে সংযোগকারী রূপে কাজ করেছিলেন। ফিনল্যান্ডের জার সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে সশস্ত্র অভ্যুত্থানে পরামর্শ দেওয়ার অপরাধে, যখন তাঁর প্রতি গ্রেপ্তারী পরোয়ানা জারি হল, তিনি আবার নির্বাসনে যেতে বাধ্য হলেন। ১৯১৮ সালে তিনি সোভিয়েত সরকারের সমাজ-কল্যাণের কমিশারের পদ ত্যাগ করলেন—ব্রেস্ট লিটওভস্ক চুক্তি এবং ফিনল্যান্ড ইস্যুতে তাঁর বিরোধিতার জন্য।

অনেক রাশিয়ান সমাজতন্ত্রীদের মতই কোলনতাই ১৯০৩ সালে বলশেভিক মেনশেভিক বিভাজনে নিরপেক্ষ ছিলেন। ১৯০৪ সালে তিনি বলশেভিক-দের সাথে যোগ দেন এবং তার জন্য 'মার্ক্সবাদে'র ক্লাস নিতে শুরু করেন। ১৯০৬ সালে ডুমায় নির্বাচনে বয়কটের প্রশ্নের ওপর দাঁড়িয়ে তিনি বলশেভিকদের পরিত্যাগ করেন এবং অগণতান্ত্রিকভাবে নির্বাচিত সীমাবদ্ধ ক্ষমতা, তিনি বিশ্বাস করতেন না যে, এর দ্বারা বাম ডেপুটিদের পক্ষে সরকারি ব্যবস্থাকে উদঘাটিত করা এবং দাবী তুলে ধরা সম্ভব হবে—তার বিরোধিতা করেন।

১৯০৫ থেকে ১৯০৮, কোলনতাই যে প্রচারে নেতৃত্ব দেন—তা ইতিহাসে তাঁর ভূমিকা প্রতিষ্ঠা করে দেয়, মালিক এবং বুর্জোয়া নারীবাদের বিরুদ্ধে রাশিয়ার নারী-শ্রমিকদের ঐক্যবদ্ধ করা এবং প্রয়োজনমত সমাজতন্ত্রী সংগঠনগুলোর পুরুষ আধিপত্য এবং রক্ষণশীলতার বিরুদ্ধে লড়াই করা। লিবারাল নারীদের ইউনিয়নগুলোর সভাতে হস্তক্ষেপ করে তিনি গণ আন্দোলনের ভিত্তি গড়ে তুলেছিলেন।

১৯০৮-এর শেষে, গ্রেপ্তারকে এড়াবার জন্য কোলনতাই শেষপর্যন্ত নির্বাসনে যেতে বাধ্য হন। তারপর থেকে ১৯১৭ সাল পর্যন্ত তিনি রাশিয়ার বাইরে থাকেন—তাঁর অনেক লেখাই যেখানে প্রকাশিত। জার্মান সোশাল ডেমোক্রেটিক

পার্টির (SPD)-র সর্বক্ষণের বিক্ষুব্ধ কর্মীরূপে কাজ করেন এবং ইংল্যান্ড, ডেনমার্ক, সুইডেন, বেলজিয়াম, সুইজারল্যান্ড ভ্রমণ করেন—প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পূর্ববর্তী পর্যায়ে। ১৯১১ সালের প্রথমদিকে তিনি ইতালিতে ম্যাক্সিম গোর্কীর দ্বারা সংগঠিত একটি সমাজতান্ত্রিক বিদ্যালয়ে পড়ান।

১৯১৪ সালে তিনি আসন্ন যুদ্ধের বিরুদ্ধে জার্মানী এবং অস্ট্রিয়ায় সংগঠিত করেন এবং গ্রেপ্তার হন। মুক্ত হয়ে তিনি স্ক্যান্ডেনেভিয়ায় যান এবং ভি.আই. লেনিনের সাথে যোগাযোগ প্রতিষ্ঠা করেন, তারপর সুইজারল্যান্ডে নির্বাসিত হন। ১৯১৫ সালে যুদ্ধের বিরুদ্ধে জিমারওমান্ডের সম্মেলনে তিনি মূল উদ্যোক্তা ছিলেন এবং যুদ্ধের অগ্রনী সৈনিকদের প্রতি তাঁর পুস্তিকা 'কে যুদ্ধ চায়?' অনেকগুলো ভাষায় অনূদিত হয়েছিল।

১৯১৫ সালে তিনি যুক্তরাষ্ট্রে সাড়ে চারমাস ধরে বক্তৃতা দিয়ে বেড়ান এবং যুদ্ধে বাম-জিমারওমান্ড অবস্থানের জন্য সমর্থন গড়ে তোলেন। সব মিলিয়ে তিনি ১২৩টা সভায় চারটে ভাষায় বক্তৃতা দেন।

১৯১৭-র ফেব্রুয়ারি বিপ্লবের সময় কোলনতাই নরওয়ে-তে ছিলেন। ফেরার পরে পেত্রোগার্দ সোভিয়েতে 'আর্মি ইউনিট'-এর প্রতিনিধি রূপে তিনি কার্যকরী কমিটির সদস্য হয়েছিলেন। তিনি ৪ঠা এপ্রিল সোশাল ডেমোক্রেটদের সভায় লেনিনের পরে, 'সোভিয়েতের হাতে সর্বোচ্চ ক্ষমতা' প্রদানকে সমর্থন করেন।

১৯১৭-র পরবর্তী দিনগুলোতে কোলনতাই একজন বক্তা, পুস্তিকা-রচয়িতা এবং বলশেভিকদের নারীদের পত্রিকা 'রাবোৎনিৎসা'-র কর্মীরূপে বিপ্লবের জন্য কাজ করেছিলেন। জুনমাসে তিনি ফিনিশ সোশাল ডেমোক্রেটিক পার্টির নবম সম্মেলনে একজন রাশিয়ান প্রতিনিধি হয়ে যোগ দিয়েছিলেন। এবং প্রথম সর্ব-রাশিয়ান সম্মেলনে জাতীয় সমস্যা এবং ফিনল্যান্ডের সমস্যার ওপর আলোকপাত করেন। এই পর্যায়ে তিনি অন্যান্য নারী কর্মীদের সাথে নারী-শ্রমিকদের সংগঠিত করার প্রশ্নে মনোযোগ দিতে চাপ সৃষ্টি করেন এবং পেত্রোগার্দে ধোলাই-শ্রমিকদের শহরজোড়া ধর্মঘট গড়ে তুলতে সাহায্য করেন।

১৯১৭-র অক্টোবরে, কোলনতাই সরকারের বিরুদ্ধে সশস্ত্র অভ্যুত্থানের সিদ্ধান্তে অংশগ্রহণ করেন। দ্বিতীয় সর্বরাশিয়া সোভিয়েতগুলির সম্মেলনে, তিনি নতুন সোভিয়েত সরকারের সমাজ কল্যাণের কমিশার নিযুক্ত হয়েছিলেন। ব্রেস্ট-লিৎওভস্ক চুক্তিকে কেন্দ্র করে তিনি পদত্যাগ করেন। ১৯১৮-এর পরবর্তী সময়ে তিনি বিক্ষোভকারী ও সংগঠকরূপে সক্রিয় থাকেন এবং প্রথম সর্ব-রাশিয়ার শ্রমিক

এবং কৃষক নারীদের সম্মেলন সংগঠিত করার ক্ষেত্রে মুখ্য ভূমিকা গ্রহণ করেন। ১৯১৯-এর শারীরিক অসুস্থতার পরেও তিনি কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকের প্রথম সম্মেলনের প্রতিনিধিরূপে, ইউক্রেণের জন্য বিক্ষোভ ও প্রচারের কমিশার রূপে এবং নতুন গঠিত কমিউনিস্ট পার্টির নারী-বিভাগের সক্রিয় কর্মীরূপে ভূমিকা পালন করেন। তাঁর নারীর মর্যাদা সম্পর্কিত দৃষ্টিভঙ্গী রাশিয়ায় সেই সময় বিতর্ক তুলেছিল। যাইহোক, ১৯৪৬ থেকে ১৯৫২ সাল তাঁর মৃত্যু পর্যন্ত তিনি সোভিয়েত মন্ত্রীসভায় বৈদেশিক বিষয়ের পরামর্শদাতারূপে ভূমিকা পালন করে যান।

নারী সমস্যার সামাজিক ভিত্তি

একটি লিঙ্গের তুলনায় অপর লিঙ্গের অধিক উৎকৃষ্টতা অথবা মস্তিষ্কের ওজন এবং পুরুষ ও নারীর মনস্তাত্ত্বিক গঠনের তুলনামূলক আলোচনার বিষয়টাকে বুর্জোয়া গবেষকদের হাতে ছেড়ে দিয়ে ঐতিহাসিক বস্তুবাদের অনুগামীরা প্রতিটা লিঙ্গের প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্যগুলোকে পুরোপুরি গ্রহণ করে এবং শুধু প্রতিটা মানুষের, সে পুরুষ অথবা নারী হোক, আত্মনির্ধারণের পুরোপুরি এবং মুক্ত প্রকৃত সুযোগ এবং সকল স্বাভাবিক প্রবণতার বিকাশ এবং প্রয়োগের বিস্তৃততম সুযোগ দাবী করে। ঐতিহাসিক বস্তুবাদের অনুগামীরা আজকের দিনের সাধারণ সমস্যার থেকে বিচ্ছিন্নভাবে বিশেষ কোনো নারী সমস্যার অস্তিত্বকে অস্বীকার করেন। নারীর অধীনতার পেছনে রয়েছে নির্দিষ্ট কতকগুলো অর্থনৈতিক প্রাক্‌শর্ত; স্বাভাবিক গুণাবলীগুলো এই প্রক্রিয়ার গৌণ প্রাক্‌শর্ত। কেবল এই সকল প্রাক্-শর্তগুলোর পূর্ণ বিলুপ্তি কেবলমাত্র সেইসকল শক্তির বিবর্তন যারা অতীতে কোন একটা সময়ে নারীর আত্মসমর্পণের জন্ম দিয়েছিল, তারাই এক মৌলিক পদ্ধতিতে তাদের সামাজিক অবস্থানকে প্রভাবিত এবং পরিবর্তন করতে সক্ষম। অন্য কথায়, নারী প্রকৃতঅর্থেই মুক্ত এবং সমান হতে পারে কেবলমাত্র এমন এক পৃথিবীতে যা সমাজ এবং উৎপাদনকে নতুন পথে সংগঠিত করছে।

অবশ্য এর অর্থ এই নয় যে, বর্তমান ব্যবস্থার দেওয়া কাঠামোটার মধ্যে নারীর জীবনের আংশিক উন্নতিসাধন অসম্ভব। শ্রমিক সমস্যার মূলগত সমাধান কেবল আধুনিক উৎপাদন—সম্পর্কের পূর্ণ পুনর্গঠনের মাধ্যমেই সম্ভব। কিন্তু আমাদের প্রলেতারিয়েতের সবচেয়ে আশু প্রয়োজনীয় স্বার্থ পূরণ করার জন্য প্রয়োজনীয় সংস্কারের কাজ করতে তার কি আমাদের বাধা দেওয়া উচিত? বিপরীতে, শ্রমিক শ্রেণির প্রতিটা নতুন প্রাপ্তি মানবতাকে স্বাধীনতা এবং সামাজিক সাম্যের রাজত্বের দিকে একধাপ এগোনকে চিহ্নিত করে। নারী, অর্জিত প্রতিটা অধিকার পূর্ণ মুক্তির নির্দিষ্ট লক্ষ্যে আরো কাছাকাছি

তাকে নিয়ে আসে। সোশাল ডেমোক্রেসি প্রথম তার কর্মসূচীতে পুরুষের সাথে নারীর অধিকারের সাম্যের জন্য দাবী করে। পার্টি বক্তৃতায় এবং লিখিতভাবে সর্বদা এবং সর্বত্র নারীদের পক্ষে ক্ষতিকারক বাধাগুলো প্রত্যাহারের দাবী জানায়। পার্টির একক প্রভাবের ফলেই অন্য পার্টিগুলো এবং সরকার নারীর পক্ষে সংস্কার চালিয়ে যেতে বাধ্য হয়েছে। এবং রাশিয়াতে এই পার্টি শুধুমাত্র তার তাত্ত্বিক অবস্থানের দিক থেকে নারীর রক্ষাকারী নয়—বরং সর্বদা এবং সর্বত্র নারীর সমানাধিকারের নীতির বিশ্বস্ত থেকেছে। সেক্ষেত্রে আমাদের 'সমানঅধিকারবাদী'দের এই শক্তিশালী এবং অভিজ্ঞ পার্টির সমর্থন গ্রহণ করতে বাধা কিসের? প্রকৃত ঘটনা হল, সমানাধিকারবাদীরা যতই 'প্রগতিবাদী' হোক না কেন, এখনও তারা তাদের নিজস্ব বুর্জোয়া শ্রেণির প্রতি অনুগত। এই মুহূর্তে রাশিয়ার বুর্জোয়াদের বৃদ্ধি এবং ক্ষমতার এক আবশ্যিক পূর্বশর্ত হ'ল রাজনৈতিক স্বাধীনতা, এটা ছাড়া, তার সমস্ত অর্থনৈতিক কল্যাণ আসলে বালির উপর নির্মাণ হয়ে দাঁড়াবে। নারীর জন্য রাজনৈতিক সমানাধিকারের দাবী এমন এক প্রয়োজন, যা জীবন থেকেই উঠে এসেছে।

'পেশায় প্রবেশের সুযোগ' এর শ্লোগান আর যথেষ্ট নয়; কেবল সরাসরি দেশের সরকারের অংশগ্রহণই নারীর অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নতিতে সহায়তার প্রতিশ্রুতি দেয়। সেজন্যই মাঝারী বুর্জোয়া নারীদের ভোটাধিকার লাভের ইচ্ছা এত প্রিয় এবং সেজন্যই আধুনিক আমলাতান্ত্রিক ব্যবস্থার প্রতি তাদের এত বিদ্বেষ।

রাজনৈতিক অধিকারের জন্য তাদের দাবীর ক্ষেত্রে আমাদের নারীবাদীরা তাদের বিদেশী বোনেদের মতই; সমাজ গণতন্ত্রের শিক্ষায় উন্মুক্ত বিস্তৃত দিগন্ত তাদের কাছে বেমানান এবং অবোধ্য। নারীবাদীরা বর্তমান শ্রেণিব্যবস্থার কাঠামোর মধ্যেই সমানাধিকার খোঁজে, কোনোভাবেই তারা এই ব্যবস্থার ভিত্তিকে আক্রমণ করে না। বর্তমান বিশেষ অধিকার এবং সুবিধাসমূহকে প্রশ্ন না করেই তারা নিজেদের বিশেষ অধিকারের জন্য লড়াই করে। বিষয়টা না বোঝার জন্য আমরা বুর্জোয়া নারী আন্দোলনের প্রতিনিধিদের দোষারোপ করিনা, বিষয়টা সম্পর্কে তাদের অভিমত অনিবার্যভাবে তাদের শ্রেণি-অবস্থান থেকে বেরিয়ে আসে।

অর্থনৈতিক স্বাধীনতার জন্য সংগ্রাম

সবার আগে আমাদের অবশ্যই নিজেদের জিজ্ঞাসা করতে হবে যে, শ্রেণি-বিরোধের ভিত্তিতে গড়ে ওঠা সমাজে একটা একক ঐক্যবদ্ধ নারী আন্দোলন সম্ভব কিনা? মুক্তি আন্দোলনে অংশগ্রহণ করে যেসব নারীরা তারা যে একটা সমসত্ত্ব জনতা নয়, এ ঘটনা সকলের কাছেই, প্রতিটা নিরপেক্ষ পর্যবেক্ষকের কাছেই স্পষ্ট।

নারীদের জগত বিভক্ত, দুটো শিবিরে, ঠিক পুরুষদের জগতের মতই; একাংশের নারীদের স্বার্থ সমূহ এবং আকাঙ্ক্ষাগুলো তাদের বুর্জোয়া শ্রেণির ঘনিষ্ঠ করে, যেখানে অন্য অংশটার প্রলেতারিয়েতের সাথে ঘনিষ্ঠ সংযোগ রয়েছে এবং নারী সমস্যার পূর্ণ সমাধান এই অংশের মুক্তির দাবির মধ্যে অন্তর্ভূক্ত। অতএব, যদিও দুটি শিবিরই 'নারীর মুক্তি'র সাধারণ শ্লোগানকে অনুসরণ করে, তাদের লক্ষ্য এবং স্বার্থ সমূহ আলাদা। প্রতিটা অংশই অসচেতনভাবে তার প্রারম্ভ বিন্দুটা নেয় তার নিজস্ব শ্রেণি স্বার্থের জায়গা থেকেই, যা তার নিজের তৈরি করা লক্ষ্য এবং কর্তব্যগুলোকে একটা বিশেষ শ্রেণির রঙে রঞ্জিত করে।

আপাতভাবে নারীবাদীদের দাবীগুলো যতই প্রগতিশীল হোক না কেন, এর সত্যদৃষ্টির আড়ালে গেলে চলবে না যে, নারীবাদীরা তাদের নিজস্ব শ্রেণি অবস্থানের কারণে সমসাময়িক সমাজের অর্থনৈতিক এবং সামাজিক কাঠামোর মৌলিক রূপান্তরের জন্য সংগ্রাম করতে পারে না, যা ছাড়া নারীর মুক্তি সম্পূর্ণ হতে পারে না।

কোনো কোনো পরিস্থিতিতে সমস্ত শ্রেণির নারীদের স্বল্পমেয়াদী কর্তব্যগুলো মিলে গেলেও, দুটো শিবিরের অন্তিম লক্ষ্য (যা দীর্ঘকালীন ভিত্তিতে আন্দোলনের দিশা এবং ব্যবহারযোগ্য কৌশল নির্ধারণ করবে) একেবারেই আলাদা। যেখানে নারীবাদীদের ক্ষেত্রে সমসাময়িক পুঁজিবাদী দুনিয়ার কাঠামোতে, পুরুষের সাথে সমানাধিকারের প্রাপ্তি, সেখানেই যথেষ্ট পরিমাণে তার যথাযথ পরিসমাপ্তিকে নিশ্চিত করে, প্রলেতারীয় নারীদের জন্য বর্তমান সময়ে সমানাধিকার শ্রমিক শ্রেণির অর্থনৈতিক দাসত্বের বিরুদ্ধে সংগ্রামকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার একটা উপায় ছাড়া আর কিছুই নয়। যেহেতু পুরুষরা অন্যায়ভাবে নারীদের জন্য শুধু শৃঙ্খল আর কর্তব্য ফেলে রেখে নিজেরা সমস্ত অধিকার এবং সুবিধাসমূহ দখল করে নিয়েছে তাই নারীবাদীরা পুরুষদেরই তাদের প্রধান প্রতিপক্ষ বিবেচনা

করে। তাদের কাছে তখনই বিজয় অর্জিত হবে যখন আগে পুরুষদের দ্বারা পুরোপুরি অধিকৃত সুযোগ সুবিধাগুলো নারীদের অধিকারে আসবে। প্রলেতারীয় নারীদের দৃষ্টিভঙ্গী ভিন্ন। তারা পুরুষদের শত্রু এবং শোষক বলে দেখে না; বিপরীতে তারা পুরুষদের তাদের কমরেড ভাবে, যারা তাদের সাথে প্রতিদিনকার ক্লান্তিকর জীবন ভাগ করে নেয় এবং একটা উন্নততর ভবিষ্যতের জন্য লড়াই করে। নারী এবং তার পুরুষ কমরেড একই সামাজিক পরিস্থিতির দাস; পুঁজিবাদের একই ঘৃণিত শৃঙ্খল তাদের ইচ্ছাকে দমিত করে এবং জীবনের আনন্দ এবং সুখ থেকে তাদের বঞ্চিত করে। এটা ঠিক যে সমসাময়িক ব্যবস্থার বিভিন্ন নির্দিষ্ট বিষয় রয়েছে যা দ্বিগুণ ভার নিয়ে নারীর ওপর চেপে বসেছে, যেমন এটাও সত্য যে ভাড়া করা শ্রমের শর্তসমূহ কখনও কখনও নারীশ্রমিককে পুরুষের প্রতিযোগী এবং প্রতিপক্ষ করে তোলে। কিন্তু এই সকল অসুবিধাজনক পরিস্থিতিতে, শ্রমিকশ্রেণি জানে অপরাধী কে।

নারী শ্রমিক, যে তার ভাইয়ের তুলনায় কম দুর্ভাগ্যে নেই, আস্তরণ দেওয়া সর্বগ্রাসী ক্ষুধাসহ সেই অপ্রশমনীয় দানবকে সে ঘৃণা করে, যে শুধু তার শিকারদের সমস্ত প্রাণশক্তিটুকু নিঃশেষ করে নিতে এবং বহু মানুষের জীবনের মূল্যে বেড়ে উঠতেই শুধু তৎপর, যা নিজেকে পুরুষ, নারী এবং শিশুর প্রতি সমান লালসায় নিক্ষেপ করে। হাজার সূত্র শ্রমজীবী পুরুষ ও নারীকে একে অপরের সাথে ঘনিষ্ঠ সম্পর্কে বেঁধে দেয়। অন্যদিকে বুর্জোয়া নারীদের আকঙ্ক্ষাগুলো অদ্ভুত এবং অবোধ্য মনে হয়। প্রলেতারীয় হৃদয়ের কাছে তারা উষ্ণ নয়; প্রলেতারীয় নারীকে তারা সেই উজ্জ্বল ভবিষ্যতের প্রতিশ্রুতি দেয় না যেদিকে সকল শোষিত মানবতার চোখ তাকিয়ে আছে।

প্রলেতারীয় নারীর চূড়ান্ত লক্ষ্য অবশ্য বর্তমান বুর্জোয়া ব্যবস্থার কাঠামোর মধ্যেই তাদের অবস্থার উন্নতির আকাঙ্ক্ষাকে বাধা দেয় না, কিন্তু পুঁজিবাদের বিশেষ প্রকৃতি থেকে বেরিয়ে আসা বাধাগুলো সমানেই এই সকল আকাঙ্ক্ষাগুলোর বাস্তবায়নে বাধা দেয়। একজন নারী সমানাধিকার ধারণ করতে পারে এবং প্রকৃত মুক্ত হতে পারে শুধু সামাজিকৃত শ্রম, সমন্বয় এবং ন্যায় বিচারের জগতেই। নারীবাদীরা এটা বুঝতে অনিচ্ছুক এবং অক্ষম; তাদের মনে হয়, সমানাধিকার যদি আইনের অক্ষরে গৃহীত হয়, তারা শোষণ-দাসত্ব এবং গোলামী, চোখের জল এবং দুর্দশার পৃথিবীতে নিজেদের জন্য একটা সুবিধাজনক জায়গা জয় করতে

সক্ষম হবে। এবং কিছুদূর পর্যন্ত তা সঠিক। প্রলেতারীয় নারীর সংখ্যাধিক্যের জন্য পুরুষের সঙ্গে সমানাধিকারের অর্থ শুধু বৈষম্যের সমান অংশীদারীত্ব, কিন্তু ‘বাছাই করা কয়েকজন’-এর জন্য, বুর্জোয়া নারীদের জন্য এটা অবশ্যই নতুন এবং অভূতপূর্ব অধিকার ও সুবিধার দরজা খুলে দেবে যা এখনও পর্যন্ত বুর্জোয়া শ্রেণির পুরুষরাই ভোগ করেছে। কিন্তু বুর্জোয়া নারীর জিতে নেওয়া প্রতিটা নতুন সুবিধাই তাকে তার ছোট বোনকে শোষণ করার জন্য আরও একটা নতুন অস্ত্র হাতে তুলে দেবে। এবং দুটো বিপরীত সামাজিক শিবিরে নারীদের বিভাজনকে আরো বাড়িয়ে যাবে। তাদের স্বার্থসমূহ আরো তীব্রভাবে বিরোধী হয়ে উঠবে, তাদের আকাঙ্ক্ষাগুলো আরো নিশ্চিতভাবে বিপরীত হয়ে উঠবে।

তাহলে কোথায় সেই সাধারণ ‘নারী সমস্যা’? কোথায় সেই কর্তব্য এবং আকাঙ্ক্ষার ঐক্য যা নিয়ে নারীবাদীদের এত কিছু বলার রয়েছে? বাস্তবের দিকে একটা সংযত দৃষ্টি দেখায় যে এই ধরনের ঐক্য নেই এবং থাকতে পারে না। নারীবাদীরা বৃথাই নিজেদের আশ্বস্ত করতে চেষ্টা করেন যে, ‘নারী সমস্যা’র রাজনৈতিক পার্টির সাথে কোন সম্পর্ক নেই এবং ‘সকল পার্টি এবং সকল নারীর অংশগ্রহণের মধ্য দিয়েই শুধু এর সমাধান সম্ভব’। যেমন প্রগতিবাদী জার্মান নারীবাদীদের একজন বলেছেন, বাস্তবতার যুক্তি নারীবাদীদের স্বস্তিদায়ক বিভ্রমকে খারিজ করতে আমাদের বাধ্য করে।

উৎপাদনের শর্তসমূহ এবং রূপগুলো গোটা মানব ইতিহাস জুড়ে নারীকে পরাধীন করেছে এবং ধীরে ধীরে তাদের শোষণ এবং নির্ভরতার অবস্থানে নির্বাসিত করেছে, তাদের বেশিরভাগই আজ পর্যন্ত যেখানে অস্তিত্বশীল।

হারিয়ে যাওয়া গুরুত্ব এবং স্বাধীনতার পুনরুদ্ধার শুরু করার আগে সমগ্র সামাজিক এবং অর্থনৈতিক কাঠামোর এক বিরাট পরিবর্তন দরকার। যেসব সমস্যা একসময় সবচেয়ে প্রতিভাশালী চিন্তাবিদের কাছেও অত্যন্ত দুরূহ মনে হত, এখন তা চেতনাহীন কিন্তু সর্বশক্তিসম্পন্ন উৎপাদনের শর্তসমূহের দ্বারা সমাধান হয়ে গেছে। যে শক্তিসমূহ হাজার হাজার বছর ধরে নারীকে দাসত্বে বেধে রেখেছে, সেই একই শক্তি আজ, বিকাশের এক পরবর্তী পর্বে এবং মুক্তি এবং স্বাধীনতার পথে তাদের এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে।

আনুমানিক ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে প্রলেতারীয় নারীরা শ্রমের আঙিনায় উপনীত হওয়ার একটা বড় সময় পর—বুর্জোয়া শ্রেণির নারীদের কাছে নারী

সমস্যা গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে। দানবাকার সাফল্য সমূহের প্রভাবে, জনসাধারণের মধ্যবর্তী শ্রেণিসমূহ প্রয়োজনের তাড়ণায় বিপর্যস্ত হতে থাকে। অর্থনৈতিক পরিবর্তন সমূহ ছোট এবং মাঝারি বুর্জোয়াদের অর্থনৈতিক অবস্থাকে অস্থির করে তোলে। এবং বুর্জোয়া নারীরা বিপজ্জনক মাত্রায় দ্বিধার মধ্যে পড়ে যায়, হয় দারিদ্র্যকে গ্রহণ করো নতুবা কাজের অধিকার অর্জন করো। এই সামাজিক গোষ্ঠীর স্ত্রী এবং কন্যারা বিশ্ববিদ্যালয় সমূহ, শিল্প প্রদর্শনীগুলি, সংবাদপত্র দপ্তর, কার্যালয়গুলোর কড়া নাড়তে শুরু করলেন, তাদের কাছে উন্মুক্ত সমস্ত ধরনের পেশায় বন্যার স্রোতের মত। বিজ্ঞান এবং সংস্কৃতির উচ্চতর পর্বে নারীদের প্রবেশাধিকারের আকাঙ্ক্ষা কোনো হঠাৎ তৈরি হওয়া চাহিদার পরিণতি নয় বরং সেই একই 'প্রতিদিনকার অন্নসংস্থান' এর সমস্যা থেকে তা জন্ম নিয়েছে।

একেবারে শুরু থেকেই বুর্জোয়া নারীরা পুরুষদের কাছ থেকে কঠিন প্রতিরোধের সম্মুখীন হয়েছেন। আরামদায়ক ছোট কাজ-এর সাথে যুক্ত পেশাদার পুরুষ এবং প্রতিদিনকার অন্নসংস্থানের জন্য উপার্জনের ক্ষেত্রে নবাগতা নারীদের মধ্যে এক কঠিন লড়াই সংগঠিত হয়েছে। এই লড়াই জন্ম দিয়েছে 'নারীবাদে'র—প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে, পুরুষের বিপক্ষে বুর্জোয়া নারীদের একসাথে দাঁড়ানোর এবং সম্মিলিত শক্তিকে লড়িয়ে দেওয়ার প্রচেষ্টা। যেই তারা শ্রমের প্রাঙ্গণে প্রবেশ করেন, এইসব নারীরা গর্বভরে নিজেদের সম্পর্কে বলেন 'নারী আন্দোলনের প্রবক্তা'। তারা ভুলে যান যে, অর্থনৈতিক স্বাধীনতা লাভ করার এই ক্ষেত্রে, অন্যান্য ক্ষেত্রের মতই তারা তাদের ছোট বোনেদের পদাঙ্ক-ই অনুসরণ করে চলেছেন এবং তাদের ফোস্কা পরা হাতের কর্মপ্রচেষ্টার ফল ভোগ করছেন।

তাহলে কি নারীবাদীদের সম্পর্কে প্রকৃতই একথা বলা সম্ভব যে নারীদের কাজে তারাই পথপ্রদর্শক, বুর্জোয়া নারী আন্দোলনের জন্ম হওয়ার আগেই যখন প্রতিটি দেশেই শত শত হাজার নারীশ্রমিকের বন্যায় কারখানা এবং কর্মশালাগুলো প্লাবিত হয়েছে, শিল্পের একটার পর একটা শাখাকে দখল করে নিয়েছে? বিশ্ববাজারে নারী-শ্রমিকদের শ্রম স্বীকৃত হওয়ার জন্যেই বুর্জোয়া নারীরা সমাজে সেই স্বাধীন অবস্থান গ্রহণ করতে পারলেন যেটা নারীবাদীদের কাছে এতটা গর্বের বিষয়।

প্রলেতারীয় নারীদের বস্তুগত অবস্থার উন্নতির জন্য লড়াইয়ের ইতিহাসে একটি ঘটনাকে চিহ্নিত করতেও আমরা সমস্যায় পড়ে যাই যেখানে সাধারণ

নারীবাদী আন্দোলন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। প্রলেতারীয় নারীরা নিজেদের জীবনমান উন্নত করার ক্ষেত্রে যা কিছু অর্জন করেছে, তা সাধারণভাবে শ্রমিকশ্রেণির প্রচেষ্টা এবং বিশেষভাবে তাদেরই প্রচেষ্টার ফলাফল। উন্নততর শ্রমশর্তের জন্য এবং আরো ভদ্রস্থ জীবনের জন্য নারী-শ্রমিকদের লড়াইয়ের ইতিহাস হল প্রলেতারিয়েতের নিজের মুক্তির জন্য লড়াইয়ের ইতিহাস।

প্রলেতারিয়ানদের অসন্তোষের বিপজ্জনক বিস্ফোরণের ভয় যদি না হয়, তবে কি কারণে কারখানার মালিকরা শ্রমের দাম বৃদ্ধি করতে বাধ্য হয়, কাজের সময় কমিয়ে দেয় এবং উন্নততর কাজের পরিবেশ সৃষ্টি করে? 'শ্রম-অসন্তোষ'-এর ভয় যদি না হয়, তবে সরকারকে পুঁজি কর্তৃক শ্রমের শোষণকে সীমায়িত করার আইন প্রণয়ণে কি ঠেলে দেয়?

পৃথিবীতে একটাও পার্টি নেই যা সোশাল ডেমোক্রেসির মত করে নারীর সুরক্ষার ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে। নারী-শ্রমিকরা হলেন শ্রমিকশ্রেণির একজন সদস্যা, প্রথম এবং সর্বাগ্রবর্তী সদস্যা। প্রলেতারিয়ান পরিবারের প্রতিটা সদস্যের অবস্থা এবং সাধারণ উন্নতি যত সন্তোষজনক হবে সমগ্র শ্রমিক শ্রেণির পক্ষে ভবিষ্যতে তা তত বেশি লাভজনক হবে।

ক্রমবর্ধমান সামাজিক সংকটের মুখে দাঁড়িয়ে আদর্শের জন্য একনিষ্ঠ যোদ্ধাকে দুঃখজনক বিভ্রান্তিতে দাঁড়িয়ে পড়তে হবে। তার এটা না দেখে কোনো উপায় নেই যে, সাধারণ নারী আন্দোলন প্রলেতারীয় নারীর জন্য কত কমই না করেছে, শ্রমিকশ্রেণির কাজের অবস্থা এবং জীবনধারণের অবস্থার উন্নতিতে এটা কতটাই অসমর্থ। মানবতার ভবিষ্যতে সেই সব নারীদের মনে হবে ধূসর, নীরস এবং অনিশ্চিত, যারা সমানাধিকারের জন্য লড়াই করছেন ৭কিন্তু প্রলেতারীয় বিশ্বদৃষ্টিভঙ্গী গ্রহণ করেননি বা একটা অধিকতর যথাযথ সামাজিক ব্যবস্থার আগমনের প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস গড়ে তোলেননি। যতক্ষণ সমসাময়িক পুঁজিবাদী দুনিয়া অপরিবর্তিত থাকে মুক্তি তাদের কাছে অসম্পূর্ণ এবং আংশিক মনে হবে। এইসব নারীদের মধ্যেকার তুলনামূলক চিন্তাশক্তিসম্পন্ন এবং সংবেদনশীলদের কি হতাশাই না গ্রাস করবে। কেবল শ্রমিক শ্রেণিই বিকৃত সামাজিক সম্পর্কপূর্ণ আধুনিক দুনিয়ায় মনোবল রক্ষায় সক্ষম। দৃঢ় এবং পরিমিত পদক্ষেপে সে তার লক্ষ্যের দিকে স্থিরভাবে এগিয়ে যায়। শ্রমজীবী নারীদের সে তার সারিতে টেনে আনে। প্রলেতারীয় নারী

শ্রমের কণ্টকাকীর্ণ পথে সাহসের সাথে যাত্রা শুরু করে। তার পা ক্লান্ত হয়, তার শরীর ক্ষতবিক্ষত হয়। সে পথে সে চলেছে, সে পথে ভয়ানক সংকট, নিষ্ঠুর শিকারী জন্তুরা রয়েছে আশেপাশেই।

কিন্তু শুধু এই পথ গ্রহণ করেই নারী তার দূরবর্তী কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্য অর্জনে সফল হতে পারে—শ্রমের নতুন এক দুনিয়ায় তার প্রকৃত মুক্তি। উজ্জ্বল ভবিষ্যতের দিকে এই কঠিন অভিযানে, প্রলেতারীয় নারী কিছুদিন আগেও লাঞ্ছিত, অবহেলিত যে দাসের কোনো অধিকার ছিল না, তার সাথে লেগে থাকা দাস মনোভাবকে ঝেড়ে ফেলতে শেখেন, ধাপে ধাপে নিজেকে এক স্বাধীন শ্রমিকে রূপান্তরিত করেন, এক স্বাধীন ব্যক্তিত্ব, ভালবাসায় মুক্ত। ইনি হচ্ছেন সেই নারী যিনি প্রলেতারিয়েতের সারিতে লড়াই করে নারীর জন্য কাজের অধিকার জিতে এনেছেন; ইনি হলেন, সেই 'ছোটবোন' যিনি ভবিষ্যতের 'মুক্ত' এবং 'সমান' নারীর জন্য জমি তৈরি করেন।

তাহলে, কোন কারণে, নারী-শ্রমিক বুর্জোয়া নারীবাদীদের সাথে ঐক্য খুঁজবেন? কে তাহলে, প্রকৃতঅর্থে, এধরনের মৈত্রী থেকে সুবিধা পান? অবশ্যই নারী-শ্রমিক নন। তিনি নিজেই তাঁর ত্রাতা; তাঁর ভবিষ্যৎ তাঁর নিজের হাতে। নারী-শ্রমিক রক্ষা করেন তাঁর শ্রেণিস্বার্থ এবং 'যে দুনিয়ায় সকল নারীর জায়গা আছে' বিষয়ে গুরুগম্ভীর বক্তৃতায় তিনি প্রতারিত হন না। শ্রমজীবী নারী ভোলেন না, ভুলবেনও না যে বুর্জোয়া নারীদের লক্ষ্য হ'ল আমাদের প্রতি বিরূপ সামাজিক কাঠামোতে তাঁদের নিজেদের উন্নতি সাধনের ব্যবস্থা করে নেওয়া, আমাদের লক্ষ্য হল পুরোনো সেকেলে পৃথিবীর বদলে সার্বজনীন শ্রমের কমরেডসুলভ সংহতি এবং আনন্দদায়ক স্বাধীনতার এক উজ্জ্বল মন্দির গড়ে তোলা।

বিবাহ এবং পরিবারের সমস্যা

নারী সমস্যার অন্য একটা দিকে আমাদের মনোযোগ ফেরানো যাক, পরিবারের সমস্যা (প্রকৃত নারী মুক্তির জন্য)। এই জরুরী এবং জটিল সমস্যাটার সমাধানের গুরুত্ব সুপরিচিত। *রাজনৈতিক অধিকার ডক্টরেট এবং অন্যান্য একাডেমিক ডিগ্রী* পাওয়ার অধিকার, সমকাজে সমবেতনের জন্য লড়াই সমানাধিকারের জন্য লড়াইয়ের সবটা নয়। প্রকৃত মুক্ত হওয়ার জন্য নারীকে পরিবারের বর্তমান রূপটি যা অচল ও নির্যাতনকারী, তার ভারী শৃঙ্খলকে ছুঁড়ে ফেলতে হবে। নারীর

জন্য পরিবার সমস্যার সমাধান রাজনৈতিক অধিকার এবং আর্থিক স্বাধীনতা প্রাপ্তির থেকে কোনো অংশেই কম গুরুত্বপূর্ণ নয়।

প্রচলিত রীতি-নীতি এবং আইনের দ্বারা সমর্থিত কাঠামোর আজকের পরিবারে নারী শুধু ব্যক্তি হিসেবেই নিপীড়িত নন বরং স্ত্রী হিসেবে এবং মা হিসেবেও। সভ্য পৃথিবীর বেশিরভাগ দেশেই নাগরিক বিধি নারীকে তাঁর স্বামীর উপর বেশি বা কম নির্ভরশীল হিসেবে স্থান দিয়েছে। এবং স্বামীকে তার সম্পত্তি শেষ করতেই শুধু অধিকার দেয়নি বরং তার উপর নৈতিক ও শারীরিক আধিপত্যের অধিকারও দিয়েছে।

নারীর সরকারী এবং আইনানুগ দাসত্ব যেখানে শেষ হয়, সেখানেই যে শক্তিকে আমরা বলি 'জনমত'—তার শুরু। বুর্জোয়ারা এই জনমত তৈরি করে এবং সমর্থন করে 'সম্পত্তির পবিত্র প্রতিষ্ঠানটিকে' রক্ষা করার লক্ষ্য নিয়ে। 'দ্বৈত-নৈতিকতা'র প্রতারণা হ'ল আর একটি অস্ত্র। বুর্জোয়া সমাজ তার বন্য অর্থনৈতিক কুকর্মের সাহায্যে নারীকে বিপর্যস্ত করে, শ্রমের জন্য তাকে দেয় অত্যন্ত কমহারে মজুরী। নারী তার স্বার্থ রক্ষায় আওয়াজ তোলার স্বাভাবিক অধিকার থেকে বঞ্চিত হয় ঃ পরিবর্তে, তাকে দেওয়া হয় শুধু সহৃদয় বিকল্প, বিবাহের বন্ধন অথবা পতিতাবৃত্তির আলিঙ্গন—একটি ব্যবসা যাকে জনসমক্ষে তুচ্ছ জ্ঞান এবং হয়রান করা হয়, কিন্তু গোপনে উৎসাহিত এবং সমর্থিত করা হয়। সমসাময়িক বৈবাহিক জীবনের অন্ধকার দিকগুলো এবং বর্তমান পারিবারিক কাঠামোতে নারী তার অবস্থানের পরিপ্রেক্ষিতে যে দুর্দশা ভোগ করে সে বিষয়ে জোর দেওয়া কি জরুরী? এ বিষয়ে ইতিমধ্যে কিছু কিছু লেখা এবং বলা হয়েছে। বিবাহিত এবং পারিবারিক জীবনের জালের হতাশাজনক চিত্রে সাহিত্য পরিপূর্ণ। কত অসংখ্য মনস্তাত্ত্বিক নাটকই না অভিনীত হয়েছে! কত জীবনই না পঙ্গু হয়ে গেছে! এখানে আমাদের জন্য এটা চিহ্নিত করাই শুধু গুরুত্বপূর্ণ যে, কম বা বেশি পরিমাণে আধুনিক পারিবারিক কাঠামো জনজীবনের সমস্ত শ্রেণি এবং স্তরের নারীকেই নিপীড়ণ করে। রীতি এবং প্রথা যুবতী মায়েদের নিপীড়ণ করে তা তিনি জনসমষ্টির যে স্তরেই বিরাজ করুন না কেন। আইন বুর্জোয়া নারী, প্রলেতারীয় নারী এবং কৃষক নারী সকলকেই স্বামীর অভিভাবকত্বের অধীনে স্থান দিয়েছে।

আমরা কি অবশেষে নারী সমস্যার সেই দিকটা আবিষ্কার করিনি, যার ভিত্তিতে *সমস্ত শ্রেণির নারীরা ঐক্যবদ্ধ হতে পারেন?* তাঁদের উপর নিপীড়ণকারী পরিস্থিতির

বিরুদ্ধে তাঁরা কি যৌথভাবে লড়াই করতে পারেন না? এটা কি সম্ভব নয় যে এই বিষয়ে নারীরা যে দুঃখ এবং দুর্দশা ভোগ করে তা শ্রেণি বিরোধের থাবাকে দুর্বল করবে এবং বিভিন্ন শিবিরের নারীদের একই আকাঙ্ক্ষা এবং একই কার্যকলাপের ব্যবস্থা করবে? এটা কি হতে পারে না যে একই আকাঙ্ক্ষা এবং লক্ষ্যের ভিত্তিতে বুর্জোয়া নারী এবং প্রলেতারীয় নারীর মধ্যে সহযোগিতা সম্ভব হয়ে উঠবে? নারীবাদীরা বিবাহের তুলনামূলক মুক্ত রূপের জন্য এবং 'মাতৃত্বের অধিকারের' জন্য সংগ্রাম করছেন। দেহোপজীবীনী, সেই মানুষ যিনি সকলের দ্বারা নির্যাতিতা, তাঁর স্বপক্ষে নারীবাদীরা কণ্ঠ তুলছেন। দেখুন, সম্পর্কের নতুন রূপের জন্য এবং লিঙ্গগুলোর 'নৈতিক সমানাধিকারের' উৎসাহজনক দাবীর সন্ধানে নারীবাদী সাহিত্য কত সমৃদ্ধ। এটা কি সত্য নয় যে, যদিও অর্থনৈতিক মুক্তির ক্ষেত্রে বুর্জোয়া নারীরা 'নতুন নারী' হয়ে ওঠার পথিকৃৎ প্রলেতারীয় নারীর বহু লক্ষ গুণ শক্তিশালী বাহিনীর পেছনে পড়ে আছেন, পরিবার সমস্যার সমাধানের লড়াইয়ে সেই কৃতিত্ব নারীবাদীদের কাছে যাবে?

এখানে রাশিয়ায়, মধ্য বুর্জোয়া নারীরা—(স্বাধীন মজুরী-উপার্জনকারীদের সেই বাহিনী যারা ১৮৬০-এর দশকে শ্রমের বাজারে নিক্ষিপ্ত হয়েছিল)—অনেক আগে থেকে বিবাহ সমস্যার অনেক বিভ্রান্তিকর দিক বাস্তবে সমাধান করেছেন। তারা সাহসের সঙ্গে প্রথাগত চার্চ পরিচালিত বিবাহের মাধ্যমে সৃষ্ট 'সংহত' পরিবারের স্থানে অনেক নতুন ধরনের সম্পর্ক গঠন করেছে যা এই সামাজিক স্তরের প্রয়োজন মেটায়। কিন্তু এই প্রশ্নে ব্যক্তি-নারীর বিষয়ীগত সমাধান অবস্থার পরিবর্তন করতে পারে না এবং পরিবার জীবনের সামগ্রিক অস্বাচ্ছন্দকর চিত্রের নিরসন করতে পারে না। যদি কোনো শক্তি পরিবারের আধুনিক রূপ ধ্বংসকারী হয়, তবে তা বিচ্ছিন্ন শক্তিশালী ব্যক্তিদের পাহাড় প্রমাণ উদ্যোগ নয়, বরং তা উৎপাদনের প্রাণহীন এবং ক্ষমতাশালী শক্তি, যা আপোষহীনভাবে জীবনকে নতুন ভিত্তিভূমিতে গড়ে তুলছে।

যা সমাজের থেকে 'ভালোবাসার সাহস করা'র দাবী করে, যা আদেশ ও শৃঙ্খলার পরোয়া করে না, এই সংগ্রাম পরিবারের শৃঙ্খলাবদ্ধ সকল নারীর জন্য এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত হওয়া উচিত—একথাটাই বিদেশের আরও মুক্ত নারীবাদী এবং আমাদের দেশের মধ্যে প্রগতিশীল সমঅধিকারবাদীরা প্রচার করেন। অন্যকথায়, বিবাহের সমস্যা, তাদের মতে বাইরের পরিস্থিতি ব্যতিরেকে সমাধিত

হয়; সমাজের অর্থনীতির গঠনের পরিবর্তন নিরপেক্ষ ভাবেই তা সমাধিত হয়। ব্যক্তিদের বিচ্ছিন্ন বীরত্বপূর্ণ প্রচেষ্টাই যথেষ্ট। একজন নারী কেবল সাহস করুক, বিবাহের সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে।

কিন্তু কম বীরত্বপূর্ণ নারীরা অবিশ্বাসে তাদের মাথা নাড়ে। 'উপন্যাসের বীরাঙ্গনাদের জন্য এসব খুবই ভাল। তাদেরকে সাবধানী লেখক দিয়েছেন বিশাল স্বাধীনতা, স্বার্থহীন বন্ধুবান্ধব এবং অসাধারণ গুণাবলী, যার জন্য তারা সবসময় সমাজের সাথে সংগ্রাম করতে পারে। কিন্তু তাদের কি হবে যাদের কোনো পুঁজি নেই, অপ্রতুল মজুরি, বন্ধু নেই এবং আছে শুধু সামান্য গুণ?' এবং মাতৃত্বের প্রশ্ন সেইসব নারীদের মনে ভাবনার জন্ম দেয়, যারা স্বাধীনতার জন্য ঝাঁপিয়ে পড়ে। 'মুক্ত প্রেম' কি সম্ভব? আমাদের সমাজের অর্থনৈতিক কাঠামোতে সাধারণ বিষয় হিসেবে তা পাওয়া কি সম্ভব? বিচ্ছিন্ন ব্যতিক্রম হিসেবে নয় সাধারণভাবে গৃহীত নিয়ম হিসেবে? সমসাময়িক বিবাহে ব্যক্তিগত সম্পত্তির উপাদানটিকে কি অগ্রাহ্য করা সম্ভব? এক ব্যক্তিকেন্দ্রিক দুনিয়ায় নারীর স্বার্থকে ক্ষতিগ্রস্ত না করে আনুষ্ঠানিক বৈবাহিক চুক্তিকে অগ্রাহ্য করা কি সম্ভব? বৈবাহিক চুক্তিই যেহেতু বৈবাহিক জীবনের সমস্যাগুলি এককভাবে নারীটির উপর চেপে না বসার একমাত্র নিশ্চয়তা সেক্ষেত্রে একদা যা পুরুষ শ্রমিকের ক্ষেত্রে ঘটেছে এখন তাই কি নারীর ক্ষেত্রে ঘটবে না? মালিকদের আচরণ নিয়ন্ত্রণের নতুন আইন প্রবর্তন ছাড়াই গিল্ডের নিয়মনীতির অপসারণ পুঁজিকে শ্রমিকদের ওপর আধিপত্যের পূর্ণ ক্ষমতা দিয়েছিল। উত্তেজক শ্লোগান 'শ্রম এবং পুঁজির মধ্যে চুক্তির স্বাধীনতা' হয়ে দাঁড়িয়েছিল পুঁজি কর্তৃক নগ্ন শ্রম শোষণের এক উপায়। 'মুক্ত প্রেম' সমসাময়িক শ্রেণি সমাজেই অবিচলিতভাবে প্রবিষ্ট হলে, পারিবারিক জীবনের দুর্দশা থেকে নারীকে মুক্ত করার পরিবর্তে আবশ্যিকভাবেই তাঁর কাঁধে এক নতুন বোঝা চাপিয়ে দেবে-একাকী এবং অসহায় অবস্থায় তার সন্তানের পরিচর্যার দায়িত্ব।

সামাজিক সম্পর্কগুলোর ক্ষেত্রে কেবলমাত্র একগুচ্ছ মৌলিক সংস্কার—পরিবার থেকে সমাজ এবং রাষ্ট্রের হাতে দায়িত্বগুলোকে স্থানান্তরের সংস্কার সমূহ—এমন এক পরিস্থিতির জন্ম দিতে পারে যেখানে 'মুক্ত প্রেম'র নীতি কিছুদূর পর্যন্ত পূর্ণ হতে পারে। কিন্তু আমরা কি কেবল একান্তভাবেই আশা করতে পারি যে আধুনিক শ্রেণি রাষ্ট্র তা যতই গণতান্ত্রিক হোক না কেন, মা এবং শিশুর দায়িত্ব সে গ্রহণ করবে, যা বর্তমানে ব্যক্তিকেন্দ্রিক এককটি, আধুনিক পরিবারের দ্বারা পালিত হয়?

কেবল সকল উৎপাদন সম্পর্কের মৌলিক রূপান্তরই 'মুক্ত ভালবাসা' সমীকরণের ঋণাত্মক দিকগুলো থেকে নারীকে রক্ষা করার সামাজিক পূর্বশর্ত সৃষ্টি করতে পারে। বর্তমান পরিস্থিতিতে সেই সব অস্বাভাবিক এবং বর্বর পৈশাচিক আচার-আচরণ যেগুলো নিজেদেরকে এই 'মুক্ত প্রেম'-এর অংশীদার হিসেবে চিহ্নিত করতে উৎসুক, তার বিষয়ে কি আমরা সচেতন নই? শিল্পসংস্থার মালিক ও পরিচারক সেইসকল ভদ্রলোকের কথাই ধরা যাক যারা তাদের নিজস্ব যৌন আকাঙ্ক্ষা তাদের শ্রমিক ও কর্মচারীদের মধ্যকার নারীদের চরিতার্থ করতে ছাঁটাইয়ের ভয় দেখায়। তারা কি তাদের নিজস্ব উপায়ে 'মুক্ত প্রেম' অনুশীলন করছে না? সেইসব 'গৃহকর্তারা' যারা তাদের পরিচারিকাদের ধর্ষণ করে এবং গর্ভবতী অবস্থায় রাস্তায় বের করে দেয়, তারা কি 'মুক্ত প্রেমে'র সমীকরণ অনুযায়ী চলছে না?

"কিন্তু আমরাও ঐ ধরনের স্বাধীনতার কথা বলছি না", 'মুক্ত প্রেমে'র প্রবক্তারা আপত্তি করেন। "বিপরীতে, আমরা একটা 'একক নৈতিকতার' স্বীকৃতি দাবী করছি, যা দুটো লিঙ্গের উপর সমানভাবে জারি থাকবে। আমরা প্রচলিত যৌন বিশৃঙ্খলার বিরোধিতা করছি এবং প্রকৃত ভালবাসার ভিত্তিতে গড়ে ওঠা মুক্ত মিলনকেই একমাত্র নৈতিক হিসেবে দেখছি"। কিন্তু, আমার প্রিয় বন্ধুরা, আপনারা কি এটা ভাবছেন না যে আপনাদের 'মুক্ত বিবাহে'র আদর্শ, যদি বর্তমান সামাজিক অবস্থার মধ্যে অনুশীলিত হয়, তবে তার যা পরিণাম হবে, তার সাথে বিকৃত যৌন স্বাধীনতার পরিণামের তফাৎ খুব সামান্যই হতে পারে। একমাত্র যখন নারীরা ঐসব বস্তুগত দায়ভার, যা বর্তমান সময়ের পুঁজি এবং স্বামীর ওপর এক দ্বৈত নির্ভরতা গড়ে তোলে, তা থেকে মুক্ত হবে, তখনই নারীর জাগরণের মধ্যে তার জন্য নতুন কোন যন্ত্রণা না এনে 'মুক্ত ভালোবাসা'র নীতি প্রযুক্ত হতে পারবে। যখন নারীরা কাজের জন্য বাইরে বেরোয় এবং আর্থিক স্বাধীনতা অর্জন করে, মুক্ত ভালোবাসার কিছু সম্ভাবনা দেখা দেয়, মূলতঃ বুদ্ধিজীবীদের মধ্যকার তুলনামূলক উচ্চ আয়ের নারীদের জন্য। কিন্তু পুঁজির ওপর নারীর নির্ভরতা থেকেই যায়, এবং যত বেশি সংখ্যায় প্রলেতারীয় নারী তাদের শ্রমশক্তি বিক্রি করে, এ নির্ভরতা বেড়ে যায়। যেসব নারীরা জীবনধারণের জন্য প্রয়োজনীয়টুকুই শুধু আয় করেন, তাদের করুণ অস্তিত্ব কি 'মুক্ত ভালবাসা'র শ্লোগান উন্নীত করতে পারে? এবং বাস্তবে শ্রমিক শ্রেণির মধ্যে 'মুক্ত ভালবাসা' কি ইতিমধ্যেই অনুশীলিত হয়নি এবং তা কি প্রলেতারিয়েতের 'বিকৃত রুচি'

এবং 'অনৈতিকতা'র বিরুদ্ধে সতর্কতা প্রদান করেছে এবং প্রচার করেছে? এটা লক্ষণীয় যে, যখন নারীবাদীরা বিবাহ বহির্ভূত নতুন ধরনের সহবাসকে উৎসাহিত করে, যা মুক্ত বুর্জোয়া নারীদের দ্বারা বিবেচিত হওয়া উচিত, তখন তারা 'মুক্ত ভালোবাসা'র কথা বলে, কিন্তু যখনই শ্রমিক শ্রেণিকে নিয়ে আলোচনা হয়, এই সম্পর্কগুলোকে তখন তাচ্ছিল্যের সাথে বলা হয়, ''উচ্ছৃঙ্খল যৌনসংগম''। এককথায় এটাই তাদের দৃষ্টিভঙ্গী।

কিন্তু বর্তমান সময়ে প্রলেতারীয় নারীর জন্য সমস্ত সম্পর্কই, তা সে চার্চের দ্বারা শুদ্ধীকৃত হোক বা না হোক পরিণামে একইরকম যন্ত্রণাজনক। পরিবার এবং বিবাহ সমস্যার মর্মবস্তু প্রলেতারীয় স্ত্রী ও মায়েদের পবিত্র অথবা পার্থিব বাহ্যিকরূপের কোনো সমস্যা নেই, বরং রয়েছে তত্ত্বাবধায়ক সামাজিক এবং অর্থনৈতিক পরিস্থিতির মধ্যে যা শ্রমিক শ্রেণির নারীর জটিল দায়বদ্ধতাসমূহকে সংজ্ঞায়িত করে, অবশ্যই এটা তার কাছেও গুরুত্বপূর্ণ যে, তার স্বামীর তার (নারীর) উপার্জন খরচ করে ফেলার অধিকার আছে কিনা, সে আইনগতভাবে তাকে (নারীকে) একসাথে থাকতে বাধ্য করতে পারে কি না, যেখানে সে তা চায় না, স্বামী তার কাছ থেকে সন্তানকে বলপূর্বক নিয়ে যেতে পারে কিনা ইত্যাদি।

যাইহোক, নাগরিক-বিধির পরিচ্ছেদগুলো পরিবারে নারীর অবস্থান নির্ধারিত করে না। এই পরিচ্ছেদগুলো, পরিবার সমস্যার বিভ্রান্তি এবং জটিলতার সৃষ্টিকর্তাও নয়। সম্পর্কের সমস্যা অধিকাংশ নারীর জন্য এত যন্ত্রণাজনক হওয়ার অবসান হবে কেবলমাত্র যদি সমাজ নারীকে এই মুহূর্তে অনিবার্য একক, বিচ্ছিন্ন গৃহস্থালীর অস্তিত্ব যতক্ষণ থাকছে, সকল সাধারণ গৃহস্থালীর দায় থেকে মুক্ত করতে পারে, নতুন প্রজন্মের দায়িত্ব গ্রহণ করে, মাতৃত্বকে সুরক্ষা দেয় এবং মাকে শিশুর জন্মের পর কয়েকমাস অন্ততঃ শিশুর কাছে দিতে পারে।

আইনসঙ্গত এবং চার্চের পবিত্র বিবাহচুক্তি বিরোধিতার মাধ্যমে নারীবাদীরা কল্পিত কিছুর বিরুদ্ধে লড়াই করছেন। অন্যদিকে, প্রলেতারীয় নারীরা সংগ্রাম করছেন বিবাহ এবং পরিবারের আধুনিক রূপের পেছনের ক্রিয়াশীল শর্তের বিরুদ্ধে। জীবনযাপনের শর্তগুলোকে আমূল বদলে দেওয়ার কাজে প্রবলভাবে সচেষ্ট হওয়ার মাধ্যমে তাঁরা জেনেছেন যে, তাঁরা লিঙ্গগুলোর মধ্যেকার সম্পর্কগুলোর সংস্কারেও সাহায্য করছেন। পরিবারের গুরুতর সমস্যাটির ক্ষেত্রে এখানেই রয়েছে বুর্জোয়া ও প্রলেতারিয়েত দৃষ্টিভঙ্গীর মধ্যে প্রধান পার্থক্য।

নারীবাদীরা এবং বুর্জোয়া শিবিরের সমাজ সংস্কারকরা সমসাময়িক শ্রেণি সমাজের দুর্বিষহ প্রেক্ষাপটে নতুন ধরনের পরিবার সৃষ্টির এবং নতুন ধরনের বৈবাহিক সম্পর্কের সম্ভাবনায় সরলভাবে বিশ্বাস করেন এবং সেই নতুন রূপগুলোর সন্ধানে নিজেরাই নিজেদেরকে গুলিয়ে ফেলেন। যদি জীবন নিজেই এখনও এই ধরনের রূপের জন্ম না দিয়ে থাকে, তারা এটা প্রয়োজনীয় বলে মনে করেন যে এইগুলোকে মস্তিষ্ক থেকে বের করতে হবে, মূল্য তার যাই হোক না কেন তারা বিশ্বাস করেন, যৌন সম্পর্কের আধুনিক রূপসমূহ অবশ্যই রয়েছে, যা বর্তমান সামাজিক কাঠামোর জটিল পারিবারিক সমস্যার সমাধানে সক্ষম। এবং বুর্জোয়া দুনিয়ার মতাদর্শবাদীরা—সাংবাদিক, লেখক, নারীমুক্তির বিশিষ্ট যোদ্ধারা,—একের পর এক তাদের 'পরিবার দাওয়াই', তাদের নতুন 'পরিবার-সমীকরণ' হাজির করতে থাকেন।

কি কাল্পনিক-ই না এইসব পরিবার-সমীকরণগুলোর আওয়াজ। আমাদের আধুনিক পারিবারিক কাঠামো দম বন্ধ করা বাস্তবতার আলোয়, এইসব সাময়িক উপশমকারীকে কত দুর্বলই না মনে হয়। এই ধরনের 'মুক্ত সম্পর্ক' এবং 'মুক্ত প্রেম' বাস্তবায়িত করার আগে সর্বোপরি প্রয়োজনীয় হল জনগণের মধ্যে সমস্ত সামাজিক সম্পর্কগুলোর মৌলিক সংস্কার সাধন করা। উপরন্তু নৈতিক এবং যৌন রীতিগুলো এবং মনুষ্যসমাজের সমগ্র মনস্তত্ত্বের এক আমূল বিবর্তন হওয়া দরকার। সমসাময়িক ব্যক্তি মনস্তাত্ত্বিক ভাবে কি 'মুক্ত ভালোবাসা'র সাথে মানিয়ে নিতে সক্ষম? এমনকি সর্বশ্রেষ্ঠ মানবাত্মাকেও গ্রাস করে যে ঈর্ষা তার কি হবে? এবং গভীরে প্রোথিত সেই সম্পত্তি বোধ, যা শুধু শরীর নয়, বরং তার আত্মারও অধিকার দাবী করে? এবং অন্যের ব্যক্তি সত্তার প্রতি সঠিক শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করার অক্ষমতা? হয় ভালোবাসার মানুষের কাছে একজনের অধীন হয়ে পড়ার অভ্যাস অথবা ভালোবাসার মানুষটিকে অধীন করে তোলার? এবং পরিত্যাগের তিক্ত ও হতাশ অনুভূতি, সীমাহীন একাকীত্ব, ভালোবাসার মানুষের প্রেমের অবসানে এবং পরিত্যাগে যা অনুভূত হয়? অস্তিত্বের অভ্যন্তর থেকেই যে ব্যক্তিকেন্দ্রিক সেই একাকী মানুষটি কোথায় সান্ত্বনা পেতে পারে? ব্যক্তির আবেগগত এবং বৌদ্ধিক সক্ষমতার সর্বশ্রেষ্ঠ প্রকাশমাধ্যম হল সমষ্টি—তার আনন্দ এবং দুঃখ এবং আকাঙ্ক্ষা সহ। কিন্তু আধুনিক মানুষ কি সমষ্টির সাথে এমনভাবে কাজ করতে সক্ষম যাতে সে পারস্পরিক আদানপ্রদানের প্রভাব অনুভব করতে পারে? আজকের সময়ে সমষ্টিজীবন সত্যিই কি ব্যক্তির ছোটখাট ব্যক্তিগত আনন্দগুলোকে

প্রতিস্থাপিত করতে পারে? একমাত্র 'অনবদ্য' 'এক এবং একমাত্র' দ্বৈত আত্মাছাড়া, এমনকি সোশালিস্টরা, সমষ্টিপন্থীরা বর্তমান বৈরিতাপূর্ণ পৃথিবীতে একেবারে একা। শুধু শ্রমিকশ্রেণির মধ্যেই আমরা মানবজাতির আরও সমন্বয়পূর্ণ এবং জনসাধারণের মধ্যে আরও সামাজিক সম্পর্কযুক্ত ভবিষ্যতের আবছা রূপরেখা দেখতে পাই। পরিবার সমস্যা জীবনের মতোই জটিল এবং বহু প্রেক্ষিত সম্পন্ন। আমাদের বর্তমান সামাজিক ব্যবস্থা এর সমাধানে অক্ষম।

অন্যান্য বিবাহ সমীকরণগুলোও সামনে উপস্থিত করা হয়েছে। বহু প্রগতিশীল নারী এবং সামাজিক চিন্তাবিদ বৈবাহিক মিলনকে শুধুমাত্র প্রজন্মসৃষ্টিকারী একটা পদ্ধতি হিসেবে দেখেন। তারা মনে করেন নারীর জন্য বিবাহের নিজস্ব কোন বিশেষ মূল্য নেই—মাতৃত্ব হল জীবনে তার উদ্দেশ্য, তার পবিত্র লক্ষ্য, তার কর্তব্য। রুথ ব্রে এবং এলেন কি-র মতো উজ্জীবিত প্রবক্তাদের জন্য নারীকে মানুষের তুলনায় স্ত্রী হিসেবে দেখে যে বুর্জোয়া আদর্শ তা প্রগতিশীলতার এক বিশেষ ঔজ্জ্বল্য অর্জন করেছে। এইসব 'অগ্রণী নারী'দের দ্বারা উপস্থাপিত শ্লোগানগুলিকে বিদেশী সাহিত্য উৎসাহের সাথে দখল করেছে। এবং এমনকি এই রাশিয়ায়, ১৯০৫-এর রাজনৈতিক ঝড়-এর আগের পর্যায়ে, সামাজিক মূল্যবোধগুলোর সংশোধনে আসার আগে, মাতৃত্বের সমস্যাটা দৈনিক সংবাদপত্রের মনোযোগ আকর্ষণ করেছিল। 'মাতৃত্বের অধিকার' এই শ্লোগান নারী জনসাধারণের বৃহত্তম বৃত্তে জীবন্ত প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি না করে পারে না। অতএব, এই বিষয়ে নারীবাদীদের দেওয়া সমস্ত পরামর্শ কাল্পনিক ধরনের হওয়া সত্ত্বেও সমস্যাটা এতই গুরুত্বপূর্ণ এবং প্রাসঙ্গিক যে সেটার নারীদের আকর্ষণ করা ছাড়া আর কোনো উপায় ছিল না।

'মাতৃত্বের অধিকার' এমন এক ধরনের সমস্যা যা কেবল বুর্জোয়া শ্রেণি থেকে আসা নারীদের নয়, বরং আরও বেশি বিস্তৃতিতে, প্রলেতারিয় নারীদেরও স্পর্শ করে। মা হওয়ার অধিকার—এই সোনালী শব্দগুলো 'যে কোন নারীর হৃদয়ে' সরাসরি প্রবেশ করে এবং সেই হৃৎপিণ্ডটাকে আরও দ্রুতগতিতে স্পন্দিত হতে বাধ্য করে। 'নিজের' শিশুকে 'নিজের' দুধ খাওয়ানোর অধিকার এবং চেতনা জাগ্রত হওয়ার প্রথম সংকেতগুলোকে প্রত্যক্ষ করার অধিকার, তার ছোট্ট শরীরটাকে যত্ন করার এবং জীবনের প্রথম পদক্ষেপগুলোর বিপদ এবং যন্ত্রণা থেকে তার নরম আত্মাটিকে আড়াল করার অধিকার—কোন মা এসব দাবী সমর্থন করবেন না?

এটা মনে হতে পারে যে, আমরা আবার এমন একটা প্রশ্ন আবিষ্কার করলাম যা বিভিন্ন সামাজিক স্তরের নারীদের ঐক্যের মুহূর্ত হিসেবে কাজ করতে পারত ঃ এটা মনে হতে পারে যে অবশেষে আমরা দুটো বিরূপ পৃথিবীর নারীদের ঐক্যের সেতু দেখতে পেয়েছি। আরও নিবিড়ভাবে, 'মাতৃত্বের অধিকার' বলতে প্রগতিশীল বুর্জোয়া নারীরা কি বোঝেন তা আবিষ্কার করার দিকে দৃষ্টিপাত করা যাক্। তাহলে আমরা দেখতে পাব, প্রকৃতপক্ষে প্রলেতারীয় নারীদের মাতৃত্বের সমস্যার সমাধানে সমানাধিকারের দাবীতে বুর্জোয়া যোদ্ধাদের হাজির করা সমাধানে সহমত হওয়া সম্ভব কিনা। তাতে আগ্রহী সমর্থকদের চোখে মাতৃত্ব প্রায় এক পবিত্রগুণ ধারণ করে। সেই ভ্রান্তিকর ক্ষতিকারক ভাবনা যা একজন নারীকে চিহ্নিত করে একটি প্রাকৃতিক কার্যকলাপে যুক্ত হওয়ার জন্য (সন্তান বহন করার জন্য) যা আইনের দ্বারা শোধিত হয়নি—এই ভাবনাকে ভেঙে চুরমার করতে গিয়ে মাতৃত্বের অধিকারের জন্য সংগ্রামীরা লাঠিটাকে অন্যদিকে বেঁকিয়েছেন ঃ তাদের কাছে মাতৃত্ব-ই পরিণত হয়েছে নারীর জীবনের একমাত্র লক্ষ্যে।

এলেন কি-র মাতৃত্বের এবং পরিবারের কর্তব্যসমূহের প্রতি নিষ্ঠা তাঁকে এই আশ্বাস দিতে বাধ্য করে যে, এমন কি সমাজতান্ত্রিক পথে সমাজ রূপান্তরিত হলেও বিচ্ছিন্ন পারিবারিক এককগুলি টিকে থাকবে। তিনি একে যেভাবে দেখেন, একমাত্র পরিবর্তন এই হবে যে, সঙ্গী সকল সুবিধাজনক উপাদানগুলো বা পার্থিব সুবিধাগুলো বৈবাহিক মিলন থেকে বাদ পড়বে, যা সম্পন্ন হবে পারস্পরিক আকর্ষণের ভিত্তিতেই, ধর্মীয় অনুষ্ঠান বা আনুষ্ঠানিকতা ব্যতিরেকে—প্রেম এবং বিবাহ প্রকৃত অর্থেই হবে সমার্থক। কিন্তু বিচ্ছিন্ন পারিবারিক এককগুলি হল আধুনিক ব্যক্তিকেন্দ্রিক দুনিয়ার পরিণাম, ইঁদুর-দৌড়-এর চাপের একাকীত্ব সহ; পরিবার হল বিকটাকার পুঁজিবাদী ব্যবস্থার একটা ফল। এবং এলেন কি তবু পরিবারকে সমাজতান্ত্রিক সমাজের হাতে তুলে দেবার আশা করেন! এটা সত্য যে রক্ত এবং আত্মীয়তা বন্ধন বর্তমানে যেভাবে প্রায়শই জীবনের একমাত্র অবলম্বন হিসেবে কাজ করে, দুর্দশা এবং দুর্ভাগ্যের সময়ে একমাত্র আশ্রয় হিসেবে। কিন্তু এগুলো কি ভবিষ্যতে নৈতিক বা সামাজিকভাবে প্রয়োজনীয় থাকবে? এলেন কি এর উত্তর দেননি। আদর্শ পরিবারের প্রতি তাঁর দৃষ্টিপাত একটু বেশি ভালোবাসাপূর্ণ। মধ্য বুর্জোয়াদের এই অহং-সমৃদ্ধ এককটির প্রতি সমাজের বুর্জোয়া কাঠামোর একনিষ্ঠ সেবকদের এতটাই সম্ভ্রমপূর্ণ দৃষ্টিভঙ্গী আছে।

এলেন কি-র মত প্রতিভাসম্পন্ন অথচ খামখেয়ালী ব্যক্তি শুধু একা নন, যিনি সামাজিক বিরোধের মধ্যে তার রাস্তা খুইয়েছেন। সম্ভবত বিবাহ এবং পরিবার সমস্যার মত আর এমন কোন প্রশ্ন নেই যে বিষয়ে সমাজতান্ত্রিকরা নিজেদের মধ্যে এত কম ঐক্যমতে রয়েছেন। সমাজতান্ত্রিকদের মধ্যে একটা সমীক্ষা করতে যদি আমরা চেষ্টা করি এবং সংগঠিত করি, সম্ভবত তার ফলাফল খুব অদ্ভুত হবে। পরিবার কি উবে যাবে? এটা বিশ্বাস করার কি কোনো ভিত্তি আছে যে, আজকের পারিবারিক উচ্ছৃঙ্খলাগুলো কেবল অন্তর্বর্তীকালীন সংকট? পরিবারের আজকের রূপটা কি ভবিষ্যৎ সমাজে সুরক্ষিত থাকবে? নাকি আধুনিক পুঁজিবাদী ব্যবস্থার সাথে তা সমাধিস্থ হবে? এই হল প্রশ্নসমূহ, যা খুবই বিভিন্ন ধরনের উত্তর পেতে পারে।

পরিবার থেকে সমাজের শিক্ষামূলক কার্যকলাপের স্থানান্তরের সঙ্গে সঙ্গে আধুনিক বিচ্ছিন্ন পরিবার-কে একসাথে ধরে রাখার শেষ বন্ধনটি আল্‌গা হয়ে যাবে; বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়ার প্রক্রিয়াটা আরও দ্রুততর ছন্দে এগোবে এবং ভবিষ্যৎ বৈবাহিক সম্পর্কের ধূসর ছায়ারেখাটা উঠে আসতে শুরু করবে। এই অস্পষ্ট ছায়ারেখাগুলো, তাদের সম্পর্কে আমরা কি বলতে পারি? আজকের দিনের প্রভাবের নিচে যা লুক্কায়িত আছে, একথা পুনরাবৃত্তির কি দরকার আছে, যে বর্তমান বাধ্যতামূলক বৈবাহিক রূপটি পারস্পরিক ভালবাসাসম্পন্নদের মুক্ত মিলনের মধ্য দিয়ে প্রতিস্থাপিত হবে? মুক্তির জন্য সংগ্রামরত নারীদের উৎসুক কল্পনার দ্বারা সৃষ্ট মুক্ত ভালবাসার আদর্শ নিঃসন্দেহে কিছুদূর পর্যন্ত ঐ সমাজ প্রতিষ্ঠা করবে, লিঙ্গগুলোর মধ্যকার সম্পর্কের এমন বিধির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হবে। যাইহোক, সামাজিক প্রভাবসমূহ এতই জটিল এবং তাদের আদানপ্রদান এতই বিচিত্র যে ভবিষ্যতের কিন্তু ধীর গতিতে পরিণতি প্রাপ্ত লিঙ্গগুলোর মধ্যেকার বিবর্তন হল এক স্পষ্ট প্রমাণ যে, ধর্মীয়-বিবাহ এবং বাধ্যতামূলক বিচ্ছিন্ন পরিবার অবধারিতভাবে বিলুপ্ত হওয়ার পথে।

রাজনৈতিক অধিকারের জন্য সংগ্রাম

নারীবাদীরা আমাদের সমালোচনার এই বলে উত্তর দেন : নারীর রাজনৈতিক অধিকার সম্পর্কে আমাদের সওয়ালের পেছনের যুক্তিগুলো, এমনকি যদি আপনাদের ভুল-ও মনে হয়, তাতে কি দাবীটার নিজস্ব গুরুত্ব, যা নারীবাদীদের কাছে এবং শ্রমিকশ্রেণির প্রতিনিধিদের কাছে সমান জরুরী, তা কি কমে যায়? দুটো সামাজিক শিবিরের নারীরা

তাদের যৌথ রাজনৈতিক আকাঙ্ক্ষার জন্য তাদের বিভক্ত করে রেখেছে যে শ্রেণিবিরোধের প্রতিবন্ধকতা—তাকে কি অতিক্রম করতে পারেন না? তাদেরকে ঘিরে রেখেছে যে বিরোধী শক্তিগুলো, তাদের বিরুদ্ধে এক যৌথ সংগ্রাম চালাতে তারা কি সক্ষম নন? অন্যান্য সমস্যাগুলোর ক্ষেত্রে বুর্জোয়া এবং প্রলেতারিয়েতের মধ্যে বিভাজন অনিবার্য, কিন্তু এই নির্দিষ্ট সমস্যাটার ক্ষেত্রে নারীবাদীরা কল্পনা করেন, বিভিন্ন সামাজিক শ্রেণির নারীদের মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই।

নারীর রাজনৈতিক অধিকারের সংগ্রামে তাদের সাথে যোগ দেওয়ার ক্ষেত্রে শ্রমিকশ্রেণির প্রতিনিধিদের প্রত্যাখ্যানকে দলের অন্ধ অনুগামীর আনুগত্য বিষয়ক পূর্বনির্ধারিত ধারণানুযায়ী দেখে নারীবাদীরা তিক্ততা এবং বিভ্রান্তির সাথে তাদের পুরোনো যুক্তিতে ফিরে যেতে থাকেন। এটাই কি ঘটনা?

রাজনৈতিক আকাঙ্ক্ষার পূর্ণ একাত্মতা আছে কি নাকি বিরোধ এক অবিভাজ্য, শ্রেণি-উর্ধ্ব নারীবাহিনী সৃষ্টির ক্ষেত্রে অন্যান্য ক্ষেত্রের মতো এ ক্ষেত্রেও কি বাধাদান করছে? প্রলেতারীয় নারী তার নিজের লিঙ্গের জন্য রাজনৈতিক অধিকার জিতে আনতে কি ধরনের কৌশল অবলম্বন করবেন, তার রূপরেখা নির্ণয় করার আগে আমাদের এই প্রশ্নের জবাব দিতে হবে।

নারীবাদীরা নিজেদের সম্পর্কে ঘোষণা করেছেন যে তাঁরা সামাজিক সংস্কারের পক্ষে এবং তাঁদের মধ্যে কেউ কেউ এমনকি এও বলেছেন যে, তাঁরা সমাজতন্ত্রের পক্ষে—অবশ্যই, অনেক দূরবর্তী ভবিষ্যতে কিন্তু এই লক্ষ্য অর্জনে শ্রমিকশ্রেণির সারিতে দাঁড়িয়ে লড়াই করতে তাঁরা আগ্রহী নন। তাঁদের মধ্যে সেরারা এক অকৃত্রিম আনুগত্য সহ্য বিশ্বাস করেন যে, একবার ডেপুটিদের আসনগুলো তাদের আয়ত্তের মধ্যে এলেই তাঁরা সমাজের ক্ষতগুলো, (তাদের দৃষ্টিভঙ্গীতে যা সৃষ্টি হয়েছে আভ্যন্তরীণ অহং-সহ পুরুষদের পরিস্থিতির প্রভু হয়ে দাঁড়ানোর কারণে), তা উপশম করতে সক্ষম হবেন। নারীবাদীদের পৃথক গোষ্ঠীগুলোর প্রলেতারিয়েতের প্রতি দৃষ্টিভঙ্গী যত ভালোই হোক না কেন, যখনই শ্রেণিসংগ্রামের প্রশ্নটা উত্থাপিত হয়েছে, ভীষণ ভয় পেয়ে তাঁরা যুদ্ধক্ষেত্র পরিত্যাগ করেছেন। তাঁরা দেখেছেন যে, তাঁরা অন্যরকম স্বার্থের ক্ষেত্রে হস্তক্ষেপ করতে চান না এবং তাঁদের বুর্জোয়া উদারতাবাদের মধ্যে আশ্রয় নিতে বেশি পছন্দ, যা তাদের অনেক সুবিধাজনকভাবে সুপরিজ্ঞাত।

না, বুর্জোয়া নারীবাদীরা যত বেশি পরিমাণে তাদের রাজনৈতিক ইচ্ছার প্রকৃত লক্ষ্যকে চেপে রাখার চেষ্টা করুন না কেন, যত বেশি পরিমাণে তারা

তাদের ছোট বোনেদের এই আশ্বাস দিন না কেন যে, রাজনৈতিক জীবনে যোগদান শ্রমিকশ্রেণির নারীদের জন্য অপরিমাপযোগ্য সুযোগ-সুবিধা এনে দেবে, সমগ্র নারীবাদী আন্দোলনকে পরিব্যাপ্ত করে রয়েছে যে বুর্জোয়া-চেতনা, পুরুষদের সাথে সমান রাজনৈতিক অধিকারের দাবীব ক্ষেত্রেও, যাকে মনে হয় এক সাধারণ নারীদের দাবী, তাকেও শ্রেণিগতভাবে রাঙিয়ে দিয়েছে। রাজনৈতিক অধিকার কিভাবে কাজে লাগাতে হয় সে বিষয়ে ভিন্ন লক্ষ্য এবং বোঝাপড়া বুর্জোয়া এবং প্রলেতারীয় নারীর মধ্যে এক সেতুবন্ধন অসম্ভব বিভাজন সৃষ্টি করেছে। এটা এই ঘটনাকে বিরোধ করে না যে, নারীদের দুটি অংশের আশু কর্তব্য একটা মাত্রায় মিলে যায়। কারণ সকল শ্রেণির প্রতিনিধিরা যারা রাজনৈতিক ক্ষমতায় প্রবেশের সুযোগ পেয়েছেন, সর্বোপরি সচেষ্ট হয়েছেন নাগরিক বিধির পুনর্মূল্যায়ণ অর্জন করতে, যে বিধি প্রতিটা দেশে কম বা বেশি পরিমাণে নারীদের বিরুদ্ধে বৈষম্য আনে। নারীরা আইনগত পরিবর্তনের জন্য চাপ সৃষ্টি করে যা নিজেদের জন্য অধিক সুবিধাজনক শ্রম-শর্ত তৈরি করে; পতিতাবৃত্তি ইত্যাদির আইনীকরণ-কারী বিধিসমূহের বিরুদ্ধে তারা একত্রে দাঁড়ায়। কিন্তু এইসব আশু কর্তব্যগুলোর সমাপতন হল একটা খাঁটি আনুষ্ঠানিক চরিত্রসম্পন্ন, যেহেতু শ্রেণিস্বার্থ এটা নির্ধারণ করে দেয় যে, এইসব সংস্কারের প্রতি দুটো গোষ্ঠীর দৃষ্টিভঙ্গী তীব্রভাবে বিরোধী।

শ্রেণিগত প্রবৃত্তি—নারীবাদীরা যাই বলুন না কেন—সবসময় 'শ্রেণি উর্ধ্ব' রাজনীতির মহান উদ্দীপনার থেকে নিজেকে বেশি শক্তিশালী হিসেবে প্রদর্শন করে! যতদিন বুর্জোয়া নারীরা এবং তাদের 'ছোট বোনে'রা তাদের বৈষম্যে সমান, প্রথমোক্তরা পূর্ণ নিষ্ঠাসহকারে নারীর সাধারণ স্বার্থরক্ষায় মহান প্রচেষ্টা চালাতে পারেন। কিন্তু একবার বাঁধাটি ভেঙে পড়লে এবং বুর্জোয়া নারীরা রাজনৈতিক ক্রিয়াকলাপে প্রবেশাধিকার পেয়ে গেলে 'সকল নারীর অধিকার'-এর সাম্প্রতিক প্রবক্তারা তাঁদের শ্রেণির সুযোগ-সুবিধার উৎসাহী প্রবক্তায় পরিণত হবেন, ছোট বোনেদের কোন অধিকার ছাড়া পরিত্যাগ করেই সন্তুষ্ট থাকবেন। অতএব কোনো এক 'সাধারণ নারী' নীতি প্রণয়ণের জন্য যৌথসংগ্রামের প্রয়োজনীয়তা বিষয়ে, নারীবাদীরা যখন শ্রমজীবী নারীদের সাথে কথা বলেন, শ্রমিক শ্রেণির নারীরা স্বাভাবিকভাবেই বিশ্বাসহীন থাকেন।

কমিউনিজম এবং পরিবার

উৎপাদনে নারীর ভূমিকা : পরিবারের ওপর এর প্রভাব

কমিউনিজমে কি পরিবার অস্তিত্বশীল থাকবে? পরিবার কি একইরূপে টিকে থাকবে? এই প্রশ্নগুলো আজ শ্রমিকশ্রেণির অনেক মেয়েকেই আলোড়িত করছে এবং চিন্তায় ফেলছে তাদের পরিবারের পুরুষদেরও। জীবন আমাদেরই চোখের সামনে পাল্টে যাচ্ছে, পুরোনো প্রথা এবং অভ্যাসগুলো বিলুপ্তির পথে; আর সর্বহারা পরিবারের গোটা জীবনটাই এমন এক খাতে বিকাশমান, যা নতুন ও অপরিচিত এবং কারো কারো চোখে তা 'উদ্ভট'! স্বভাবতই শ্রমজীবী নারীরা এই সমস্ত প্রশ্নের একটা উত্তর খোঁজার কাজ শুরু করছেন। লক্ষ্য করার মতো আরেকটা ঘটনা হল সোভিয়েত রাশিয়ায় বিবাহবিচ্ছেদকে সহজতর করা হয়েছে। দ্য কাউন্সিল অফ্ পিপলস্ কমিসারস্-এর ১৮ই ডিসেম্বর, ১৯১৭ তারিখে জারি করা ডিক্রির অর্থ হল বিবাহবিচ্ছেদ আর শুধু ধনীদের সাধ্যে কুলোয় এমন কোনো বিলাসিতা নয়। যে স্বামী একজন নারী শ্রমিকের ওপর নির্যাতন চালায়, মাদকাশক্তি ও অশালীন আচরণের মাধ্যমে তার জীবন দুর্বিসহ করে তোলে, সেই স্বামীর সঙ্গে আলাদা থাকার অধিকার সুরক্ষিত করতে, তাকে এখন থেকে আর আর্জি জানিয়ে মাসের পর মাস বা এমনকি বছরের পর বছর বসে থাকতে হবে না; পারস্পরিক বোঝাপড়ার বিবাহবিচ্ছেদে আজকাল আর এক বা দুই সপ্তাহের বেশি সময় লাগে না। বিবাহিত জীবনে অসুখী নারীরা এই সহজসাধ্য বিবাহবিচ্ছেদকে স্বাগত জানাচ্ছেন। কিন্তু অন্যরা, বিশেষত যারা স্বামীকেই 'অন্নসংস্থানকারী' হিসেবে ভেবে আসতে অভ্যস্ত, তারা আজ আতঙ্কিত। তারা এখনও এটা উপলব্ধি করতে পারেননি যে, গোষ্ঠী এবং সমাজের মধ্যেই নারীকে নিজের অবলম্বন খুঁজে নিতে হবে, ব্যক্তিমানুষের মধ্যে নয়।

এতদিনের প্রচলিত যে পরিবার কাঠামোয় পুরুষই ছিল সর্বেসর্বা, নারীর কোনো ভূমিকাই ছিল না, সেই বিশেষ পরিবার যেখানে নারীর না ছিল নিজের কোনো আকাঙ্ক্ষা, না তার নিজের জন্য সময়, না নিজের জন্য কানাকড়ি; এই সত্য

অস্বীকার করার কোনো উপায় নেই যে, সেই পরিবার আজ আমাদের চোখের সামনেই পালটে যাচ্ছে। কিন্তু তাতে আতঙ্কিত হবার কিছু নেই। এতো কেবল আমাদের অজ্ঞতা, যা আমাদের ভাবায় যে, যা কিছু প্রচলিত তা-ই অপরিবর্তনশীল। 'যেহেতু এটা ছিল, তাই এটা থাকবে'—এর চেয়ে ভ্রান্ত ধারণা আর হয় না। কোনো লোকাচার, রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান বা নীতিগত আদর্শই যে স্থায়ী বা অলঙ্ঘনীয় নয় এবং সব কিছুই যে পরিবর্তনশীল, অতীতে মানুষ কীভাবে বাঁচত তা পড়লেই আমরা তা দেখতে পাব। ইতিহাসের ধারায় পরিবারের কাঠামো বহুবার পরিবর্তিত হয়েছে, এক সময়ে তা আজকের পরিবারের থেকে একেবারেই আলাদা ছিল। একটা সময় এক-রক্ত সম্পর্কের পরিবারই ছিল প্রথাসিদ্ধ : মা তার ছেলে-মেয়ে, নাতি-নাতনি, যারা একসাথে বসবাস করতেন ও কাজ করতেন তাদের নিয়ে পরিবার পরিচালনা করতেন। অন্য একটা সময়ে পিতৃতান্ত্রিক পরিবারই হল নিয়ম। এক্ষেত্রে পিতার ইচ্ছাই পরিবারের অপরাপর সদস্যদের কাছে আইন হিসেবে বিবেচিত হত : রাশিয়ার গ্রামগুলোতে কৃষক সম্প্রদায়ের মধ্যে এরকম পরিবারের অস্তিত্ব এমনকি আজও পাওয়া যেতে পারে। এক্ষেত্রে পারিবারিক জীবনের নীতি ও প্রথা মোটেও শহুরে শ্রমিকশ্রেণির মতো নয়। গ্রামের কৃষকরা সেইসব রীতিনীতি পালন করেন, যা শ্রমিকরা অনেক আগেই ভুলে গেছেন। আবার পারিবারিক কাঠামো ও পারিবারিক জীবনের প্রথাগুলো এক দেশ থেকে অন্য দেশে ভিন্ন হয়। তুর্কি, আরবি, ইরানিদের মতো কিছু মানুষের মধ্যে পুরুষের বহুবিবাহ অনুমোদিত। এমন উপজাতি ছিল এবং আজও রয়েছে, যেখানে মেয়েদের অনেক স্বামী থাকতে পারে। বিয়ে না হওয়া অবধি একটি যুবতী মেয়ের কুমারীত্ব থাকাটাই আকাঙ্ক্ষিত—এই চিন্তাতেই আমরা অভ্যস্ত; এমন কিছু উপজাতি আছে, যেখানে মেয়েদের একাধিক প্রেমিক থাকলে তা গর্বের বিষয় এবং সেখানে মেয়েরা তাদের সংখ্যা অনুসারে হাত ও পা বালা দিয়ে সজ্জিত করেন। এমন অনেক জীবনচর্চা আছে, যা আমাদের চমকে দিতে পারে, এমনকি অনৈতিক বলেও মনে হতে পারে, কিন্তু সেটাই আবার অন্য কোনো মানবগোষ্ঠীর চোখে একেবারেই স্বাভাবিক এবং তারা তাদের দিক থেকে আমাদের আইন ও প্রথাকে 'পাপ' হিসেবে বিবেচনা করতে পারেন, সুতরাং পরিবার, পরিবর্তনের একটা প্রক্রিয়ার মধ্যেই আছে এবং আদ্যিকালের ও অপ্রয়োজনীয় বিষয়গুলো আজ বাতিল হয়ে যাচ্ছে এবং নারী ও পুরুষের মধ্যে নতুন নতুন সম্পর্কসমূহ বিকশিত হচ্ছে, এতে আতঙ্কিত হবার কিছু নেই। আমাদের কাজ হল আমাদের পরিবার ব্যবস্থার কোন দিকগুলো অচল হয়ে

পড়েছে তা স্থির করা এবং শ্রমিক ও কৃষকশ্রেণির নারী পুরুষের মধ্যে কোন সম্পর্কগুলো এবং কোন কোন অধিকার ও কর্তব্যগুলো শ্রমিক শ্রেণির নতুন রাশিয়ায় জীবনযাপনের সঙ্গে সবচেয়ে সাজুয্যপূর্ণ হবে, তা মীমাংসা করা এবং এই হল সেইসব কিছু যা নতুন জীবনের সাথে পালন করতে হবে এবং ভূস্বামী ও পুঁজিপতি নিয়ন্ত্রিত দাসত্ব ও আধিপত্যের অভিশপ্ত যুগে সৃষ্ট যা কিছু পুরোনো ও অচল তার সবই, সেইসঙ্গে শোষক শ্রেণিটাকেই তথা শ্রমিক ও গরিবের অন্যান্য শত্রুদেরও ঝেঁটিয়ে বিদায় করতে হবে।

শহর ও গ্রামের সর্বহারা শ্রেণি যে ধরণের পরিবারে অভ্যস্ত হয়ে উঠেছে তা আসলে অতীতের ধারাবাহিকতাগুলোর অন্যতম। একটা সময় ছিল, যখন চার্চের বিবাহের ভিত্তিতে গড়ে ওঠা বিচ্ছিন্ন, জোড়-বাঁধা পরিবারই ছিল পরিবারের প্রতিটি সদস্যের কাছে সমান প্রয়োজনীয়। যদি তখন পরিবার না থাকতো, তবে সন্তানকে খাওয়ানো-পরানো আর বড়ো করে তোলার কাজ করতেন কে? কে তাদের পরামর্শ দিতেন? সেই দিনগুলোতে যে পরিণতিগুলো কল্পনা করা যায়, অনাথ হওয়াটা তার মধ্যে অন্যতম ছিল। আগেকার পরিবারে স্বামী উপার্জন করতেন ও তার স্ত্রী ও সন্তানকে এই উপার্জনই বাঁচিয়ে রাখত। স্ত্রী তার কাজ হিসেবে গৃহকর্মে ও সন্তান প্রতিপালনে ব্যস্ত থাকত, যতদূর তার পক্ষে সম্ভব। কিন্তু যে সমস্ত দেশগুলোতে পুঁজিবাদই নিয়ন্ত্রক এবং যেখানে মজুরি শ্রমিক নিযুক্ত হন এমন কারখানা ও অন্যান্য ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা বাড়ছে, সেইসব দেশে গত এক শতাব্দীরও বেশি সময় ধরে প্রচলিত পরিবার কাঠামো বাতিল হয়ে পড়ছে। জীবনের সাধারণ অবস্থা পাল্টানোর সাথে সাথে পারিবারিক জীবনের রীতি-নীতি ও নৈতিক আদর্শও পাল্টে যাচ্ছে। পারিবারিক জীবনের বৈপ্লবিক পরিবর্তনের পেছনে সবচেয়ে বড়ো অবদান হল নারী-শ্রমের বিশ্বব্যাপী প্রসার। আগে কেবল পুরুষরাই অন্নসংস্থানকারী হিসেবে বিবেচিত হতেন। কিন্তু গত পঞ্চাশ বা ষাট বছর ধরে (এবং অন্যান্য পুঁজিবাদী দেশে আরেকটু বেশিদিন যাবৎ) রুশ মেয়েরা পরিবারের বাইরে ও বাড়ির বাইরে রোজগারের জন্য কাজ খুঁজতে বাধ্য হয়েছেন। 'উপার্জনক্ষমে'র মজুরি পরিবারের প্রয়োজনের তুলনায় অপর্যাপ্ত হয়ে পড়ায়, নিজের জন্য একটা কাজ দেখতে, কারখানার দরজায় কড়া নাড়তে নারী বাধ্য হচ্ছেন। দিনমজুর, ফেরিওয়ালী, কেরানি, ধোপানি এবং পরিচারিকা হিসেবে বাড়ির বাইরে কাজ শুরু করছেন, এমন নারী শ্রমিকের সংখ্যা ফি-বছর বেড়েই চলেছে। ১৯১৪-র পরিসংখ্যান অনুযায়ী, প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শুরুর আগে ইউরোপ ও আমেরিকার

দেশগুলোতে ছয় কোটির মতো নারী নিজেরাই নিজেদের ভরণপোষণের জন্য প্রয়োজনীয়টুকু রোজগার করতেন। আর যুদ্ধের বছরগুলোতে এই সংখ্যাটা উল্লেখযোগ্যভাবে বেড়ে গিয়েছিল। এই সমস্ত মেয়েদের অর্ধেকই ছিলেন বিবাহিত। কী ধরনের পারিবারিক জীবন তাদের থাকা সম্ভব তা সহজেই কল্পনা করা যায়। যদি স্ত্রী ও মা কম করে আটঘণ্টা সময় কাজের জন্য বাইরে কাটান আর কর্মস্থল বাড়ি থেকে দূরে হলে যাতায়াতের সময় ধরে সময়টা দশঘণ্টায় গিয়ে দাঁড়ায়, তাহলে কী ধরনের পারিবারিক জীবন সেখানে থাকতে পারে? তার বাড়ি অবহেলিত হয়, বাচ্চারা মায়ের কোনোরকম যত্ন ছাড়াই বেশিরভাগ সময়টাই বাইরে রাস্তায় রাস্তায় কাটিয়ে, এই পরিবেশের সমস্ত বিপদের মধ্যে অরক্ষিত থেকে বড়ো হয়। যে নারী একাধারে স্ত্রী, মা, আবার শ্রমিকও তাকে এইসমস্ত ভূমিকা পালনের জন্য শক্তির প্রতিটি বিন্দু নিঙড়ে দিতে হয়। তার স্বামীর মতো একই সময়ে তাকে কাজ করতে হয় কোনো কারখানায়, ছাপাখানায় কিংবা বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানে এবং তার পরেও তাকে ঘরকন্না ও সন্তান মানুষ করার মতো সময় খুঁজে বের করে নিতে হয়। পুঁজিবাদ নারীর কাঁধে এক অসম্ভব বোঝা চাপিয়ে দিয়েছে; যা তাকে মজুরি শ্রমিকে পরিণত করেছে অথচ গৃহকর্ত্রী বা মা হিসেবে তার দায়ভার লাঘব করেনি। এই তিন দায়ভারের চাপে নারী কোনোরকমে বেঁচে থাকেন। তিনি কষ্ট পান, তার মুখ সর্বদাই কান্নায় ভিজে থাকে। মেয়েদের কাছে জীবন কোনোদিনই সহজ ছিল না, কিন্তু পুঁজিবাদের জোয়ালের মধ্যে কারখানা-উৎপাদনের এই রমরমা বাজারে যখন লক্ষ লক্ষ নারী-শ্রমিক কর্মরতা, এর থেকে কঠিনতর ও আরও সংকটময় কখনোই ছিল না।

যত বেশি বেশি করে মেয়েরা বাইরে কাজে বেরোন, পরিবার ততই অচল হয়ে পড়ে। যেখানে নারী-পুরুষ দুজনে দিনের ভিন্ন শিফ্‌টে কর্মরত, সেখানে স্ত্রীর হাতে তার সন্তানকে মোটামুটি খাবার রেঁধে খাওয়ানোর সময়টুকুও নেই! যখন বাবা ও মা দুজনেই সারাদিন বাইরে কর্মরত, সন্তানের সঙ্গে কাটানোর মত সামান্য কয়েক মিনিট সময় পর্যন্ত তারা পান না, তখন একজন পিতা-মাতা সম্পর্কে কিভাবে বলবে? আগেকার দিনে বিষয়টা ছিল একেবারেই আলাদা রকমের। মা থাকতেন ঘরে, নিজেকে ব্যস্ত রাখতেন ঘরকন্নার কাজে. বাচ্চারা থাকত তার আশে পাশে, তার নজরদারির মধ্যে। এখন দিনে কারখানার সাইরেন বেজে উঠলেই সাত-সকালেই একজন নারী-শ্রমিককে বাড়ি থেকে তাড়াহুড়ো ক'রে বেরিয়ে যেতে হয়। সন্ধ্যেবেলা আবার যখন সাইরেন বেজে ওঠে হন্তদন্ত হয়ে বাড়ি ফিরেই সাংসারিক

দায়িত্বের সবচেয়ে জরুরিতম কাজগুলো তাকে যেন-তেন প্রকারেণ শেষ করতে হয়। তারপর, পরের দিন সকালে আবার সেইকাজে বেরিয়ে পড়া এবং ঘুমের অভাবে তিনি ক্লান্ত হয়ে পড়েন। বিবাহিত নারী শ্রমিকের কাছে জীবন যেন কর্মশালার মধ্যে জীবন কাটানোর মতো। অতএব, এতে আশ্চর্য হবার কিছু নেই যে, পারিবারিক বন্ধনগুলো আলগা হবে এবং পরিবার ভেঙে পড়তে শুরু করবে। যে পারিপার্শ্বিক অবস্থা পরিবারকে ধরে রেখেছিল, তা আর নেই। পরিবারের সদস্যদের কাছে অথবা সমগ্র জাতির কাছে পরিবারের প্রয়োজনীয়তা শেষ হয়ে যাচ্ছে। পুরোনো পরিবার কাঠামো বর্তমানে একটা প্রতিবন্ধক ছাড়া আর কিছুই নয়। পুরোনো পরিবারকে কি এত মজবুত করে রেখেছিল? প্রথমতঃ স্বামী এবং পিতা ছিলেন পরিবারের উপার্জনকারী। দ্বিতীয় কারণ, পারিবারিক অর্থনীতি পরিবারের প্রতিটি সদস্যদের কাছে ছিল প্রয়োজনীয় এবং তৃতীয় কারণ পিতামাতা তার সন্তানকে বড় করে তুলতেন। এই আগেকার পরিবারের কি অবশিষ্ট আছে? সবেমাত্র আমরা দেখেছি, স্বামী আর পরিবারের একমাত্র উপার্জনকারী থাকছেন না। কাজে যান যে স্ত্রী তিনি-ও মজুরি পান। যিনি নিজের উপার্জন রোজগার করতে শিখেছেন এবং তার ছেলেমেয়েকে এবং প্রায়শই তার স্বামীকে এই উপার্জনের ওপর নির্ভর করতে হয়। পরিবার এখন শুধুমাত্র সমাজের প্রাথমিক অর্থনৈতিক একক হিসেবে এবং বাড়ন্ত শিশুদের পালন পোষণকারী এবং শিক্ষক হিসেবে কাজ করে। বিষয়টা আরো বিস্তারিতভাবে বিচার করা যাক। পরিবার এই দায়িত্বগুলো থেকে মুক্ত হচ্ছে কিনা তা দেখা যাক।

গৃহশ্রমের প্রয়োজনীয়তা শেষ

একটা সময় ছিল, যখন শহর ও গ্রামের দরিদ্রতর শ্রেণিগুলোর মেয়েরা তাদের গোটা জীবনটাই গৃহের চারদেওয়ালের মধ্যে কাটিয়ে দিতেন। একটা মেয়ে তার নিজের বাড়ির চৌহদ্দির বাইরে কিছুই জানতেন না। আর বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই কোনো কিছু জানার ইচ্ছাও থাকত না। সর্বোপরি, তার নিজের ঘরেই করবার মতো এত কাজ থাকত, যা শুধু সেই পরিবেশের জন্যই নয়, বরং সামগ্রিকভাবে গোটা রাষ্ট্রের জন্যও প্রয়োজনীয় এবং লাভজনক ছিল। আধুনিক নারী-শ্রমিক এবং নারী-কৃষককে যা কিছু করতে হয়, তার সমস্ত তো বটেই, রান্নাবান্না, ধোয়া-মোছা, সেলাই-ফোঁড়াই এসবের পাশাপাশি তিনি সুতো এবং উল বুনতেন, কাপড় ও পোশাক তৈরি করতেন, মোজা বানাতেন, লেস তৈরি করতেন, সমস্ত ধরণের

আচার—তার পক্ষে সংগ্রহ করা সম্ভব এমন উপাদানের জ্যাম, শীতের জন্য অন্যান্য মোরব্বা তৈরি করতেন এবং নিজে মোমবাতি বানাতেন। তার সমস্ত কাজের একটা পূর্ণ তালিকা দেওয়া সত্যিই কঠিন! এভাবেই আমাদের মা-দিদিমাদের জীবন কেটেছে। এমন কি আজও রেল-সড়ক বা বড় নদী থেকে দূরে অবস্থিত দেশের প্রত্যন্ত গ্রামগুলোতে আপনি যেতে পারেন, যেখানে এই ধরণের জীবনযাত্রা আজও টিকে আছে এবং যেখানে গৃহকর্ত্রীর ঘাড়ে ঘরকন্নার কাজ বোঝার মতো জেঁকে বসে রয়েছে, যা থেকে বড় শহর এবং ঘন বসতিপূর্ণ শিল্পাঞ্চলের শ্রমিক নারী অনেক আগেই চিন্তামুক্ত হয়ে গেছেন।

আমাদের ঠাকুমা-দিদিমাদের সময়ে এই সমস্ত গৃহস্থালীর কাজ ছিল প্রয়োজনীয় ও লাভজনক। এতে সংসারের সমৃদ্ধি সুনিশ্চিত হত। গৃহকর্ত্রী যত বেশি করে নিজেকে কাজে নিযুক্ত করতেন, কৃষক বা কারিগরের পরিবার তত ভাল করে বাঁচত। এমন কি জাতির অর্থনীতি গৃহবধূদের কাজের দ্বারা উপকৃত হত, স্যুপ তৈরি বা আলুর একটা পদ তৈরির ব্যাপারে (অর্থাৎ পরিবারের তাৎক্ষণিক প্রয়োজনগুলো মেটানো) নারী নিজেকে আটকে রাখতেন না, তিনি বস্ত্র, সুতো, মাখন ইত্যাদি, পণ্য হিসেবে যেগুলোর একটা মূল্য ছিল, যা বাজারে বেচা যায় এমন নানা দ্রব্যও উৎপাদন করতেন। আর কি কৃষক, কি শ্রমিক প্রতিটি পুরুষই স্ত্রী হিসেবে এমন একজনের খোঁজ করতেন, যার 'হাতে সোনা ফলে'; কারণ তিনি জানতেন এই 'গৃহশ্রম' ছাড়া পরিবারের গতি নেই। গোটা জাতির স্বার্থ এতে যুক্ত ছিল, মেয়েরা তথা পরিবারের অন্যান্য সদস্যরা যত বেশি করে কাপড়, চামড়া বা পশম (যার উদ্বৃত্ত অংশ নিকটস্থ বাজারে বিক্রি হত) তৈরির কাজে নিযুক্ত থাকতেন, সমগ্র দেশের অর্থনৈতিক সমৃদ্ধিও তত বেশি হত।

কিন্তু পুঁজিবাদ এই সমস্ত কিছুই পালটে দিয়েছে। যা কিছু এতদিন পরিবারের অভ্যন্তরে উৎপন্ন হত, এখন ব্যাপক মাত্রায় কর্মশালা বা কারখানায় তা উৎপাদিত হচ্ছে। যন্ত্র স্ত্রীকে ছাড়িয়ে গেছে। মোমবাতি তৈরি, পশম বোনা—এসব নিয়ে গৃহকর্ত্রীর আজ কিসের মাথাব্যথা? এই সমস্ত পণ্যই পাশের দোকানটাতে কিনতে পাওয়া যায়। আগে প্রতিটা মেয়েকেই মোজা তৈরি করা শিখতে হত। আজকের দিনে কোন নারী শ্রমিক তার নিজেরটা নিজে তৈরি করার কথা ভাববে কি? প্রথমতঃ তার হাতে সময় নেই। সময় হল অর্থ এবং কেউই অনুৎপাদনশীল এবং অপ্রয়োজনীয়ভাবে সময় নষ্ট করতে চান না। খুব কম নারী-শ্রমিকই আচার বা

অন্যান্য মোরব্বা বানাবেন, যখন দোকানেই এসব কিনতে পাওয়া যায়। যদি দোকানে বিক্রিত পণ্যগুলো উৎকর্ষতার দিক থেকে নিম্নমানেরও হয়, বা বাড়ির মতো যত্নসহকারে নাও বানানো হয়ে থাকে, নারীশ্রমিকের এইসব কাজ বাড়িতে করার না আছে সময় না আছে সামর্থ্য। সর্বপ্রথম তিনি একজন ভাড়া করা শ্রমিক। যে সমস্ত সাংসারিক কাজ ব্যাতিরেকে আমাদের ঠাকুমা-দিদিমাদের পক্ষে পরিবারে কথা কল্পনাও করা ছিল কষ্টকর, পারিবারিক অর্থনীতিতে ক্রমেই তার অভাব ঘটছে। আগে যা পরিবারের মধ্যেই তৈরি হত, এখন তা নারী ও পুরুষ শ্রমিকের যৌথ-শ্রমের মধ্য দিয়ে কারখানায় উৎপাদিত হচ্ছে।

পরিবার এখন আর উৎপাদন করে না, শুধু ভোগ করে। এখন গৃহকর্মের যা অবশিষ্ট আছে, তা হল ধোয়া-মোছা (ঝাঁট দেওয়া, ঘর মোছা, জল গরম করা, লম্ফ ঠিকঠাক করা ইত্যাদি), রান্নাবান্না (খাবার তৈরি করা), কাপড় কাচা, জামা-কাপড় গুছিয়ে রাখা বা রিপু করা, জোড়া দেওয়া, নারীশ্রমিক যাকে ঘণ্টার পর ঘণ্টা কারখানাতেও কাজ করতে হয়, তার পক্ষে এই সমস্ত গৃহশ্রম কঠিন ও ক্লান্তিকর; অবসর সময় এবং সামর্থ্য নিঃশেষ করে দেয়। এই গৃহশ্রম আর আমাদের ঠাকুমা দিদিমাদের সময়কার গৃহশ্রমের মধ্যে কিন্তু একদিক দিয়ে গুরুত্বপূর্ণ পার্থক্য রয়েছে। উপরে যে চারটে কাজের কথা বলা হল যেগুলো এখনও পরিবারকে একসাথে ধরে রাখতে ভূমিকা পালন করে, রাষ্ট্রের কাছে বা জাতীয় অর্থনীতির দিক থেকে তার আর কোনো মূল্য নেই; কারণ তা কোনো নতুন মূল্য তৈরি করেনা বা আর দেশের সমৃদ্ধির প্রশ্নে তার কোনো অবদান নেই। একজন গৃহবধূ সকাল থেকে শুরু করে সন্ধ্যে অবধি পুরো দিনটাই অতিবাহিত করে দিতে পারেন কেবল ঘর-দোর ধোয়া-মোছা করে, তিনি রোজ জামা-কাপড় কাচতে এবং ইস্ত্রি করতে পারেন, তার জামা-কাপড়গুলোকে সাজিয়ে রাখার, তার খুশিমত এবং সীমিত সাধ্য অনুযায়ী যা হোক কোনো পদ রাঁধতে লাগাতার সচেষ্ট থাকতে পারেন এবং সারাদিন এত কিছু করেও দিনের শেষে তিনি কিন্তু কোনো মূল্য তৈরি করবেন না। তার এই পরিশ্রম সত্ত্বেও তিনি এমন কিছুই তৈরি করতে পারেন না, যা একটা পণ্য হিসেবে বিবেচিত হতে পারে। এমন কি একজন নারী-শ্রমিক হাজার বছর বাঁচলেও তাকে প্রত্যেকদিন শূণ্য থেকে শুরু করতে হত। ফায়ার প্লেসে/চুল্লিতে প্রতিনিয়তই ঝাড় দেওয়ার মতো ধুলোর নতুন স্তর জমা হতে থাকবেই, তার স্বামী সর্বদাই ক্ষুধার্ত অবস্থায় বাড়ি ফিরবে, আর বাচ্চারা তাদের জুতোয় কাদা লাগিয়ে ফিরবে।

সব মিলিয়ে নারীর গৃহশ্রম সমাজের পক্ষে ক্রমেই গুরুত্বহীন হয়ে পড়ছে। এটা অনুৎপাদক হয়ে যাচ্ছে। ব্যক্তিগত গৃহস্থালীর মৃত্যু ঘটছে। এটা আমাদের সমাজে গোষ্ঠীবদ্ধ গৃহস্থালীর পথ প্রস্তুত করছে। নারী-শ্রমিকের নিজের ফ্ল্যাট পরিষ্কার করতে হবে না, তা থেকে অব্যাহতি দিয়ে তার বদলে কমিউনিস্ট সমাজ এমন নারী এবং পুরুষকে নিযুক্ত করবে যাদের কাজ হবে সকালবেলা ঘুরে ঘুরে ঘরদোর সাফ করা। বড়লোকের স্ত্রীরা বহুদিন হল এই বিরক্তিকর, ক্লান্তিকর সাংসারিক কর্তব্য থেকে নিষ্কৃতি পেয়েছেন। তাহলে শ্রমজীবী মেয়েদের কেন এই বোঝা এখনও বয়ে বেড়াতে হবে? সোভিয়েত রাশিয়ার নারীশ্রমিকের অবশ্যই সমান আরাম ও উৎফুল্লতা, স্বাস্থ্য ও সৌন্দর্যে পরিবেষ্টিত থাকা উচিত যা এতদিন শুধুমাত্র প্রচুর পয়সার মালিকেরই সাধ্যে কুলোত। রান্নার সাথে সংগ্রামে, রাতের খাবার-দাবার বানানোর কাজে দিনান্তের অবসরটুকুও নারী-শ্রমিককে রান্নাঘরে ব্যয় করানোর বদলে কমিউনিষ্ট সমাজে গণরেস্তোঁরা, সামাজিক রন্ধনশালা গড়ে তুলবে।

এমনকি পুঁজিবাদী ব্যবস্থাতেই এরকম প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠতে শুরু করেছে। সত্যি কথা বলতে কি, শেষ অর্ধশতাব্দী সময় যাবৎ ইউরোপের বড় বড় শহরগুলোয় রেস্তোরাঁ ও কাফের সংখ্যা প্রতিদিন বাড়ছে; বর্ষার বৃষ্টির পর ব্যাঙের ছাতার মতো তারা গজিয়ে উঠছে। কিন্তু পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় শুধুমাত্র তারা-ই রেস্তোরাঁয় খাওয়া-দাওয়া সেরে নিতে পারেন, যাদের পকেটে যথেষ্ট অর্থ আছে। কমিউনিস্ট ব্যবস্থায় প্রত্যেকেরই সাধারণ ভোজনালয়ে খাওয়ার সামর্থ্য থাকবে। নারী-শ্রমিককে আর কাচাকাচির দাসত্ব করতে হবে না, অথবা মোজা রিপু করতে বা কাপড় জোড়া দিতে দিতে চোখ দুটো নষ্ট করে ফেলতে হবে না; জামা কাপড়গুলো প্রতি হপ্তায় কেন্দ্রিয় লন্ড্রিতে দিয়ে আসবে আর কাচা, ইস্ত্রি করা জামাকাপড়গুলো পরে নিয়ে আসবে। এভাবে আরো একটা কাজ কমে যাবে। বিশেষ বস্ত্র মেরামতি কেন্দ্রগুলো নারী-শ্রমিককে ঘণ্টার পর ঘণ্টা সেলাই করে যাওয়ার থেকে মুক্তি দেবে এবং যাতে তারা বই পড়ে, সভা-সমিতি বা জলসায় উপস্থিত থেকে সন্ধ্যেগুলো অতিবাহিত করতে পারেন, তার সুযোগ করে দেবে। এভাবে চারপ্রকার গৃহশ্রম কমিউনিজমের বিজয়ের সাথে সাথে বিলুপ্ত হয়ে যাবে। আর নিশ্চয়ই তাতে নারী-শ্রমিকের অনুশোচনার কোনো কারণ থাকবে না। কমিউনিজম্ পারিবারিক দাসত্ব থেকে নারীকে মুক্ত করে তার জীবনকে করে তোলে আরো সমৃদ্ধ, আরো সুখি।

সন্তান প্রতিপালনের দায়িত্ব রাষ্ট্রের

এই প্রশ্নটা অবশ্য আপনারা তুলতেই পারেন যে, গৃহশ্রমের প্রয়োজন যদি ফুরিয়েও যায়, সন্তান প্রতিপালনের দায়িত্বটা তবু থেকেই যায়। কিন্তু এক্ষেত্রেও শ্রমিক রাষ্ট্র পরিবারকে প্রতিস্থাপিত করতে এগিয়ে আসবে। বিপ্লবের আগে যেসব দায়িত্ব ব্যক্তি পিতামাতার ওপর বর্তেছিল, সমাজ ধীরে ধীরে সেসবই নিজের ওপর নিয়ে আসছে। এমনকি বিপ্লবের আগেই সন্তানের শিক্ষার দায়িত্বটি আর বাবা-মার দায়িত্ব থাকছিল না। একবার ইস্কুলে যাওয়ার বয়স হলেই বাবা-মা হাঁফ ছেড়ে বাঁচতেন কারণ বাচ্চার বৌদ্ধিক বিকাশের দায়িত্ব আর তাদের রইল না। যদিও অন্যান্য অনেক দায়িত্ব তখনও রয়ে যেত। বাচ্চাকে খাওয়ানো, জামাকাপড় ও জুতো কিনে দেওয়া এবং এটা দেখা যে, সময় হলে তারা দক্ষ ও সৎ শ্রমিক হিসেবে নিজেদের ভরণপোষণের এবং বৃদ্ধ বাবা-মাকে খাওয়ানো এবং সাহায্য করার যোগ্যতা অর্জন করল। যদিও খুব কম পরিবারই এই দায়িত্ব পালনে সক্ষম হত। তাদের কম মজুরি তাদের সন্তানের পেট-ভরা খাবার যোগাতে দিত না, অন্যদিকে ফাঁকা সময়ের অভাবে উঠতি প্রজন্মের শিক্ষায় প্রয়োজনীয় মনোযোগদানে তাদের বাধা দিত। পরিবারের সন্তানকে বড় করে তোলার কথা, কিন্তু বাস্তবে শ্রমিক-সন্তান পথে বড় হয়। আমাদের পূর্বপুরুষেরা পারিবারিক জীবন কিছুটা জানতেন, কিন্তু শ্রমিক-শিশুরা কিছুই জানে না, উপরন্তু বাবা-মায়ের কম আয় ও পরিবারের এই অর্থনৈতিক নিরাপত্তাহীনতা কখনও কখনও মাত্র বছর দশেক বয়সেই শিশুকে একজন স্বাধীন শ্রমিক হয়ে উঠতে বাধ্য করে। আর যেই শ্রমিক হয়ে শিশুরা নিজেরা রোজগার করতে শুরু করে, তারা নিজেদেরই নিজেদের প্রভু মনে করে এবং বাবা-মায়ের কথা বা তাদের মতামত আর আইন থাকে না, মা-বাবার কর্তৃত্ব ক্রমশ দুর্বল হয়ে পড়ে। আনুগত্য আর টিকে থাকে না।

গৃহশ্রম যেহেতু বিলুপ্ত হয়ে যায়, ফলত সন্তানের প্রতি মা-বাবার দায়বদ্ধতা ক্রমশ ফুরিয়ে যেতে থাকে, যতদিন না সমস্ত দায়দায়িত্ব সমাজ পুরোপুরি গ্রহণ করছে। পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় অনেকসময় হামেশাই, শ্রমিক পরিবারের কাছে তার সন্তান এক ভারী এবং বহন-অযোগ্য বোঝা। কমিউনিস্ট সমাজ পিতা-মাতার সাহায্যার্থে এগিয়ে আসবে। সোভিয়েত রাশিয়ায় পরিবারের প্রতি সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিতে গণশিক্ষা ও সমাজকল্যাণের কমিশারিয়েটগুলো ইতিমধ্যেই যথেষ্ট করেছে। ইতিমধ্যেই আমাদের একেবারে খুব ছোট বাচ্চাদের জন্য হোম-ক্রেশ-

কিন্ডারগার্টেন, শিশু কলোনি-হাসপাতাল এবং অসুস্থ শিশুদের জন্য রিসর্ট-রেস্টুরেন্ট, স্কুলেই বিনামূল্যে দুপুরে খাওয়ার ব্যবস্থা, বিনামূল্যে পাঠ্যবই বিতরণ, স্কুলছাত্রদের শীতবস্ত্র এবং জুতো দেওয়ার ব্যবস্থা রয়েছে। এসবই আসলে এটাই দেখিয়ে দেয় যে, শিশুর দায়িত্ব ক্রমে পরিবার থেকে সমষ্টির দিকে চালিত হচ্ছে।

পরিবারে শিশুদের প্রতি পিতামাতার কর্তব্যকে তিনভাগে ভাগ করা যেতে পারে ঃ (ক) একদম ছোট শিশুর যত্ন (খ) শিশুকে বড় করা এবং (গ) শিশুর শিক্ষা। এমনকি পুঁজিবাদী সমাজেও প্রাথমিক, মাধ্যমিক এবং উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিশুর শিক্ষার দায়িত্ব রাষ্ট্র বহন করতে শুরু করেছে। এমনকি পুঁজিবাদী সমাজেও শ্রমিকদের চাহিদা খেলার মাঠ বা কিন্ডারগার্টেন ইত্যাদির ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে কিছুটা হলেও মেটানো হবে। শ্রমিকরা তাদের অধিকার সম্বন্ধে যত সচেতন হতে লাগল এবং যত ভালভাবে সংগঠিত হল, শিশুর যত্নের ক্ষেত্রে সমাজ তত বেশি করে পরিবারের থেকে শিশুর সেবা শুশ্রূষার দায়িত্ব নিয়ে নিতে বাধ্য হল। কিন্তু শ্রমিকশ্রেণির স্বার্থরক্ষার পথে বেশিদূর যেতে বুর্জোয়া সমাজ ভয় পেল, পাছে তা পরিবার ব্যবস্থাকে ভাঙার কাজে সহায়ক হয়। কারণ পুঁজিপতিরা খুব ভাল করেই এটা জানে যে, পুরোনো সমাজব্যবস্থার নারী ছিল দাসী আর বউ-বাচ্চাকে সুখে রাখার দায়িত্ব ছিল স্বামীর, তা আসলে শ্রমিক শ্রেণির স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষাকে টুঁটি টিপে মারার এবং শ্রমজীবী নারী-পুরুষের বৈপ্লবিক চেতনাকে দুর্বল করে দেওয়ার সেরা অস্ত্র। পারিবারিক চিন্তার ভারে শ্রমিক নুইয়ে পড়েন এবং তিনি পুঁজির সঙ্গে আপস করতে বাধ্য হন। তাদের সন্তান ক্ষুধার্ত থাকলে বাবা-মা যেকোন শর্তেই রাজি হয়ে যান। পুঁজিবাদী সমাজ শিক্ষাকে সত্যিকারের সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় বিষয়ে রূপান্তরিত করতে সক্ষম হয়নি, কারণ সম্পত্তির মালিকরা, বুর্জোয়ারা এর বিরুদ্ধে ছিলেন।

কমিউনিস্ট সমাজ উঠতি প্রজন্মের সামাজিক শিক্ষাকে নতুন জীবনযাত্রার অন্যতম প্রাথমিক বিষয় মনে করে। পুরোনো, সংকীর্ণ ও নিচুমানের পরিবার, যেখানে বাবা-মার মধ্যে ঝগড়া হয় এবং যেখানে মা-বাবা শুধুমাত্র নিজেদের সন্তানের বিষয়েই আগ্রহী, 'নতুন মানুষ' শিক্ষাদানের যোগ্যতাসম্পন্ন নন। অন্যদিকে যোগ্য শিক্ষকদের তত্ত্বাবধানে শিশু দিনের একটা বড় সময় কাটাবে খেলার মাঠে, বাগানে, আবাসে এবং এরকম অন্যান্য ব্যবস্থাপনায় যা এমন এক পরিবেশ দেয় যাতে শিশু একজন সচেতন কমিউনিস্ট হয়ে উঠতে পারে, যে কিনা সংহতি,

কমরেডশিপ, পারস্পরিক সাহায্য এবং সমষ্টির প্রতি অনুগত থাকার প্রয়োজনীয়তাকে স্বীকৃতি দেবে। বাচ্চাকে বড় করার এবং শিক্ষার দায়িত্ব যদি আর নাই নিতে হয়, তাহলে বাবা-মায়ের জন্য আর কোন দায়িত্ব পড়ে থাকে? উত্তরে আপনারা বলতে পারেন একেবারে ছোট্ট শিশু, যে সবে হাঁটতে শিখছে, এখনও মায়ের পোষাক আঁকড়ে থাকে, তার জন্য এখনও মায়ের মনোযোগ প্রয়োজন। এক্ষেত্রেও আবার কমিউনিস্ট রাষ্ট্র কর্মরতা মায়েদের সাহায্যার্থে ঝাঁপিয়ে পড়ে। কোনো নারী আর থাকবেন না যিনি নিঃসঙ্গ। বিবাহিত বা অবিবাহিত প্রত্যেক মাকে তার সন্তানকে বুকের দুধ খাওয়ানোর সময়পর্বে সাহায্য করার মাধ্যমে, প্রত্যেক শহরে ও গ্রামে মাতৃসদন, দিবা-নার্শারি এবং এধরণের অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা গড়ে তুলে যাতে নারী সমাজে কাজের সঙ্গে মাতৃত্বকে সমন্বিত করতে পারেন, শ্রমিক রাষ্ট্র প্রতিটি নারীকে সাহায্য করতে সচেষ্ট হয়।

শ্রমজীবী মায়েদের আতঙ্কিত হওয়ার কোন কারণ নেই; শিশুকে তার মা-বাবার কাছ-ছাড়া করা বা শিশুকে মায়ের স্তন থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেবার কোনো ইচ্ছে কমিউনিজমের নেই। আর পরিবারকে ধ্বংস করার কোনো হিংসাত্মক পদক্ষেপ নেওয়ার পরিকল্পনাও তার নেই। এমনি কিছুই নেই! কমিউনিস্ট সমাজের লক্ষ্য একেবারেই আলাদা। কমিউনিস্ট সমাজ এটা দেখেছে যে, পুরোনো ধরনের পরিবার ভেঙে পড়ছে এবং যে স্তম্ভগুলো পরিবারকে একটা সামাজিক একক হিসেবে ধরে রেখেছিল সেগুলোও বিলুপ্ত হয়ে যাচ্ছে ঃ সাংসারিক আর্থিক কাঠামো শেষ হয়ে যাচ্ছে। আর শ্রমিক শ্রেণির অন্তর্ভুক্ত মা-বাবা তাদের সন্তানের যত্ন নিতে, তাদের জন্য বেঁচে থাকার মত ব্যবস্থাপনা করতে, শিক্ষার বন্দোবস্ত করতে অপারগ। এই পরিস্থিতিতে মা-বাবা এবং সন্তান সমানভাবে ক্ষতিগ্রস্ত। শ্রমজীবী নারী-পুরুষের উদ্দেশে কমিউনিস্ট সমাজের শুধু এটাই বলার আছে ঃ "আপনারা তরুণ, আপনারা পরস্পরকে ভালোবাসুন। প্রতিটি মানুষের সুখভোগের অধিকার আছে। অতএব সুখে জীবন কাটান, সুখের পথ ফেলে পালিয়ে যাবেন না। তবুও, যদিও পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় বিয়ে ছিল সত্যিই দুঃখের শেকল, বিয়ের ভয়ে ভীত হবেন না। সন্তান গ্রহণে ভয় পাবেন না। সমাজ আরো শ্রমিক চায়, প্রতিটা শিশুর জন্মের কারণে উৎফুল্ল হয়। সন্তানের ভবিষ্যৎ ভাবনায় আপনাদের চিন্তিত হওয়ার কোনো কারণ নেই; আপনাদের সন্তান ক্ষিধের জ্বালা বা শীতের কাঁপুনি কোনটাই জানবে না।" কমিউনিস্ট সমাজ প্রতিটা শিশুর যত্ন নেয় এবং তারও মায়ের প্রতি বস্তুগত ও

নৈতিক সহায়তা সুনিশ্চিত করে। সমাজ শিশুকে খাওয়াবে, বড় করবে, শিক্ষিত করে তুলবে। পাশাপাশি যেসব বাবা-মা তাদের সন্তানের শিক্ষায় অংশগ্রহণে ইচ্ছুক, তাদেরও কোনোভাবে তা থেকে বিরত করবে না। কমিউনিস্ট সমাজ শিশুর শিক্ষার সমস্ত দায়িত্ব নিজের কাঁধে নেবে কিন্তু তাই বলে দায়িত্ব পালনের সামর্থ যাদের আছে, তাদের থেকে পিতৃত্বের ও মাতৃত্বের আনন্দ কেড়ে নেওয়া হবে না। এই হল কমিউনিস্ট সমাজের পরিকল্পনা সমূহ এবং একে কখনই পরিবারের বলপূর্বক ধ্বংসসাধন বা সন্তানকে মায়ের থেকে বলপূর্বক বিচ্ছিন্নকরণ হিসেবে দেখা যায় না।

এই সত্যটা অস্বীকার করার কোন উপায় নেই যে, পুরোনো ধরণের পরিবারের দিন শেষ। পরিবার নিশ্চিহ্ন হয়ে যাচ্ছে রাষ্ট্র কর্তৃক বলপূর্বক ধ্বংস সাধনের কারণে নয়, বরং এইজন্য যে, পরিবারের প্রয়োজন বিলুপ্ত হয়ে যাচ্ছে। রাষ্ট্রের কাছে পরিবারের প্রয়োজনীয়তা নেই, কারণ ঘরোয়া আর্থিক কাঠামো আর সুবিধাজনক নয় ঃ পরিবার শ্রমিককে আরো কার্যকরী ও উৎপাদনশীল হওয়া থেকে বিরত করে। পরিবারের সদস্যরা আর পরিবারের কোনো প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন না, কারণ বাচ্চাকে বড় করার যে দায়িত্ব এতদিন তাদের উপর ছিল তা আরো বেশি বেশি করে সমষ্টির হাতে চলে যাচ্ছে। নর-নারীর পুরোনো সম্পর্কের জায়গায় বিকশিত হচ্ছে নতুন এক সম্পর্ক ঃ অনুরাগ ও কমরেডশিপের মিলন, যারা দুজনেই মুক্ত, দুজনেই স্বাধীন, দুজনেই শ্রমিক—সাম্যবাদী সমাজের এমন দুই সমকক্ষ সদস্যের মিলন। আর নারীর গার্হস্থ্য বন্ধন নেই, পরিবারের ভেতরে আর বৈষম্য নেই। সাহায্যহীন পরিত্যক্ত অবস্থা এবং সঙ্গে বাচ্চা যাকে মানুষ করতে হবে, এসবে মেয়েদের আর ভয় পাবার দরকার নেই। কমিউনিস্ট সমাজে নারীকে আর তার স্বামীর উপর নির্ভর করতে হয় না, বরং নির্ভর করতে হয় নিজের কাজের ওপর। তিনি তার নির্ভরতার জায়গা খুঁজে পাবেন আপন কর্মক্ষমতার মধ্যে, স্বামীর মধ্যে নয়। সন্তানের জন্য তার উদ্বিগ্ন হবার কোনো দরকার নেই। তাদের দায়িত্ব নেবে শ্রমিক-রাষ্ট্র। বিবাহ, পারিবারিক জীবনকে পঙ্গুকারী যাবতীয় বস্তুগত হিসেব-নিকেশের উপাদান সমূহ হারাবে। পরস্পরের প্রতি ভালোবাসা ও বিশ্বাস আছে এমন দুজন মানুষের মিলনই হবে বিবাহ। এই মিলন নিজেদের এবং চারপাশের জগৎকে বোঝে এমন শ্রমজীবী নারী-পুরুষকে পরিপূর্ণ সুখ এবং সর্বোচ্চ পরিতৃপ্তি দিতে অঙ্গীকারবদ্ধ। অতীতের বৈবাহিক দাসত্বের পরিবর্তে কমিউনিস্ট সমাজ নারী ও পুরুষকে এক মুক্তমিলনে সুযোগ করে দেয় যা সেই কমরেডশিপে সমৃদ্ধ যা এই

সমাজকে উদ্বুদ্ধ করেছে। একবার শ্রম পরিস্থিতির রূপান্তর ঘটলে এবং নারী শ্রমিকের বস্তুগত নিরাপত্তা বৃদ্ধি পেলে এবং একবার বিবাহ, যেভাবে গীর্জা তা ঘটাত (সেই তথাকথিত অবিচ্ছেদ্য বিবাহ যা প্রকৃতপক্ষে প্রতারণা ছাড়া কিছুই নয়) তার জায়গা ছেড়ে দেবে পরস্পর কমরেড ও প্রেমিক-প্রেমিকা এমন দুজন নারী-পুরুষের মুক্ত ও সৎ মিলনকে, বেশ্যাবৃত্তির বিলোপ ঘটবে। মনুষ্যত্বের কলঙ্ক এবং অভুক্ত নারী-শ্রমিকের অভিশাপ এই পাপের শেকড় আসলে গাথা আছে পণ্য উৎপাদন ও ব্যক্তি মালিকানা প্রতিষ্ঠানের মধ্যে। একবার এই সমস্ত অর্থনৈতিক রূপগুলোকে অতিক্রম করে গেলে নারীদের কেনাবেচা আপনা থেকেই উধাও হয়ে যাবে। অতএব পরিবারের বিলুপ্তি অনিবার্য হয়ে পড়ছে এই সত্যটা নিয়ে শ্রমিক শ্রেণির নারীর চিন্তার কোনো কারণ নেই। বরং যে নতুন সমাজ নারীকে পারিবারিক দাসত্ব থেকে মুক্তি দেবে, মাতৃত্বের বোঝা কমিয়ে আনবে এবং সর্বোপরি বেশ্যাবৃত্তির জঘন্য অভিশাপের ইতি টানবে তার উন্মেষকে তাদের বরণ করে নেওয়া উচিত।

শ্রমিক শ্রেণির মুক্তির উদ্দেশ্যে সংগ্রামে নিয়োজিত নারীকে এটা অবশ্যই বুঝতে শিখতে হবে যে, এতদিনকার মালিকসুলভ মনোভাবের আর কোনো জায়গা নেই; যার প্রকাশ হল "এরা আমার সন্তান, আমি এদের মায়ের কর্তব্য এবং স্নেহ দেব, ওরা তোমার সন্তান, ওদের নিয়ে আমার কোনো মাথাব্যাথা নেই, ওরা ক্ষুধার্ত এবং শীতে কাতর কিনা তাতে আমার কিছু যায় আসে না—অন্য বাচ্চাদের দেওয়ার মতো সময় আমার নেই।" শ্রমিক মা-কে আমার-তোমার ভেদাভেদ না করতে শিখতে হবে, তাকে এটা অবশ্যই মনে রাখতে হবে যে, সবাই কেবল আমাদের সন্তান, রাশিয়ার কমিউনিস্ট শ্রমিকের সন্তান।

শ্রমিক শ্রেণির রাষ্ট্রের প্রয়োজন উভয় লিঙ্গের মধ্যে নতুন সম্পর্কের, যেমন নিজের সন্তানের প্রতি মায়ের সংকীর্ণ ও সংরক্ষিত স্নেহকে অবশ্যই ছড়িয়ে দিতে হবে, মহান প্রলেতারীয় পরিবারের সমস্ত সন্তানের প্রতিও, যেমন নারীর দাসত্বের ওপর ভিত্তি করে গড়ে ওঠা অবিচ্ছেদ্য বিবাহের জায়গা নেবে শ্রমিক রাষ্ট্রের দুই সমকক্ষ সদস্যের মধ্যেকার এমন এক মুক্ত-মিলন, যা ভালবাসা ও পারস্পরিক শ্রদ্ধার বন্ধনে আবদ্ধ। ব্যক্তিগত ও আত্মবাদী পরিবারের জায়গায় শ্রমিকশ্রেণির এক বিরাট সার্বজনীন পরিবার বিকশিত হবে, যার অভ্যন্তরে সর্বোপরি সমস্ত শ্রমিক, নারী-পুরুষ নির্বিশেষে কমরেড বলে বিবেচিত হবে। এই হল কমিউনিস্ট সমাজে

নারী-পুরুষ সম্পর্কের ধরন। এই নতুন ধরনের সম্পর্কগুলো মানবতাকে, যাবতীয় আনন্দসহ এমন এক ভালোবাসাকে সুনিশ্চিত করবে, যে ভালোবাসা বাণিজ্যিক সমাজে ছিল অধরা, যে ভালোবাসা হবে মুক্ত এবং সঙ্গী বা সঙ্গিনীর সত্যিকারের সামাজিক সাম্য নির্ভর।

কমিউনিস্ট সমাজ চায় স্বাস্থ্যোজ্জ্বল, দীপ্তিমান শিশু এবং শক্তিশালী ও সুখী যুব সম্প্রদায়, যাদের আবেগ ও অনুরাগ হবে অবাধ। নতুন বিবাহের সাম্য, স্বাধীনতা ও বন্ধুত্বপূর্ণ ভালোবাসার ওপর দাঁড়িয়ে আমরা শ্রমিক ও কৃষক নারী-পুরুষকে আরো বিস্তৃত ও নিখুঁত, আরো ন্যায্য এবং ব্যক্তি মানুষকে তার প্রাপ্য সুখ নিশ্চিতকারী মানবসমাজের পূর্ণ নির্মাণের প্রতি বিশ্বাস রেখে এবং সাহসের সঙ্গে নিজেদের পূর্ণমাত্রায় নিয়োজিত করতে ডাক দেবো। সমাজ বিপ্লবের যে রক্ত-পতাকা আজ রাশিয়ার মাথার ওপর উড়ছে এবং বর্তমান বিশ্বের অন্যান্য দেশেও উড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে তা আসলে পৃথিবীর বুকে স্বর্গের আগমন বার্তাই ঘোষণা করছে, যার জন্য মানুষ শতাব্দীর পর শতাব্দী উদগ্রীব হয়ে আছেন।

দেহব্যবসা এবং সংগ্রামের রূপরেখা

কমরেড, দেহোপজীবীনীদের প্রশ্ন একটি দুরূহ এবং বিতর্কিত প্রশ্ন, যে বিষয়ে সোভিয়েত রাশিয়াতে খুব কম মনোযোগ দেওয়া হয়েছে। আমাদের বুর্জোয়া পুঁজিবাদী অতীতের এই ক্ষতিকারক উত্তরাধিকার শ্রমিক প্রজাতন্ত্রের পরিবেশকে দূষিত করে চলেছে এবং সোভিয়েত রাশিয়ার শ্রমজীবী মানুষের দৈহিক ও নৈতিক স্বাস্থ্যকে ক্ষতিগ্রস্থ করছে। এটা সত্যি যে, বিপ্লব-পরবর্তী তিন বছরে দেহব্যবসার প্রকৃতি, পরিবর্তনশীল অর্থনৈতিক এবং সামাজিক অবস্থার চাপের কারণে কিছুটা বদলেছে। কিন্তু এই ক্ষতি থেকে মুক্তি পাওয়ার লক্ষ্যে আমরা এখনও অনেক দূরে। দেহব্যবসা এখনও রয়েছে এবং শ্রমিক প্রজাতন্ত্রের সদস্যদের অর্থাৎ শ্রমজীবী নারী ও পুরুষদের মধ্যেকার কমরেড-সুলভ বন্ধুত্ব এবং সংহতির অনুভূতিকে বিপর্যস্ত করছে। অথচ এই অনুভূতি কমিউনিস্ট সমাজের ভিত্তি এবং বনিয়াদ, যা আমরা গঠন করছি এবং একটি বাস্তবে রূপ দিচ্ছি। এই অন্যায়, যা, শ্রমিক-প্রজাতন্ত্রে থাকার কোনো অধিকার নেই, সেটাকে একেবারের জন্য বিনাশ করার সময় চলে এসেছে। এখন দেহব্যবসার পেছনের যে কারণ সেগুলো নিয়ে ভাববার এবং মনোযোগ দেবার সময় চলে এসেছে।

আমাদের শ্রমজীবী প্রজাতন্ত্র দেহব্যবসা নির্মূল করার লক্ষ্যে এখনও পর্যন্ত কোনো আইন প্রবর্তন করেনি এবং এমনকি কোনো স্পষ্ট ও বিজ্ঞানসম্মত বক্তব্যও প্রকাশ করেনি যা এই দৃষ্টিভঙ্গিকে ব্যক্ত করে যে, দেহব্যবসা যৌথতার ক্ষতি করে। আমরা জানি দেহব্যবসা এক ক্ষতিকারক বিষয়, আমরা এও স্বীকার করি যে এই মুহূর্তে, সমস্যাময় অন্তর্বর্তীকালীন পর্বে দেহব্যবসা চূড়ান্তভাবে ছড়িয়ে পড়ছে। কিন্তু আমরা এই বিষয়টিকে গুরুত্ব দিচ্ছি না, আমরা এ সম্বন্ধে নীরব থাকছি। আংশিকভাবে এর কারণ, বুর্জোয়াদের থেকে উত্তরাধিকার সূত্রে পাওয়া আমাদের ভণ্ডামিতে ভরা মনোভাব এবং আংশিকভাবে কাজের যৌথতার মধ্যে ক্রিয়াশীল ব্যাপক সংখ্যায় ছড়িয়ে পড়া দেহব্যবসার ক্ষতি সম্পর্কে বুঝতে এবং

তাকে বিবেচনা করতে আমাদের উদাসীনতা। এবং দেহব্যবসার বিরুদ্ধে সংগ্রামে আমাদের এই উৎসাহের অভাব আমাদের আইনেও প্রতিফলিত।

আমরা দেহব্যবসাকে ক্ষতিকারক সামাজিক অবভাসরূপে বিধিবদ্ধ স্বীকৃতি দেওয়া থেকে এখনও অনেক দূরে। যখন জনগণের কমিসারদের কাউন্সিলগুলো পুরোনো জার রচিত আইনগুলোকে বাতিল করেছিল, দেহব্যবসা সম্পর্কিত সমস্ত বৈধ আইন বিলুপ্ত হয়েছিল। কিন্তু যৌথ কাজের স্বার্থের ভিত্তিতে কোনো নতুন পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়নি। এইভাবে সোভিয়েত কর্তৃপক্ষের দেহোপজীবীনী ও দেহব্যবসার ক্ষেত্রে যে রাজনীতি তা বৈচিত্র্য-ভরা দ্বন্দ্ববহুল রূপে চরিত্রায়িত হয়েছে। কোনো কোনো এলাকায় পুলিশ, এখনও, দেহোপজীবীনীদের পুরোনো দিনের মতো গ্রেপ্তার করতে সাহায্য করছে। অন্যত্র গণিকালয় বিষয়ে প্রকাশ্যে অবস্থান করছে (দেহব্যবসার বিরুদ্ধে সংগ্রামের ওপর আন্তর্বিভাগীয় কমিশনের এই বিষয়ে তথ্য আছে)। এবং অন্য অনেক এলাকা আছে যেখানে দেহোপজীবীনীদের 'অপরাধী' বিবেচনা করা হয় এবং বাধ্য শ্রম শিবিরে ছুঁড়ে ফেলা হয়। আঞ্চলিক কর্তৃপক্ষগুলির এই পৃথক দৃষ্টিভঙ্গি এইভাবে স্পষ্ট বাক্যে রচিত আইনের অনুপস্থিতিকে হাজির করে। আমাদের আইন এবং নৈতিকতার অন্তর্নিহিত নীতিগুলো থেকে একাধিক বিকৃতি এবং বিচ্যুতির জন্য দায়ী হল, এই জটিল সামাজিক পরিস্থিতির প্রতি আমাদের অস্বচ্ছ দৃষ্টিভঙ্গি।

আমাদের তাই কেবল দেহব্যবসার সমস্যার সম্মুখীন হলেই চলবে না, বরং এমন একটি সমাধান খুঁজতে হবে যা কমিউনিস্ট পার্টির সঙ্গে সংযুক্ত আমাদের মৌলিক নীতিগুলো এবং অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিবর্তনের কর্মসূচির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। সর্বোপরি, আমাদের অবশ্যই দেহব্যবসা কী তা পরিষ্কারভাবে সংজ্ঞায়িত করা উচিত। দেহব্যবসা এমন একটি অবভাস যা অনুপার্জনশীল আয়ের সাথে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত এবং তা বিকশিত হয়েছিল পুঁজি এবং ব্যক্তিগত মালিকানা দ্বারা নিয়ন্ত্রিত ঐতিহাসিক কালপর্বে। আমাদের দৃষ্টিকোণে, সেই সমস্ত নারীরাই দেহোপজীবীনী, যারা বস্তুগত উপযোগিতার জন্য তাদের দেহ বিক্রি করে—একটু ভালো খাবার, পোশাক ও অন্যান্য সুবিধার জন্য; দেহোপজীবীনী হল তারা, যারা সাময়িকভাবে অথবা সারাজীবনের জন্য কোনো একজন পুরুষের কাছে নিজেকে সমর্পণের প্রয়োজনীয়তাকে এড়িয়ে যায়।

আমাদের সোভিয়েত শ্রমজীবী প্রজাতন্ত্র দেহব্যবসাকে বুর্জোয়া ধনতান্ত্রিক অতীত থেকে উত্তরাধিকার সূত্রে লাভ করেছে, যখন স্বল্পসংখ্যক মেয়েরা জাতীয় আয়ের

মধ্যেকার কাজে নিযুক্ত ছিল এবং সংখ্যাগরিষ্ঠরা 'পুরুষ উপার্জনকারী'—পিতা বা স্বামীর ওপর আস্থা স্থাপন করে। ব্যক্তিগত সম্পত্তির অধিকারকে সুরক্ষিত করতে এবং ব্যক্তিগত সম্পত্তিকে আইনী উত্তরাধিকারের মধ্য দিয়ে সুনিশ্চিত করতে যে বিবাহের সরকারি প্রতিষ্ঠানের পরিকল্পনা হয়েছিল, তার প্রথম পর্যায়ে অনিবার্য ছায়ারূপে দেহব্যবসা উদ্ভূত হয়েছিল। বিবাহ প্রতিষ্ঠান ব্যাপক সংখ্যক উত্তরাধিকারের মধ্যে ছড়িয়ে পড়াকে প্রতিহত করে সম্পদের পুঞ্জীভবনকে সম্ভব করে তুলেছিল। কিন্তু গ্রিস এবং রোমের দেহব্যবসা এবং আমরা আজকেব দিনে যাকে দেহব্যবসা বলে জানি—তার মধ্যে অনেক পার্থক্য আছে। প্রাচীনকালে দেহোপজীবীনীদের সংখ্যা ছিল স্বল্প এবং সেখানে সেই ভণ্ডামি ছিল না, যা বুর্জোয়া জগতের নৈতিকতাকে প্রলেপ দেয় এবং বুর্জোয়া সমাজকে বাধ্য করে একজন সম্ভ্রান্ত শিল্পপতির 'বৈধ স্ত্রী'-কে সম্মান প্রদর্শনে, যিনি নিশ্চিতভাবে তার স্বামীর কাছে, যাকে তিনি ভালোবাসেন না, নিজেকে বিক্রি করেছেন। এই বুর্জোয়া নৈতিকতা ঘৃণায় মুখ ফিরিয়ে নেয় এমন একটি মেয়ের থেকে, যে দারিদ্র্য-গৃহহীনতা-বেকারত্ব এবং অন্যান্য সামাজিক পরিস্থিতির জন্য বাধ্য হয়েছে রাস্তায় নামতে, যে পরিস্থিতি আবার ব্যক্তিগত সম্পত্তি এবং পুঁজিবাদের অস্তিত্ব থেকে উদ্ভূত হয়েছে। প্রাচীন পৃথিবী দেহব্যবসাকে একান্ত পারিবারিক সম্পর্কের আইনী পরিপূরক রূপে দেখত। আস্‌পাসিয়া [পেরিক্লিসের রক্ষিতা] তার সমসাময়িকদের কাছে প্রজননের অঙ্গস্বরূপ বিবর্ণ স্ত্রীদের তুলনায় অনেক বেশি শ্রদ্ধা পেতেন।

মধ্যযুগে যখন কারিগরী উৎপাদন প্রাধান্যকারী জায়গায় ছিল—দেহব্যবসা স্বাভাবিক এবং বৈধ রূপে গৃহীত হয়েছিল। দেহোপজীবীনীদের নিজস্ব গিল্ড ছিল এবং তারা উৎসবে ও আঞ্চলিক অনুষ্ঠানে অন্যান্য গিল্ডদের মতোই অংশগ্রহণ করত। দেহোপজীবীনীরা প্রতিশ্রুতি দিত যে, শ্রদ্ধেয় নাগরিকদের কন্যারা পরিশুদ্ধ এবং তাদের স্ত্রীরা বিশ্বস্ত থাকবে, কেননা অবিবাহিত পুরুষেরা অর্থের বিনিময়ে গিল্ডের সদস্যদের কাছে দৈহিক আরাম পাওয়ার জন্য যেতে পারত। দেহব্যবসা এইভাবে মূল্যবান সম্পদশালী নাগরিকদের সুবিধা দিয়েছিল এবং তাদের কাছে প্রকাশ্যে গ্রহণযোগ্য হয়েছিল।

ধনতন্ত্রের উদ্ভবের সাথে সাথে ছবিটা বদলে গেল। উনবিংশ এবং বিংশ শতকে, প্রথমবারের জন্য, দেহব্যবসা ভীতিপ্রদর্শনকারী এক অঙ্গের রূপ নিল। নারীর শ্রম-বিক্রি, যা খুব ঘনিষ্ঠভাবে এবং অবিচ্ছিন্নভাবে নারীর দেহ-বিক্রির সাথে যুক্ত, তা দৃঢ়ভাবে বেড়ে উঠতে লাগল এবং এমন একটা পরিস্থিতি গড়ে

তুলল যেখানে একজন শ্রমিকের শ্রদ্ধেয়া স্ত্রী এবং যে নিছক পরিত্যক্ত ও 'অসম্মানিত' মেয়ে নয়, যেমন— একজন মা তার শিশুদের জন্য অথবা সোনিয়া মারমেলাডোভার মতো একজন অল্পবয়সী মেয়ে তার পরিবারের জন্য দেহোপজীবীনীদের সারিতে যুক্ত হল। পুঁজি কর্তৃক যখনই শ্রম শোষিত হয়, তখনই এই ধরনের বিভীষিকাময় এবং হতাশাগ্রস্ত ফলাফল দেখা যায়। যখন একজন নারীর মজুরি তাকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য যথেষ্ট হয় না, তখন দেহ ব্যবসা একটি সম্ভাব্য গৌণ জীবিকা হয়ে ওঠে। বুর্জোয়া সমাজের ভণ্ড নৈতিকতা তার শোষণকারী অর্থনৈতিক কাঠামোর মাধ্যমে দেহব্যবসাকে উৎসাহিত করে; আবার একই সময়ে যে মেয়ে বা নারী এই রাস্তা নিতে বাধ্য হয়েছে—তাকে নির্মম ঘৃণায় ভরিয়েও দেয়।

দেহব্যবসার কালো ছায়া বুর্জোয়া সমাজের আইনী-বিবাহের পেছনে পেছনে সদম্ভে চলে। ঊনবিংশ এবং বিংশ শতকের শেষাংশে গড়ে ওঠা দেহব্যবসার এমন বিকাশ— ইতিহাস আগে কখনও সাক্ষ্য হয়নি। বার্লিনে প্রতি কুড়ি জন 'তথাকথিত সৎ নারী' পিছু একজন দেহোপজীবীনী। প্যারিসে অনুপাত আঠেরো জন পিছু একজন এবং লন্ডনে নয় জন পিছু এক জন। বিভিন্ন ধরনের দেহব্যবসা রয়েছে—একটা খোলাখুলি দেহব্যবসা, যা আইনসঙ্গত এবং নিয়ন্ত্রণের বিষয় এবং অপরটি গোপন, 'ঋতু নির্ভর'। সমস্ত প্রকারের দেহব্যবসা বুর্জোয়া জীবন-যাপনের পাঁকের মধ্যে বিষাক্ত ফুলের মতো বিকশিত হয়।

পুঁজিবাদের জগত, এমনকি, শিশুদেরও রেহাই দেয় না; নয় এবং দশ বছরের অল্পবয়সী মেয়েদের সম্পদশালী এবং বিকৃতরুচি বৃদ্ধ লোকদের ঘৃণ্য আলিঙ্গনের মধ্যে জোর করে ঠেলে দেয়। পুঁজিবাদী দেশগুলোতে এমন অনেক বেশ্যালয় আছে যেগুলো একান্তভাবে খুব অল্পবয়সী মেয়েদের বিষয়ে পারদর্শী। আজকে বর্তমান যুদ্ধ-পরবর্তী পর্যায়ে প্রত্যেক নারী বেকারত্বের সম্ভাবনার মুখোমুখি হচ্ছে। বেকারত্ব নারীদের বিশেষভাবে আঘাত করছে এবং তার ফলে রাস্তার মেয়েদের বাহিনীর ব্যাপক সংখ্যক বৃদ্ধি হচ্ছে; ক্ষুধার্ত মেয়েদের ভিড় বার্লিন-প্যারিস ও অন্যান্য পুঁজিবাদী রাজ্যের সভ্যতার কেন্দ্রগুলির রাস্তায় সন্ধ্যায় ছেয়ে যাচ্ছে 'সাদা দাস' ক্রেতাদের খোঁজে। নারী-দেহের ব্যবসা খোলাখুলিভাবে পরিচালিত হয়—এটা কোনো বিস্ময়-উদ্রেককর নয়, যদি আপনি ভেবে দেখেন যে, পুঁজিবাদীদের জীবনযাপনের সমগ্রটাই কেনা এবং বেচার ওপর ভিত্তি করে রয়েছে। এখানে, এমনকি সবচেয়ে বৈধ বিবাহের পেছনেও একটা অনস্বীকার্য বৈষয়িক

এবং অর্থনৈতিক বিবেচনা আছে। যে নারী তার নিজের জন্য একজন স্থায়ী রোজগেরে জোগাড় করতে অক্ষম হয়েছে, তার পক্ষে দেহব্যবসাই বেঁচে থাকার একমাত্র পথ। পুঁজিবাদে, দেহব্যবসা পুরুষকে এমন যৌন সম্পর্ক পাওয়ার সুযোগ জুগিয়ে দেয়, যেখানে মৃত্যু পর্যন্ত মেয়েদের জন্য বৈষয়িকভাবে কোনো দায়িত্ব পুরুষদের নিজেদের ঘাড়ে নিতে হয় না।

কিন্তু যদি দেহব্যবসার এমন একটি প্রভাব থাকে এবং এমনকি রাশিয়াতেও তা এত ব্যাপক বিস্তৃত হয়, আমরা কেমনভাবে এর বিরুদ্ধে সংগ্রাম করব? এই প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে আমাদের অবশ্যই প্রথমে অনেক বিস্তৃতভাবে দেহ-ব্যবসা উদ্ভূত হওয়ার পেছনের কারণগুলো বিশ্লেষণ করতে হবে। বুর্জোয়া বিজ্ঞান এবং তার শিক্ষাবিদেরা পৃথিবীর কাছে প্রমাণ করতে ভালোবাসেন যে, দেহ-ব্যবসা একটি অসুস্থতামূলক/বিকারগ্রস্ত ঘটনা, অর্থাৎ এটি কিছু নারীর অস্বাভাবিকতার ফলাফল; যেমন কিছু ব্যক্তি স্বভাবত অপরাধী, যুক্তি দেওয়া হয় তেমনভাবেই কিছু মেয়ে স্বভাবত দেহোপজীবীনী। এই প্রবৃত্তির নারী যেখানকারই হোন না কেন তারা নিঃসন্দেহে এই জীবনের দিকে চলে যেতেন। মার্কসবাদী এবং বিবেকনিষ্ঠ গবেষক, ডাক্তার এবং পরিসংখ্যানবিদরা পরিষ্কারভাবে দেখিয়েছেন যে, 'জন্মগত প্রবণতা'-র ধারণা ভ্রান্ত। দেহব্যবসা সর্বোপরি একটি সামাজিক ঘটনা; এটি দরিদ্র অবস্থার মেয়েদের এবং তাদের পরিবারে এবং বিবাহে পুরুষের ওপর অর্থনৈতিক নির্ভরশীলতার সাথে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত। দেহব্যবসার উৎস অর্থনৈতিক। নারীরা একদিকে অর্থনৈতিকভাবে অরক্ষিত অবস্থানের মধ্যে স্থাপিত এবং অপরদিকে শতাব্দী ধরে গড়ে ওঠা এই শিক্ষার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত যে, একজন পুরুষের কাছে বৈষয়িক আনুকূল্য যৌন-সুবিধা দেওয়ার বিনিময়েই আশা করতে হয়—যেমন এগুলো বিবাহ-বন্ধনের মধ্যে বা বাইরে দেওয়া হোক বা না হোক। এটাই সমস্যার উৎস। এখানেই দেহব্যবসার কারণ নিহিত।

যদি লম্‌ব্রোসো-টার্নোভাস্কি ঘরানার বুর্জোয়া পণ্ডিতদের বক্তব্য সঠিক হত যে, দেহোপজীবীনীরা জন্মগ্রহণ করেছেন দুর্নীতি এবং যৌন অস্বাভাবিকতার চিহ্নের সাথে—তাহলে আমরা কীভাবে এই সুপরিচিত বাস্তবকে ব্যাখ্যা করব যে, সমস্যা ও বেকারত্বের সময় দেহোপজীবীনীদের সংখ্যা সাথে সাথে বেড়ে যায়? কীভাবে জীবন্ত সামগ্রীর যারা ব্যবসা করতে পশ্চিম ইউরোপের অন্যান্য দেশ থেকে জারিস্ট রাশিয়ায় এসেছিলেন, তারা ফসল উৎপাদনে ব্যর্থ হয়েছেন এবং জনসংখ্যা দুর্ভিক্ষের কারণে কষ্ট পাচ্ছে সেখান থেকে বেশি পণ্য সংগ্রহ করছেন এবং

অন্যান্য জায়গা যেখানে এই ধরনের অনটন নেই, সেখান থেকে পণ্য পাননি? কেন বেশিরভাগ নারীরা যারা তথাকথিতভাবে স্বভাবের দ্বারা চিহ্নিত হয়, তারা কেবল ক্ষুধা এবং বেকারত্বের সময়ে দেহব্যবসায় অংশ নেয়?

এটাও খুব গুরুত্বপূর্ণ যে, পুঁজিবাদী দেশগুলিতে দেহব্যবসা জনসংখ্যার সম্পদহীন অংশগুলো থেকে তার অধীনস্থদের নিযুক্ত করে। স্বল্প মজুরির কাজ, গৃহহীনতা, চরম দারিদ্র্য এবং ছোটো ভাই-বোনদের দেখাশোনার দায়িত্ব—এগুলোই হল সেই উপাদান যা ব্যাপক অনুপাতে দেহোপজীবীনীদের জন্ম দেয়। যদি দুর্নীতি এবং অপরাধের বিধি সম্পর্কে বুর্জোয়া তত্ত্ব সত্যি হত, তাহলে জনসংখ্যার সমস্ত শ্রেণি দেহব্যবসাতে সমান অংশ নিত। তাহলে অবশ্যই দুর্নীতিযুক্ত নারী যেমন ধনীদের মধ্যে, তেমন দরিদ্রদের মধ্যে সমান অনুপাতে থাকত। কিন্তু পেশাদার দেহদাসী, নারী, যারা তাদের দেহের বিনিময়ে বাঁচে, অতি ব্যতিক্রমমূলক ক্ষেত্র ছাড়া দরিদ্র শ্রেণিগুলো থেকেই নিয়োজিত হয়। দারিদ্র্য, ক্ষুধা, বঞ্চনা এবং তীব্র সামাজিক অসাম্য—এগুলোই হল বুর্জোয়া ব্যবস্থার ভিত্তি, যা এই সমস্ত মেয়েদের দেহব্যবসার দিকে ঠেলে দেয়।

আবার কেউ এই বাস্তবতাকে দেখাতে পারে যে, পুঁজিবাদী দেশগুলোতে, দেহব্যবসা, পরিসংখ্যান অনুযায়ী তেরো থেকে তেইশ বছরের মধ্যে নেমে এসেছে, অন্য ভাষায় শিশু এবং যুবতী নারীরা এই ব্যবসায়ে যুক্ত। এবং এই সমস্ত মেয়েরা অধিকাংশই একা এবং পরিবারহীন। সম্পদশালী অংশ থেকে আসা মেয়েরা, যাদের রক্ষা করতে একটি অনবদ্য বুর্জোয়া পরিবার আছে, তারা দেহব্যবসায় আসে কেবল খুবই অল্প পরিমাণে। এই সমস্ত ব্যতিক্রমগুলো, সাধারণত ট্র্যাজিক পরিস্থিতির শিকার। কখনও বা তারা ভণ্ড 'দ্বৈত নৈতিকতা'র শিকার। বুর্জোয়া পরিবার 'পাপাচারী' মেয়েটিকে ত্যাগ করে এবং সে একা, সাহায্যহীনতায় এবং সমাজের অবজ্ঞায় দেহব্যবসাকেই একমাত্র মুক্তির পথ রূপে দেখতে পায়। অতএব, আমরা দেহব্যবসার জন্যে দায়ী উপাদানগুলোকে এইভাবে তালিকাভুক্ত করতে পারি—কম মজুরি, সামাজিক অসাম্য, পুরুষের ওপর মেয়েদের অর্থনৈতিক নির্ভরতা এবং এই অস্বাস্থ্যকর নিয়ম যার জন্য মেয়েরা, তাদের যৌন-উপযোগের জন্য, শ্রমের পরিবর্তে 'প্রতিদান'-এর সাহায্য আশা করে।

রাশিয়ায় শ্রমিক-বিপ্লব ধনতন্ত্রের ভিত্তিকে ধ্বংস করে দিয়েছে এবং পুরুষের ওপর নারীর আগেকার নির্ভরতাকে গুরু আঘাত করেছে। কর্মসমষ্টির সামনে সমস্ত নাগরিক সমান। তারা সমানভাবে সকলের স্বার্থের জন্য কাজ করতে

দায়বদ্ধ এবং প্রয়োজনে যৌথতার সাহায্য পেতেও সে সমভাবে সমর্থ। একজন নারী নিজের জন্য ভরণপোষণ বিবাহের মধ্য দিয়ে জোগাড় করবে না বরং উৎপাদনে সে যে ভূমিকা পালন করবে এবং মানুষের সম্পদে তার যে অবদান— তার মধ্য দিয়ে।

লিঙ্গগুলোর মধ্যেকার সম্পর্কও পরিবর্তিত হচ্ছে। কিন্তু আমরা এখনও পুরোনো মতাদর্শে বাঁধা-পড়া। তার চেয়ে বড়ো কথা হল নতুন পদ্ধতিতে সম্পূর্ণ পুনর্বিন্যস্ত হওয়ার থেকে অর্থনৈতিক কাঠামো এখনও বহু দূরে এবং কমিউনিজম-ও এখন অনেক দূরে। এই মধ্যবর্তীকালীন পর্যায়ে, দেহব্যবসা, স্বাভাবিকভাবেই যথেষ্ট পরিমাণে একটি শক্তিশালী ক্ষমতা ধারণ করছে। সর্বোপরি, যদিও দেহব্যবসার মূল উৎস— ব্যক্তিগত সম্পত্তি এবং পরিবারকে শক্তিশালী করার নীতি অপসৃত হয়েছে, অন্যান্য উপাদানগুলি তবুও জোরের সাথেই আছে। গৃহহীনতা-অবহেলা-বাজে গার্হস্থ্য অবস্থা-একাকীত্ব এবং নারীদের জন্য স্বল্প মজুরি এখনও আমাদের মধ্যে রয়েছে। আমাদের উৎপাদনের পরিকাঠামোগুলো এখনও ভগ্নাবস্থায় এবং জাতীয় অর্থনীতির স্থানচ্যুতি চলছে। এইগুলো এবং অন্যান্য অর্থনৈতিক ও সামাজিক অবস্থাই মেয়েদেরকে, তাদের দেহকে, যৌনব্যবসায় নিয়ে যেতে বাধ্য করছে।

দেহব্যবসার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করার অর্থ হল মুখ্যত এই সমস্ত অবস্থার বিরুদ্ধে সংগ্রাম—অন্য ভাষায়, এর অর্থ হল সোভিয়েত সরকারের সাধারণ নীতিকে সমর্থন জানানো—যা কমিউনিজমের ভিত্তিকে এবং উৎপাদনের সংগঠনকে শক্তিশালী করার দিকে পরিচালিত হয়। কোনো কোনো ব্যক্তি বলতেই পারেন যে, যেহেতু একবার শ্রমিকশ্রেণির ক্ষমতা এবং কমিউনিজমের ভিত্তি শক্তিশালী হলে দেহব্যবসার কোনো স্থান থাকবে না, তাই কোনো বিশেষ প্রচারের প্রয়োজন নেই। এই ধরনের যুক্তি একটা নতুন কমিউনিস্ট সমাজ গড়ে তোলার প্রচেষ্টার ওপর দেহব্যবসার যে ক্ষতিকারক ও বিচ্ছিন্ন প্রভাব তা বিবেচনা করে না।

সর্ব-রাশিয়ান কৃষক এবং শ্রমজীবী নারীদের প্রথম কংগ্রেসে সঠিক শ্লোগানটি সুগঠিত হয়েছিল—'সোভিয়েত শ্রমিক প্রজাতন্ত্রে নারীরা সম-অধিকারসহ মুক্ত নাগরিক এবং অবশ্যই বেচা ও কেনার সামগ্রী নয় এবং হতেও পারে না।' শ্লোগান ঘোষিত হয়েছিল বটে কিন্তু কিছুই করা হয়নি। সর্বোপরি দেহব্যবসা জাতীয় অর্থনীতির ক্ষতি করে এবং উৎপাদিকা শক্তির আরও বিকাশকে ব্যাহত করে। আমরা জানি যে, আমরা তখনই বিশৃঙ্খলা অতিক্রম করে শিল্পে উন্নতি করতে পারি যদি আমরা শ্রমিকের প্রচেষ্টা এবং ক্ষমতাকে সঠিকভাবে ব্যবহার

করতে পারি এবং আমাদের কাছে পুরুষ ও নারীর যে শ্রমশক্তি আছে তাকে সবচেয়ে যুক্তিসংগত পদ্ধতিতে সংগঠিত করতে পারি। গার্হস্থ্যশ্রম এবং শিশু-প্রযত্নের অনুৎপাদনশীল শ্রম নিপাত যাক। সংগঠিত এবং উৎপাদনশীল কর্ম যা কর্মসমষ্টির সহায়ক তার জন্য রাস্তা তৈরি করো। এই শ্লোগানগুলোকেই আমাদের গ্রহণ করতে হবে। এবং সর্বোপরি, পেশাদার দেহোপজীবীনী কে? সে এমন এক ব্যক্তি যার শক্তি যৌথতার জন্য ব্যবহৃত হয় না; একজন ব্যক্তি যে অন্যদের ওপর বেঁচে থাকে, অন্যদের অংশে ভাগ বসিয়ে শ্রমিক-সাধারণতন্ত্রে এই ধরনের আচরণ গ্রহণযোগ্য? তা অনুমোদিত হতে পারে না, কারণ তা সংরক্ষিত শক্তিকে ক্ষয় করে এবং জাতীয় সম্পদ ও জনকল্যাণমূলক সুরক্ষা সৃষ্টিকারী কর্মীসংখ্যা হ্রাস করে। জাতীয় অর্থনীতির এই দৃষ্টিভঙ্গি থেকে পেশাদার দেহোপজীবীনীরা হল শ্রম-পরিত্যাগকারী। এই কারণে, আমরা অবশ্যই, নির্মমভাবে, দেহব্যবসাকে বিরোধিতা করব। অর্থনীতির স্বার্থে, আমরা অবশ্যই, এখনই দেহোপজীবীনীদের সংখ্যা কমাতে এবং সব ধরনের দেহব্যবসাকে বিলুপ্ত করতে লড়াই শুরু করব।

দেহব্যবসার অস্তিত্ব, সমস্ত ধরনের অনুপার্জিত মজুরির বিরুদ্ধে সংগ্রামরত শ্রমিক-সাধারণতন্ত্রের মৌলিক নীতিগুলির বিরোধী, আমাদের এটা বোঝাবার সময় চলে এসেছে। বিপ্লবের তিন বছরে এই বিষয়ে আমাদের ধারণা অনেক পরিবর্তিত হয়েছে। এক নতুন দর্শন, যা পুরোনো ভাবনার সাথে খুব কমই মেলে, তা গড়ে উঠছে। তিন বছর আগে, আমরা একজন বণিককে, এক পরিপূর্ণ সম্মানিত ব্যক্তিরূপে দেখতাম। এই শর্তে যে, তাঁর হিসাবপত্র ঠিক আছে এবং সে অবশ্যই তার ক্রেতাদের ঠকায়নি বা বোকা বানায়নি; তাকে 'প্রথম গিল্ডের বণিক' বা 'সম্মানিত নাগরিক' ইত্যাদি উপাধিতে পুরস্কৃত করা হত।

বিপ্লবের সময় থেকে, 'ব্যবসা' এবং 'বণিক' সম্পর্কে দৃষ্টিভঙ্গি বৈপ্লবিকভাবে পরিবর্তিত হয়ে গেল। আমরা এখন 'সৎ বণিক'কে বলি 'ফাটকা কারবারী' এবং সম্মানিত উপাধি দেওয়ার পরিবর্তে, আমরা তাকে একটি বিশেষ কমিটির সামনে টেনে আনি এবং 'বাধ্য শ্রম শিবিরে' তাকে রেখে আসি। কেন আমরা তা করি? কারণ, আমরা জানি যে, আমরা কেবল তখনই একটি নতুন কমিউনিস্ট অর্থনীতি গড়ে তুলতে পারি, যদি সমস্ত প্রাপ্তবয়স্ক নাগরিকেরা 'উৎপাদনশীল শ্রমের' সাথে যুক্ত হয়। যে ব্যক্তি কাজ করে না এবং অন্য কারও দ্বারা প্রতিপালিত হয় বা অনুৎপাদনশীল মজুরির দ্বারা বেঁচে থাকে—সে যৌথতা এবং সাধারণতন্ত্রের ক্ষতি করে। অতএব আমরা, তাই একজন ফাটকা-কারবারী, বণিক এবং মজুতদার,

যারা সকলেই অনুপার্জনশীল উপার্জনে বেঁচে আছে—তাদের কোণঠাসা করি। আমাদের অবশ্যই শ্রম-পরিত্যাগের অপর একটি রূপ হিসেবে 'দেহব্যবসা'র বিরুদ্ধে লড়াই করা উচিত।

সুতরাং দেহব্যবসাকে একটি বিশেষ বর্গরূপে বিবেচনা করে আমরা তার নিন্দা এবং তার বিরুদ্ধে লড়াই করি না বরং লড়াই করি শ্রম-পরিত্যাগের একটি অংশ রূপে। শ্রমজীবী প্রজাতন্ত্রে আমাদের কাছে এটা গুরুত্বপূর্ণ নয় যে, একজন নারী, নিজেকে এক বা অনেক পুরুষের কাছে বিক্রি করছে কি না; পেশাদার দেহোপজীবীনীদের সারিভুক্ত একজন হিসেবে সে নিজের দেহকে এক সারি খদ্দেরদের কাছে বিক্রি করে কি না অথবা একজন স্ত্রীরূপে নিজেকে 'স্বামী'র কাছে বিক্রি করে কি না। সমস্ত নারী, যারা শ্রমকে এড়িয়ে যায় এবং উৎপাদনে অংশগ্রহণ করে না অথবা শিশুদের প্রযত্ন নেয় না, যার প্রতি সে দায়বদ্ধ, দেহোপজীবীনীদের মতো একই ভিত্তিতে তাদেরও শ্রমে বাধ্য করা উচিত। আমরা একজন দেহোপজীবীনী এবং একজন স্বামীর দ্বারা রক্ষিত আইনী স্ত্রীর মধ্যে কোনো পার্থক্য টানতে পারি না; তার স্বামী যিনি-ই হোন না কেন—এমনকি যদি তিনি একজন 'কমিসার'ও হন! উৎপাদনশীল কাজে অংশ নিতে না পারার ব্যর্থতা হল সমস্ত শ্রম-পরিত্যাগকারীদের সঙ্গে যুক্ত একটি সাধারণ সূত্র। শ্রমজীবী যৌথতা দেহব্যবসার নিন্দা করে একারণে নয় যে, সে তার দেহকে অনেক পুরুষকে দিচ্ছে; কিন্তু একারণে যে, আইনী স্ত্রী—যে বাড়িতে থাকে, তার মতো সেও সমাজের প্রয়োজনীয় কোনো কাজ করছে না।

দেহব্যবসার বিরুদ্ধে একটি সুচিন্তিত এবং সুপরিকল্পিত প্রচার সংগঠিত করার দ্বিতীয় কারণ হল জনস্বাস্থ্য-সুরক্ষা-বন্দোবস্ত। সোভিয়েত রাশিয়া তার নাগরিকদের পঙ্গুত্ব এবং দুর্বলতা বাড়াতে কোনো অসুস্থতা এবং রোগ চায় না এবং চায় না তাদের কর্মক্ষমতা হ্রাস করতে। আর দেহব্যবসা যৌনরোগ ছড়াচ্ছে। অবশ্য এটাই একমাত্র মাধ্যম নয়, যার মধ্য দিয়ে রোগ সংক্রামিত হচ্ছে। জনবহুল জনজীবনের বেঁচে থাকার অবস্থা, স্বাস্থ্যবিধির সাধারণ মানের অনুপস্থিতি, বাসনকোসন তোয়ালে ইত্যাদি, যেগুলো সকলে মিলে ব্যবহার করে সেগুলো সবই একটা ভূমিকা পালন করে। উপরন্তু নৈতিক নীতির পরিবর্তনের এই সময়ে এবং বিশেষত যখন স্থান থেকে স্থানান্তরে সৈন্যবাহিনীর একটি অবিরাম চলাচল অব্যাহত রয়েছে, তখন যৌনরোগের সংখ্যা তীব্র বৃদ্ধি—ব্যবসায়িক দেহব্যবসার থেকে স্বতন্ত্র ভাবে ঘটছে। উদাহরণস্বরূপ, গৃহযুদ্ধ দুর্দমনীয় হয়ে উঠেছে সমৃদ্ধ দক্ষিণী এলাকাগুলোতে। কোসাক্

পুরুষেরা প্রহৃত হয়েছে এবং শ্বেতাঙ্গদের সাথে পশ্চাদপসরণ করেছে, কেবল মেয়েরা গ্রামগুলিতে পড়ে আছে। তাদের স্বামী ছাড়া আর সবই প্রচুর পরিমাণে আছে। লাল সৈন্যবাহিনী (Red Army) গ্রামে প্রবেশ করেছে। তারা লোকজনের বাড়িতে ঢুকতে পেরেছে এবং কিছু সপ্তাহ থাকতে পেরেছে। সৈন্য এবং মেয়েদের মধ্যে মুক্ত সম্পর্ক গড়ে উঠেছে। দেহব্যবসার সঙ্গে এই সম্পর্কের কোনো সংযোগ নেই; নারী স্বেচ্ছায় পুরুষের কাছে গেছে কারণ সে তার দ্বারা আকর্ষিত হয়েছে এবং এখানে তার দিক থেকে কোনো বৈষয়িক লাভের চিন্তা নেই। কেবল লাল-বাহিনীর সৈনিকেরা নারীদের জন্য কিছু দেয়নি তা নয়, বরং এর বিপরীতটাই ঘটেছে। নারীরা, যতক্ষণ সৈন্যবাহিনী গ্রামের সৈনিকাবাসে রয়েছে, ততক্ষণ তার দেখাশোনা করেছে। সৈন্যবাহিনী স্থানান্তরিত হয়েছে কিন্তু তারা পেছনে ফেলে গেছে যৌনরোগ। সংক্রমণ ছড়িয়ে পড়েছে। রোগ বিকশিত হয়েছে বহুগুণে এবং যুব প্রজন্মের কাছে যৌনরোগের বিপদ সৃষ্টি করেছে।

প্রসূতিকালীন সুরক্ষা বিভাগ এবং নারীদের বিভাগের একটি যৌথ সভায়, অধ্যাপক কোলৎসভ সুপ্রজনন-বিজ্ঞান সম্পর্কে বলেছিলেন যে, এটি হল মানবিকতার স্বাস্থ্যের উন্নতি এবং রক্ষার বিজ্ঞান। দেহব্যবসা এই সমস্যার সঙ্গে খুবই ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত, কারণ সংক্রমণ ছড়িয়ে যাওয়ার এটি অন্যতম প্রধান মাধ্যম। আন্তর্বিভাগীয় কমিশনের দেহব্যবসার বিরুদ্ধে সংগ্রামের তত্ত্ব দেখিয়েছে যে, যৌনরোগকে প্রতিরোধ করতে বিশেষ পদক্ষেপগুলির বিকাশ একটি জরুরি কাজ। পদক্ষেপগুলি অবশ্যই নেওয়া উচিত রোগের সমস্ত উৎসগুলিকে মোকাবিলা করার জন্যে এবং ভণ্ড বুর্জোয়া সমাজের মতো শুধুমাত্র দেহব্যবসার বিরুদ্ধে নয়। কিন্তু, যদি রোগগুলি প্রতিদিনকার পরিস্থিতির ফলে কিছুটা ছড়িয়ে পড়ে, তা সত্ত্বেও দেহব্যবসার ভূমিকা সম্পর্কে একটা স্বচ্ছ ধারণা প্রত্যেককে দেওয়া কোনো অংশে কম প্রয়োজনীয় নয়। যুব-সম্প্রদায়ের জন্যে যৌন শিক্ষার সঠিক সংগঠনও বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। আমাদের অবশ্যই যুবসম্প্রদায়কে খোলা চোখ নিয়ে জীবনে প্রবেশকে অনুমোদন করার জন্য তাদেরকে সঠিক তথ্য দ্বারা সশস্ত্র করা উচিত। আমরা অবশ্যই যৌনজীবনের সাথে যুক্ত প্রশ্নগুলি সম্পর্কে চুপ থাকতে পারব না; আমাদের অবশ্যই মিথ্যা এবং সংকীর্ণ বুর্জোয়া নৈতিকতার সাথে বিচ্ছেদ ঘটাতে হবে।

তৃতীয় একটি কারণের জন্যও দেহব্যবসা সোভিয়েত শ্রমজীবী প্রজাতন্ত্রের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। মৌলিক শ্রেণিচরিত্র এবং সর্বহারা ও তার নতুন নৈতিকতাকে বিকশিত এবং শক্তিশালী করতে দেহব্যবসা কোনো অবদান রাখে না।

শ্রমিক শ্রেণির মৌলিক গুণ কী? সংগ্রামে এর সবচেয়ে শক্তিশালী নৈতিক অস্ত্র কী? সংহতি এবং কমরেডশিপ সাম্যবাদের ভিত্তি। যতক্ষণ না শ্রমজীবী মানুষদের মধ্যে এই বোধ শক্তিশালীভাবে তৈরি হচ্ছে, সত্যিকারের সাম্যবাদী সমাজের গঠন ততদিন অকল্পনীয়। সুতরাং, রাজনৈতিকভাবে সচেতন কমিউনিস্টদের উচিত যুক্তিযুক্তভাবে সমস্ত পদ্ধতিতে সংহতির বিকাশকে উৎসাহিত করা এবং এর উন্নতির সমস্ত অন্তরায়ের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করা—দেহব্যবসা শ্রমিক-শ্রেণির দুই-অর্ধাংশের সংহতি এবং কমরেডশিপ ধ্বংস করে। একজন পুরুষ যে একজন মহিলার দেহকে ক্রয় করে, তাকে কখনোই একজন কমরেডরূপে বা সমান অধিকারের একজন ব্যক্তিরূপে দেখে না। সে ওই নারীকে তার ওপর নির্ভরশীল রূপে দেখে এবং শ্রমিক রাষ্ট্রের পক্ষে কম মূল্যবান নিম্নবর্গীয় ও অসমান এক প্রাণী মনে করে। যার দেহকে সে ক্রয় করেছে, সেই দেহোপজীবীনী প্রতি পুরুষটির অবজ্ঞা সমস্ত নারীদের প্রতি তার মনোভাবকে ক্ষতিগ্রস্ত করে। কমরেডসুলভ অনুভূতি এবং সংহতির বিকাশের পরিবর্তে, দেহব্যবসার বিকাশ, উভয় লিঙ্গের মধ্যেকার সম্পর্কের অসাম্যকে শক্তিশালী করে।

দেহব্যবসা গঠন প্রক্রিয়ায় থাকা নতুন নৈতিকতার পক্ষে ক্ষতিকর এবং অসঙ্গতিপূর্ণ। সামগ্রিকভাবে পার্টির এবং বিশেষভাবে নারী বিভাগের কর্তব্য হল দেহব্যবসার অতীত পরম্পরার ‘বিরুদ্ধে অবশ্যই একটি ব্যাপক এবং অনমনীয় প্রচার গড়ে তোলা। ব্যক্তিগত মালিকানা এবং অধিকাংশ নারীর পুরুষের ওপর প্রত্যক্ষ বৈষয়িক নির্ভরশীলতা—এই দুই প্রতিষ্ঠিত বিষয় থেকে যেহেতু দেহ-ব্যবসার জন্ম হয়, তাই বুর্জোয়া ধনতান্ত্রিক সমাজে দেহব্যবসার বিরুদ্ধে লড়াইয়ের সব প্রচেষ্টাই হল শক্তির অযথা অপচয়। শ্রমিক প্রজাতন্ত্রে এই পরিস্থিতি পাল্টে গেছে। ব্যক্তিগত মালিকানা অবলুপ্ত হয়েছে এবং সমস্ত নাগরিকেরা কাজ করতে বাধ্য হয়েছে। একজন নারীর নিজেকে উপার্জনশীল হিসেবে দেখার মাধ্যম হিসেবে এবং নিজের রুটিরুজির জন্য প্রয়োজনীয় কাজকে উপেক্ষা করার একটি পদ্ধতি রূপে যে বিবাহ-প্রথা তা নিবৃত্ত হয়েছে। সোভিয়েত রাশিয়াতে দেহব্যবসার জন্মদাতা সামাজিক কারণগুলি বিলুপ্ত হচ্ছে। কিছু সংখ্যক গৌণ অর্থনৈতিক এবং সামাজিক কারণ রয়েছে যার সাথে সহজে মোকাবিলা করা যায়। নারী বিভাগের অবশ্যই উদ্দীপনার সাথে এই সংগ্রাম চালানো উচিত এবং তারা অবশ্যই কাজের একটা বৃহৎ ক্ষেত্র খুঁজে পাবে।

গতবছর কেন্দ্রীয় বিভাগের উদ্যোগে, দেহব্যবসার বিরুদ্ধে সংগ্রামের জন্য আন্তর্বিভাগীয় কমিশন সংগঠিত হয়েছিল। কিছু সময়ের জন্য কয়েকটি কারণে কমিশনের কাজকে অবহেলা করা হয়েছিল। কিন্তু এ বছরের হেমন্তকাল থেকে জীবনের চিহ্ন প্রকাশ পেয়েছিল এবং ডঃ গোলম্যানের ও কেন্দ্রীয় (নারী) বিভাগের সহযোগিতায় কিছু কাজ পরিকল্পনা ও সংগঠিত করা হয়েছে। স্বাস্থ্য-শ্রম-সামাজিক নিরাপত্তা এবং কারখানা-নারী বিভাগ ও কমিউনিস্ট যুবকদের সম্মিলনের প্রতিনিধিরা সকলেই যুক্ত ছিলেন। কমিশন বুলেটিন নম্বর ৪-এ সব প্রকাশ করেছিল। সারা দেশজুড়ে এই ধরনের কমিশন স্থাপনের রূপরেখা সম্বলিত একটি সার্কুলার সামাজিক নিরাপত্তার সমস্ত আঞ্চলিক বিভাগগুলিতে বিতরণ করা হয়েছিল এবং দেহব্যবসার জন্মদাতা পরিস্থিতিগুলিকে নিয়ন্ত্রণ করতে এমন বেশ কিছু সুনির্দিষ্ট পদক্ষেপ গ্রহণ করতে বলা হয়েছিল।

আন্তর্বিভাগীয় কমিশন মনে করেন যে, নারীদের বিভাগ এই কাজে সক্রিয় অংশ নেবে—এটা প্রয়োজনীয়, যেহেতু দেহব্যবসা শ্রমিক-শ্রেণির সম্পত্তিহীন নারীদের ক্ষতিগ্রস্ত করে। দেহব্যবসার প্রশ্নকে ঘিরে একটা জনপ্রচার গড়ে তোলা আমাদের কাজ, এটা নারীদের বিভাগের কাজ। আমাদের মনের মধ্যে এই প্রশ্ন তোলা উচিত শ্রম-যৌথতার স্বার্থে এবং নিশ্চিত করা উচিত যে, পরিবারের মধ্যে বিপ্লব পরিপূর্ণ হয়েছে এবং লিঙ্গগুলির মধ্যেকার সম্পর্ককে আরও বেশি মানবিক পদক্ষেপের ওপর স্থাপন করা হয়েছে।

সোভিয়েত রাশিয়ার রাজনীতির অর্থনৈতিক এবং সাধারণ গঠন-কাঠামো সংক্রান্ত আমাদের উপলব্ধির সাথে দেহব্যবসার বিরুদ্ধে সংগ্রাম মৌলিকভাবে সংযুক্ত—আন্তর্বিভাগীয় কমিশন তাঁর তত্ত্বে এই মত স্পষ্টভাবেই গ্রহণ করেছে। দেহব্যবসা শেষত অপসৃত হবে যখন কমিউনিজমের ভিত্তি শক্তিশালী হবে— এই সত্যই আমাদের কাজকে নির্ধারণ করছে। কিন্তু আমাদেরও কমিউনিস্ট নৈতিকতা সৃষ্টির গুরুত্ব বোঝার প্রয়োজন আছে। দুটি কর্তব্য ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত—নতুন নৈতিকতা সৃষ্টি হবে নতুন অর্থনীতির দ্বারা কিন্তু আমরা নতুন কমিউনিস্ট অর্থনীতি গড়েও তুলতে পারব না নতুন নৈতিকতার সমর্থন ছাড়া। এই বিষয়ে স্বচ্ছতা এবং নির্ভুল চিন্তা জরুরি এবং আমাদের সত্যের কাছে ভয় পাওয়ার কিছু নেই। কমিউনিস্টদের, যৌন-সম্পর্কের প্রকৃতির মধ্যে যে নজিরবিহীন পরিবর্তন স্থান নিচ্ছে তাকে অবশ্যই খোলামেলাভাবে গ্রহণ করতে হবে। অর্থনৈতিক কাঠামোতে পরিবর্তন এবং শ্রমিক রাষ্ট্রে উৎপাদনশীল কার্যে মেয়েদের নতুন ভূমিকার মাধ্যমে

এই বৈপ্লবিক পরিবর্তন রূপ পাচ্ছে। এই কঠিন অন্তবর্তীকালীন পর্যায়ে, যখন পুরোনো ধ্বংস হয়ে পড়ছে এবং নতুন সৃষ্টি হবার প্রক্রিয়ার মধ্যে আছে, তখন দুটি লিঙ্গের মধ্যেকার সম্পর্ক কখনও বিকশিত হচ্ছে, যা হয়তো যৌথতার স্বার্থের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। কিন্তু যেসব বিচিত্র সম্পর্ক গড়ে উঠছে সেটা কিছুটা স্বাস্থ্যকরও।

আমাদের পার্টি এবং বিশেষভাবে নারীদের বিভাগকে অবশ্যই এই বিভিন্ন রূপগুলোকে বিশ্লেষণ করা উচিত একথা নিশ্চিত করে জানতে যে, কোন্‌গুলো বৈপ্লবিক শ্রেণির সাধারণ কর্তব্যের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ এবং যৌথতাকে শক্তিশালী করতে ও তার স্বার্থে কাজ করছে। যৌথতার কাছে যে আচরণগুলি ক্ষতিকারক কমিউনিস্টদের অবশ্যই তাকে বাতিল এবং তার নিন্দা করা উচিত। আন্তর্বিভাগীয় কমিশনের কাজ সম্পর্কে এই হল কেন্দ্রীয় নারী বিভাগের ভাবনা। দেহব্যবসাকে মদতকারী পরিস্থিতি ও অবস্থার বিরুদ্ধে সংগ্রামের জন্য এবং বাসস্থান ও একাকীত্ব ইত্যাদি সমস্যাগুলির সমাধানের জন্য কেবল ব্যবহারিক পদক্ষেপই প্রয়োজনীয় নয় বরং একনায়কত্বের পাশাপাশি শ্রমিকশ্রেণিকে তার নৈতিকতা প্রতিষ্ঠিত করতে সাহায্য করাও দরকার।

আন্তর্বিভাগীয় কমিশন এই বাস্তবতাকে দেখায় যে, সোভিয়েত রাশিয়াতে দেহব্যবসা চলে (ক) জীবিকারূপে এবং (খ) পরিপূরক উপার্জনের উপায় হিসেবে। দেহব্যবসার প্রথম রূপটি কম সাধারণ এবং উদাহরণস্বরূপ বলা যায় পেট্রোগার্দে দেহোপজীবীনীদের সংখ্যা পেশাদারদের একত্রীকরণের জন্য গুরুত্বপূর্ণভাবে হ্রাস পায়নি। দ্বিতীয় ধরনের দেহব্যবসা ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়েছে বুর্জোয়া পুঁজিবাদী দেশগুলিতে, (বিপ্লবের আগে পেত্রোগার্দে, পঞ্চাশ হাজার দেহোপজীবীনীদের মধ্যে ছয় বা সাত হাজার নথিভুক্ত ছিল) এবং আমাদের রাশিয়াতেও বিচিত্র রূপে প্রবহমান ছিল। সোভিয়েত মেয়েরা তাদের দেহ বিনিময় করত কেবল একজোড়া হিলতোলা জুতোর জন্য; শ্রমিক নারী এবং পরিবারের মায়েরা তাদের দেহ বিক্রি করে ময়দার জন্য। কৃষক মেয়েরা মুনাফাখোর বিরোধী অংশের প্রধানের সাথে শয্যায় যায় তাদের জমা করা খাদ্যের রক্ষার আশায় এবং অফিস-কর্মীরা তাদের বসেদের সাথে শয্যায় যায় রেশন, জুতো এবং পদোন্নতির আশায়।

আমরা কেমনভাবে এই পরিস্থিতিকে মোকাবিলা করব? দেহব্যবসা একটি ফৌজদারী অপরাধ সৃষ্টি করছে কি না, আন্তর্বিভাগীয় কমিশন এই গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নকে মোকাবিলা করেছে। কমিশনের অনেক প্রতিনিধি এই দৃষ্টিভঙ্গির দিকে

ঝুঁকে পড়েছে যে, দেহব্যবসা অবশ্যই একটি অপরাধ, যুক্তি দিয়েছে যে, পেশাদার দেহোপজীবীনীরা হল স্পষ্টভাবে দেহ পরত্যাগকারী। যদি এই ধরনের আইন জারি হয়, তাহলে দেহোপজীবীনীদের 'বাধ্য শ্রম শিবিরে' একত্রকরণ এবং স্থাপন করা এক গ্রহণযোগ্য নীতি হয়ে উঠবে।

কেন্দ্রীয় বিভাগ দৃঢ় এবং স্পষ্টভাবে এই ধরনের একটি পদক্ষেপের সম্পূর্ণ বিপরীতে অবস্থান নিয়েছে। দেখিয়েছে যে, যদি এই ভিত্তিতে দেহব্যবসাকে বন্ধ করা হয়, তাহলে একই যুক্তিতে সমস্ত আইনী স্ত্রীদের, যারা তাদের স্বামীদের দ্বারা রক্ষিত হয় এবং সমাজে কোনো অবদান রাখে না—তাদের প্রতিও [illegible] করা উচিত। দেহোপজীবীনী এবং গৃহবধূ উভয়েই শ্রম-পরিত্যাগকারী এবং আপনি একজনকে বাধ্য শ্রম শিবিরে না পাঠিয়ে অপরজনকে সেখানে পাঠাতে পারেন না। কেন্দ্রীয় বিভাগ এই অবস্থান নিয়েছিল এবং বিচার-বিভাগীয়-কমিশারিয়াৎ-এর প্রতিনিধিদের দ্বারা তা সমর্থিতও হয়েছিল। যদি আমরা শ্রম-পরিত্যাগকে আমাদের মাপকাঠিরূপে গ্রহণ করি, তাহলে আমাদের সব ধরনের শ্রম-পরিত্যাগকে শাস্তি না দিয়ে উপায় থাকবে না। ফৌজদারী অপরাধকে সংজ্ঞায়িত করার ক্ষেত্রে *শ্রমিক প্রজাতন্ত্রে বিবাহ অথবা লিঙ্গগুলির মধ্যেকার অন্যান্য সম্পর্কের অস্তিত্বের* কোনো গুরুত্ব নেই এবং তারা কোনো ভূমিকা পালন করতেও পারে না। আমরা কি কোনো দম্পতিকে তাদের সম্পর্কের বৈষয়িক হিসাবনিকাশের উপাদানের অস্তিত্ব মেনে নেওয়া সংক্রান্ত স্বীকারোক্তির দিকে সত্যিই *ঠেলতে* পারি?

বুর্জোয়া সমাজে একজন নারী যৌথতার জন্য প্রয়োজনীয় কাজ না করার জন্য নিন্দনীয় হয় না বা বৈষয়িক লাভের স্বার্থে নিজেকে বিক্রি করার কারণে নিন্দনীয় হয় না (বুর্জোয়া সমাজের দুই তৃতীয়াংশ নারী তাদের আইনী স্বামীদের কাছে নিজেদেরকে বিক্রি করে), কিন্তু বিধিবহির্ভূত এবং স্বল্পস্থায়ী যৌন সম্পর্কের জন্য নিন্দনীয় হয়। বুর্জোয়া সমাজে বিবাহ চরিত্রায়িত হয় তার সময়পর্ব এবং তার নথীভুক্তকরণের সরকারি প্রকৃতির দ্বারা। সম্পত্তির উত্তরাধিকারও এই পদ্ধতিতে সুরক্ষিত হয়। সম্পর্ক, যা ক্ষণস্থায়ী প্রকতির এবং যেখানে সরকারি অনুমোদনের অভাব—গোঁড়ামিপূর্ণ এবং ভণ্ড বুর্জোয়া নৈতিকতার সমর্থকদের কাছে তা লজ্জাজনক মনে করা হয়।

শ্রমিক মানুষের স্বার্থ-রক্ষাকারী রূপে আমরা কি ক্ষণস্থায়ী এবং অনথিভুক্ত সম্পর্কগুলোকে অপরাধরূপে সংজ্ঞায়িত করতে পারি? অবশ্যই পারি না। লিঙ্গগুলির মধ্যেকার সম্পর্কগুলির স্বাধীনতা কমিউনিস্ট মতাদর্শের সাথে বিরোধিতাপূর্ণ নয়।

শ্রম-যৌথতার স্বার্থ একটি সম্পর্কের তাৎক্ষণিক বা দীর্ঘস্থায়ী প্রকৃতির দ্বারা বা ভালোবাসা-আবেগ বা প্রবহমান দৈহিক আকর্ষণের মধ্যে সম্পর্কের যে ভিত্তি তার দ্বারা প্রভাবিত হয় না।

যৌথতার কাছে একটি সম্পর্ক তখনই ক্ষতিকারক এবং বেমানান যখন লিঙ্গগুলির মধ্যে বৈষয়িক দর কষাকষি অন্তর্ভুক্ত হয়, কেবল যখন পার্থিব হিসাব পারস্পরিক আকর্ষণের পরিবর্ত রূপে দাঁড়ায়। দর কষাকষি দেহব্যবসার রূপ নেয় না আইনী বৈবাহিক সম্পর্কের রূপ নেয়—তা গুরুত্বপূর্ণ নয়। এই সমস্ত অস্বাস্থ্যকর সম্পর্ক অনুমোদনযোগ্য হতে পারে না যেহেতু তারা সমানতা এবং সংহতিকে চ্যালেঞ্জ করে। আমাদের তাই অবশ্যই সমস্ত দেহব্যবসার বিরোধিতা করা উচিত এবং এতদূর পর্যন্ত বলা উচিত যে, আইনী স্ত্রীদের 'রক্ষিতা নারী'রূপে ব্যাখ্যা করতে হবে। কী দুঃখজনক এবং অসহনীয় ভূমিকাই না শ্রমিক রাষ্ট্রে তারা পালন করছে!

বৈষয়িক দর কষাকষির উপস্থিতি বা অনুপস্থিতি, ফৌজদারী অপরাধ কি অপরাধ নয়, তা নির্ধারণের মাপকাঠি রূপে ব্যবহৃত হতে পারে কি? এই রকমের কোনো আইন কি কার্যকরী হবে, বিশেষত বর্তমান সময়ে ঘটনার বিশেষত্ব যখন এমন যে, শ্রমজীবী মানুষদের মধ্যে সম্পর্কের এক বিশাল বৈচিত্র্য অনুশীলিত হচ্ছে এবং যৌনতার নৈতিকতার ধারণা এক লাগাতার দোলাচলের মধ্যে রয়েছে? দেহব্যবসার কোথায় শেষ এবং সুবিধার জন্য বিবাহ কোথায় শুরু? আন্তর্বিভাগীয় কমিশন এই ধারণার বিরোধিতা করে যে, দেহোপজীবীনীদের দেহব্যবসার জন্যই শাস্তি পাওয়া উচিত অর্থাৎ কেনা এবং বেচার জন্য। তারা নিজেদেরকে এই ধারণাতে সীমাবদ্ধ করে যে, শ্রম পরিত্যাগে দণ্ডিত সমস্ত ব্যক্তি সামাজিক-নিরাপত্তা কার্যক্রমে স্থানান্তরিত এবং যেখান থেকে শ্রমশক্তির নিয়োগের ব্যবস্থাপক কমিসারিয়েৎ-এর শাখা অথবা সানাতোরিয়া এবং হাসপাতালে। দেহোপজীবীনী কোনো বিশেষ ব্যাপার নয়, অন্যান্য শ্রম-পরিত্যাগকারীদের অংশের সাথে, তাকে বাধ্যতামূলক শ্রম করতে কেবল তখনই পাঠানো হবে যদি সে বারবার কাজকে এড়িয়ে যায়। দেহোপজীবীনীদের অন্যান্য শ্রম পরিত্যাগকারীদের থেকে কোনো পৃথকভাবে বিচার করা হবে না। পৃথিবীর প্রথম শ্রমিক-প্রজাতন্ত্রের সম্পদ হিসেবে এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ এবং সাহসী পদক্ষেপ।

দেহব্যবসার প্রশ্নটি একটি অপরাধরূপে ১৫ নম্বর তত্ত্বে ঘোষিত হয়েছিল। দেহোপজীবীনীদের মক্কেলদের শাস্তি দেওয়া উচিত কি না আইনের পরবর্তী সমস্যায়

তা মোকাবিলা করা হয়েছিল। কমিশনের মধ্যে কিছু ব্যক্তি ছিলেন যাঁরা এর পক্ষে। কিন্তু আমাদের মৌলিক ভিত্তি যুক্তিযুক্তভাবে অনুসরণ না করায় তাদের সেই ধারণাকে পরিত্যাগ করতে হয়েছিল। কেমনভাবে একজন মক্কেলকে সংজ্ঞায়িত করা হবে? সে কি এমন কেউ যে নারীর দেহকে ক্রয় করে? এক্ষেত্রে বহু বৈধ-স্ত্রীর স্বামীরাই দোষী হবে। কে ঠিক করবে কে মক্কেল আর কে নয়? বলা হয়েছিল যে, কোনো সিদ্ধান্ত তৈরি করার পূর্বে এই সমস্যা নিয়ে আরও গভীর গবেষণা করা হোক, কিন্তু কেন্দ্রীয় বিভাগ এবং কমিশনের সংখ্যাগরিষ্ঠ এর বিরুদ্ধে। যেহেতু বিচারবিভাগীয় কমিশারিয়েৎ-এর প্রতিনিধিরা স্বীকার করেছিলেন যে, যদি একটি অপরাধকে যথাযথভাবে সংজ্ঞায়িত করা সম্ভব না হয়, তাহলে মক্কেলকে শাস্তি দেবার ধারণা সমর্থন করা যায় না। কেন্দ্রীয় বিভাগের অবস্থান আরও একবার গৃহীত হয়েছিল।

কিন্তু কমিশন মক্কেলদের শাস্তিপ্রদানবিরোধী এই দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণের সাথে সাথেই দেহব্যবসার সাথে যে-কোনো ভাবে যুক্ত ব্যক্তিদের নৈতিকভাবে নিন্দা করার পক্ষেও মত প্রকাশ করে। বাস্তবত, কমিশনের এই সমস্ত মতামত দেখায় যে, দেহব্যবসার সাথে কোনো না কোনোভাবে যুক্ত থেকে অর্থ-উপার্জনকারীদের এই বিচারে শাস্তি দেওয়া যায় যে, তারা নিজেদের শ্রম থেকে অর্থ উপার্জন করছে না। এই আইনী মতামত আন্তর্বিভাগীয় কমিশন তৈরি করেছেন এবং জনগণের কাউন্সিলের সামনে উপস্থাপন করেছেন। অদূর ভবিষ্যতে এগুলো লাঘু হবে।

আমাকে সেই প্রকৃত বাস্তব পদক্ষেপ সৃষ্টি করতে হবে যা দেহব্যবসা হ্রাস করতে সাহায্য করতে পারে এবং যাদের প্রয়োগে নারীবিভাগ সক্রিয় ভূমিকা পালন করতে পারে। এখানে কোনো সন্দেহ নেই যে, মেয়েরা যে সামান্য এবং অনুপযুক্ত মজুরি পাচ্ছে, তা প্রকৃত কারণগুলির একটি হিসেবে মেয়েদের দেহব্যবসার দিকে ঠেলে দিচ্ছে। আইন অনুযায়ী নারী এবং পুরুষ শ্রমিকের মজুরি সমান। কিন্তু বাস্তবত বেশিরভাগ মেয়েরা অদক্ষকাজে নিযুক্ত হয়ে আছে। বিশেষ প্রশিক্ষণমূলক কার্যক্রমের রূপায়ণ করে তাদের দক্ষতা বৃদ্ধির বিষয়টি অবশ্যই মোকাবিলা করতে হবে। নারী বিভাগের কর্তব্য হল অবশ্যই শিক্ষা-কর্তৃপক্ষের মধ্যে এমন প্রভাব তৈরি করা যাতে তারা শ্রমিক মেয়েদের জন্য বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ বৃদ্ধি করে।

মেয়েদের রাজনৈতিক পশ্চাৎপদতা এবং তাদের সামাজিক সচেতনতার অভাব দেহব্যবসার দ্বিতীয় কারণ। নারী বিভাগের উচিত সর্বহারা মেয়েদের মধ্যে তাদের

কাজকে বাড়িয়ে তোলা। দেহব্যবসার বিরুদ্ধে লড়াইয়ের সবচেয়ে ভালো পদ্ধতি হল নারী সমাজের রাজনৈতিক সচেতনতা বাড়িয়ে তোলা এবং তাদেরকে কমিউনিজম গড়ে তোলার বৈপ্লবিক সংগ্রামের মধ্যে টেনে আনা।

বাসস্থান-সমস্যার সমাধান না হওয়ার বাস্তবতাও দেহব্যবসাকে বাড়িয়ে তুলেছে। নারী বিভাগ এবং কমিশনের দেহব্যবসার বিরুদ্ধে সংগ্রামে এই সমস্যার সমাধানে অবশ্যই মত আছে এবং থাকবেও। আন্তর্বিভাগীয় কমিশন অল্পবয়সী শ্রমিকদের জন্য কমিউন ঘরের সুযোগ দেওয়ার জন্য এবং কোনো নতুন অঞ্চলে কাজ করতে গেলে মেয়েদের থাকার সুযোগ করে দেবে এমন ঘরের ব্যবস্থাপনার জন্য প্রকল্প তৈরি করছে। যাই হোক, যতক্ষণ না নারী বিভাগ এবং প্রদেশগুলির কমসোমলস্ উদ্যোগ দেখাচ্ছে এবং স্বাধীন কার্যক্রম গ্রহণ করছে, ততক্ষণ কমিশনের সমস্ত নির্দেশই সুন্দর ও উপকারী প্রস্তাব হিসেবে থেকে যাবে, কিন্তু তা থাকবে শুধু কাগজেই। এখানে অনেক কিছু যা আমরা করতে পারি এবং করা উচিত। আঞ্চলিক নারীদের বিভাগগুলিকে, স্কুলে যৌনশিক্ষার যথাযথ সংগঠনের বিষয়টিকে তুলে ধরতে শিক্ষা-কমিশনের সাথে সম্মিলিতভাবে অবশ্যই কাজ করতে হবে। তারা বিবাহ-পরিবার এবং লিঙ্গগুলির মধ্যেকার সম্পর্কগুলির ইতিহাস, এই সমস্ত বিষয়ের পারস্পরিক নির্ভরশীলতাকে তুলে ধরবে এবং যৌন নৈতিকতা অর্থনৈতিক উপাদানের ওপর নির্ভরশীলতার বিষয়ে ধারাবাহিক আলোচনা এবং বক্তৃতা-মালার আয়োজন করতে পারে।

যৌন সম্পর্কগুলির প্রশ্নে স্বচ্ছ হওয়ার সময় হয়ে গেছে, এই প্রশ্নটিকে নির্মম, বৈজ্ঞানিক সমালোচনা করার সময় এসে গেছে। আমি ইতিমধ্যেই বলেছি, আন্তর্বিভাগীয় কমিশন এই দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করেছে যে, পেশাদার দেহোপজীবীনীদের অন্যান্য শ্রম-পরিত্যাগকারীদের সাথে তুলনীয়ভাবে বিবেচনা করা উচিত। সুতরাং, এই দৃষ্টিভঙ্গিতে যে মেয়েদের কাজ নথিভুক্তকারী পুস্তিকা আছে কিন্তু আয়ের গৌণ উপায়রূপে দেহব্যবসা চালাচ্ছে—তারা অভিযুক্ত হতে পারে না। কিন্তু তার মানে এই নয় যে, আমরা দেহব্যবসার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করি না। আমরা সচেতন, যেমন আজ আমি ইতিমধ্যেই একাধিকবার দেখিয়েছি যে, দেহব্যবসা যৌথ-কাজকে ক্ষতি করে, নারী পুরুষের মনস্তত্ত্বে নেতিবাচক প্রভাব ফেলে এবং সমানতা ও সংহতির অনুভূতিকে বিকৃত করে। আমাদের কর্তব্য হল শ্রম-যৌথতাকে পুনঃশিক্ষিত করা এবং তার মনস্তত্ত্বকে শ্রমিক-শ্রেণির অর্থনৈতিক কর্তব্যের একই সারিতে নিয়ে আসা। অভ্যাসের মাধ্যমে আমরা যেসমস্ত পুরোনো ভাবাদর্শ এবং

দৃষ্টিভঙ্গির সাথে সংযুক্ত হয়ে আছি, সে মনোভাব নির্মমতার সাথে আমাদের বর্জন করতে হবে। অর্থনীতি মতাদর্শকে অতিক্রম করেছে। পুরোনো অর্থনৈতিক কাঠামো ভেঙে পড়ছে এবং তার সাথে পুরোনো বিবাহ পদ্ধতিও; কিন্তু আমরা এখনও বুর্জোয়া জীবন-রীতিকে আঁকড়ে ধরে আছি। আমরা পুরোনো ব্যবস্থার সমস্ত রীতি-পদ্ধতিগুলিকে বাতিল এবং জীবনের সবক্ষেত্রে বিপ্লবকে স্বাগত জানাতে তৈরি, কেবল পরিবারকে স্পর্শ কোরো না, পরিবারকে পরিবর্তনের চেষ্টা কোরো না। এমনকি রাজনৈতিকভাবে সচেতন কমিউনিস্টরা ভয় পেয়েছে সত্যের দিকে আপসহীন দৃষ্টিতে তাকাতে। তারা সেই নিদর্শনগুলোকে হালকাভাবে উড়িয়ে দিয়েছে যা আন্তরিকভাবে দেখিয়েছে যে, পুরোনো পারিবারিক বন্ধনগুলো দুর্বল হচ্ছে এবং অর্থনীতির নতুন নিয়মগুলো লিঙ্গগুলোর মধ্যেকার সম্পর্কের নতুন রূপগুলোকে নির্দেশ করছে। সোভিয়েত-শক্তি স্বীকৃতি দিয়েছে যে, জাতীয় অর্থনীতিতে মেয়েদের একটা ভূমিকা আছে এবং এক্ষেত্রে মেয়েদেরকে পুরুষের সাথে সমান মর্যাদায় স্থাপন করেছে। কিন্তু প্রতিদিনকার জীবনে আমরা এখনও 'পুরোনো পদ্ধতি'গুলোকে ধরে রেখেছি এবং প্রস্তুত হয়ে আছি সেই সাধারণ বিবাহকে গ্রহণ করতে, যা নারীর একজন পুরুষের ওপর বৈষয়িক নির্ভরশীলতার ওপর প্রতিষ্ঠিত। দেহ-ব্যবসার বিরুদ্ধে সংগ্রামে 'কেনা এবং বেচার' একই নীতির ওপর ভিত্তি করে টিকে থাকা বৈবাহিক সম্পর্কের প্রতি দৃষ্টিভঙ্গিকে আমাদের অবশ্যই স্পষ্ট করতে হবে। আমাদের এই বিষয় সম্পর্কে নির্মম হতে শিখতে হবে; আমরা কখনোই সংবেদনশীল অসন্তোষের দ্বারা আমাদের এই উদ্দেশ্য থেকে বিচ্যুত হব না যে—'তোমার সমালোচনা এবং বিজ্ঞানসম্মত উপদেশের মধ্য দিয়ে তুমি পবিত্র পারিবারিক বন্ধনে হস্তক্ষেপ করছ।' আমাদের দ্ব্যর্থহীনভাবে ব্যাখ্যা করতে হবে যে, পরিবারের পুরোনো রূপ পিছিয়ে পড়েছে। কমিউনিস্ট সমাজে এর কোনো প্রয়োজন নেই। সমষ্টি থেকে বিবাহিত দম্পত্তির যে বিচ্ছিন্নতা এবং স্বাতন্ত্র্য তাকে বুর্জোয়া পৃথিবী তার আশীর্বাদ দিয়েছে, আণবিক এবং ব্যক্তিকেন্দ্রিক বুর্জোয়া সমাজের মধ্যে, জীবনের ঝঞ্ঝা থেকে রক্ষার একমাত্র আশ্রয় পরিবার, যেন প্রতিযোগিতা এবং বৈরিতার সমুদ্রে একটি শান্ত বন্দর। পরিবার একটি স্বাধীন এবং অবরুদ্ধ যৌথতা। কমিউনিস্ট সমাজে তা থাকতে পারে না। কমিউনিস্ট সমাজ আগে থেকে সমষ্টির এমন এক শক্তিশালী ধারণা তৈরি করে যে, বিচ্ছিন্ন এবং অন্তর্মুখী পরিবারের অস্তিত্বের সম্ভাবনা সেখানে বর্জিত হয়। এই বর্তমান মুহূর্তে আত্মীয়তা-বন্ধন, পরিবার এবং এমনকি বৈবাহিক জীবনও

দুর্বল হতে দেখা যাচ্ছে। শ্রমজীবী মানুষের মধ্যে নতুন বন্ধন গড়ে উঠেছে এবং সমষ্টির মধ্যে কমরেডশিপ, সাধারণ স্বার্থ, যৌথ দায়িত্ব এবং বিশ্বাস নৈতিকতার এক উচ্চতম রীতিরূপে নিজেদেরকে প্রতিষ্ঠিত করছে।

বিবাহ বা লিঙ্গগুলির মধ্যেকার সম্পর্ক ভবিষ্যতে কী রূপ গ্রহণ করবে তার ভবিষ্যদ্বাণী করার দায়িত্ব আমি নিজের ওপর নিচ্ছি না। কিন্তু একটা বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই যে, পুরুষের ওপর নারীর সব ধরনের নির্ভরশীলতা বন্ধ হবে এবং আধুনিক বিবাহে উপস্থিত সমস্ত বৈষয়িক হিসাবনিকাশের উপাদানগুলি কমিউনিজমের অধীনে অনুপস্থিত থাকবে। যৌন সম্পর্ক, প্রজননের জন্য স্বার্থকর প্রবৃত্তির ওপর ভিত্তি করে থাকবে যা অল্পবয়সীদের ভালোবাসার উচ্ছ্বাসে বা দীপ্ত মোহে বা দৈহিক আকর্ষণের উত্তাপে বা বৌদ্ধিক ও আবেগপূর্ণ নরম আলোর দ্বারা আচ্ছন্ন থাকবে। এই ধরনের যৌনসম্পর্কের সাথে দেহব্যবসার কোনো মিলই নেই। দেহব্যবসা ভয়ঙ্কর, কারণ বৈষয়িক লাভের নামে নারী কর্তৃক নিজের ওপর নিয়ে আনা এটা এক হিংসাশ্রয়ী কাজ। দেহব্যবসা বৈষয়িক হিসাবনিকাশের এক নগ্ন প্রকাশ, যেখানে ভালোবাসা বা মোহের কোনো স্থান নেই। যেখানে মোহ এবং আকর্ষণের শুরু, সেখানে দেহব্যবসার শেষ। কমিউনিজমের অধীনে দেহ-ব্যবসা এবং সমসাময়িক পরিবার অবলুপ্ত হবে। স্বাস্থ্য, আনন্দদায়ক এবং লিঙ্গগুলির মধ্যেকার মুক্ত সম্পর্ক বিকশিত হবে। স্বাধীন এবং সাহসী নতুন প্রজন্ম যৌথতার একটা শক্তিশালী অনুভবসহ এগিয়ে আসবে। এমন একটা প্রজন্ম যে সমস্ত কিছুর ওপরে সমষ্টির শ্রেষ্ঠত্বে স্থাপিত হবে।

কমরেডস, আমরা এই সাম্যবাদী ভবিষ্যতের ভিত্তি স্থাপন করছি। আমাদের মধ্যেই আছে ভবিষ্যতের অগ্রগতিকে ত্বরান্বিত করার ক্ষমতা। আমাদের শ্রমিকশ্রেণির মধ্যে সংহতির অনুভূতিকে শক্তিশালী করতে হবে। আমাদের পারস্পরিকতাকে অনুপ্রাণিত করতে হবে। দেহব্যবসা সংহতির বিকাশকে ধ্বংস করে। আমাদের তাই নারী-বিভাগকে আহ্বান করা উচিত যাতে এই অপরাধকে নির্মূল করার জন্যে সে এখনই প্রচার শুরু করে।

কমরেডস, আমাদের কাজ হল দেহব্যবসার পুষ্টি যোগানকারী সমস্ত উৎসগুলোকে বাদ দেওয়া। আমাদের কাজ হল সমস্ত ধরনের ব্যক্তিকেন্দ্রিকতার ধ্বংসাবশেষের বিরুদ্ধে এবং আগেকার বিবাহ-পদ্ধতির বিরুদ্ধে ক্ষমাহীন সংগ্রাম গড়ে তোলা। আমাদের কাজ হল যৌন-সম্পর্কগুলির ক্ষেত্রে আমাদের যে মনোভাব তার বৈপ্লবিকীকরণ ঘটানো, যৌথকাজের স্বার্থে একই সারিতে তাকে নিয়ে আসা।

যখন কমিউনিস্ট যৌথতা সমসাময়িক বিবাহ-রূপগুলো এবং পরিবারকে নির্মূল করবে, তখন দেহব্যবসার সমস্যার অস্তিত্বও বিলুপ্ত হবে।

কমরেডস, এখন কাজে যাওয়া যাক। নতুন ধরনের পরিবার ইতিমধ্যেই সৃষ্টির প্রক্রিয়ায় এবং জয়োল্লাসে মত্ত বিশ্ব-সর্বহারার এই বৃহৎ পরিবার বিকশিত এবং শক্তিশালী হচ্ছে।

যৌন সম্পর্ক এবং শ্রেণিসংগ্রাম

যে সব সমস্যা সমসাময়িক মানবজাতির মনোযোগ এবং বিবেচনা দাবী করেছে, তার মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণগুলোর মধ্যে নিঃসন্দেহে—যৌন সমস্যা।

কাল্পনিক দ্বীপ ছাড়া পৃথিবীতে এমন কোনো একটি দেশ বা জাতি নেই, যেখানে যৌনসম্পর্কের প্রশ্নটি একটি জরুরি এবং বিতর্কিত বিষয় হয়ে উঠছে না। মানবজাতি, আজকে দীর্ঘ এবং প্রলম্বিত এমন একটি তীব্র যৌন সমস্যার মধ্যে অতিবাহিত হচ্ছে যা খুবই অস্বাস্থ্যকর এবং ক্ষতিকর। মানব-ইতিহাসের দীর্ঘ যাত্রাপথে, আপনি সম্ভবত কোনো একটি সময় খুঁজে পাবেন না, যখন সমাজ-জীবনে যৌনতার সমস্যা এমন একটি কেন্দ্রীয় স্থান দখল করে আছে; যখন লিঙ্গগুলোর মধ্যেকার সম্পর্কগুলোর বিষয়টি, জাদুকরের মতো, লক্ষাধিক সমস্যাবহুল মানুষের মনোযোগ আকর্ষণ করছে; যখন যৌন নাটকগুলো শিল্পকলার প্রত্যেক ক্ষেত্রে এক অশেষ অনুপ্রেরণার উৎস পরিবেশন করছে।

এই সমস্যা যেহেতু পুনরাবৃত হচ্ছে এবং ক্রমশ আরও বেশি গুরুতর হয়ে উঠছে, মানুষ ক্রমশ ক্রমবর্ধমান হতাশাচ্ছন্ন পরিস্থিতির শিকার হচ্ছে এবং সম্ভাব্য সমস্ত উপায়ে এই 'অমীমাংসেয় প্রশ্নে'র নিষ্পত্তি করতে মরীয়া হয়ে চেষ্টা চালাচ্ছে। কিন্তু এই সমস্যার সমাধানে প্রতিটি নতুন প্রচেষ্টা পরিণতিতে ব্যক্তিগত সম্পর্কগুলোর বিভ্রান্তিপূর্ণ বন্ধনগুলি আরও বেশি তালগোল পাকিয়ে যাচ্ছে। এটা এমন, যা দেখিয়ে দেয় যে, অনমনীয় জটিলতাকে নিয়ন্ত্রণের সাফল্যের এক এবং একমাত্র সূত্রটি আমরা দেখতে পাইনি। যৌনসমস্যা হচ্ছে একটি দুষ্টচক্রের মতো এবং মানুষ যতই ভয় পাক এবং যতই তারা এদিক-ওদিক দৌড়ক, তারা ভেঙে বেরোতে সক্ষম হয় না।

মানবজাতির রক্ষণশীল প্রবণতাযুক্ত অংশ যুক্তি দেন যে, আমাদের ফিরে যাওয়া উচিত অতীতের সুখের সময়ে, আমাদের পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করা উচিত পরিবারের পুরোনো ভিত্তি এবং যৌন-নৈতিকতার সুপরীক্ষিত রীতিগুলো শক্তিশালী করা উচিত। বুর্জোয়া ব্যক্তিস্বাতন্ত্রবাদের প্রবক্তারা বলেন যে, যৌন-আচরণের সমস্ত বাতিল

ভণ্ডামিপূর্ণ বিধিনিষেধকে আমাদের ধ্বংস করা উচিত। মহাফেজখানায় এইসব অপ্রয়োজনীয় এবং দমনমূলক 'আবর্জনাকে' ছুঁড়ে ফেলা উচিত। এই ধরনের ব্যক্তিগত প্রশ্নগুলোকে কেবল ব্যক্তিক ঔচিত্যবোধ, ব্যক্তিক ইচ্ছা নির্ধারণ করতে পারে। সমাজবাদীরা অপরদিকে আমাদেরকে আশ্বস্ত করেছেন যে, যৌন সমস্যা কেবল তখনই মীমাংসিত হতে পারে, যখন সামাজিক এবং অর্থনৈতিক কাঠামোর মৌলিক পুনর্গঠন ঘটেছে। এই যে 'সমস্যাটিকে ভবিষ্যৎ পর্যন্ত তুলে রাখা'—তা কি এই ধারণা দেয় না যে, আমরা এখনও পর্যন্ত এই এক এবং একমাত্র 'জাদুসূত্র' খুঁজে পাইনি? আমাদের কি খোঁজা উচিত নয় বা যা এই জটিলতার জট খুলতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ অন্তত সেই 'জাদুসূত্র'টিকে চিহ্নিত করা? আমাদের কি এখনই, এই মূহুর্তেই খোঁজা উচিত নয়? মানব সমাজের ইতিহাস, বিভিন্ন সামাজিক দল এবং শ্রেণিগুলোর মধ্যে পরস্পরবিরোধী উদ্দেশ্য এবং স্বার্থ নিয়ে যে অনবরত সংগ্রামের ইতিহাস তা আমাদের এই 'জাদুসূত্র' খোঁজার সংকেত দেয়। মানবজাতি এই প্রথমবার এক যৌন সমস্যার মধ্য দিয়ে যাচ্ছে না। এই প্রথমবার নতুন মূল্যবোধ এবং আদর্শের বয়ে আসা জোয়ারের চাপ, যৌনসম্পর্কগুলো বিষয়ে নৈতিক বিধিগুলোর স্বচ্ছতা এবং নির্দিষ্ট অর্থগুলোকে অস্পষ্ট করে দিচ্ছে না। 'যৌন সমস্যা' বিশেষভাবে তীব্র হয়েছিল রেনেসাঁ এবং সংস্কারের সময়ে, যখন একটি বৃহৎ সামাজিক অগ্রগতি, পরিবেশকে নিয়ন্ত্রণ করতে সক্ষম এমন পিতৃতান্ত্রিক সামন্ততান্ত্রিক গর্ব ও মহত্ত্বকে নাড়া দিয়েছিল এবং একটি নতুন সামাজিক শক্তি—বুর্জোয়া সমাজের বিকাশ এবং প্রতিষ্ঠার পথ পরিষ্কার করে দিয়েছিল। সামন্ততান্ত্রিক জগতের যৌনতার নৈতিকতা, যৌথ অর্থনীতি এবং উপজাতিদের কর্তৃত্বপূর্ণ নেতৃত্ব যা ব্যক্তি সদস্যদের ব্যক্তিক ইচ্ছাকে শ্বাসরোধ করত, এমন উপজাতীয় জীবনরীতির ভিতর থেকে বিকশিত হয়েছিল। এটাই উঠতি বুর্জোয়াদের নতুন এবং বিস্ময়কর নৈতিক আচরণবিধির সাথে সংঘর্ষ তৈরি করেছিল। বুর্জোয়াদের যৌন নৈতিকতা সেই সমস্ত নীতির ওপর স্থাপিত হয়েছিল যেগুলো সামন্ততান্ত্রিকতার মৌলিক নৈতিকতার তীব্র বিরোধী। পিতৃতান্ত্রিক জীবনের স্থানিক এবং আঞ্চলিক অর্থনৈতিক কাঠামোর বৈশিষ্ট্য যে যৌথ কাজ, কঠোর ব্যক্তিকেন্দ্রিকতা, স্বাতন্ত্র্যতা, 'আণবিক পরিবার'—এর বিচ্ছিন্নতা তাকে প্রতিস্থাপিত করল। ধনতন্ত্রের অধীনে একান্ত নিজস্ব ব্যক্তিগত সম্পত্তি এবং ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যের বিজয়ী নীতিগুলো—প্রতিযোগিতার নীতিসমূহ বিকশিত হল এবং সব ধরনের উপজাতীয় জীবনে প্রায় সাধারণ যে গোষ্ঠীর ধারণা—তার যা কিছু অবশিষ্ট ছিল—সবই ধ্বংস হল। সমগ্র শতাব্দী জুড়ে জীবনের জটিল

গবেষণাগার পুরোনো আদবকায়দা থেকে নতুন সূত্রের দিকে এবং নৈতিক আদর্শের বাহ্যিক ঐক্যতান অর্জনের দিকে বাঁক নিচ্ছিল। মানুষ বিভ্রান্তিকরভাবে দুটি পৃথক ধরনের যৌন রীতির মধ্যে ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছিল এবং নিজেদেরকে উভয়ের মধ্যেই মানিয়ে নেওয়ার প্রচেষ্টা চালাচ্ছিল।

কিন্তু পরিবর্তনের এই সমস্ত উজ্জ্বল এবং রঙিন দিনগুলোতে যৌন সমস্যা যদিও দেখা গিয়েছিল, তবে আমাদের সময়ে যেভাবে রূপ ধারণ করছে তেমন ভীতিপ্রদর্শনকারী চরিত্ররূপে নয়। এর প্রধান কারণ হল যে, রেনেসাঁ-র সেই 'মহৎ দিনগুলিতে', 'নতুন যুগ'-এ নতুন আধ্যাত্মিক সংস্কৃতির উজ্জ্বল আলো তার স্বচ্ছ রঙগুলো নিয়ে যখন মৃতপ্রায় পৃথিবীতে বন্যা বইয়ে দিয়েছিল, মধ্যযুগের অনাবৃত একঘেয়ে জীবনকে প্লাবিত করেছিল, তখন তুলনামূলকভাবে জনসংখ্যার একটি ক্ষুদ্র অংশকে যৌন সমস্যা আক্রান্ত করেছিল। জনসংখ্যার বৃহত্তম অংশ, কৃষকশ্রেণি সবচেয়ে অপ্রত্যক্ষভাবে আক্রান্ত হয়েছিল এবং কেবল তেমনভাবেই, যেভাবে খুব ধীর গতিতে, শতাব্দী জুড়ে, গ্রামীণ অর্থনীতির অর্থনৈতিক ভিত্তিতে পরিবর্তন সাধিত হচ্ছিল। সমাজ-সোপানের সর্বোচ্চে দুটি বিপরীত সামাজিক জগতের তিক্ত সংগ্রাম লড়াইয়ের মধ্য দিয়ে সমাধিত হচ্ছিল। এটা তাদের বিভিন্ন আদর্শ, মূল্যবোধ এবং বিষয়কে দেখার স্বতন্ত্রতার মধ্যে আরও একটি সংগ্রামকে বিজড়িত করেছিল। এরা হচ্ছে সেই মানুষেরা, যারা, বিকাশমান যৌন সমস্যাগুলোর দ্বারা অভিজ্ঞতাপ্রাপ্ত এবং পীড়িত হচ্ছিলেন। নতুন বিষয়ে হুঁশিয়ার কৃষকশ্রেণি পূর্বপুরুষদের থেকে লাভ করা উপজাতীয় ঐতিহ্যে তীব্রভাবে যুক্ত থাকতে লাগল। এবং কেবল অত্যন্ত প্রয়োজনের চাপে, তাদের অর্থনৈতিক পরিবেশের পরিবর্তনশীল অবস্থার কারণে এই ঐতিহ্য রূপান্তরিত এবং বদল করল। এমনকি বুর্জোয়া এবং সামন্ততান্ত্রিক জগতের মধ্যেকার সংগ্রামের চূড়ান্ত পর্যায়ে যৌন সমস্যা 'করদাতা শ্রেণিদের' এড়িয়ে গিয়েছিল। যেমন সমাজের উঁচু স্তরটি পুরোনোপথগুলোর অবসান ঘটাতে সচেষ্ট হয়েছিল, কৃষকরা বাস্তবত তাদের ঐতিহ্যের সাথে আরও দৃঢ়ভাবে সংযুক্ত থাকতে সংকল্পবদ্ধ হয়েছিল। অনবরত ঘূর্ণিঝড় উঁচুস্তরে চাপ সৃষ্টি করেছিল এবং তাদের পায়ের নীচ থেকে মাটি নড়িয়ে দিয়েছিল। বহু শতাব্দী ধরে, কৃষকশ্রেণি, বিশেষত রাশিয়ার কৃষকশ্রেণি তাদের যৌন আচার-ব্যবহারের ভিত্তিকে ধরা-ছোঁয়ার বাইরে এবং অনড় রাখতে সমর্থ হয়েছিল।

আজকের গল্প একেবারেই আলাদা। 'যৌন সমস্যা' এমনকি কৃষককেও অব্যাহতি দেয়নি। সংক্রামিত রোগের মতো এটি 'জমিদারের পদমর্যাদা বা প্রতিষ্ঠা

কিছুই জানে না'। এটি রাজপ্রাসাদ থেকে শ্রমিকশ্রেণির জনবহুল মহল্লা পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়ে; পেটি-বুর্জোয়াদের শান্তিময় বসতবাড়িতে দেখা যায় এবং গ্রামীণ এলাকার কেন্দ্র পর্যন্ত ছড়িয়ে যায়। ইউরোপীয় বুর্জোয়াদের আবাসস্থল, শ্রমিক পরিবারের সেকেলে ঝুপড়ি, কৃষকদের ধোঁয়াভরা কুঁড়েঘরও এর শিকার হয়। যৌন সমস্যার বিরুদ্ধে কোনো 'প্রতিরোধ', কোনো 'বাঁধন' নেই। যদি কল্পনা করা হয় যে, কেবল সমাজের স্বচ্ছল অংশের সদস্যরা তালগোল পাকাচ্ছে এবং এই সমস্ত সমস্যার তীব্র যন্ত্রণায় আক্রান্ত হচ্ছে—তাহলে মারাত্মক ভুল করা হবে। যৌন সমস্যার ঢেউ শ্রমিকদের বাড়ির চৌকাঠেও আছড়ে পড়েছে এবং একটি বিরোধের পরিবেশ তৈরি করেছে, যা 'পরিশুদ্ধ বুর্জোয়া পৃথিবী'র মনস্তাত্ত্বিক যন্ত্রণার মতোই তীব্র এবং হৃদয়বিদারী। যৌন সমস্যা বেশিদিন কেবল 'সম্পত্তিওয়ালা'দের মনোযোগ আকর্ষণের মধ্যে সীমাবদ্ধ নেই। যৌন সমস্যা সমাজের বৃহৎ অংশের সাথে সংশ্লিষ্ট, তা শ্রমিকশ্রেণির দৈনন্দিন জীবনের সাথে সংযুক্ত। তাই এটা বোঝা খুব কষ্টকর যে, কেন এত গুরুত্বপূর্ণ এবং জরুরি বিষয়কে এত উদাসীনতার সাথে দেখা হচ্ছে। এই উদাসীনতা ক্ষমার অযোগ্য। 'ভবিষ্যতের অবরুদ্ধের দুর্গে' আক্রমণ হানার যে গুরুত্বপূর্ণ কাজগুলি শ্রমিকশ্রেণির সামনে রয়েছে তার মধ্যে একটি কাজ নিঃসন্দেহে হল লিঙ্গগুলোর মধ্যে আরও স্বাস্থ্যকর এবং আরও আনন্দদায়ক সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা।

শ্রমিকশ্রেণির অন্যতম এই জরুরি কর্তব্যের প্রতি ক্ষমার অযোগ্য উদাসীনতার উৎসগুলি কী? কেমনভাবে আমরা নিজেদের কাছে ব্যাখ্যা করব যৌন সমস্যাগুলো যেভাবে এক ভণ্ড পদ্ধতিতে যৌথতার মনোযোগ এবং প্রচেষ্টার বাইরে 'ব্যক্তিগত বিষয়'-এর ক্ষেত্রে নির্বাসিত হয়ে গেল? সামগ্রিক ইতিহাস জুড়ে সামাজিক সংগ্রামের অন্যতম এক বৈশিষ্ট্য হল যে, লিঙ্গগুলোর মধ্যেকার সম্পর্কগুলো এবং নৈতিক আচার-আচরণের প্রকৃতি, যা এই সমস্ত সম্পর্কগুলোকে নির্ধারণ করছে তার পরিবর্তনের প্রচেষ্টা সাধন এবং যে পদ্ধতিতে ব্যক্তিগত সম্পর্কগুলো বিশেষ সামাজিক গোষ্ঠীতে সংঘবদ্ধ হয়, তাতে বিরোধী সামাজিক শ্রেণিগুলোর মধ্যেকার সংগ্রামের নির্যাসে গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব থাকে—কেন এই বিষয়টিকে অবহেলা করা হল?

আমাদের সমাজের ট্র্যাজেডি কেবল এই নয় যে, স্বাভাবিক আচরণ এবং সেই আচরণকে নিয়ন্ত্রণকারী নীতিসমূহের প্রথাগত রূপগুলো ভেঙে পড়ছে বরং সামাজিক গঠনের মধ্য থেকে যে নতুন প্রচেষ্টাগুলির একটা স্বতঃস্ফূর্ত জীবন্ত ঢেউ বিকশিত হচ্ছে, যা মানুষের মধ্যে আশা এবং আদর্শ সঞ্চারিত করছে, তা এখনও বাস্তবায়িত হওয়া সম্ভব নয়। আমরা, মানুষেরা, যারা সম্পত্তি সম্পর্কগুলির জগতে, তীব্র

শ্রেণিদ্বন্দ্বের জগতে এবং একটি ব্যক্তিকেন্দ্রিক নৈতিকতার জগতে বাস করছি, এখনও আমাদের জীবন ও চিন্তা এক অনিবার্য একাকীত্বের শক্তিশালী আধিপত্যের প্রভাবাধীন। শহরের চিৎকার-চেঁচামেচি এবং এমনকি ঘনিষ্ঠ বন্ধু ও সহকর্মীদের ভিড়ের মধ্যেও মানুষ এই 'একাকীত্বকে' অনুভব করে। একাকীত্বের কারণে মানুষ বিপরীত লিঙ্গের সদস্যদের মধ্য থেকে একজন মাত্র 'প্রাণের সাথী' খুঁজে নেওয়ার বিশৃঙ্খল এবং অস্বাস্থ্যকর মোহগ্রস্ততায় আচ্ছন্ন হয়ে থাকে। তারা চতুর ধাপ্পাবাজ প্রেমকেই এই অবশ্যম্ভাবী একাকীত্বের হতাশা থেকে সাময়িক মুক্তির একমাত্র উপায় হিসেবে দেখে।

মানুষ কখনও সম্ভবত আজকের সময়ের মতো এত গভীর এবং অটল আত্মিক একাকীত্ব অনুভব করেনি। মানুষ সম্ভবত আগে কখনও এত বিষাদগ্রস্ত হয়নি এবং একাকীত্বের অসাড় প্রভাবের মধ্যে এমন সম্পূর্ণ নিমগ্ন হয়নি। এর থেকে অন্যরকম হওয়া সম্ভব ছিল না। সামনে উজ্জ্বল আলো থাকলেই অন্ধকারকে এত কালো মনে হয়।

সমষ্টির মধ্যে অন্য ব্যক্তিদের সাথে হাল্কাভাবে সংগঠিত 'ব্যক্তিস্বাতন্ত্রবাদীরা', তাদের যৌন সম্পর্ক পরিবর্তনের এক সুযোগ এখন পাবে যাতে তারা অন্ধ দৈহিক সম্পর্কের তুলনায় বন্ধুত্ব এবং সংঘবদ্ধতার সৃজনশীল নীতির ওপর ভিত্তি করতে পারে। আজকের দিনের এই ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদী সম্পত্তিমূলক নৈতিকতাকে খুব নিশ্চিতভাবেই শোষণমূলক এবং যৌন অচলকারী মনে হতে শুরু করেছে। সম্পর্কগুলোর অন্তর্বস্তুকে সমালোচনা করতে গিয়ে আধুনিক মানুষেরা চলতি নৈতিক আচারব্যবহারের পুরোনো রূপকে বাতিল করার থেকে অনেক বেশি কিছুই-ই করেছে। তার একাকী আত্মা এই সমস্ত সম্পর্কগুলোর মূল তাৎপর্য পুনরুদ্ধারের প্রচেষ্টা চালাচ্ছে। 'মহৎ ভালোবাসার জন্য', আন্তরিক এবং সৃষ্টিশীল পরিস্থিতির জন্য যা এককভাবেই আজকের দিনের 'ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদীদের' সংক্রমণকারী একাকীত্বের শীতল সত্তাকে ছত্রভঙ্গ করে দিতে পারে—আধুনিক মানুষ এমন কিছুর জন্য আকাঙ্ক্ষা এবং বিলাপ করে। যৌন সমস্যার বারো আনা যদি বাহ্যিক সামাজিক-অর্থনৈতিক সম্পর্কের ফলাফল হয়, তবে অপর বাকি চার আনা আধিপত্যকারী বুর্জোয়া মতাদর্শের দ্বারা লালিত আমাদের 'সংশোধিত ব্যক্তিস্বাতন্ত্রবাদী মনস্তত্ত্বের' ওপর নির্ভর করে। জার্মান লেখক মেইসেল হেসের অনুসারে, আজকের সময়ের মানুষের 'ভালোবাসার সম্ভাবনা' রয়েছে এক নিম্নস্তরে। পুরুষ এবং নারী পরস্পরকে খোঁজে অপর একজনের মধ্য দিয়ে নিজেকে খুঁজে পাওয়ার আশায়

আত্মিক ও দৈহিক আনন্দলাভের এক প্রধান উপায় হিসেবে। তারা তাদের সঙ্গীটির সাথে বিবাহিত কি না—তা কোনো তফাৎ-ই তৈরি করে না, অপর মানুষটির ভিতরে কী চলছে, তার আবেগগত এবং মনস্তাত্ত্বিক প্রক্রিয়াগুলিতে কী ঘটে যাচ্ছে সে বিষয়ে তারা খুব কমই মনোযোগ দেয়।

আমাদের যুগকে অলংকৃত করছে যে 'রূঢ় ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ' তা লিঙ্গ সম্পর্কগুলোর গঠনের মধ্যে যেভাবে রয়েছে সম্ভবত অন্য কোথাও তা এত স্পষ্টভাবে নেই। একজন ব্যক্তি যে তার একাকীত্ব থেকে পালাতে চায় এবং শিশুসুলভ ভাবে কল্পনা করে যে একজনের 'প্রেমে পড়াই' কোনো একজন ব্যক্তিকে অপর ব্যক্তির সত্তার ওপর অধিকার দেয়—যে অধিকার আবেগগত ঘনিষ্ঠতা এবং বোঝাপড়ার বিরল আশীর্বাদের ছটায় নিজেকে উষ্ণ করে। আমরা, ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদীরা, আমাদের আবেগকে 'অহং'-এর অটল বিশ্বাসে নষ্ট করে ফেলেছি। আমরা কল্পনা করি আমাদের নিজস্ব কিছু পরিত্যাগ না করেই 'মহৎ ভালোবাসা'-র খুশির জগতে পৌঁছোতে পারব।

আমাদের 'চুক্তিবদ্ধ সঙ্গীর' ওপর আমাদের দাবি হল চূড়ান্ত এবং অবিচ্ছিন্ন। অপরজনের সাথে বিশেষ যত্নশীলভাবে আচরণ করা উচিত—আমরা ভালোবাসার এই সহজতম নীতিকে অনুসরণ করতে ব্যর্থ হই। লিঙ্গগুলির মধ্যেকার সম্পর্কগুলোর নতুন ধারণাও ইতিমধ্যে একটা চেহারা পেয়েছে। সম্পূর্ণ স্বাধীনতা, সমানতা এবং সত্যিকারের বন্ধুত্বের মতো অপরিচিত ধারণাগুলোকে ভিত্তি করে গড়ে ওঠা সম্পর্ক অর্জনের জন্য এগুলো আমাদের শিক্ষা দেবে। কিন্তু ইতিমধ্যে মানবজাতিকে তার আধ্যাত্মিক বা আত্মিক একাকীত্বের করুণ অবস্থার মধ্যে বসে থাকতেই হবে, এবং সে কেবলই উন্নত এক যুগের স্বপ্ন দেখতে পাবে, যখন মানুষের মধ্যেকার সমস্ত সম্পর্কই 'সূর্যদেবতার' রশ্মিতে উষ্ণ হবে, যখন পারস্পরিকতার এক অনুভূতি লাভ করবে এবং বেঁচে থাকার নতুন শর্তাবলীর মধ্যে শিক্ষিত হবে। যৌন সমস্যা ততক্ষণ সমাধিত হতে পারে না যতক্ষণ না মানুষের মনস্তত্ত্বে একটি বৈপ্লবিক সংস্কার সাধিত হচ্ছে এবং যতক্ষণ না মানুষের ভালোবাসাব সম্ভাবনা বৃদ্ধি পাচ্ছে। যদি মনস্তত্ত্বকে সংশোধিত করতে হয় তবে কমিউনিস্ট মতাদর্শের ধারাতেই আর্থ-সামাজিক সম্পর্কগুলির একটি মৌলিক রূপান্তর প্রয়োজনীয়। এটি একটি 'পুরোনো সত্য' কিন্তু এছাড়া অন্য কোনো উপায় নেই। যে-কোনো ধরনের বিবাহ বা ব্যক্তিগত সম্পর্কের প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টা মানুষ নিক না কেন, যৌন সমস্যা কোনো উপায়েই হ্রাস পেতে পারে না।

ইতিহাস আগে কখনও এত বিচিত্র ব্যক্তিগত সম্পর্ক প্রত্যক্ষ করেনি—'স্থায়ী পরিবার', 'মুক্ত সংযুক্তি', 'গোপন তথাকথিত অবৈধ সম্পর্কসহ অবিচ্ছেদ্য বিবাহ'; তথাকথিত 'বন্যবিবাহ', যেখানে একজন মেয়ে তার প্রেমিকের সাথে অনেকটা প্রকাশ্যেই বসবাস করে; যুগ্ম-বিবাহ, তিনজনের এমনকি চারজন মানুষের জটিল বিবাহ—বাণিজ্যিক দেহব্যবসার বিচিত্র রূপগুলির কথা যদি না-ও বলতে হয়। কৃষকদের মধ্যেও আপনি দুটি নৈতিক নীতি পাশাপাশি বিদ্যমান দেখতে পাবেন—পুরোনো উপজাতীয় জীবনযাপন এবং উদীয়মান বুর্জোয়া পরিবারের এক মিশ্রণ। এইভাবে আপনি পাবেন, 'মেয়েদের বাড়ি'-তে যৌন উদারতা, পাশাপাশি এই দৃষ্টিভঙ্গিও পাওয়া যাবে যে, অবৈধ যৌনসঙ্গম বা এমন মানুষ যারা তাদের পুত্রবধূদের সাথে শুতে যায়, যা হচ্ছে একটি কলঙ্ক। এটা বিস্ময়কর যে, আজকের দিনের ব্যক্তিগত সম্পর্কগুলোর বৈরিতা এবং জট-পাকানো রূপের মুখোমুখি হয়েও, মানুষ নৈতিক কর্তৃত্বের প্রতি বিশ্বাস রক্ষা করতে সমর্থ হয় এবং পারস্পরিক ধ্বংসাত্মক এবং অসমাঞ্জস্যপূর্ণ এই নৈতিক নীতিগুলোর মধ্য দিয়েই তারা সমস্ত বৈরিতাগুলো এবং চলার পথ উপলব্ধিতে সক্ষম হয়। 'আমি নতুন নৈতিকতায় জীবন কাটাই'—এই স্বাভাবিক যৌক্তিকতা, এমনকি কাউকে সাহায্য করে না, এ কারণে যে এই নতুন নৈতিকতা এখনও কেবল গড়ে ওঠার পর্যায়ে। আমাদের কর্তব্য, আজকের দিনে বৈরিতাপূর্ণ যৌন রীতিগুলোর বিশৃঙ্খলা থেকে এমন নৈতিকতার নীতিগুলোকে রূপদান করা এবং স্পষ্ট করে তোলা, যা প্রগতিশীল এবং বিপ্লবী শ্রেণির সত্তার উপযোগী।

ইতিমধ্যে উল্লিখিত সমসাময়িক মনস্তত্ত্বের অনুপযুক্ত তার পাশাপাশি— চূড়ান্ত ব্যক্তিকেন্দ্রিকতা, অহংসর্বস্বতা, যা এক ফ্যাশন হয়ে উঠেছে—আধুনিক মানুষের মনস্তত্ত্বের আরও দুটি বৈশিষ্ট্যের কারণে যৌন সমস্যা অধিকতর সঙ্কটজনক হয়ে উঠেছে—

ক. বিবাহিত সঙ্গীর ওপর 'অধিকারের' ধারণা

খ. এই বিশ্বাস যে, দুটি লিঙ্গ অসমান; সমস্ত পদ্ধতিতে—তারা অসমান মূল্যের, সর্বক্ষেত্রে, এমনকি যৌনতার ক্ষেত্রেও।

ব্যক্তিগত সম্পত্তির ওপর সম্পূর্ণত ভিত্তি করে গড়ে ওঠা অন্তর্মুখী ব্যক্তিকেন্দ্রিক পরিবার সহ, বুর্জোয়া নৈতিকতা খুব যত্ন এবং সাফল্যের সাথে এই ধারণা বিকশিত করেছে যে, একজন সঙ্গীর অবশ্যই অপরজনের ওপর সম্পূর্ণত 'অধিকার' ভোগ করা উচিত। 'অধিকার বোধ'-এর ধারণা বৈবাহিক সম্পর্কগুলোর পিতৃতান্ত্রিক ব্যবস্থার

অধীনে থাকার তুলনায় বর্তমানে অনেক বেশি পরিব্যাপ্ত। 'উপজাতিদের' ছত্রছায়ায় দীর্ঘ ঐতিহাসিক সময়পর্ব জুড়ে এই ধারণা বিকশিত হয়েছিল যে, একজন পুরুষ প্রকৃত অর্থে দৈহিক অধিকার ব্যতীত অন্য কিছু পেতে পারে না (একজন স্ত্রীর তার স্বামীর ওপর তর্কাতীত অধিকারবোধের কোনো চিন্তা কখনও ছিল না)। স্ত্রী দৈহিকভাবে বিশ্বস্ত থাকতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়—কিন্তু তার মন তার নিজের। এমনকি মধ্যযুগের ইউরোপীয় নাইটরা তাঁদের স্ত্রীদের '*চিচেসবি*' (বিশুদ্ধ আত্মিক বন্ধু এবং প্রণয়ী) থাকার অধিকারকে এবং অন্যান্য নাইট এবং *মিনিসিংগার*-দের 'অনুরক্তি'কে গ্রহণ করতে সম্মতি দিত। বুর্জোয়ারাই চুক্তিবদ্ধ সঙ্গীর প্রতি সম্পূর্ণ অধিকারবোধের ধারণাকে যত্নের সাথে লালন-পালন এবং পরিচর্যা করে, যেমন আবেগগত তেমনি দৈহিক সত্তারও, এইভাবে সম্পত্তির অধিকারের ধারণা পরিবর্ধিত হয়ে তার মধ্যে যুক্ত হল অন্য ব্যক্তির আত্মিক এবং আবেগগত জগতেরও পূর্ণ অধিকার। যে পর্বে বুর্জোয়ারা আধিপত্যের জন্যে সংগ্রাম করছিল, এইভাবে তখন পারিবারিক কাঠামো শক্তিশালী এবং স্থিতিশীল হচ্ছিল। এটাই ঐতিহ্যরূপে পাওয়া আদর্শ হিসেবে আমরা গ্রহণ করেছি এবং একটি অপরিবর্তনীয় চূড়ান্ত নৈতিকতা রূপে দেখতে প্রস্তুত হয়েছি! 'সম্পত্তি'ব ধারণা 'আইনী বিবাহে'র সীমা থেকে অনেক দূর পর্যন্ত পরিবর্ধিত হয়েছে। তা নিজেকে সবচেয়ে 'মুক্ত' ভালোবাসারও সর্বাধিক অপরিহার্য উপাদান রূপে হাজির করেছে। সমসাময়িক প্রেমিকরা, স্বাধীনতার প্রতি তাদের সমস্ত শ্রদ্ধাসহই তাদের ভালোবাসার মানুষদের শুধুমাত্র দৈহিক বিশ্বস্ততায় আশ্বস্ত থাকাতেই সন্তুষ্ট নয়। পার্থিবভাবে উপস্থিত একাকীত্বের থেকে ভারমুক্ত হতে আমরা আমাদের ভালোবাসার ব্যক্তির আবেগের ওপর নিষ্ঠুর এবং স্থূল আক্রমণ নামিয়ে আনি, যা ভবিষ্যৎ প্রজন্ম বুঝতে পারবে না। আমরা ওই ব্যক্তিটির সত্তার সমস্ত গোপনীয়তা জানার অধিকার দাবি করি। আধুনিক প্রেমিক মানসিক বিশ্বস্ততাহীনতার থেকে দৈহিক বিশ্বস্ততাহীনতাকে দ্রুত ক্ষমা করবে। 'মুক্ত' সম্পর্কটির গণ্ডীর বাইরে অন্য কোনো আবেগের অস্তিত্বকে নিজস্ব ব্যক্তিগত সম্পদ হারানো হিসেবেই সে গণ্য করে।

মানুষ প্রেমে আবদ্ধ একজন তৃতীয় ব্যক্তির প্রতি তাদের সম্পর্কগুলিতে অবিশ্বাস্যভাবে অসংবেদনশীল। আমরা সকলে নিঃসন্দেহে এই বিস্ময়কর পরিস্থিতি লক্ষ করছি যে, প্রেমে আবদ্ধ দুজন মানুষ পবস্পরকে ঠিকমতো বোঝার আগেই, সেই সময় পর্যন্ত তাদের একজনের গড়ে ওঠা বিভিন্ন সম্পর্কের ওপর অপরজনের অধিকার প্রয়োগে, তাদের সঙ্গীর জীবনের গভীরতম প্রান্তগুলোকে পর্যবেক্ষণ করার ক্ষেত্রে তাড়াহুড়ো করে। দুজন মানুষ, যারা গতকাল পর্যন্ত পরস্পরের কাছে

অপরিচিত ছিল এবং যারা এক মুহূর্তের পারস্পরিক যৌন আকর্ষণের টানে পরস্পরের কাছে এসেছে, অপর মানুষটির সত্তার অন্দরমহলে প্রবেশের জন্য তাড়াহুড়ো করে। চেপে রাখা যায় না এমন অতীত অভিজ্ঞতাসম্পন্ন বিস্ময়কর এবং অবোধ্য মনস্তত্ত্বকে তারা নিজেদের অস্তিত্বের পরিবর্ধন হিসেবেই অনুভব করতে চায়। বিবাহিত দম্পতি পরস্পরের সম্পত্তি—এটা এতই গ্রহণযোগ্য যে, যখন এক অল্পবয়সী বিবাহিত দম্পতি, যারা গতকাল নিজেদের পৃথক জীবনযাপন করছিল, আজ সংকোচ ছাড়াই একে অপরের চিঠিপত্র খুলছে এবং যখন তাদের মধ্যে কোনো একজনের বন্ধুর কথাকে তাদের যৌথ বিষয় করে তুলছে—যা আমাদের কাছে অস্বাভাবিক লাগে না। কিন্তু এই ধরনের 'ঘনিষ্ঠতা' প্রকৃতপক্ষে তখনই সম্ভব যখন এক দীর্ঘ পর্যায় জুড়ে মানুষ একত্রে তাদের জীবনের রূপরেখা তৈরি করেছে। দুজন মানুষের দৈহিক সম্পর্কই, পরস্পরের আবেগজাত সত্তার ওপর অধিকার প্রয়োগ করার জন্য যথেষ্ট ভিত্তি—এই ভ্রান্ত ধারণার জন্যেই এক প্রকৃত অনুভূতির পরিবর্তে সাধারণত এক অসৎ ধরনের ঘনিষ্ঠতা লক্ষ করা যায়।

সমসাময়িক মানুষদের মনস্তত্ত্বকে ধ্বংস করার অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ পরিস্থিতি হল—'লিঙ্গগুলো'র মধ্যের অসাম্য—তাদের অধিকারের অসাম্য, তাদের দৈহিক এবং আবেগগত অভিজ্ঞতার অসম মূল্য এবং 'যৌন সমস্যা' গভীরতর হওয়ারও এটা একটা কারণ। বুর্জোয়া এবং পিতৃতান্ত্রিক সমাজের মজ্জাগত 'দ্বৈত নৈতিকতা', কয়েক শতাব্দী ধরে নর এবং নারীর মনস্তত্ত্বকে কলুষিত করে তুলেছিল। এই সমস্ত দৃষ্টিভঙ্গিগুলো আমাদের জীবনের এতটা অংশ যে, বুর্জোয়া মতাদর্শ থেকে উত্তরাধিকার সূত্রে লাভ করা ধারণাগুলো থেকে মানুষের অধিকারবোধ সম্পর্কিত ধারণা ভারমুক্ত হওয়া অনেকবেশি কঠিন। এমনকি দৈহিক এবং আবেগগত অভিজ্ঞতার ক্ষেত্রেও লিঙ্গগুলো অসম—এই ধারণাগুলোর অর্থ হল একই কার্যক্রমকে, নর বা নারীর কাজ অনুযায়ী পৃথকভাবে বিবেচনা করা। এমনকি বুর্জোয়া সমাজের সর্বাধিক 'প্রগতিশীল' সদস্য, যিনি দীর্ঘদিন আগেই চলতি নৈতিকতার সামগ্রিক রীতিকে বাতিল করেছেন, তিনিও, একজন পুরুষ এবং একজন নারীর একই ধরনের আচরণের জন্যে পৃথক বিবৃতি দিয়ে নিজেকে সহজেই ফাঁস করে ফেলেন। একটি সহজ উদাহরণই যথেষ্ট। কল্পনা করুন, একজন মধ্যবিত্ত বুদ্ধিজীবী, যিনি শিক্ষিত—রাজনীতি এবং সামাজিক কাজে যুক্ত—যিনি সংক্ষেপে একজন 'ব্যক্তিত্ব', এমনকি একজন জনপ্রিয় ব্যক্তি, তিনি তাঁর রাধুনীর সাথে শুতে শুরু করলেন (এমন কিছু অস্বাভাবিক ঘটনা নয়) এবং এমনকি আইনীভাবে তাকে

বিবাহও করলেন। বুর্জোয়া সমাজ কি এই ব্যক্তির প্রতি তার দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তন করবে, এই ঘটনা কি এমনকি তার নৈতিক মান সম্পর্কে সামান্যতম সন্দেহও প্রকাশ করবে? অবশ্যই না।

এবার অন্য একটা পরিস্থিতি কল্পনা করুন। বুর্জোয়া সমাজের একজন সম্মানিত নারী—একজন জনপ্রিয় ব্যক্তি, একজন গবেষিকা, একজন ডাক্তার বা একজন লেখিকা—সকলেই সমান, তার চাপরাশির প্রতি বন্ধুমনোভাবাপন্ন হয়ে উঠলেন এবং এই কেলেঙ্কারীকে সম্পূর্ণ করে তাকে বিবাহ করলেন। আজ পর্যন্ত 'শ্রদ্ধেয়' এই নারীটির আচরণের প্রতি বুর্জোয়া সমাজ কেমন প্রতিক্রিয়া দেখাবে? তারা অবশ্যই তাকে অবজ্ঞায় ঢেকে দেবে। এবং মনে রাখবেন তা আরও খারাপ পরিণতি পাবে যদি তার চাপরাশি স্বামীটি ভালো দেখতে বা অন্যান্য 'দৈহিক গুণাবলী'র অধিকারী হয়। 'ও কেন ফস্কেছে, তা বোঝাই যাচ্ছে'—এটাই হবে ভণ্ড বুর্জোয়াদের ব্যাঙ্গাত্মক হাসি।

যদি একজন নারীর পছন্দের মধ্যে কোনো কিছু 'ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্যে'র বিষয় হয়ে থাকে, বুর্জোয়া সমাজের কাছে তা ক্ষমা পায় না। এই দৃষ্টিভঙ্গিটি হল উপজাতির সময়ের প্রথায় একপ্রকার ফিরে যাওয়া। সমাজ এখনও চায় একজন নারী কোনোরকম সিদ্ধান্ত নেবার সময় তার পরিবারের মান, মর্যাদা, প্রতিষ্ঠা নির্দেশ এবং স্বার্থ বিবেচনা করে। বুর্জোয়া সমাজ একজন নারীকে তার পরিবার থেকে এবং গার্হস্থ্য দায়বদ্ধতা ও গুণাবলী থেকে বিচ্ছিন্ন বৃত্তের বাইরে পৃথকভাবে এক স্বাধীন ব্যক্তি রূপে দেখে না। সমসাময়িক সমাজ নারীর অভিভাবকের ভূমিকা পালন করায় প্রাচীন উপজাতিয় সমাজ অপেক্ষা অনেক দূর যায়। শুধু তার বিবাহ নয়, তার প্রণয়ের জন্য 'যোগ্য' পাত্র নির্বাচন করতেও নির্দেশ দেয়।

আমরা অনবরত যথেষ্ট আত্মিক এবং বৌদ্ধিক গুণাবলীসম্পন্ন মানুষের সাথে মিলিত হই যারা তাদের জীবন-সাথী হিসেবে পছন্দ করেছে একজন মূল্যহীন এবং ফাঁপা নারীকে, যে কোনোভাবেই স্বামীর মনের সাথে মানানসই নয়। আমরা একে একেবারেই অস্বাভাবিক রূপে গ্রহণ করি এবং আমরা এ সম্বন্ধে দ্বিতীয়বার ভেবে দেখি না। এমন এক অসহনীয় স্ত্রীর সাথে নিজেকে জড়িয়ে ফেলার জন্য খুব বেশি হলে বন্ধুদের কাছে ইভান ই ভানোভিক সহানুভূতির পাত্র হতে পারে। কিন্তু যদি এটা অন্যভাবে ঘটে আমরা বিচলিত হই এবং এই বিষয়ে দুশ্চিন্তা প্রকাশ করি। "কেমন করে মারিয়া পেত্রোভনার মতো এমন একজন অসামান্য নারী এমন একজন তুচ্ছ ব্যক্তির প্রতি মোহগ্রস্ত হয়? আমি মারিয়া পেত্রোভনার যোগ্যতা

সম্পর্কে সন্দেহ প্রকাশ করতে শুরু করি।" আমরা এই দু-ধরনের মানদণ্ড কোথা থেকে পাই? এর কারণ কী? কয়েক শতাব্দী ধরে লিঙ্গগুলোর 'পৃথক মূল্যে'র ধারণা মানুষের মনস্তাত্ত্বিক গঠনের অংশ হয়ে যাওয়াটাই এর কারণ। আমরা সাধারণত একজন নারীকে দৈহিক এবং আবেগগত অভিজ্ঞতা-নিরপেক্ষভাবে তার গুণাবলী এবং অনুভূতি সহ একটি ব্যক্তিত্বরূপে মূল্যায়িত করি না, বরং কেবল পুরুষের একটি লেজুড় মনে করি। এই পুরুষ—স্বামী অথবা প্রেমিক, তার ব্যক্তিত্বের আলো নারীটির ওপর নিক্ষেপ করে; আমরা যাকে তার আবেগগত এবং নৈতিক গঠনের প্রকৃত চরিত্র বিবেচনা করি তা নারীটির নিজের নয়, তা এরই প্রতিফলন। সমাজের চোখে, যৌনক্ষেত্রে একজন পুরুষের কার্যাবলীর থেকে তার ব্যক্তিত্বকে অনেক সহজেই পৃথক করা যেতে পারে। নারীর ব্যক্তিত্বের প্রায় পুরোটাই বিচার হয় যৌনজীবনের পরিপ্রেক্ষিতে। এই ধরনের দৃষ্টিভঙ্গি শতাব্দী ধরে সমাজে মেয়েরা যে ভূমিকা পালন করেছে তার থেকে উদ্ভূত হয়েছে এবং কেবল এখনই এই সমস্ত দৃষ্টিভঙ্গিগুলোর পুনর্মূল্যায়ন ধীরে ধীরে সম্ভব হচ্ছে, অন্তত রূপরেখায়। কেবল নারীর অর্থনৈতিক ভূমিকায় একটি পরিবর্তন এবং উৎপাদনে তার স্বাধীনভাবে যুক্ত হওয়া, এই সমস্ত ভুল এবং ভণ্ড ধারণাকে দুর্বল করতে পারে এবং করবে।

তিনটি মৌলিক পরিস্থিতি আধুনিক মনস্তত্ত্বকে বিকৃত করে—চূড়ান্ত অহংবাদ, বিবাহিত সঙ্গীদের পরস্পরের ওপর অধিকারবোধ এবং দৈহিক ও আবেগগত অভিজ্ঞতার পরিপ্রেক্ষিতে লিঙ্গগুলোর মধ্যেকার অসাম্যের গ্রহণযোগ্যতা—যদি যৌন সমস্যার মীমাংসা করতে হয় তাহলে অবশ্যই এগুলির সম্মুখীন হতে হবে। যখন মানুষের মানসিকতায় 'সহানুভূতির অনুভূতি' যথেষ্ট পরিমাণ সঞ্চিত থাকবে, যখন তাদের ভালোবাসার ক্ষমতা মহত্তর হবে, যখন ব্যক্তিগত সম্পর্কের ক্ষেত্রে স্বাধীনতার ধারণা বাস্তব রূপ নেবে এবং যখন 'কমরেডশিপ'-এর নীতি অসাম্য এবং আনুগত্যের প্রথাগত ধারণার ঊর্ধ্বে সাফল্য পাবে, কেবল তখনই মানুষ তাদের পরিস্থিতি থেকে বেরোনোর 'জাদুকাঠি' খুঁজে পাবে। আমাদের মানসিকতার এই বৈপ্লবিক পুনর্শিক্ষা ছাড়া যৌন সমস্যার সমাধান হতে পারবে না।

কিন্তু এই চাওয়া কি বেশি নয়? এই পরামর্শ কি ভিত্তিহীন কল্পনা নয়, স্বপ্নালু আদর্শবাদীর অতি সরল ধারণা নয়? কীভাবে আপনি মানবজাতির 'ভালোবাসার সম্ভাবনা'-কে সততার সাথে জাগাতে সচেষ্ট হবেন? সমস্ত জাতির জ্ঞানী ব্যক্তিরা স্মরণাতীত কাল থেকে, বুদ্ধ এবং কনফুসিয়াস থেকে শুরু করে এবং খ্রিষ্ট পর্যন্ত, এই বিষয়ে নিজেদেরকে নিযুক্ত করেননি কি? এবং কে বলতে পারে—'ভালোবাসার

সম্ভাবনা' বিকশিত হয়েছে কি না? যৌন সমস্যার সমাধান সম্পর্কে এই ধরনের দিবাস্বপ্নগুলো কি নিছক দুর্বলতার স্বীকারোক্তি এবং 'জাদুকাঠি' খোঁজার জন্য প্রচেষ্টা চালানোর বিষয়ে প্রত্যাখ্যান নয়?

এটা কি তাই? আমাদের মানসিকতার বৈপ্লবিক পুনর্শিক্ষা আর যৌন সম্পর্কগুলো সম্পর্কে আমাদের দৃষ্টিভঙ্গি কি বাস্তবতা থেকে এতটাই বিচ্ছিন্ন, এতটাই অন্যরকম? বিপরীত ভাবে, কেউ কি বলতে পারে না যে, যখন বিশাল সামাজিক এবং অর্থনৈতিক পরিবর্তনগুলো ঘটে চলেছে, যে অবস্থা তৈরি হচ্ছে তা যা বলছি তার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ মনস্তাত্ত্বিক অভিজ্ঞতার একটি নতুন ভিত্তি দাবি করছে এবং তুলে ধরছে? অপর একটি শ্রেণি, একটি নতুন সামাজিক গোষ্ঠী এবং বুর্জোয়াদেরকে তার বুর্জোয়া মতাদর্শ এবং যৌন নৈতিকতার ব্যক্তিবাদী আচার-ব্যবহারসহ স্থানান্তরিত করতে এগিয়ে আসছে। প্রগতিশীল শ্রেণিটির শক্তিবৃদ্ধি পাওয়ার ফলে সে তার সামাজিক অস্তিত্বের সাথে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত লিঙ্গগুলোর সম্পর্ক বিষয়ে নতুন ধারণা উন্মোচিত করতে ব্যর্থ হতে পারে না। আমাদের চোখের সামনে সামাজিক-অর্থনৈতিক সম্পর্কগুলোর যে জটিল বিবর্তন স্থান নিচ্ছে—যা সামাজিক জীবনে নারীর ভূমিকা সম্পর্কে আমাদের সমস্ত ভাবনাকে পরিবর্তিত করছে এবং বুর্জোয়া সমাজের যৌন নৈতিকতাকে ক্ষইয়ে দিচ্ছে—তার দুটি বিপরীত ফলাফল আছে। একদিকে আমরা মানবপ্রজাতির নতুন পরিবর্তনশীল সামাজিক-অর্থনৈতিক অবস্থাকে মানিয়ে নেওয়ার অক্লান্ত প্রচেষ্টা দেখতে পাই, নতুন মর্মবস্তু সহ পুরোনো রূপগুলোকে বাস্তবে সঙ্গীদের স্বাধীনতাকে গ্রহণ করাসহ যথাযথ, অবিচ্ছেদ্য একগামী বিবাহের বাহ্যিক রূপের রীতিনীতি রক্ষা করার প্রচেষ্টার মধ্য দিয়ে তা প্রতিভাত হয়; নতুবা যা বুর্জোয়া বিবাহের নৈতিক আচার-ব্যবহারের সমস্ত উপাদানকে ধারণ করে, যে নতুন রূপ তাকে গ্রহণ করে ('মুক্ত মিলন' যেখানে সঙ্গীদের অধিকারবোধের বাধ্যবাধকতা আইনী বিবাহের তুলনায় বেশি), অন্যদিকে লিঙ্গগুলোর মধ্যেকার নতুন রূপের সম্পর্ক ধীরে অথচ দৃঢ়ভাবে আবির্ভূত হতে আমরা দেখছি, যা বাহ্যিক রূপ এবং অন্তর্বস্তুর দিক থেকে পুরোনো রূপের থেকে পৃথক। মানবপ্রজাতি এই সমস্ত নতুন ধারণার দিকে বেশি আত্মবিশ্বাসের সাথে এগোচ্ছে না, কিন্তু আমাদের তার প্রচেষ্টার দিকে তাকানো প্রয়োজন, এই মুহূর্ত তা যতই অস্পষ্ট হোক, যেহেতু তা ভবিষ্যতের 'অবরুদ্ধ ঘাঁটি' দখল করবে যে শ্রেণি, সেই প্রলেতারিয়েতের কর্তব্যের সাথে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত। যে সম্পর্কগুলো যৌন সমস্যার বাইরে মানবতাকে এগিয়ে নিয়ে যেতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ, যৌন রীতিনীতির

জটিল এবং বিপরীত সমস্যাযুক্ত বিভ্রান্তিকর পরিস্থিতির মধ্যে যদি আপনি লিঙ্গগুলোর মধ্যেকার আরও স্বাস্থ্যকর সম্পর্কের প্রারম্ভ খুঁজতে চান—আপনাকে বুর্জোয়া সমাজের বিশুদ্ধ ব্যক্তিতাবাদী মানসিকতা-সহ বুর্জোয়াদের 'সংস্কৃতিবান গৃহকোণ' পরিত্যাগ করতে হবে এবং শ্রমিক শ্রেণির বিশৃঙ্খলাময় আবাসস্থানের দিকে তাকাতে হবে। ধনতন্ত্রের বিভীষিকাময় এবং দুরাবস্থার মধ্যে, কান্না এবং অভিসম্পাতের মধ্যে জীবনের স্রোত সেখানে উচ্ছ্বলিত হচ্ছে।

ধনতন্ত্রের দ্বারা নিষ্ঠুরভাবে শোষিত, কঠিন অর্থনৈতিক চাপের অধীনে বিরাজ করে যে প্রলেতারিয়েৎ তার জীবনে নিজে থেকেই সেই দ্বৈত প্রক্রিয়া আপনি দেখতে পারেন যার কথা আমরা সবে উল্লেখ করেছি, 'নিষ্ক্রিয় বোঝাপড়া' এবং বিদ্যমান বাস্তবতার 'সক্রিয় বিরোধিতার' দুটি প্রক্রিয়াই আপনি দেখতে পারেন। ধনতন্ত্রের ধ্বংসাত্মক প্রভাব শ্রমিক পরিবারের ভিত্তিকে ধ্বংস করে এবং তাকে অসচেতনভাবে বিদ্যমান বাস্তবতাকে 'মানিয়ে নিতে' বাধ্য করে। এটা লিঙ্গগুলোর মধ্যেকার সম্পর্কের প্রশ্নে অন্যান্য সামাজিক শ্রেণিগুলোর সাথে তুলনীয় পরিস্থিতির এক পরম্পরার জন্ম দেয়। কম মজুরিজনিত সমস্যার কারণে শ্রমিক বেশি বয়সের বিবাহের দিকে নজর দেয়। কুড়ি বছর আগে যদি একজন শ্রমিক সাধারণভাবে কুড়ি থেকে পঁচিশ-এর মধ্যে বিয়ে করতেন, তিনি এখন পরিবারের দায়িত্বের বোঝা বহন করেন কেবল তাঁর তিরিশ বছরের কাছাকাছি। শ্রমিকের সাংস্কৃতিক চাহিদা যত বেশি হয়—তিনি তত বেশি সাংস্কৃতিক জীবনের সাথে যুক্ত থাকার সুযোগকে মূল্য দেন—থিয়েটার দেখা এবং বক্তৃতা শোনা, সংবাদপত্র এবং ম্যাগাজিন পড়া, বাকি সময় তিনি ব্যয় করেন সংগ্রাম এবং রাজনীতি অথবা কিছু প্রিয় নেশা, যেমন— কলা বা পাঠ ইত্যাদি—তার পরবর্তীতে তিনি বিয়ে করার দিকে ঝোঁকেন। কিন্তু দৈহিক চাহিদা আর্থিক পরিস্থিতিকে বিবেচনায় আনে না; তা তাদেরকে অনুভব করতে বাধ্য করে। অবিবাহিত শ্রমিক, অবিবাহিত মধ্যবিত্ত শ্রেণির একজনের মতো একইভাবে দেহব্যবসার দিকে তার দৈহিক চাহিদা মেটানোর একটি উপায় হিসেবে দেখে। অস্তিত্বের জন্য প্রতিকূল অবস্থার সাথে শ্রমিক শ্রেণির নিষ্ক্রিয় বোঝাপড়ার এটি একটি উদাহরণ। অন্য একটি উদাহরণ নেওয়া যাক—যখন শ্রমিক বিবাহ করে, শ্রমিক পরিবারের আর্থিক সামর্থ্যের নিম্নাবস্থা, বুর্জোয়া পরিবারের মতোই শিশু জন্মহারকে 'নিয়ন্ত্রণ' করতে বাধ্য করে। নবজাত শিশুহত্যার প্রচুর ঘটনা, দেহব্যবসার বিকাশ—এগুলো সবই একই প্রক্রিয়ার প্রকাশ। শ্রমিক শ্রেণির পারিপার্শ্বিক বাস্তবতাকে মানিয়ে নেওয়ার এগুলো সব উদাহরণ।

এই প্রক্রিয়াগুলো একা প্রলেতারীয়কে চরিত্রায়িত করে না। পুঁজিবাদী বিকাশের বিশ্ব প্রক্রিয়ার মধ্যে আটকে পড়া সাধারণ জনতার অপরাপর যে শ্রেণি এবং অংশগুলো এই পদ্ধতিতেই তারা প্রতিক্রিয়া দেখায়। নিপীড়নকারী বাস্তবতার সঙ্গে মানিয়ে নেওয়ার বদলে তার বিরোধকারী সক্রিয় এবং সৃষ্টিশীল শক্তিগুলোর সম্পর্কে যখন আমরা বলতে শুরু করি এবং নতুন আদর্শ ও লিঙ্গগুলোর নতুন সম্পর্কের জন্য উদ্যোগের প্রসঙ্গে বলি তখনই আমরা একটা পার্থক্য দেখতে পাই। কেবল শ্রমিক শ্রেণির মধ্যেই এই সক্রিয় বিরোধ রূপ নিচ্ছে। এর অর্থ এই নয় যে, জনসংখ্যার অন্যান্য শ্রেণি এবং বিভাগগুলো (বিশেষত মধ্যবিত্ত বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায়, যারা তাদের সামাজিক অস্তিত্বের কারণে শ্রমিক শ্রেণির নিকটতম অবস্থানে দাঁড়ায়) প্রগতিশীল শ্রমিক শ্রেণির দ্বারা 'নতুন' রূপগুলোকে গ্রহণ করে না। বুর্জোয়া সমাজ তাদের বিবাহের মৃত এবং দুর্বল রূপগুলোর মধ্যে নতুন জীবনের শ্বাস নেওয়ার প্রবৃত্তিগত একটি চাহিদার দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে শ্রমিক শেণির 'নতুন' ধারণাগুলোকে রদ করে। কিন্তু যৌন নৈতিকতার আদর্শ এবং আচার-ব্যবহার বুর্জোয়াদের শ্রেণি-স্বার্থ রক্ষা করে না। তারা শ্রমিক শ্রেণির দাবিগুলোকে প্রতিফলিত করে এবং তাই সংগ্রামের একটি নতুন অস্ত্ররূপে কাজ করে। তারা বুর্জোয়া সমাজের সামাজিক নিয়ন্ত্রণের ভিত্তিকে চুরমার করতে সাহায্য করে, এই বিষয়টিকে উদাহরণের সাহায্যে পরিষ্কার করা যাক।

আরও মুক্ত এবং সহজে ভাঙা যায় এমন সামাজিক বিবাহের দ্বারা অবিচ্ছিন্ন বিবাহকে প্রতিস্থাপিত করার যে প্রচেষ্টা মধ্যবিত্ত বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায় নিয়েছিল, তা বুর্জোয়া সমাজের স্থিতিশীলতার জন্য প্রয়োজনীয় ভিত্তিকে ধ্বংস করে। তা একগামী, সম্পত্তিকেন্দ্রিক পরিবারকে ধ্বংস করে। অপরদিকে লিঙ্গগুলোর মধ্যেকার সম্পর্কগুলোর অধিকতর নমনীয়তা সমাপতিত হল এবং তা হল এমনকি শ্রমিক শ্রেণির অন্যতম একটি মৌলিক কাজের অপ্রত্যক্ষ ফল। বিবাহের মধ্যে 'আনুগত্যের' উপাদানের খারিজ হওয়া বুর্জোয়া পরিবারের শেষতম কৃত্রিম বন্ধনকে ধ্বংস করার দিকে যাচ্ছে। শ্রমিক শ্রেণির এক সদস্য থেকে অপরের প্রতি 'আনুগত্য', সম্পর্কগুলোর মধ্যে অধিকারবোধের অনুভূতির মতো একই রকমভাবে প্রলেতারিয়েতের মনস্তত্ত্বে ক্ষতিকর প্রভাব সৃষ্টি করে। শ্রেণিস্বার্থকে বিচ্ছিন্ন ব্যক্তিগত পরিবারের স্বার্থের আগে স্থান দেয়, শুধুমাত্র এমন কয়েকজন স্বাধীন প্রতিনিধিদের নির্বাচন করাটাই সেই বিপ্লবী শ্রেণিটির স্বার্থের অনুকূলে কাজ করে না। ধর্মঘট অথবা কোনো সক্রিয় সংগ্রাম চলাকালীন সময়পর্বে পরিবারের স্বার্থ এবং

শ্রেণিস্বার্থের মধ্যের বিরোধ ঘটতে দেখা যায় এবং প্রলেতারিয়েৎ এই সমস্ত ঘটনাগুলোকে যে নৈতিক মানদণ্ডের সাহায্যে প্রত্যক্ষ করে, তা নতুন প্রলেতারীয় মতাদর্শের ভিত্তির যথেষ্ট স্বচ্ছ উদাহরণ।

ধরা যাক, পারিবারিক ঘটনার জন্য এক ব্যবসায়ীর প্রয়োজন তার পুঁজিকে কারখানার বাইরে নিয়ে আসার, যখন ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানটি আর্থিক অসুবিধার মধ্যে আছে। বুর্জোয়া নৈতিকতা পরিষ্কারভাবে তার করণীয় স্থির করে দেয় : 'পরিবারের স্বার্থ অগ্রাধিকার পাবে', আমরা এই আচরণকে একজন ধর্মঘটভঙ্গকারী শ্রমিকের আচরণের সাথে তুলনা করতে পারি, যে তার কমরেডদের তুচ্ছজ্ঞান করে এবং তার পরিবারকে ক্ষুধার হাত থেকে বাঁচাতে ধর্মঘটের সময় কাজে যায়। 'শ্রেণির স্বার্থ অগ্রাধিকার পাবে'। আরেকটি উদাহরণ নেওয়া যাক। পরিবারের প্রতি মধ্যবিত্ত শ্রেণির স্বামীর ভালোবাসা এবং বিশ্বস্ততা বাড়ির বাইরের সমস্ত স্বার্থ থেকে তার স্ত্রীকে সরিয়ে আনতে এবং রান্নাঘর ও শিশুদের ঘরে আবদ্ধ করে দেওয়ার পক্ষে যথেষ্ট। 'আদর্শ স্বামী আদর্শ পরিবারকে শক্তি যোগাতে পারে'—এই হল বুর্জোয়াদের দেখার পদ্ধতি। কিন্তু শ্রমিকরা তাদের শ্রেণির একজন 'সচেতন' সদস্যকে কীভাবে দেখবে যে সামাজিক সংগ্রামের পরিপ্রেক্ষিতে তার স্ত্রী বা বান্ধবীর চোখ বন্ধ করে রেখেছে? ব্যক্তিগত সুখের জন্য, শ্রমিক শ্রেণির নৈতিকতা মেয়েদের চৌকাঠের বাইরের উন্মোচিত জীবনে অংশগ্রহণ দাবি করে। বাড়ির মধ্যে মেয়েদের 'বন্দি দশা', সবকিছুর সামনে যেভাবে পরিবারের স্বার্থ স্থাপিত হয়, স্ত্রীর ওপর স্বামীর পূর্ণ সম্পত্তি অধিকারের বিস্তৃত প্রয়োগ—এইসব বিষয়গুলোই 'কমরেডসুলভ সংহতি'—শ্রমিক শ্রেণির মতাদর্শের এই মৌলিক নীতির কারণে ভেঙে পড়ছে। কিছু সদস্য অসম এবং শ্রেণির অন্যান্য সদস্যদের কাছে অবশ্যই তাকে আনুগত্য প্রকাশ করতে হবে—এই ধারণা শ্রমিক শ্রেণির পারস্পরিক বন্ধুত্বের মৌলিক বিরোধী। পারস্পরিক বন্ধুত্বের নীতি শ্রমিক শ্রেণির মতাদর্শের ক্ষেত্রে একটি মৌলিক বিষয়। এটি বিকাশমান সর্বহারার নৈতিকতাকে রঙিন করে এবং নির্ধারণ করে, যে নৈতিকতা মানুষের ব্যক্তিত্বকে পুনঃশিক্ষিত করতে সাহায্য করে, অনুভূতি সক্ষম হতে সাহায্য করে, সম্পত্তির অনুভূতির বাঁধনযুক্ত হওয়ার পরিবর্তে স্বাধীনতার বোধক্ষম হতে, অসাম্য এবং আনুগত্যের চাইতে কমরেডসুলভ সম্পর্ক গড়তে অনুমোদন করে।

এটা পুরোনো সত্য যে, অর্থনৈতিক বিকাশ এবং বৈষয়িক সংস্কৃতির অগ্রগতির একটি ফলাফলরূপে যে নতুন শ্রেণি বিকশিত হয়, তা মানবজাতিকে একটি যথাযথ

নতুন মতাদর্শ প্রদান করে। এই মতাদর্শের একটি অংশ হল যৌন ব্যবহারের রীতিনীতি। যাই হোক, 'প্রলেতারিয়েতের আচরণবিধি' বা 'প্রলেতারিয়েতের যৌনতার নৈতিকতা' সম্বন্ধে মূল্যবান কিছু বলতে চাওয়া হল সেই বস্তাপচা ধারণার সমালোচনা করা যে, সর্বহারা যৌনতার নৈতিকতা 'উপরিকাঠামো' ছাড়া কিছু নয় এবং যতক্ষণ না সমাজের অর্থনৈতিক ভিত্তি পরিবর্তিত হচ্ছে ততক্ষণ এক্ষেত্রে কোনো পরিবর্তনের স্থান নেই। যেন যখন সামাজিক-অর্থনৈতিক সম্পর্কগুলো পুরোপুরি ভেঙে পড়ে, কোনো একটি শ্রেণির আধিপত্যের গ্যারান্টি পরিপূর্ণ হয় কেবলমাত্র তখনই সেই শ্রেণিটির মতাদর্শ গঠিত হয়! ইতিহাসের সমস্ত অভিজ্ঞতা আমাদের এই শিক্ষা দেয় যে, একটি সামাজিক দল বিপরীত সামাজিক শক্তিগুলোর সাথে তার সংগ্রামের প্রক্রিয়ায় মতাদর্শ নিয়ে লড়াই করে এবং কাজে কাজেই তার যৌনতার নৈতিকতারও রূপদান করে।

নতুন আত্মিক মূল্যবোধের সাহায্যেই শ্রেণি তার সামাজিক অবস্থান শক্তিশালী করতে পারে। এই সমস্ত নতুন নিয়ম ও আদর্শগুলোকে আঁকড়ে ধরলে তবেই সমাজের তার সাথে বৈরিভাবাপন্ন সমস্ত দল থেকে শ্রেণি ক্ষমতা ছিনিয়ে নিতে পারে। শ্রমিক শ্রেণির স্বার্থকে প্রতিফলিত করে এমন নৈতিকতার মৌলিক শর্তগুলোর অনুসন্ধান করা এবং বিকাশমান যৌন রীতিনীতিগুলি সেই শর্তগুলোর সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ কিনা তা পরীক্ষা করা—এই দায়িত্ব শ্রমিক শ্রেণির মতাদর্শীদের অবশ্যই সামলাতে হবে। আমাদের বোঝা উচিত যে সমাজের মধ্যে যেসমস্ত সৃষ্টিশীল প্রক্রিয়া গড়ে উঠছে তার সম্বন্ধে এবং যে নতুন দাবিগুলি, নতুন আদর্শ এবং নতুন রীতিনীতিগুলি তৈরি হচ্ছে সেগুলি সম্পর্কে সচেতন হয়ে, কেবল প্রগতিশীল শ্রেণিটির যৌন নৈতিকতার মোক্ষম আঘাত সম্পর্কে স্পষ্ট হয়েই আমরা সম্ভবত লিঙ্গ সম্পর্কগুলোর বিশৃঙ্খলা এবং বৈরিতাগুলিকে অনুধাবন করতে পারি এবং জটিল যৌন সমস্যার শক্তপোক্ত বাঁধনকে উন্মোচিত করতে সক্ষম এমন জাদুসূত্রকে খুঁজে পেতে পারি।

আমাদের অবশ্যই মনে রাখা উচিত যে, কেবল শ্রমিক শ্রেণির সমস্যার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ যৌন নৈতিকতার রীতিনীতিই শ্রমিক শ্রেণির সংগ্রামী অবস্থানকে শক্তিশালী করতে পারে। ইতিহাসের অভিজ্ঞতা আমাদের এই শিক্ষা যথেষ্ট দিয়েছে। আমরা যারা কমিউনিস্ট নিয়ম এবং লিঙ্গগুলোর মধ্যেকার গভীরতর এবং আরও আনন্দদায়ক নতুন সম্পর্কগুলোর জন্য লড়াই করছি, শ্রমিক শ্রেণির স্বার্থে এই অস্ত্রকে ব্যবহার করতে কি কেউ আমাদের বাধা দিতে পারে?

পাদটীকা

প্রথাগত রাশিয়ার গ্রামগুলিতে, অল্পবয়সী মেয়েদেব একটি পুরোনো কুঁড়েঘর বা কারুর বাড়ির একটি ঘর ভাড়া নিয়ে পরস্পর মিলিত হত। তারা সেখানে সন্ধ্যায় গল্প বলত, সেলাইয়ের কাজ করত এবং গান গাইত। অল্পবয়সী ছেলেরাও আনন্দ-উৎসবে যোগদান করতে আসত। বলা হয় কখনও আনন্দ-উৎসব বেলেল্লাপনায় পরিণত হত, যদিও এ সম্বন্ধে নানা বিরোধী ধারণা আছে।

এক যৌনবন্ধনমুক্ত কমিউনিস্ট নারীর আত্মকথা

আমার জীবনের লক্ষ্য ও মূল্য

একটা আত্মজীবনী লেখার থেকে কঠিন কিছু নেই। কিসের ওপর জোর দেওয়া উচিত? শুধু সাধারণ আগ্রহের বিষয়গুলোতে? সর্বোপরি, এটাই কাম্য যে লেখাটা যেন সৎ হয় এবং কোনো একটি প্রথাগত সৌজন্য প্রদর্শনমূলক ভূমিকা সম্বলিত হয়। এজন্য যে, যদি কাউকে তার জীবনের যেসব কার্যকলাপ তাকে সাধারণ মানুষের জন্য প্রয়োজনীয় করে তুলেছে তা বলতে বলা হয়, এর অর্থ শুধু এটাই হতে পারে যে তিনি ইতিমধ্যেই জীবনে ইতিবাচক কিছু করেছেন, জনসাধারণ স্বীকৃতি দেয় এমন কোনো কর্তব্য সম্পাদন করেছেন। সাথে সাথে এটা একটা ভুলে যাওয়ার বিষয় যে যিনি লিখছেন তিনি তাঁর নিজের সম্পর্কে লিখছেন, যথাসম্ভব তাঁকে আমিত্ব বর্জন করতে হবে যাতে একজনের জীবনের গড়ে ওঠা এবং তার সাফল্যের যথাসম্ভব বস্তুভিত্তিক একটা বর্ণনা দেওয়া যায়। আমি এটা করার-ই চেষ্টা করছি কিন্তু সাফল্যের সাথে তা করা যাবে কিনা তা অন্য ব্যাপার। একই সাথে আমি অবশ্যই স্বীকার করব যে এক অর্থে এই আত্মজীবনী আমার কাছে একটা সমস্যা হয়ে দাঁড়াচ্ছে।

কারণ, পেছনে তাকিয়ে, একই সাথে ভবিষ্যতকে বোঝার চেষ্টা করে আমি আমার নিজের কাছেও আমার সত্তা এবং সাফল্যের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বাঁকগুলোকে পেশ করতে থাকব। এইভাবে নারীমুক্তির সংগ্রাম, উপরন্তু, তার সামাজিক গুরুত্বের জন্য প্রয়োজনীয় দৃঢ় পদক্ষেপ ফেলতে আমি সফল হতে পারি। আমার যে বেঁধে দেওয়া ছক অনুযায়ী আমার জীবনকে রূপ দেওয়া উচিত হবে না, আমার জীবনের সঠিক পথের সন্ধান পাওয়ার যোগ্যতা অর্জন করতে আমাকে যে নিজেকে ছাড়িয়ে যেতে হবে, সেই সচেতনতা তরুণতম বছরগুলোতেই আমার ছিল।

একইসাথে আমি এই বিষয়ে সচেতন ছিলাম যে এইভাবে, আমি আমার বোনেদেরও সাহায্য করতে পারি তাদের জীবন গড়ে তোলার জন্য। প্রথাগুলোর

সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে নয়, বরং তাদের নিজেদের পছন্দ অনুযায়ী, সামাজিক ও অর্থনৈতিক পরিস্থিতি যতদূর অনুমোদন করে। আমি সবসময় বিশ্বাস করেছি যে, এমন সময় নিশ্চয় আসবে যখন পুরুষের মত একই নৈতিকতার মানদণ্ডের দ্বারা মেয়েদেরও বিচার করা হবে। কারণ তার নারীসুলভ বিশেষ গুণাবলীর জন্য তাকে মানব সমাজে বিশেষ সম্মানের আসন দেওয়া হয় না, বরং তার দ্বারা কৃত প্রয়োজনীয় লক্ষ্য সাধিত হওয়ার মূল্য, মানুষ হিসেবে তার ব্যক্তিত্বের মূল্য, নাগরিক হিসেবে, ভাবুক হিসেবে, যোদ্ধা হিসেবে।

অবচেতনভাবে এই প্রেরণাই ছিল আমার সমগ্র জীবন এবং কার্যকলাপের চালিকাশক্তি। আমার নিজের পথে চলতে, কাজ করতে, লড়াই করতে, পুরুষের পাশাপাশি সৃষ্টি করতে এবং এক সর্বজনীন মানবিক উদ্দেশ্য সাধনে সচেষ্ট হতে (কারণ, বাস্তবিকই প্রায় ৩০ বছর আমি কমিউনিস্টদের সাথে আছি) কিন্তু একই সাথে একজন নারী হিসেবে আমার ব্যক্তিগত অন্তরঙ্গ জীবনকে আমার নিজস্ব ইচ্ছানুযায়ী এবং আমার চরিত্রের নির্দিষ্ট নিয়মানুযায়ী গড়ে তুলতে এটাই আমার ভাবনার গতিপথ নিরূপণ করে দিয়েছে। এবং বাস্তবে আমার অন্তরঙ্গ জীবনকে আমার নিজস্ব মান অনুযায়ী বিন্যস্ত করতে আমি সফল হয়েছি এবং একজন পুরুষের তুলনায় আমি আমার প্রেমের অভিজ্ঞতাসমূহকে বেশি কিছু গোপন করিনি। সর্বোপরি যাইহোক না কেন, যে পরিমাণে সৃজনশীলতা, সক্রিয় কার্যকলাপ, সংগ্রাম সর্বদাই পুরোভূমি দখল করে নিয়েছে, আমি আমার অনুভূতিগুলোকে, ভালোবাসাজনিত আনন্দ আর বেদনাকে আমার জীবনে প্রথম স্থান অধিকার করতে দিইনি। আমি সরকারী ক্যাবিনেটের একজন সদস্য হতে সক্ষম হয়েছিলাম, ১৯১৭-১৮ সালে প্রথম বলশেভিক ক্যাবিনেটে। আমি-ই প্রথম নারী যে একজন রাষ্ট্রদূত হিসেবে নিযুক্ত হয়েছে, যে পদে আমি তিনবছরের জন্য আসীন ছিলাম। এবং যেখান থেকে আমি আমার নিজস্ব ইচ্ছাতেই পদত্যাগ করি। এই ঘটনা এটা প্রমাণ করতে সাহায্য করে যে, নারীরা অবশ্যই যুগের প্রথাগত পারিপার্শ্বিক অবস্থার ঊর্ধ্বে বিরাজ করতে পারে। বিশ্বযুদ্ধ, ঝোড়ো বিপ্লবী চেতনা যা এখন পৃথিবীর সমস্ত অঞ্চলে প্রভাবশালী, তা এই অস্বাস্থ্যকর, অতি তপ্ত নৈতিকতার দ্বিচারিতার তীব্রতা হ্রাস করতে বিশাল ভূমিকা নিয়েছে। আমরা ইতিমধ্যেই অতিরিক্ত চাপসৃষ্টিকারী চাহিদা না প্রকাশ করতে অভ্যস্ত, যেমন—অভিনেত্রীদের ক্ষেত্রে এবং মুক্তপেশাসমূহে যুক্ত নারীদের ক্ষেত্রে তাদের বিবাহিত জীবন সংক্রান্ত প্রশ্নে। কূটনীতি, যাই হোক না কেন, এমন একটা দায়িত্ব যা অন্যান্য কিছুর থেকে বেশি

পরিমাণে এর পুরোনো রীতিনীতি, ব্যবহার, প্রথা এবং সর্বোপরি এর কঠোর আচার-অনুষ্ঠান বজায় রাখে। একজন নারী, একজন 'মুক্ত', একজন একা নারী এই অবস্থানে বিরোধীতা ছাড়াই স্বীকৃতি পেয়েছে, এই ঘটনা এটাই দেখায় যে, এমন সময় এসেছে যখন সমস্ত মানুষই তাদের কার্যকলাপ এবং সাধারণ মানবিক মর্যাদা অনুযায়ী সমানভাবে স্বীকৃত মূল্যায়িত হবে। আমি যখন অসলোতে রাশিয়ার প্রতিনিধি হিসেবে নিযুক্ত হয়েছিলাম, আমি এটা বুঝেছিলাম যে, এর ফলে আমি শুধু নিজের জন্য নয়, বরং সাধারণভাবে নারীদের জন্য এক বিজয় অর্জন করেছি। এবং বাস্তবিকই তা ছিল তাদের জঘন্যতম শত্রু, যা হল প্রথাগত নৈতিকতা এবং বিবাহের রক্ষণশীল ধারণার বিরুদ্ধে বিজয়। কোনো উপলক্ষ্যে যখন আমাকে বলা হয় যে, এধরনের একটা দায়িত্বপূর্ণপদে একজন নারী নিযুক্ত হয়েছেন, এটা সত্যিই চমকপ্রদ, আমি তখন সর্বদাই নিজে নিজে ভেবেছি যে চূড়ান্ত বিচারে নারীমুক্তির পরিপ্রেক্ষিতে মুখ্য বিজয়টি শুধু এই ঘটনাটাতে নেই। বরং সমগ্র এক বিশেষ গুরুত্ব এতে রয়েছে যে, আমার মত একজন নারী যিনি দ্বৈত নৈতিকতার সাথে তাঁর বোঝাপড়া সম্পূর্ণ করে ফেলেছেন এবং যিনি তা কখনই গোপন করেননি তাঁকে এমন একটা গোষ্ঠীতে গৃহীত করা হয়েছে যা আজ পর্যন্ত অত্যন্ত জোরালোভাবে প্রথা এবং ছদ্ম নৈতিকতাকে ঊর্ধ্বে তুলে ধরেছে। এইভাবে আমার জীবনের উদাহরণ অন্যান্য নারীদের জীবন থেকেও দ্বৈত নৈতিকতার অপদেবতাকে দূর করতে সাহায্য করতে পারে এবং এটা আমার নিজস্ব অস্তিত্বের একটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়—যার একটা বিশেষ সামাজিক মনস্তাত্ত্বিক মূল্য রয়েছে এবং যা শ্রমজীবী নারীদের মুক্তির সংগ্রামে সাহায্য করে। কোনোরকম ভুল বোঝাবুঝি এড়ানোর জন্য, যাইহোক, এটা এখানে বলা উচিত যে, আমি এখনও নতুন নারীদের সুনিশ্চিত ধরনটি হওয়া থেকে অনেক দূরে রয়েছি। যাঁরা তাঁদের নারী হিসেবে অভিজ্ঞতাগুলোকে তুলনামূলক হাল্কাভাবে নেন, কেউ বলতে পারেন এক ঈর্ষনীয় অগভীরতায়, যাঁদের অনুভূতি এবং মানসিক শক্তি আবেগবিজড়িত প্রেমানুভূতিতে নয়, জীবনের অন্যান্য বিষয়গুলোর- দিকে প্রযুক্ত হয়। সর্বোপরি, আমি এখনও সেই প্রজন্মের নারীদের অন্তর্ভুক্ত যারা ইতিহাসের এক সন্ধিক্ষণে বড় হয়েছেন। যাবতীয় হতাশা, দুঃখজনক পরিণতি এবং যথার্থ সুখের জন্য অবিরাম চাহিদাসহ প্রেম আমার জীবনে খুব বিশাল ভূমিকা পালন করেছে। এক সবকিছুর উর্ধ্বে মহান ভূমিকা! এটা হল মূল্যবান সময় এবং শক্তির ব্যয়, অর্থহীন এবং শেষ বিচারে মারাত্মক রকম মূল্যহীন। আমরা, পুরোনো প্রজন্মের নারীরা,

তখনও জানতাম না কিভাবে মুক্ত হতে হয়। গোটা বিষয়টা হল মানসিক কর্মক্ষমতার এক চূড়ান্ত অবিশ্বাস্যরকমের অপচয়, আমাদের শ্রমশক্তির এক ক্ষয়, যা অনুর্বর আবেগপূর্ণ অভিজ্ঞতাসমূহে অপব্যয়িত হয়েছে। এটা অবশ্যই সত্য যে, আমরা, আমি সহ অন্যান্য কর্মীরা, লড়াকুরা এবং সমসাময়িক শ্রমজীবী নারীরাও এটা বুঝতে সক্ষম ছিলাম যে, প্রেম আমাদের জীবনের প্রধান লক্ষ্য নয় এবং আমরা জানতাম শ্রমকে কিভাবে জীবনের কেন্দ্রে নিয়ে আসতে হয়। তবুও, আমাদের কর্মক্ষমতা আমাদের অহং এবং অন্যের জন্যে আমাদের অনুভূতির সাথে অবিশ্রান্ত লড়াইয়ে যদি খণ্ডিত না হয়ে যেত, আমরা অনেক বেশি সৃষ্টি করতে এবং সাফল্য পেতে সক্ষম হতাম। আসলে এটা হল আমাদের অহং-এ পুরুষের হস্তক্ষেপের বিরুদ্ধে এক অবিরাম আত্মরক্ষামূলক যুদ্ধ, সমস্যা-জটিলতার চারদিকে ঘুরতে থাকা এক লড়াই ঃ শ্রম নাকি বিবাহ এবং ভালোবাসা? আমরা, পুরোনো প্রজন্ম, তখনও বুঝতাম না বেশিরভাগ পুরুষেরা যেমন করে এবং তরুণ নারীরা আজ যেমন শিখছেন যে শ্রম এবং প্রেমের জন্য আকাঙ্ক্ষাকে সমন্বয়মূলকভাবে যুক্ত করা যায়, যাতে কাজ অস্তিত্বের প্রধান লক্ষ্য হিসেবে বজায় থাকে। আমাদের ভ্রান্তি ছিল এটাই যে প্রতিবারই আমরা এই বিশ্বাসে আবিষ্ট হয়েছি যে, অবশেষে আমরা সেই এক এবং একমাত্র মানুষটাকে খুঁজে পেয়েছি সেই মানুষটা যার সাথে আমরা আমাদের আত্মাকে মিশিয়ে দিতে পারব, আমরা বিশ্বাস করেছি, এমন একজন, যে আমাদেরকে এক আত্মিক-শারীরিক শক্তি হিসেবে স্বীকৃতি দিতে পুরোপুরি প্রস্তুত।

কিন্তু বারবার পরিণতি ঘটেছে অন্যভাবে, কারণ পুরুষটি সর্বদাই তাঁর অহং-কে আমাদের ওপর আরোপ করতে এবং আমাদের পুরোপুরি তাঁর প্রয়োজনের উপযোগী করে নিতে চেষ্টা করেছেন। এইভাবে সবকিছু সত্ত্বেও বারংবার অনিবার্য আভ্যন্তরীণ বিদ্রোহ উদ্ভূত হওয়ায় প্রেম একটা শৃঙ্খলে পরিণত হল। আমরা নিজেদের দাসত্বে আবদ্ধ অনুভব করলাম এবং প্রেমবন্ধন দুর্বল করতে চেষ্টা করলাম। এবং ভালোবাসার পুরুষটার সাথে অবিশ্রান্তভাবে চলতে থাকার পর অবশেষে আমরা আমাদের ছিন্ন করে আনলাম এবং স্বাধীনতার দিকে ধাবমান হলাম। তারপর থেকে আমরা আবার একাকী অসুখী, বিষণ্ন, মনমরা কিন্তু মুক্ত— আমাদের প্রিয় পছন্দের আদর্শকে এগিয়ে নিয়ে যেতে মুক্ত........শ্রম।

সৌভাগ্যক্রমে তরুণ জনগণ, বর্তমান প্রজন্ম-কে আর এই ধরনের সংগ্রামের মধ্য দিয়ে যেতে হবে না, যা মানবসমাজের জন্য চূড়ান্তভাবে অপ্রয়োজনীয়।

তাদের যোগ্যতাসমূহ, তাদের কর্মক্ষমতা সঞ্চিত থাকবে তাদের সৃজনশীল কাজের জন্য। তাই বাধার অস্তিত্ব হয়ে দাঁড়াবে উদ্দীপন সঞ্চারক। আমার ব্যক্তিগত জীবনের বিস্তৃত কিছু এখানে সম্পর্কিত করাটা প্রয়োজনীয়। বাইরে থেকে বিচার করলে, আমার শৈশব ছিল খুব সুখের। আমার বাবা-মা ছিলেন পুরোনো রাশিয়ান অভিজাত সম্প্রদায়ভুক্ত। আমি আমার মায়ের দ্বিতীয় বিবাহজাত একমাত্র সন্তান (মা পৃথক থাকতেন এবং আমি দ্বিতীয় বিবাহের বাইরে জন্ম গ্রহণ করি এবং তারপরে আমাকে পালিত কন্যা হিসেবে গ্রহণ করা হয়)। আমি ছিলাম পরিবারের সবচেয়ে ছোট, সবচেয়ে আদরের, সবচেয়ে প্রশ্রয় পাওয়া সদস্য। সম্ভবত এটাই আমার চারপাশে সবকিছুর বিরুদ্ধে আমার প্রতিবাদের মূল কারণ, যা আমার মধ্যে কম বয়সেই খুব দ্রুত বেড়ে উঠেছিল। আমাকে সুখি করতে, আমার জন্য খুব বেশি কিছুই করা হয়েছিল। শিশুদের খেলাগুলোতে আমি যা চাইতাম অথবা আমি প্রকাশ করতে চাইতাম যে অন্যান্য চাহিদাগুলো, কোথাও-ই আমার কৌশলের আশ্রয় নেওয়ারও কোন স্বাধীনতা ছিল না। একই সময়ে আমি মুক্ত হতে চাইতাম, আমি নিজেই আমার ইচ্ছাগুলোকে প্রকাশ করতে চাইতাম, আমার নিজের ছোট্ট জীবনকে রূপ দিতে চাইতাম। আমার বাবা-মা ছিলেন স্বচ্ছল, বাড়িতে কোন বিলাসিতা ছিল না, কিন্তু আমি 'অভাব' শব্দের অর্থ জানতাম না। তবুও আমি দেখতাম যে অন্য শিশুদের থেকে জিনিসপত্র নিয়ে নেওয়া হত। এবং আমার খেলার সাথী ছোট্ট কৃষক শিশুদের জন্য বিশেষভাবে এবং বেদনাদায়কভাবে আহত হতাম। (আমরা প্রায় সবসময়ই গ্রামের দিকে থাকতাম, আমার ঠাকুরদার জমিদারিতে, যিনি একজন ফিনল্যান্ডবাসী ছিলেন)। ইতিমধ্যে ছোট্ট শিশু হিসেবে আমি বড়দের অন্যায়ের সমালোচনা করি এবং এই ঘটনাকে একটা নির্লজ্জ পরস্পর বিরোধিতা হিসেবে বিবেচনা করি যে, সেখানে আমাকে সব কিছুই দিতে চাওয়া হচ্ছে যেখানে অন্যান্য শিশুদের অনেক কিছুই দিতে অস্বীকার করা হচ্ছে। বছরগুলো চলে যাওয়ার সাথে সাথেই এবং আমাকে ঘিরে প্রেমের অনেক ঘটনা বাড়তে থাকায় আমার সমালোচনা তীব্র হল। ইতিমধ্যে আমার প্রথম জীবনেই রাশিয়ায় বিরাজমান সামাজিক অন্যায়ের দিকে আমার দৃষ্টি ছিল। আমাকে কখনো বিদ্যালয়ে পাঠানো হয়নি কারণ আমার স্বাস্থ্যের ব্যাপারে আমার বাবা-মা সর্বদাই দুশ্চিন্তার মধ্যে থাকতেন এবং তাঁরা এটা ভাবতেই পারতেন না যে অন্যান্য শিশুদের মতো, বাড়ি থেকে দূরে কোথাও আমার প্রতিদিন দু-ঘণ্টা কাটানো উচিত। আমার মায়ের সম্ভবত একটা বিশেষ আতঙ্কও ছিল যে উচ্চবিদ্যালয়ে

আমি লিবারেলদের সংস্পর্শে চলে আসতে পাবি। মা অবশ্যই বুঝতেন যে আমি ইতিমধ্যেই যথেষ্ট বিদ্রোহাত্মকভাবে ঝুঁকে পড়েছি। এইভাবে বাড়িতেই আমি আমার শিক্ষালাভ করি, একজন দক্ষ, চালাক, গৃহশিক্ষিকার তত্ত্বাবধানে যিনি রাশিয়ার বিপ্লবী চক্রগুলোর সাথে যুক্ত ছিলেন। বিশ্ববিদ্যালয়ে (সেই গৃহশিক্ষিকা, শ্রীমতী মারী স্ত্রাখোভার কাছে অনেক কিছুর জন্য আমি কৃতজ্ঞ)। প্রবেশের যোগ্যতা সূচক পরীক্ষায় আমি বসি আমার বয়স যখন খুব বেশি হলে মাত্র ষোলো, (১৮৮৮)-তে। এবং তারপর থেকে আশা করা হল যে আমি একজন 'তরুণ সামাজিক নারী'র জীবনযাপন করব। যদিও আমার শিক্ষা ছিল প্রথাবহির্ভূত এবং তা আমার প্রচুর ক্ষতি করেছিল (বহু বছর আমি খুবই লাজুক প্রকৃতির ছিলাম এবং জীবনের বাস্তব বিষয়গুলোতেই আমি খুবই অদক্ষ ছিলাম) তবুও এটা অবশ্যই বলা দরকার যে, আমার বাবা-মা কোনো অর্থেই প্রতিক্রিয়াশীল ছিলেন না। বিপরীতে তাঁরা তাঁদের সময়ের তুলনায় এমনকি যথেষ্ট প্রগতিশীলই ছিলেন। কিন্তু সন্তানের প্রশ্নে। ছাদের নিচে যে নবীন ব্যক্তিটি রয়েছে, তার প্রশ্নে তারা প্রথাকেই প্রথমত উর্ধ্বে তুলে ধরতেন। বিবাহের ধারণাকে কেন্দ্র করেই এই প্রথার বিরুদ্ধে আমার প্রথম তিক্ত সংগ্রাম আবর্তিত হয়েছিল। আমার জন্য একটি ভালো সম্বন্ধ দেখার কথা ভাবা হচ্ছিল এবং মা খুব কম বয়সেই আমাকে বিয়ে দিয়ে দেওয়ার দিকে ঝুঁকে পড়েছিলেন। আমার সবচেয়ে বড় দিদিকে তাঁর উনিশ বছর বয়সে প্রায় সত্তর বছর বয়সের একজন সুপ্রতিষ্ঠিত ভদ্রলোকের সাথে বিবাহচুক্তিতে আবদ্ধ করা হয়েছিল। আমি এই সুবিধার জন্য বিবাহের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করি, এই অর্থের জন্য বিবাহ এবং শুধু ভালোবাসার জন্য, তীব্র অনুরাগ প্রস্তুত বিবাহে ইচ্ছুক ছিলাম। তখনও খুব কম বয়স, এবং আমার বাবা-মার ইচ্ছার বিরুদ্ধেই আমি আমার খুড়তুত/মাসতুত ভাইকে পছন্দ করি, এক নিঃস্ব নবীন ইঞ্জিনীয়ার, যার নাম ছিল কোলনতাই, আমি আজও যা বহন করি। অবিবাহিত অবস্থায় আমার নাম ছিল দোমোনতোভিচ্। আমার বিবাহের সুখ টিকেছিল মাত্র ৩ বছর। আমি একটা ছেলের জন্ম দিলাম, যদিও আমি ব্যক্তিগতভাবে আমার সন্তানকে পরমযত্নে বড় করেছি, মাতৃত্ব কখনই আমার অস্তিত্বের প্রধান বিষয় হয়ে দাঁড়ায়নি। একটা শিশু আমার বিবাহের বন্ধনকে শক্ত করতে সক্ষম হয়নি। তবুও আমি আমার স্বামীকে ভালোবাসতাম, কিন্তু একজন গৃহবধূ এবং পত্নীর জীবন আমার 'জীবন খাঁচায়' পরিণত হল। আমার সহানুভূতি, আমার আগ্রহ আরও আরও বেশি করে রাশিয়ার বিপ্লবী শ্রমিকশ্রেণির প্রতি মোড়

নিল। আমি প্রচণ্ড পড়াশুনা করতে শুরু করলাম। আমি নিষ্ঠার সাথে সমস্ত সামাজিক সমস্যাগুলোকে অনুধাবন করলাম, বক্তৃতা শুনলাম এবং জনসাধারণের চেতনার বিকাশের জন্যে আধা-আইনী সংস্থাগুলোতে কাজ করলাম। এই বছরগুলো ছিল রাশিয়ায় মার্কসবাদ প্রস্ফুটিত হওয়ার সময় (১৮৯৩-৯৬)। সেসময় লেনিন ছিলেন তাত্ত্বিক এবং বৈপ্লবিক কর্মক্ষেত্রে কেবল একজন নবাগত। জর্জ প্লেখানভ্ ছিলেন সেসময়ের নেতৃত্বদায়ী চিন্তাবিদ্। আমি আমার নারীত্বের প্রথম পর্ব থেকে ইতিহাসের বস্তুবাদী ধারণার ঘনিষ্ঠ থেকেছি। আমি বাস্তববাদী ধারার দিকে ঝুঁকেছিলাম। আমি ছিলাম ডারউইন এবং রিলসেস-এর উৎসাহী অনুগামী। বৃহৎ এবং বিখ্যাত ব্রেনগোলম্ বস্ত্র কারখানায় একটা পরিদর্শন, যেখানে উভয়লিঙ্গের ১২,০০০ শ্রমিক কর্মরত ছিলেন, আমার ভাগ্য ঠিক করে দিল। শ্রমজীবী জনতা যখন এত নির্মম দাসত্বে আবদ্ধ আমি একটা সুখী শান্তিপূর্ণ জীবন যাপন করতে পারি না। আমি এই আন্দোলনে যোগ না দিয়ে থাকতে পারলাম না। ঐ সময়ে এটা আমার স্বামীর সঙ্গে মতপার্থক্য তৈরি করল। তিনি অনুভব করলেন যে, আমার এই আগ্রহ তাঁর প্রতি ব্যক্তিগত অমর্যাদামূলক কাজে পর্যবসিত হয়েছে। আমি আমার স্বামী এবং সন্তানকে ত্যাগ করলাম এবং অধ্যাপক হেনরিক হার্কনার-এর কাছে রাজনৈতিক অর্থনীতি পড়ার জন্য জুরিখ চলে গেলাম। সেখান থেকেই শুরু হল শ্রমিক-শ্রেণির আন্দোলনের বিপ্লবী লক্ষ্যের পক্ষে আমার সচেতন জীবন। আমি যখন সেন্ট পিটার্সবুর্গে ফেরত এলাম—এখন লেনিনগ্রাদ, ১৮৯৯ সালে, আমি বেআইনী রাশিয়ান সোশাল ডেমোক্রেটিক পার্টিতে যোগ দিলাম। আমি একজন লেখক এবং প্রচারক হিসেবে কাজ করতাম। ফিনল্যান্ডের পরিণতি, যার স্বাধীনতা এবং আপাত মুক্তি ৯০-এর দশকের শেষে জার রাজত্বের প্রতিক্রিয়াশীল নীতির হুমকির মুখে পড়েছিল, তা আমার ওপর আকর্ষণের এক পূর্ণাঙ্গ বিশেষ ক্ষমতা সঞ্চার করল। সম্ভবত ফিনল্যান্ডের প্রতি বিশেষ আকর্ষণ শিশু বয়সে আমার ঠাকুরদার জমিদারী সংক্রান্ত প্রাপ্ত ধারণার থেকে তৈরি হয়েছিল। আমি ফিনল্যান্ডের জাতীয় স্বাধীনতা অর্জনের দাবীকে সক্রিয়ভাবে সমর্থন করলাম। এইভাবে রাজনৈতিক স্বাধীনতার ক্ষেত্রে আমার প্রথম বিস্তারিত বিজ্ঞানভিত্তিক কাজ ছিল শিল্পের পরিপ্রেক্ষিতে ফিনল্যান্ডের প্রলেতারিয়েতের জীবনধারণ ও কাজের পরিবেশের এক পূর্ণাঙ্গ অনুসন্ধান। ১৯০৩ সালে সেন্ট পিটার্সবুর্গে বইটা প্রকাশ হল। আমার বাবা-মা তখন সবেমাত্র মারা গেছেন, আমি এবং আমার স্বামী দীর্ঘদিন ধরে আলাদা থাকছিলাম, এবং শুধু আমার ছেলে আমার তত্ত্বাবধানে

থেকে গেল। এখন আমার সুযোগ হল আমার লক্ষ্যে নিজেকে পুরোপুরি নিয়োজিত করার : রাশিয়ার বিপ্লবী আন্দোলনে এবং সমগ্র পৃথিবীর শ্রমিক শ্রেণির আন্দোলনে। প্রেম, বিবাহ, পরিবার, সবকিছু ছিল গৌণ, অস্থায়ী বিষয়। তারা উপস্থিত ছিল, বারবার আমার জীবনের সাথে জড়িয়ে পড়ে তারা। কিন্তু আমার স্বামীর জন্য আমার ভালোবাসা যত গভীরই হোক না কেন, সেটা যখনই আমার আত্মত্যাগের নারীসুলভ প্রবণতার সাথে বিরোধ ঘটাত না, তখনই আমার মধ্যে নতুন করে বিদ্রোহের আগুন জ্বলে উঠত। আমাকে চলে যেতেই হল, আমার পছন্দের মানুষটির থেকে নিজেকে ছিন্ন করে নিতে হল, অন্যথায় (এটা ছিল আমার মধ্যে একটা অবচেতন অনুভূতি) আমি আমার ব্যক্তিত্বকে হারিয়ে ফেলার বিপদের সামনে নিজেকে উন্মুক্ত করে দিতাম। এটাও অবশ্য বলা দরকার যে, যেসব পুরুষেরা আমার ঘনিষ্ঠ হয়েছিল তাদের একজনেরও আমার প্রবণতাসমূহ, উদ্যোগসমূহ অথবা আমার বিশ্বদৃষ্টিভঙ্গিতে কখনও কোন দিশাদানকারী প্রভাব ছিল না। বিপরীতে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে আমিই ছিলাম চালনাকারী শক্তি। আমি আমার জীবনের দৃষ্টিভঙ্গী, আমার রাজনৈতিক ভাবনা অর্জন করেছি জীবন থেকেই এবং অবিরামধারায় বই পড়া থেকে।

১৯০৫ সালে রাশিয়ায় তথাকথিত প্রথম বিপ্লব ফেটে পড়ার সময়ে, বিখ্যাত রক্তাক্ত রবিবারের পর, আমি তখন ইতিমধ্যেই অর্থনীতি এবং সামাজিক সাহিত্যের ক্ষেত্রে একটা সুনাম অর্জন করেছি এবং সেই ঝোড়ো সময়ে, সকল শক্তি যখন বিদ্রোহের ঝড়ে ব্যবহৃত হয়েছে, এটা দেখা গেল যে, আমি একজন জনপ্রিয় বক্তায় পরিণত হয়েছি। তবু, ঐ পর্বে আমি প্রথমবারের জন্য বুঝতে পারলাম, আমাদের পার্টি নিজে শ্রমিক শ্রেণির নারীদের ভবিষ্যতের জন্য কত কম মনোযোগী। এবং নারী মুক্তির জন্য তার আগ্রহ কত সীমিত। এটা সত্যি যে, ইতিমধ্যে এক খুব শক্তিশালী বুর্জোয়া নারী আন্দোলন রাশিয়ায় তখন অস্তিত্বশীল, কিন্তু আমার মার্কসবাদী দৃষ্টিভঙ্গী উজ্জ্বল স্বচ্ছতায় আমাকে দেখিয়ে দিল যে, নারীর মুক্তি সংঘটিত হতে পারে শুধুমাত্র এক নতুন সামাজিক ব্যবস্থা এবং একটা ভিন্ন অর্থনীতি কাঠামোর বিজয়লাভের ফল হিসেবে। সুতরাং আমি নিজেকে রাশিয়ার ভোটাধিকারবাদীদের বিরুদ্ধে সংগ্রামের কাজে নিক্ষেপ করলাম এবং তার কর্মসূচীতে সংগ্রামের লক্ষ্য হিসেবে নারী প্রশ্নকে যুক্ত করতে শ্রমিক শ্রেণির আন্দোলনকে প্রভাবিত করার কাজে আমি আমার সর্বশক্তি নিয়ে উদ্যোগী হলাম। আমার সহকর্মী সদস্যদের এই ধারণায় জিতে নিয়ে আসা খুবই কঠিন ছিল। আমি

আমার ধারণা এবং দাবীসহ পুরোপুরি একঘরে হয়ে পড়েছিলাম। তবু ১৯০৬ থেকে ১৯০৮ বছরগুলোতে নারী পার্টি কমরেডদের একটা ছোট অংশকে আমার পরিকল্পনায় জিতে নিয়ে এসেছিলাম। ১৯০৬ সালে বেআইনী সংবাদপত্রে প্রকাশিত আমার লেখা একটি প্রবন্ধে আমি প্রথমবারের জন্য সুশৃঙ্খল পার্টি প্রক্রিয়ায় সেই সময়কার শ্রমিক শ্রেণির আন্দোলনে ঐ দাবীকে উপস্থিত করতে সক্ষম হলাম। ১৯০৭ সালের শরৎকালে আমরা প্রথম শ্রমজীবী নারীদের ক্লাবের সূত্রপাত করলাম। এই ক্লাবের অনেক সদস্যারা, যাঁরা তখনও খুব নবীন শ্রমিক, নতুন রাশিয়ায় এবং রাশিয়ার কমিউনিস্ট পার্টিতে এখন গুরুত্বপূর্ণ পদে রয়েছেন (যথা—কে নিকোলেইভা, মারি বার্ক, ইত্যাদি)। নারী শ্রমিকদের মধ্যে আমার কার্যকলাপের একটি ফলাফল হিসেবে, কিন্তু বিশেষভাবে আমার রাজনৈতিক রচনার জন্য—যার মধ্যে ছিল ফিনল্যান্ড বিষয়ক একটা পুস্তিকা যেখানে জারের ডুমার বিরুদ্ধে সশস্ত্রভাবে উঠে দাঁড়ানোর আহ্বান করা হয়েছিল—আমার বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণের সূত্রপাত ঘটালো, যা বহুবছর কারাবাসে কাটানোর কঠোর সম্ভাবনা নিয়ে এলো। আমি তৎক্ষণাৎ সরে যেতে বাধ্য হলাম এবং আর কখনও আমি আমার বাড়িতে ফিরে আসিনি। আমার ছেলেকে আমার অন্তরঙ্গ বন্ধুরা নিয়ে গেল, আমার ছোট গৃহস্থালী গুটিয়ে দেওয়া হল। আমি একজন 'নিষিদ্ধ'তে পরিণত হলাম। এটা ছিল কঠিন কাজের এক সময়।

বুর্জোয়া ভোটাধিকারবাদীদের দ্বারা ডাকা প্রথম সর্ব রাশিয়া নারী সম্মেলন ১৯০৮-এর ডিসেম্বরে অনুষ্ঠিত হওয়া স্থিরীকৃত ছিল। সেসময়ে প্রতিক্রিয়া ছিল ক্রমবর্ধমান এবং শ্রমিক শ্রেণির আন্দোলন ১৯০৫-এ প্রথম বিজয়ের পর আবার পরাভূত হয়েছিল। অনেক পার্টি কমরেডরা জেলে ছিলেন, অন্যরা বিদেশে পালিয়ে গিয়েছিলেন। রাশিয়ার ওয়ার্কার পার্টির দুটো অংশের মধ্যে কঠিন সংগ্রাম নতুন করে ফেটে পড়ল, একদিকে বলশেভিকরা, মেনশেভিকরা অন্যদিকে। ১৯০৮ সালে আমি মেনশেভিক অংশের অন্তর্ভুক্ত ছিলাম, উপরন্তু ঐ অবস্থান গ্রহণে বাধ্য হয়েছিলাম ডুমার প্রতি বলশেভিকদের বিরূপ অবস্থানের জন্য, যে ডুমা ছিল সে-সময়ের বিদ্রোহী চেতনাকে প্রশমিত করতে জার কর্তৃক আহূত এক ছদ্ম পার্লামেন্ট। যদিও মেনশেভিকদের সাথে আমি এই দৃষ্টিভঙ্গিকে সমর্থন করেছিলাম যে, এমনকি একটা ছদ্ম-পার্লামেন্টকেও আমাদের পার্টির জন্য একটা উপায় হিসেবে ব্যবহার করা উচিত এবং ডুমার জন্য নির্বাচনকে শ্রমিক শ্রেণির জন্য একটা সমাবেশের বিষয় হিসেবে ব্যবহার করা উচিত, কিন্তু স্বৈরতন্ত্রের উচ্ছেদকে ত্বরান্বিত

করার জন্য লিবারেলদের সাথে শ্রমিকশ্রেণির শক্তিকে সমন্বিত করার প্রশ্নে আমি মেনশেভিকদের পাশে দাঁড়াইনি। এই প্রশ্নে আসলে আমি ছিলাম খুবই বাম প্রগতিবাদী এবং এমনকি 'সিণ্ডিকালিস্ট' বলে আমার পার্টি কমরেড দ্বারা চিহ্নিত হয়েছিলাম। ডুমার প্রতি আমার এই দৃষ্টিভঙ্গী থেকে যুক্তিসঙ্গতভাবে এটা বেরিয়ে এল যে, আমার বিবেচনায় আমাদের পার্টির স্বার্থে প্রথম বুর্জোয়া নারী সম্মেলনকে ব্যবহার করার প্রচেষ্টা হবে অর্থহীন। তবুও আমি আমার সর্বশক্তি দিয়ে আমাদের নারী শ্রমিকদের আশ্বস্ত করার জন্য কাজ করলাম, যাতে তাদের মধ্যে কংগ্রেসে অংশগ্রহণকারীরা একটা স্বাধীন এবং বিশেষ অংশ হিসেবে উঠে আসতে পারে। আমি এই পরিকল্পনা কার্যকরী করতে সক্ষম হলাম কিন্তু তা বিরোধীতা ছাড়া নয়। আমার পার্টি কমরেডরা আমাকে এবং আমার দৃষ্টিভঙ্গীর সাথে সহমত নারী কমরেডদের 'নারীবাদী' এবং শুধুমাত্র নারীদের সম্পর্কিত বিষয়গুলোতে অতিরিক্ত গুরুত্ব দেওয়ায় আগ্রহী বলে অভিযুক্ত করলেন। সে সময়ে স্বনিযুক্ত পেশাদার নারীদের থেকে গড়ে ওঠা সংগ্রামের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা সম্পর্কে তখনও কোনো ধারণাই একেবারে গড়ে ওঠেনি। তবুও আমাদের চিন্তা ক্রিয়াশীল থাকল। নারী-শ্রমিকদের একটা গোষ্ঠী তাদের নিজেদের কর্মসূচী নিয়ে সেন্ট পিটার্সবুর্গের কংগ্রেস থেকে উঠে এল। এবং এটা বুর্জোয়া ভোটাধিকারবাদীদের সাথে রাশিয়ার শ্রমিক শ্রেণির নারীমুক্তি আন্দোলনের একটা স্পষ্ট পার্থক্য রেখা টেনে দিল। যাইহোক সম্মেলন শেষ হবার আগেই আমি পালিয়ে যেতে বাধ্য হলাম কারণ পুলিশ আমার গতিপথে এসে পড়েছিল। আমি জার্মানীর সীমানা পেরোতে সক্ষম হলাম এবং এইভাবে ১৯০৮-এর ডিসেম্বব রাজনৈতিক দেশান্তরে জীবনের এক নতুন পর্ব শুরু করলাম।

রাজনৈতিক দেশান্তরের বছরগুলো

একজন রাজনৈতিক উদ্বাস্তু হিসেবে এরপর থেকে ১৯১৭-য় জারের উচ্ছেদ পর্যন্ত আমি ইউরোপ এবং আমেরিকায় ছিলাম। আমি জার্মানীতে পৌঁছোনো মাত্রই, আমার দেশান্তর গমনের পরেই, আমি জার্মান সোশাল ডেমোক্রেটিক পার্টিতে যোগ দিলাম, যেখানে আমার অনেক ব্যক্তিগত বন্ধুরা ছিলেন, যাদের মধ্যে আমি বিশেষভাবে স্থান দেব কার্ল লিবনেখট্, রোজা লুক্সেমবুর্গ, কার্ল কাউটস্কি, ক্লারা জেটকিনকে, যাঁদের রাশিয়ায় নারী শ্রমিক আন্দোলনের নীতি সংস্থায়িত করার কাজ আমাকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করেছিল। ইতিমধ্যে ১৯০৭-

এ রাশিয়ার প্রতিনিধি হিসেবে আমি স্টুটগার্ডে অনুষ্ঠিত প্রথম আন্তর্জাতিক সমাজতান্ত্রিক নারী সম্মেলনে অংশগ্রহণ করেছি। সমাবেশে সভাপতিত্ব করেছিলেন ক্লারা জেটকিন এবং তা মার্ক্সীয় ধারায় নারী শ্রমিক আন্দোলনের বিকাশে বিশাল অবদান রাখে।

আমি নিজেকে সামাজিক এবং রাজনৈতিক সমস্যাগুলোর ওপর একজন লেখক হিসেবে পার্টির সংবাদপত্র প্রকাশের ক্ষেত্রে নিজেকে নিযুক্ত করলাম, এবং প্রায়শই জার্মান পার্টির পক্ষ থেকে আমাকে বক্তা হিসেবে ডেকে পাঠানো হত এবং একজন আলোড়ক হিসেবে প্যালাটিনেট থেকে স্যাক্সনি, ব্রেমেন থেকে দক্ষিণ জার্মানী পর্যন্ত আমি পার্টির জন্য কাজ করেছি। কিন্তু আমি রাশিয়ান পার্টি অথবা জার্মান পার্টি কোনোটাতেই কোনো নেতৃত্বদায়ী পদে ছিলাম না। মোটের ওপর আমি ছিলাম প্রধানত একজন 'জনপ্রিয় বক্তা' এবং একজন সম্মানিত রাজনৈতিক লেখক। আমি এখন প্রকাশ্যেই স্বীকার করতে পারি যে, আমি রাশিয়ান পার্টিতে ইচ্ছাকৃতভাবেই নিজেকে নিয়ন্ত্রণকারী কেন্দ্রটা থেকে কিছুটা সরিয়ে রেখেছিলাম এবং সেটি এই ঘটনার সাহায্যে প্রধানত ব্যাখ্যা করা যেতে পারে যে আমি তখনও পর্যন্ত আমার কমরেডদের নীতির সঙ্গে পুরোপুরি সহমত ছিলাম না। কিন্তু বলশেভিক গোষ্ঠীতে চলে যাওয়ার আমার কোনো ইচ্ছে ছিল না। আমি তা করতেও পারিনি এ কারণে যে, সেসময়ে আমার মনে হয়েছিল তারা শ্রমিক শ্রেণির আন্দোলনকে বিস্তৃতিতে এবং গভীরতায় বিকশিত করার জন্য যথেষ্ট গুরুত্ব দিচ্ছিল না। সুতরাং বাহ্যত আমি আমার মতো করে কাজ করতাম যদিও আমি নিজেকে প্রকাশ্যে প্রতিষ্ঠা না করে বা নেতৃত্বদায়ী পদ না নিয়ে, পর্দার আড়ালে থেকে যেতে চেয়েছি। এখানে এটা অবশ্যই স্বীকার করা উচিত যে, যদিও আমার অন্য সব সক্রিয় মানুষের মত একটা মাত্রার উচ্চাশা ছিল, কখনই আমি 'একটা পদ' পাওয়ার আকাঙ্ক্ষায় তাড়িত হইনি। আমার কাছে 'আমিকে' সবসময়ই 'আমি কি পারি'র তুলনায় কম গুরুত্বপূর্ণ ছিল অর্থাৎ কি করার জায়গায় আমি আছি। এইভাবে আমারও নিজস্ব উচ্চাশা ছিল এবং এটা বিশেষভাবে সেখানেই লক্ষণীয় যেখানে আমি আমার সমগ্র হৃদয় এবং আত্মা নিয়ে দাঁড়িয়েছি, সংগ্রামের ময়দানে, শ্রমজীবী নারীর দাসত্বের অবসানই যেখানে বিষয়। সর্বোপরি আমি নিজেকে রাশিয়ায় নারী শ্রমিকদের সমাজতন্ত্রের দিকে জিতে নিয়ে আসার কর্তব্যে নিযুক্ত করেছিলাম, একই সাথে নারীর মুক্তির জন্য কাজে, তার সমানাধিকারের জন্য। আমার 'নারী সমস্যার সামাজিক ভিত্তি' বইটা আমার

দেশান্তরের ঠিক আগেই প্রকাশিত হয়েছিল, এটা ছিল বুর্জোয়া ভোটাধিকারবাদীদের সাথে এক তর্কযুদ্ধ, কিন্তু, একইসাথে রাশিয়ায় একটা কার্যকরী নারী শ্রমিক আন্দোলন গড়ে তুলতে পার্টির কাছে একটা চ্যালেঞ্জ। বইটা এক বিশাল সাফল্য লাভ করেছিল। সেসময়ে আমি আইনী এবং বেআইনী সংবাদপত্রের জন্য লিখেছিলাম। পত্র বিনিময়ের মাধ্যমে আমি পার্টি কমরেডদের এবং নারীশ্রমিকদের প্রভাবিত করার চেষ্টা করেছিলাম। স্বাভাবিকভাবেই, আমি সবসময়ই এটা এমনভাবে করতাম যে, আমি পার্টির কাছে নারীমুক্তির প্রশ্নে তার সমর্থন দাবী করছি। আমার কাছে সবসময় বিষয়টা সহজ হয়নি। বহু নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধ, কম জানাবোঝা, এবং এমনকি এই লক্ষ্যের জন্য কম আগ্রহ বারংবার এ পথে বাধা সৃষ্টি করেছে। ১৯৯৪ সালের পরেই, বিশ্বযুদ্ধ শুরু হওয়ার কিছু আগে অবশেষে দুটি অংশই— মেনশেভিক ও বলশেভিক, সমস্যাটিতে আন্তরিক ও বাস্তবসম্মত উপায়ে মনোযোগ দেয়, আমার উপর এর প্রভাব প্রায় ব্যক্তিগত স্বীকৃতিতে পর্যবসিত হয়েছিল। শ্রমজীবী নারীদের জন্য রাশিয়ায় দুটো সাময়িক পত্র ভূমিষ্ঠ হয়েছিল, ১৯১৪ সালের ৮ই মার্চ আন্তর্জাতিক শ্রমজীবী নারী সম্মেলন উদ্‌যাপিত হয়েছিল। আমি তখনও প্রবাসে জীবন কাটাচ্ছি, এবং শুধু দূর থেকেই আমার জন্মভূমির এত গভীর ভালোবাসা নারী শ্রমিক আন্দোলনকে সাহায্য করতে পারতাম। দূর থেকেও আমি ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ রাখতাম রাশিয়ার শ্রমজীবী নারীদের সাথে। ইতিমধ্যে কয়েকবছর আগে বস্ত্রশিল্প শ্রমিকদের ইউনিয়নের দ্বারা দ্বিতীয় আন্তর্জাতিক সমাজতান্ত্রিক নারী সম্মেলন (১৯১০) এবং তারপর ব্রাসলেতে বিশেষ আন্তর্জাতিক সমাজতান্ত্রিক সম্মেলন (১৯১২)-র জন্য আনুষ্ঠানিক প্রতিনিধি নিযুক্ত হয়েছিলাম। পরে যখন সামাজিক সুরক্ষার ওপর একটি বিলের খসড়া রাশিয়ার ছদ্ম পার্লামেন্টে (ডুমা) পেশ করা হয়েছিল, সোশাল ডেমোক্রেটিক ডুমার উপদল (মেনশেভিক শাখার) আমাকে অনুরোধ করেছিল মাতৃত্ব সুরক্ষার বিষয়ক বিলটির খসড়াকে বিস্তারিতভাবে তৈরি করে দেওয়ার জন্য। উপদলটা এই প্রথম আইন প্রণয়ণ সংক্রান্ত কাজে আমার কর্মক্ষমতা দাবী করে বসল তা নয়। আমি নির্বাসনে যেতে বাধ্য হওয়ার ঠিক আগে তারা আমার নাম সাম্রাজ্যবাদী ডুমায় ফিনল্যাণ্ড বিষয়ক বক্তৃতায় অংশগ্রহণ করার জন্য, একজন বিশেষজ্ঞ হিসেবে তালিকাভুক্ত করেছিল।

আমাকে যে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল, যা হল, প্রসূতি-কল্যাণের ক্ষেত্রে একটা বিলের খসড়াকে পরিবর্ধন করার কাজ, আমাকে এই বিশেষ বিষয়টাকে এক অত্যন্ত বিস্তারিত পাঠে উৎসাহিত করেছিল। বুন্ড ফুর মাটারস্টুজ্ এবং ডঃ হেলেন

স্টকারের অসাধারণ কাজও, আমাকে মূল্যবান পরামর্শ দিয়েছিল। তবুও আমি ইংল্যান্ড, ফ্রান্স এবং স্ক্যান্ডেনেভিয়ার দেশগুলোর ক্ষেত্রে বিষয়টা নিয়ে পড়াশুনা করি। এই পড়াশুনার ফলাফল ছিল আমার 'মাতৃত্ব এবং সমাজ' বইটি, প্রসূতি সুরক্ষা এবং ইউরোপ ও অস্ট্রেলিয়ায় তার প্রাসঙ্গিক আইন প্রণয়ণ বিষয়ে যা একটি ৬০০ পৃষ্ঠার পূর্ণাঙ্গ কাজ। এক্ষেত্রে মৌলিক নিয়মাবলী এবং দাবীগুলো, আমার বইয়ের শেষে যা আমি সারসংকলন করেছিলাম, পরে ১৯১৭ সালে তা সোভিয়েত শাসনে প্রথম সামাজিক সুরক্ষা আইনে বাস্তবায়িত হয়েছিল।

আমার ক্ষেত্রে রাজনৈতিক দেশান্তরের বছরগুলো ছিল কর্মব্যস্ততার, প্রেরণাদায়ক বছর। পার্টির একজন বক্তা হিসেবে দেশে দেশে আমি ঘুরে বেড়িয়েছি। ১৯১১ সালে প্যারিসে জীবনধারণের খরচ খুব বেশি হওয়ার বিরুদ্ধে আমি গৃহবধূদের ধর্মঘট 'লা গ্রেভ দেস মিনেজারস্' সংঘটিত করি। ১৯১২ সালে আমি বেলজিয়ামে বরিনেজে খনিশ্রমিকদের ধর্মঘটের প্রস্তুতিমূলক কাজ সংগঠিত করি। এবং একই বছরে পার্টি আমাকে পার্টির যুদ্ধবাদ-বিরোধী প্রবণতাকে শক্তিশালী করতে সুইডেনে পাঠায় বাম মনোভাব সোশালিস্ট ইয়ুথ অ্যাসোসিয়েশন-এর জন্য। অনেকবছর আগে, এখনও এখানে যার উল্লেখের গুরুত্ব আছে, আমি ইংরেজ ভোটাধিকারবাদীদের বিরুদ্ধে বিকাশমান সমাজতান্ত্রিক শ্রমজীবী নারী আন্দোলনকে শক্তিশালী করতে ডোরা মোন্টেফরে এবং ম্যাডাম কোয়েলৎসজ্-এর পাশাপাশি ব্রিটিশ সোশালিস্ট পার্টির কর্মীবাহিনীতে লড়াই চালিয়েছি। ১৯১৩ সালে আমি আবার ইংল্যান্ডে আসি। সেবার আমি সেখানে এসেছিলাম রাশিয়ার সেমাইট-বিরোধীদের 'বিলিস ট্রায়াল'-এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদে সক্রিয় ভূমিকা নেওয়ার জন্য। সেবছরেরই বসন্তকালে সুইডেন সোশাল ডেমোক্রেটিক পার্টির বাম মনোভাবাপন্ন অংশটা আমাকে সুইডেনে আমন্ত্রণ জানায়। এগুলো সত্যিই কর্মব্যস্ততার বছর ছিল, যা সবচেয়ে ভিন্নধর্মী কার্যকলাপের জন্য চিহ্নিত। তা সত্ত্বেও আমার রাশিয়ার পার্টির কমরেডরা আমার কর্মক্ষমতা দাবী করলেন এবং সোশালিস্ট পার্টি এবং ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসে আমাকে প্রতিনিধি নিযুক্ত করলেন। এইভাবে কার্ল লিভনেক্টের সহায়তায় আমি ডুমার দেশান্তরিত সমাজতান্ত্রিক সদস্যদের পক্ষ থেকে জার্মানীতে চূড়ান্ত সক্রিয়তাও তৈরি করি। ১৯১১ সালে বোলোনিবা রাশিয়ান পার্টিস্কুলে আমাকে ডাকা হয় যেখানে আমি এক বক্তৃতামালা পরিবেশন করি। সোভিয়েত রাশিয়ায় বর্তমান রাশিয়ান শিক্ষামন্ত্রী, এ লুনাচারস্কি, ম্যাক্সিম গোর্কির মত বিখ্যাত রুশ অর্থনীতিবিদ্ এবং দার্শনিক এ বগদানভ এই পার্টি স্কুলের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন এবং আমি যখন

সেখানে ছিলাম সেসময়ে ট্রটস্কি সেখানে সেই স্কুলে বক্তৃতা দেন। রাজনৈতিক উদ্বাস্তুদের একটি ত্রাণ কেন্দ্রের সম্পাদক হিসেবে কাজ করতেন, ত্রাণ সংস্থার প্রায় শূন্য তহবিল পূরণে সাহায্যের জন্য রাশিয়ার জীবনের সবচেয়ে বিচিত্র সাংস্কৃতিক সমস্যাগুলোর বিষয়ে জনসভায় বক্তৃতা দেওয়ার জন্য প্রায়শই ডেকে পাঠাতেন। তাঁর নির্দেশে সমগ্র ইউরোপে আমি ঘুরে বেরিয়েছি কিন্তু বার্লিন ছিল আমার নির্দিষ্ট বাসস্থান। জার্মানীতে আমি নিজের জায়গায় আছি মনে করতাম এবং বিজ্ঞানসম্মত কাজের জন্য এত আদর্শ, অনুকূল পরিবেশের সর্বদাই স্বীকৃতি দিয়েছি। কিন্তু আমি প্রুশিয়াতে বক্তৃতা দেওয়ার জন্য অনুমতি প্রাপ্ত ছিলাম না। বিপরীতে প্রুশিয়ার পুলিশের দ্বারা বহিষ্কার এড়ানোর জন্য আমাকে যথাসম্ভব শান্ত থাকতে হত। এইসময় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হয়ে গেল। এবং আমি আবারও আমার জীবনের এক নতুন সন্ধিক্ষণে এসে দাঁড়ালাম। কিন্তু আমার বৌদ্ধিক কার্যকলাপের এই গুরুত্বপূর্ণ পর্বটি সম্পর্কে বলার আগে আমি আমার ব্যক্তিগত জীবন সম্পর্কে কিছু কথা বলে নিতে চাই। যে প্রশ্নটা আসে তা হল, এইসব বহুবিধ উত্তেজনাময় শ্রমদান এবং পার্টির দায়িত্বের মাঝেই আমি প্রেমের যন্ত্রণা এবং আনন্দ খুঁজে পেয়েছিলাম কিনা। দুর্ভাগ্যবশত, হ্যাঁ। আমি দুর্ভাগ্যবশত বললাম এই কারণে যে সাধারণভাবে এই অভিজ্ঞতাগুলো দাবী করে খুব বেশি রকমের মনোযোগ, দুঃখ এবং যন্ত্রণা এবং কারণ খুব বেশি পরিমাণ কর্মক্ষমতা অকারণে তাদের জন্য ব্যয়িত হয়। তবু একজন পুরুষের দ্বারা নিজের আত্মার গভীরতম সবচেয়ে গোপন অন্তস্থলের ব্যাকুলতাকে বোঝার জন্য, তার দ্বারা একজন উদ্যোগী মানুষ হিসেবে স্বীকৃতি পাওয়ার আকাঙ্ক্ষা, বারবার আমাকে ওই পথে টেনে নিয়ে গেল। এবং বারংবার দুঃখ সবক্ষেত্রেই এত দ্রুত এসে পড়ল কারণ সেই বন্ধুটা আমার মধ্যে শুধু নারী সুলভ উপাদানই দেখতেন এবং নিজের অহং অনুযায়ী তিনি একে উৎসাহী ভাষাদানকারী এক মঞ্চ হিসেবে রূপান্তরিত করতে চেষ্টা করতেন। বারংবার অনিবার্যভাবে এমন মুহূর্ত এসে উপস্থিত হয়েছে যেখানে আমাকে জনসমাজের শৃঙ্খল বেদনার্ত হৃদয়ে কিন্তু এক স্বাধীন প্রভাবমুক্ত ইচ্ছেয় ঝেড়ে ফেলতে হয়েছে। তারপর আমি আবার একা হয়ে গেছি। কিন্তু জীবন আমার কাছে যত বেশি দাবী করতে থাকল, দায়িত্বশীল কাজ সামলানোর জন্য যত বেশি অপেক্ষা করতে থাকল, ভালোবাসার উষ্ণ বোঝাপড়ায় আবৃত তীব্র আকাঙ্ক্ষা ততই বাড়তে থাকল। কাজে কাজেই সহজেই প্রেমের দুঃখের সেই পুরোনো গল্প শুরু হল। টাইটানিয়ার সেই পুরোনো গল্প—'আ মিড সামার নাইট্স্ ড্রিম'।

বিশ্বযুদ্ধের সূত্রপাতের সময় আমি জার্মানীতে ছিলাম। আমার ছেলে ছিল আমার কাছে। আমরা দুজনেই গ্রেপ্তার হলাম কারণ আমাদের যথাযথ পরিচয়পত্র ছিল না। ঘরের তল্লাশী চালানোর সময় যেভাবেই হোক, পুলিশ রাশিয়ান সোশাল ডেমোক্রেটিক পার্টির একটি নির্দেশ পেয়ে গেল যেখানে আমাকে বিশ্ব সমাজতান্ত্রিক সম্মেলনে প্রতিনিধি নির্বাচন করা হয়েছিল। হঠাৎ আলেকজান্ডার প্ল্যাট্‌স ভদ্রলোকেরা খুব খুশি হয়ে উঠলেন ঃ তাঁরা ভেবে নিলেন যে, একজন নারী সোশাল ডেমোক্রাট, জারের বন্ধু হতে পারেন না এবং কাজেই কোনোমতেই জার্মানীর শত্রু নন। তাঁরা সঠিক ছিলেন। সত্যিই আমি জার্মানীর শত্রু ছিলাম না এবং তার থেকেও কম রুশ দেশ-প্রেমিক ছিলাম। আমার কাছে যুদ্ধ ছিল এক তীব্র ঘৃণা, উন্মত্ততা, এক অপরাধ এবং প্রথম মুহূর্ত থেকেই—চিন্তার প্রতিফলনের তুলনায় আবেগ থেকেই আমি ভিতর থেকে একে প্রত্যাখ্যান করেছিলাম এবং সেই মুহূর্ত পর্যন্ত নিজেকে এর সাথে মানিয়ে নিতে পারিনি। দেশপ্রেমের অনুভূতির বিষ সর্বদাই আমার কাছে বেমানান একটা কিছু। বিপরীতে অতি 'দেশাত্মবোধ'-এর ছোঁয়া আছে এমন সবকিছুর প্রতি আমি বিরক্তি বোধ করি। রাশিয়ায় বসবাসকারী আমার নিজস্ব রুশ পার্টি কমরেডদের মধ্যে আমার দেশপ্রেম বিরোধী মানসিকতার বিষয়ে কোনো বোঝাপড়া দেখতে পেতাম না। কেবলমাত্র কার্ল লিভনেক্ট, তাঁর স্ত্রী সেফি লিভনেক্ট এবং অন্য কয়েকজন জার্মান পার্টি কমরেড, আমার অভিমত সমর্থন করতেন, আমার মতই যুদ্ধের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করাকে একজন সমাজতান্ত্রিকের দায়িত্ব বিবেচনা করতেন। বলতে অবাক লাগে, ৪ঠা আগস্ট আমি রাইখ্‌স্ট্যাগে উপস্থিত ছিলাম, যেদিন যুদ্ধ বাজেটের ওপর ভোট নেওয়া হয়েছিল। জার্মান সোশালিস্ট পার্টির অচল হয়ে যাওয়া, আমার কাছে একটা তুলনাহীন দুর্যোগ। আমি নিজেকে অত্যন্ত একা অনুভব করছিলাম এবং কেবলমাত্র লিভনেক্টদের সঙ্গতেই স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করছিলাম। জার্মান পার্টির কয়েকজন বন্ধুর সাহায্যেই আমার ছেলেকে নিয়ে আমি ১৯১৪-র আগস্টে জার্মানী পরিত্যাগ করতে সক্ষম হলাম এবং স্ক্যান্ডেনেভিয়ার উপদ্বীপে প্রবেশ করলাম। আমি জার্মানী ছেড়েছিলাম একারণে নয় যে আমার প্রতি সামান্যতম বন্ধুহীনতার প্রকাশও আমি অনুভব করেছি, বরং শুধু একারণে যে, কাজের একটা ক্ষেত্র ছাড়া সেদেশে অলসভাবে জীবন কাটাতে আমি বাধ্য হতাম। যুদ্ধের বিরুদ্ধে সংগ্রামের কাজ গ্রহণ করতে আমি অস্থির হয়ে উঠেছিলাম। সুইডেনের নিরপেক্ষ জমিতে পৌঁছোনোর পর, আমি তৎক্ষণাৎ যুদ্ধের বিরুদ্ধে এবং বিশ্ব শ্রমিক শ্রেণির আন্তর্জাতিক সংহতির জন্য শ্রমজীবী নারীদের

প্রতি একটি আবেদন লিখি যা বেআইনী পথে রাশিয়া এবং অন্যান্য বিভিন্ন পথে চলে যেতে সক্ষম হল। সুইডেনে আমি যুদ্ধের বিরুদ্ধে লিখলাম এবং বললাম। আমি যেসব জনসভায় বললাম তার বেশিরভাগই আহূত ছিল বাম মনোভাবাপন্ন বিশ্ববিখ্যাত সুইডিশ পার্টির নেতা জিটা হগল্যান্ড এবং ফ্রেডরিক স্ট্রনের দ্বারা। আমি তাঁদের মধ্যে আমার ভাবনা এবং অনুভূতির খাঁটি প্রতিধ্বনি দেখতে পেলাম। এবং আমরা আন্তর্জাতিকতাবাদের বিজয় এবং যুদ্ধ উন্মাদনার বিরুদ্ধে একটা যৌথ কর্তব্যে শক্তি সমাবেশিত করলাম। আমি শুধু পরে এটা জানতে পেরেছিলাম যে, আমি সেই দৃষ্টিভঙ্গী গ্রহণ করেছি, রুশ পার্টির নেতৃত্বদায়ী চিন্তাবিদ্‌রা যুদ্ধের প্রতি যে দৃষ্টিভঙ্গী গ্রহণ করেছিলেন। যখন সংবাদটা শেষ পর্যন্ত আমাদের কাছে প্যারিস এবং সুইজারল্যান্ড মারফৎ এসে পৌঁছল, আমাদের জন্য তা ছিল একটা অনির্বচনীয় আনন্দের দিন। আমরা আশ্বাস পেলাম যে, ট্রটস্কি এবং লেনিন দুজনেই যদিও তাঁরা পার্টির দুটো ভিন্ন উপদলের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন, যুদ্ধের বিরুদ্ধে তাঁরা জোরালোভাবে উঠে দাঁড়িয়েছেন। এইভাবে আমি আর 'বিচ্ছিন্ন' থাকলাম না। পার্টিতে একটা নতুন ধরনের গোষ্ঠী গঠন প্রস্তাবিত হল, আন্তর্জাতিকতাবাদী, 'সমাজজাতীয়তাবাদী'। প্যারিসে একটা পার্টি সাময়িক ও পত্রিকা প্রতিষ্ঠিত হল। যাইহোক, আমার উদ্দীপনাময় কার্যকলাপের মাঝে সুইডিস কর্তৃপক্ষ আমাকে গ্রেপ্তার করল এবং কুঙ্গসহোল্‌ম কারাগারে নিয়ে এল। এই গ্রেপ্তারের সবচেয়ে খারাপ মুহূর্তটা তৈরি হল আমার ঘনিষ্ঠ বন্ধু এবং পার্টি কমরেড আলেকজাণ্ডার শ্লাপ-নিকোভের পরিচয়-পত্র সংক্রান্ত দুশ্চিন্তায়, যে সদ্য তখন রাশিয়া থেকে সুইডেনে অবৈধভাবে উপস্থিত হয়েছে এবং যে কাগজপত্রগুলো আমি নিয়েছিলাম সুরক্ষিত রাখার জন্য, পুলিশের চোখের আড়ালে আমি সেগুলোকে আমার ব্লাউজের তলায় লুকিয়ে রাখতে এবং কোনোভাবে আড়াল করে ফেলতে সক্ষম হলাম। পরে আমি কুঙ্গস্‌হোলম্ কারাগার থেকে মালমায় অবস্থিত কারাগারে স্থানান্তরিত হই এবং তারপর ডেনমার্কে নির্বাসিত হই। যতদূর জানি যুদ্ধবিরোধী প্রচারের জন্য কারাগারে নিক্ষিপ্ত প্রথম ইউরোপীয় সমাজতন্ত্রীদের মধ্যে আমি ছিলাম একজন। ডেনমার্কে আমি আমার কাজ চালিয়ে গেলাম কিন্তু আরও বেশি সাবধানতার সঙ্গে। তবুও ড্যানিস্ পুলিশ আমাকে শান্তিতে থাকতে দিল না। ড্যানিস্ সোশাল ডেমোক্রাটরা আন্তর্জাতিকতাবাদীর প্রতি বন্ধুত্ব প্রদর্শন করলেন না। ১৯১৫-র ফেব্রুয়ারিতে আমি নওয়েতে দেশান্তরিত হলাম, যেখানে আলেকজান্দার শ্লাপনিকোভের সঙ্গে একত্রে আমরা সুইজারল্যান্ড, লেনিনের বাসস্থান এবং কেন্দ্রীয়

কমিটির এলাকা এবং রাশিয়ার সাথে সংযোগকারী হিসেবে কাজ করতাম, নরওয়ের সোশালিস্টদের সঙ্গে আমাদের পূর্ণ যোগাযোগ ছিল। ঐ বছরেরই ৮ই মার্চ আমি খ্রীস্টিআনিয়াতে (তখন অস্লো) যুদ্ধের বিরুদ্ধে আন্তর্জাতিক শ্রমজীবী নারীদের একটি বিক্ষোভ সংঘটিত করার চেষ্টা করি। কিন্তু যুদ্ধভাবাপন্ন দেশগুলো থেকে প্রতিনিধিরা সেখানে এসে পৌঁছল না। এটাই ছিল সে সময় যখন সোশাল ডেমোক্রেসির মধ্যে চূড়ান্ত ভাঙনের প্রস্তুতি চলছিল, কারণ দেশপ্রেমিক মনোভাবাপন্ন সমাজতন্ত্রীরা আন্তর্জাতিকতাবাদীদের সাথে একসাথে চলতে পারছিল না, যেহেতু বলশেভিকরাই সামাজিক দেশপ্রেমিকতার বিরুদ্ধে সবচেয়ে অবিচলিতভাবে সংগ্রাম চালিয়েছিল, ১৯১৫-র জুনে আমি আনুষ্ঠানিকভাবে বলশেভিকদের সাথে যোগ দিই এবং লেনিনের সাথে জীবন্তভাবে পত্রলিখন মাবফৎ যোগাযোগে প্রবেশ করি (আমাকে লেখা লেনিনের চিঠিগুলো সম্প্রতি রাশিয়ায় প্রকাশিত হয়েছে)।

আমি আবার বিশাল পরিমাণ লেখালেখি শুরু করি, এবার বিভিন্ন দেশের আন্তর্জাতিকতাবাদী মনোভাবাপন্ন সংবাদপত্রের জন্য ঃ ইংল্যান্ড, নরওয়ে, সুইডেন আমেরিকা, রাশিয়া। এই সময় আমার একটা পুস্তিকা 'যুদ্ধে কার লাভ?' প্রকাশিত হয়। ইচ্ছাকৃতভাবেই খুব জনপ্রিয় ঢঙে লেখা এর অসংখ্য সংস্করণ প্রকাশিত হয়, লক্ষ লক্ষ সংখ্যায় এবং জার্মান-সহ বিভিন্ন ভাষায় অনুদিত হয়। যতদিন পর্যন্ত যুদ্ধ চলবে, নারীমুক্তির প্রশ্নটাকে অনিবার্যভাবে পিছনে চলে যেতে হল কারণ আমার মনোযোগ শুধু, আমার সর্বোচ্চ লক্ষ্য ছিল যুদ্ধের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করা এবং একটি নতুন শ্রমিক আন্তর্জাতিকের আগমন আহ্বান করা, ১৯১৫-র শরৎকালে আমেরিকার সোশালিস্ট পার্টির জার্মান অংশটা আমাকে আমেরিকায় গিয়ে "জিমের ওয়াল্ড" (আন্তর্জাতিকতাবাদী সমাজতান্ত্রিকদের একটা জমায়েত) এর ধারায় বক্তৃতা দেওয়ার জন্য আমন্ত্রণ জানাল। আমার বন্ধুরা জোরালোভাবে নিষেধ করা সত্ত্বেও আমি তৎক্ষণাৎ সেজন্য সাগর পার হতে প্রস্তুত হয়ে গেলাম, সকলেই আমার জন্য গভীরভাবে চিন্তিত ছিল, কারণ, ওই যাত্রাটা সাবমেরিন যুদ্ধের জন্য খুবই ঝুঁকিপূর্ণ হয়ে উঠেছিল। কিন্তু লক্ষ্যটা আমাকে প্রচণ্ডভাবে প্রলুব্ধ করছিল, আমেরিকায় আমার প্রচার অভিযান পাঁচ মাস স্থায়ী হয়েছিল, সে সময় আমি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের একাশিটা শহরে ঘুরেছি এবং জার্মান, ফ্রেঞ্চ, রাশিয়ান ভাষায় বক্তৃতা দিয়েছি। কাজটা ছিল অত্যন্ত শ্রমসাধ্য, কিন্তু ততটাই ফলপ্রসূও। এবং আমি এটা বিশ্বাস করার জায়গায় পৌঁছেছিলাম যে, তার ফলে আমেরিকার পার্টির আন্তর্জাতিকতাবাদীরা শক্তিশালী হয়েছিল। যথেষ্ট যুদ্ধ বিরোধীতা যথেষ্ট

আবেগপূর্ণ বিতর্ক সাগর পারেও বজায় ছিল, কিন্তু পুলিশ আমায় গুরুত্ব দেয়নি। সংবাদপত্রগুলো ঘুরিয়ে ফিরিয়ে আমাকে হয় জার্মান কাইজারের চর হিসেবে অথবা দেশগুলোর মধ্যে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক প্রতিষ্ঠার দূত হিসেবে চিহ্নিত করল। ১৯১৬-র বসন্তকালে আমি নরওয়ে ফিরে এলাম। আমি নরওয়েকে তার অতুলনীয় সামুদ্রিক খাঁড়ি এবং এর রাজকীয় পর্বতমালা, এর সাহসী দায়বদ্ধ পরিশ্রমী জনসাধারণ সহ-ই ভালোবাসি। সেসময়ে আমি অসলোর কাছে বিখ্যাত হোলমেন কোলেনে থাকতাম। এবং বিশ্বযুদ্ধের বিরোধী সমস্ত আন্তর্জাতিকতাবাদী শক্তিগুলোকে একত্রে ঐক্যবদ্ধ করার দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে কাজ চালিয়ে যাচ্ছিলাম। আমি লেনিনের দৃষ্টিভঙ্গীর সাথে সহমত ছিলাম যে, এই বিশ্বাসকে ছড়িয়ে দেওয়ার লক্ষ্যে পরিচালিত হত যে যুদ্ধকে শুধু বিপ্লবের দ্বারাই, শ্রমিকদের অভ্যুত্থানের দ্বারাই, পরাভূত করা যেতে পারে। আমি লেনিনের সঙ্গে যথেষ্ট সহমত ছিলাম এবং তাঁর পুরোনো অনুগামী ও বন্ধুদের তুলনায় তাঁর অনেক ঘনিষ্ঠ অবস্থান নিয়েছিলাম। কিন্তু নরওয়েতে আমার এবারের প্রবাস খুব বেশি দিনের ছিল না কারণ আমার পৌঁছোনোর কয়েকমাস পরেই আমাকে দ্বিতীয়বারের জন্য আমেরিকা রওনা হতে হয়েছিল যেখানে রুশ বিপ্লব ফেটে পড়ার কিছুদিন আগে পর্যন্ত আমি অবস্থান করেছি। ইতিমধ্যে আমার জন্য আমেরিকার পরিস্থিতি অনেকটাই পরিবর্তন হল, বহু রুশ পার্টি কমরেড সেখানে চলে আসায়, অন্যান্যদের মধ্যে ট্রটস্কি-ও। নতুন শ্রমিক আন্তর্জাতিকের জন্য আমরা উৎসাহের সঙ্গে কাজ করলাম কিন্তু যুদ্ধে আমেরিকার হস্তক্ষেপ আমাদের কার্যকলাপকে তীব্রতর করল। আমি ইতিমধ্যে নরওয়েতে কয়েক সপ্তাহ থেকেছি যখন রুশ জনসাধারণ স্বৈরতন্ত্রের বিরুদ্ধে উঠে দাঁড়িয়েছে এবং জারকে সিংহাসনচ্যুত করেছেন। আমাদের সমস্ত রাজনৈতিক বন্ধুদের মধ্যে একটা উৎসবের মেজাজ বিরাজ করছিল কিন্তু আমি কোনো বিভ্রমকে গুরুত্ব দিইনি কারণ আমি জানতাম যে, জারের উচ্ছেদ কেবলমাত্র আরও অনেক বিশাল ঘটনাবলী এবং কঠিন সামাজিক সংগ্রামের শুরু মাত্র। সেজন্য আমি অতি দ্রুত ১৯১৭ সালের মার্চে রাশিয়ায় ফিরে এলাম। যেসব রাজনৈতিক দেশান্তরীরা প্রথম মুক্ত জন্মভূমিতে ফেরৎ এসেছিলেন, আমি ছিলাম তাঁদের একজন। সুইডিশ-ফিনিস্ সীমান্ত অঞ্চলের উত্তরদিকে ছোট্ট সীমান্তবর্তী যে শহরটার মধ্যে দিয়ে আমাকে যেতে হয়েছিল, টরনিও, তখনও তা মারাত্মক শীতের দখলে। আমাকে সীমান্ত বিভাজনকারী নদীটিকে পার করে দিল একটা শ্লেজগাড়ি। রাশিয়ার জমিতে দাঁড়িয়েছিলেন একজন সৈনিক একটা উজ্জ্বল লাল রিবন তার বুকে কাঁপছিল।

"নগরবাসিনী, দয়া করে আপনার পরিচয়পত্রটা দেখান"! "আমার কিছুই নেই। আমি একজন রাজনৈতিক উদ্বাস্তু।" "আপনার নাম?" আমি নিজের পরিচয় দিলাম। একজন নবীন অফিসারকে ডাকা হল। হ্যাঁ। শ্রমিক ও সৈনিকদের সোভিয়েতের নির্দেশে যেসব রাজনৈতিক উদ্বাস্তুদের দেশে মুক্তভাবে প্রবেশ করার অধিকার রয়েছে, তাদের তালিকায় আমার নাম রয়েছে। নবীন অফিসারটা আমাকে শ্লেজগাড়িটা থেকে নামতে সাহায্য করলেন। এবং আমার হাতে চুম্বন করলেন, সশ্রদ্ধভাবে। মুক্ত রাশিয়ার প্রজাতান্ত্রিক জমিতে আমি দাঁড়াচ্ছিলাম। তাও কি সম্ভব? এটা ছিল আমার সমগ্র জীবনের খুশিমত ঘণ্টাগুলোর একটা। চারমাস পরে কেরেনস্কি শাসনের (অস্থায়ী সরকার) নির্দেশে, সেই একই মনকাড়া নবীন অফিসারটি একজন বিপজ্জনক বলশেভিক হিসেবে টর্নিয়ো সীমান্তবর্তী স্টেশনে আমাকে গ্রেপ্তার করলেন।........এই হল জীবনের পরিহাস।

বিপ্লবের বছরগুলো

একের পর এক ঘটনার ভিড় এতই পাহাড়প্রমাণ ছিল যে আজ পর্যন্ত বাস্তবিকই আমি জানি না, আমার কি বর্ণনা দেওয়া এবং কিসের ওপর জোর দেওয়া উচিত। কি আমি পূর্ণ করেছি, আকাঙ্ক্ষা করেছি এবং অর্জন করেছি? সেসময় ব্যক্তিগত ইচ্ছে বলে আদৌ কি কিছু ছিল? সেটা কি শুধু বিপ্লবের অসীম ক্ষমতাসম্পন্ন ঝড়, সক্রিয় জাগ্রত জনতার নির্দেশই নয়, যা আমাদের ইচ্ছা ও কার্যকলাপকে নির্ধারণ করে দিয়েছিল? একজনও একক মানুষ কি সেখানে ছিল যে সাধারণের ইচ্ছার কাছে মাথা নত করেনি? সেখানে ছিল শুধু জনতার সমাবেশ। যৌথ ইচ্ছাশক্তিতে একসাথে বাধা, যা হয় বিপ্লবের পক্ষে নয় বিপক্ষে ক্রিয়াশীল, যুদ্ধ শেষ করার জন্য বা তার বিরুদ্ধে যা যা হয়, সোভিয়েত ক্ষমতার পক্ষে দাঁড়িয়েছে অথবা বিপক্ষে। পেছনে তাকালে একজন শুধু বিশাল আকার কার্যকলাপ, সংগ্রাম এবং সক্রিয়তা প্রত্যক্ষ করে। বাস্তবে সেখানে কোনো নায়ক বা নেতা ছিল না, ছিল জনসাধারণ, শ্রমজীবী জনসাধারণ, সৈনিকের বেশে অথবা নাগরিকের পোশাকে, যাঁরা পরিস্থিতিকে নিয়ন্ত্রণ করেছিলেন এবং যাঁরা তাঁদের ইচ্ছেকে দেশ ও মানবসমাজের ইতিহাসে অনপনেয়ভাবে লিপিবদ্ধ করেছিলেন। এটা ছিল ১৯১৭-র বিপ্লবী বন্যা প্রবাহের এক গুমোট গ্রীষ্ম, এক গুরুত্বপূর্ণ গ্রীষ্ম। প্রথমে সামাজিক ঝড় প্লাবিত করেছিল শুধু গ্রামাঞ্চলকে। কৃষকেরা ওপর মহলের জনতার শান্ত বাসায় অগ্নিসংযোগ করে দিল। শহরে লড়াই শুরু

হল প্রজাতান্ত্রিক বুর্জোয়া রাশিয়ার প্রবক্তা এবং বলশেভিকদের সমাজতন্ত্রী আকাঙ্ক্ষার মধ্যে।....

যে কথা আমি আগেই বলেছিলাম, আমি ছিলাম, বলশেভিকদের অন্তর্ভুক্ত। তাই, তৎক্ষণাৎ, প্রথমদিন থেকেই, আমি আমার জন্য এক ব্যাপক স্তূপীকৃত কাজ দেখতে পেলাম। আরও একবার যুদ্ধের বিরুদ্ধে উদারনৈতিক বুর্জোয়াদের সাথে মৈত্রীর বিরুদ্ধে এবং শ্রমিক কাউন্সিলের, সোভিয়েতের ক্ষমতার জন্য সংগ্রাম চালানোটাই বিষয় হয়ে এল। এই অবস্থানের স্বাভাবিক ফলাফল দাঁড়াল এই যে, বুর্জোয়া সংবাদপত্রগুলো আমায় 'উন্মাদ বলশেভিক নারী' হিসেবে চিহ্নিত করল। কিন্তু এটা আমাকে একটুও বিচলিত করল না। আমার কাজের ক্ষেত্র ছিল বিশাল এবং আমার আনুগামীরা, কারখানার শ্রমিকরা এবং নারী সৈনিকরা ছিল হাজার হাজার। একই সময়ে আমি খুবই জনপ্রিয় ছিলাম, বিশেষত একজন বক্তা হিসেবে, এবং, একই সময়ে, বুর্জোয়া সংবাদপত্রের দ্বারা ঘৃণিত এবং তীব্রভাবে আক্রান্ত। তাই এটা ছিল ভাগ্যের এক কর্মানুষ্ঠান যে আমি সমসাময়িক কাজের ভারে এতটাই কর্মব্যস্ত হয়ে পড়েছিলাম যে, আমার বিরুদ্ধে আক্রমণ ও কুৎসাগুলো পড়ার কোনো সময় আমি পেতাম না। আমার বিরুদ্ধে বর্ষিত ঘৃণা বিপুলভাবে বেড়ে গিয়েছিল এই অভিযোগে যে, আমি রুশ রণাঙ্গনকে দুর্বল করবার জন্য জার্মান কাইজারের অর্থপ্রাপ্ত। সে সময়ের একটা সবচেয়ে জ্বলন্ত সমস্যা ছিল জীবনধারণের উচ্চ খরচ এবং গুরুত্বপূর্ণ প্রয়োজনীয় বস্তুর ক্রমবর্ধমান অভাব। তাই দারিদ্র-পীড়িত স্তরের নারীদের মধ্যে এটা ছিল এক অবর্ণনীয় কঠিন সময়। সংক্ষেপে এই পরিস্থিতি পার্টিতে 'নারীদের সাথে কাজ' এর বিশেষ কর্মক্ষেত্র তৈরি করেছিল, যাতে শীঘ্রই আমরা প্রয়োজনীয় কাজ সম্পাদনে সক্ষম হই। ইতিমধ্যে ১৯১৭-র মে মাসে 'নারী শ্রমিকরা' নামে একটা সাপ্তাহিকী জনসমক্ষে আবির্ভূত হল। আমি নারীদের প্রতি জীবনধারণের উচ্চ খরচ এবং যুদ্ধের বিরুদ্ধে একটি আবেদন রচনা করি। অস্থায়ী সরকারের শাসনাধীন রাশিয়ার হাজার হাজার মানুষের জমায়েতে পূর্ণ প্রথম জনসভাটা আমরা বলশেভিকরা সংগঠিত করেছিলাম। কেরেনস্কি এবং তাঁর মন্ত্রীরা আমাকে সেনাবাহিনীতে 'উচ্ছৃঙ্খলতার মনোভাবে ওস্কানিদাতা' বলে তাঁদের ঘৃণা একুটও গোপন করেননি। 'প্রাভদা'য় প্রকাশিত আমার একটা বিশেষ প্রবন্ধ যেখানে আমি জার্মান যুদ্ধবন্দীদের জন্য অনুরোধ করেছিলাম, তা দেশপ্রেমিক মনস্ক মানুষের বৃত্তে এক মারাত্মক ধিক্কারের ঝড় বইয়ে দিয়েছিল। এপ্রিলে লেনিন যখন সোভিয়েত কাঠামোর মধ্যে তাঁর বিখ্যাত

কর্মসূচী সংক্রান্ত বক্তৃতা দিলেন, আমিই একমাত্র ব্যক্তি যে তাঁর তত্ত্বকে সমর্থন করেছিলাম। এই বিশেষ কাজটা কি ঘৃণাই না আমার বিরুদ্ধে উদ্দীপিত করেছে। কখনও কখনও মানুষ চিনে ফেলার আগেই আমাকে ট্রাম থেকে লাফিয়ে নেমে পড়তে হয়েছে, কারণ আমি সেসময়ে প্রাসঙ্গিক বিষয়ে পরিণত হয়েছিলাম এবং প্রায়শই ব্যক্তিগতভাবে আমাকে অবিশ্বাস্য রকমের গালিগালাজ এবং মিথ্যে প্রত্যক্ষ করতে হয়েছে। আমি একটা ছোট্ট উদাহরণ দিতে চাইব যা দেখাতে পারে কি প্রবল পরাক্রম ও শক্তি নিয়ে শত্রুরা আমার বিরুদ্ধে অপবাদ দিতে নেমেছিল। সে সময়ে আমার প্রতি বিরূপ সংবাদপত্রগুলো 'কোলনতাই-এর পার্টি পোশাক' বিষয়ে লিখছিল, যা তখন একটা হাস্যকর বিষয় ছিল, কারণ আমার ট্রাঙ্কটি রাশিয়ায় যাবার পথে হারিয়ে যায়, সেজন্য আমি সর্বদাই ঐ একটা একই পোশাক পড়তাম। সেখানে এমনকি একটা ছোট পথগীতি ছিল যা কবিতায় লেনিন এবং আমার সম্পর্কে মন্তব্য করেছিল। এ ঘটনাতেও কিছু অস্বাভাবিক ছিল না যে, যদিও ক্ষিপ্ত জনতা আমাকে হুমকিও দিয়েছে, আমি সবচেয়ে খারাপ পরিস্থিতি থেকে রক্ষা পেতাম শুধুমাত্র আমার বন্ধু ও পার্টি কমরেডদের সাহসী হস্তক্ষেপের কারণে। তবু আমি নিজে ব্যক্তিগতভাবে আমাকে ঘিরে ঘৃণার অল্পই অভিজ্ঞতা লাভ করেছি এবং অবশ্যই আরও বড় সংখ্যায় উৎসাহী বন্ধুরাও ছিলেন ঃ শ্রমিকরা, নাবিকরা, সৈনিকরা—যারা আমার প্রতি সম্পূর্ণভাবে অনুগত ছিলেন। উপরন্তু, আমাদের অনুগামীর সংখ্যা দিনের পর দিন বাড়তে লাগল। ইতিমধ্যে এপ্রিলে আমি ছিলাম সোভিয়েত এক্সিকিউটিভের সদস্য, বাস্তবে যা ছিল সেই মুহূর্তের পথপ্রদর্শক রাজনৈতিক সংস্থা, যেখানে আমি ছিলাম একমাত্র নারী এবং তা দীর্ঘ সময়ের জন্য। ১৯১৭ সালের মে মাসে নারী-লন্ড্রি শ্রমিকদের ধর্মঘটে আমি অংশগ্রহণ করি, যাঁরা দাবী করেছিলেন যে, সকল লন্ড্রিকে মিউনিসিপ্যালিটির অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। লড়াইটা পুরো ছয় সপ্তাহ স্থায়ী হয়েছিল। তবু নারী-লন্ড্রি-শ্রমিকদের প্রধান দাবীটা কেরেনস্কি শাসনে অধরাই থেকে গেল।

জুনের শেষের দিকে আমার পার্টি আমাকে একটা আন্তর্জাতিক পরামর্শমূলক সভার প্রতিনিধি হিসেবে স্টকহোমে পাঠিয়েছিল, যা বিঘ্নিত হয়েছিল যখন আমাদের কাছে অস্থায়ী সরকারের বিরুদ্ধে জুলাই অভ্যুত্থানের এবং সরকার কর্তৃক বলশেভিকদের বিরুদ্ধে চূড়ান্ত কঠোর পদক্ষেপের কথা পৌঁছল। আমাদের নেতৃত্বদায়ী পার্টি কমরেডদের মধ্যে অনেকেই ইতিমধ্যে গ্রেপ্তার হয়েছিলেন। লেনিন-সহ অন্যান্যরা পালাতে সক্ষম হয়েছিলেন এবং গুপ্ত ছিলেন। বলশেভিকরা তীব্র

রাষ্ট্রদ্রোহের জন্য এবং জার্মান কাইজারের গুপ্তচর হিসেবে অভিযুক্ত হয়েছিলেন। অভ্যুত্থান অচলাবস্থা প্রাপ্ত হয়েছিল এবং কোয়ালিশন শাসন বলশেভিকদের প্রতি সহানুভূতি প্রদর্শনকারীদের বিরুদ্ধে প্রতিশোধমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করেছিল। আমি তৎক্ষণাৎ রাশিয়ায় ফিরে আসতে মনস্থ করি। যদিও আমার বন্ধুরা এবং পার্টি কমরেডরা একে ঝুঁকিপূর্ণ কার্যকলাপ বিবেচনা করেছিলেন। তারা চেয়েছিলেন যে আমি সুইডেন চলে যাই এবং ঘটনার গতিপ্রকৃতি বোঝার জন্য অপেক্ষা করি। এইসব পরামর্শের শুভ আকাঙ্ক্ষা থাকা সত্ত্বেও এবং পরবর্তীতে তা আমার সঠিক মনে হওয়া সত্ত্বেও তবুও আমি তা কর্ণপাত করিনি। আমি ফিরে না এসে পারিনি। অন্যথায় এটা আমার কাছে পদমর্যাদার সুবিধা গ্রহণে ভীরুতামূলক এক কাজ হিসেবে মনে হত, যা আমার হয়েছিল অস্থায়ী সরকারের নিগ্রহ থেকে পুরোপুরি সুরক্ষিত থাকার জন্য, যেখানে আমার এক বিশাল রাজনৈতিক বন্ধুরা কারাবাসে ছিলেন। পরে আমি এটা বুঝেছিলাম যে, সম্ভবত সুইডেন থেকে আমি অনেক বেশি আমাদের লক্ষ্যের পক্ষে কার্যকরী হতাম, কিন্তু আমি সেই সময়ের বাধ্যতার অধীনে ছিলাম। কেরেনস্কি শাসনের নির্দেশে আমি টর্ণিও সীমান্তে গ্রেপ্তার হই। এবং একজন গুপ্তচর হিসেবে অত্যন্ত অমার্জিত আচার আচরণের মুখোমুখি করা হয়....কিন্তু গ্রেপ্তারের ঘটনাটা নিজেই নাটকীয় ছিল ঃ আমার পাসপোর্ট পরীক্ষা করার সময় আমাকে কমান্ডারের অফিসে ঢুকতে অনুরোধ করা হয়েছিল। আমি বুঝেছিলাম এর অর্থ কি। একটা বিশাল ঘরে বেশ কিছু সৈনিক পরস্পরের সঙ্গে চাপাচাপি করে দাঁড়িয়েছিল। দুজন তরুণ অফিসারও উপস্থিত ছিলেন, তাঁদের মধ্যে একজন ছিলেন সেই মনকাড়া যুবক যিনি চারমাস আগে আমাকে অত মর্যাদাপূর্ণভাবে অভ্যর্থনা জানিয়েছিলেন। ঘরটাতে বিরাজ করছিল যথার্থ নীরবতা। প্রথম অফিসারের মুখের বহিঃপ্রকাশ প্রিন্স বি. একটা বিরাট স্নায়ুচাপের বিশ্বাসভঙ্গ করলেন, সংযত হয়ে এরপর কি ঘটে তার জন্য আমি অপেক্ষা করতে থাকলাম। 'আপনাকে গ্রেপ্তার করা হল' ব্যাখ্যা করে বললেন প্রিন্স বি। 'প্রতিবিপ্লব কি জয়লাভ করেছে, আমরা কি আবার রাজতন্ত্রে ফিরে গেছি?'' ''না'' উত্তরটা ছিল খুব কর্কশ। ''অস্থায়ী সরকারের নির্দেশেই আপনাকে গ্রেপ্তার করা হল।'' ''আমি এটাই আশা করছিলাম। দয়া করে আমার স্যুটকেসটা ভেতরে এনে দেওয়া হোক, আমি এটা হারাতে চাই না।'' ''অবশ্যই। লেফটেন্যান্ট, স্যুটকেসটা!'' আমি দেখলাম অফিসাররা কিভাবে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললেন, এবং কিভাবে সৈনিকেরা তাঁদের মুখে বিশাল অসন্তোষ নিয়ে ঘর ছেড়ে গেলেন। পরে আমি জেনেছিলাম যে

আমার গ্রেপ্তার, গ্রেপ্তারের সাক্ষী সৈন্যদের মধ্যে একটা প্রতিবাদের সঞ্চার করেছিল। অফিসারেরা যেকোনো কারণেই হোক ভয় পেয়েছিলেন যে আমি সৈনিকদের উদ্দেশ্যে একটা বক্তৃতা দিয়ে ফেলতে পারি। "সেক্ষেত্রে আমরা একেবারেই হেরে যেতাম।' তাঁদের মধ্যে একজন পরবর্তীকালে আমায় বলেছিলেন। অন্যান্য বলশেভিকদের মতো আমাকেও জিজ্ঞাসাবাদের পর্বটার জন্য পেত্রোগার্দ কারাগারে কঠোর বিচ্ছিন্নতায় অপেক্ষা করতে বাধ্য করা হয়েছিল। এই শাসন যত অবিশ্বাস্যভাবে নিজেদের বলশেভিকদের বিরুদ্ধে পরিচালিত করল বলশেভিকদের প্রভাব ততই বাড়তে থাকল। শ্বেত জেনারেল কর্ণিভের পেত্রগ্রাদে শ্বেত অভিযান বিপ্লবের সবচেয়ে প্রগতিশীল উপাদানকে শক্তিশালী করল। জনসাধারণ দাবী করলেন, কারাগারে বন্দী বলশেভিকদের মুক্ত করতে হবে। কেরেনস্কি আমাকে মুক্তি দিতে অস্বীকার করলেন। এবং সোভিয়েতের একটা নির্দেশের বলেই শুধু জামিনে আমি কারাগার থেকে মুক্ত হলাম। কিন্তু ইতিমধ্যেই পরের দিন কেরেনস্কির আমাকে গৃহবন্দী করার ডিক্রি আমার উপর লাগু হয়ে গেল। তবু অক্টোবর বিপ্লব ১৯১৭-র চূড়ান্ত সংগ্রামের একমাস আগে থেকে আমি চলাফেরার পূর্ণ স্বাধীনতা পেয়েছিলাম। আবার আমার কাজ স্তূপীকৃত হয়ে পড়ল। এখন এক সুশৃঙ্খল নারী শ্রমিকদের আন্দোলনের প্রস্তুতির কাজ পরিচালনা করতে হবে। নারী শ্রমিকদের প্রথম সম্মেলন আহ্বান করতে হবে। এটা সংগঠিত-ও করা হয়েছিল এবং এটা অস্থায়ী সরকারের উচ্ছেদের সঙ্গে এবং সোভিয়েত প্রজাতন্ত্রের প্রতিষ্ঠার সাথে সাথেই ঘটেছিল।

এইসময় আমি সর্বোচ্চ পার্টি সংস্থা, কেন্দ্রীয় কমিটির একজন সদস্যা ছিলাম এবং আমি সশস্ত্র অভ্যুত্থানের নীতির পক্ষে ভোট দিয়েছিলাম। আমি চূড়ান্ত কংগ্রেস সমূহ এবং রাষ্ট্রীয় সংস্থাসমূহেও (প্রাথমিক পার্লামেন্ট, ডেমোক্রেটিক কংগ্রেস ইত্যাদি) বিভিন্ন পার্টি প্রতিনিধিত্বের সদস্য ছিলাম। এরপর এল অক্টোবর বিপ্লবের মহান দিনগুলো। স্মোলনি ঐতিহাসিক হয়ে গেল। নিদ্রাহীন রাত্রিসমূহ, স্থায়ী অধিবেশনগুলো এবং শেষ পর্যন্ত সেই উদ্দীপনাময় ঘোষণা "সোভিয়েত ক্ষমতা দখল করেছে!" "সোভিয়েত গোটা পৃথিবীর মানুষের কাছে যুদ্ধ অবসানের আবেদন জানাচ্ছে।" "জমি সামাজিকীকরণ করা হল এবং তা কৃষকদের!" সোভিয়েত সরকার তৈরি হল। আমি সমাজ কল্যাণ দপ্তরের পিপলস্ কমিশার নিযুক্ত হলাম। আমি ছিলাম ক্যাবিনেটের একমাত্র নারী এবং ইতিহাসের প্রথম নারী যে কখনও একটা সরকারের সদস্য হিসেবে স্বীকৃতি পেয়েছেন। যখন কেউ শ্রমিক সরকারের

প্রথম মাসগুলোর কথা স্মরণ করে, সেই মাসগুলো যা ছিল চমকপ্রদ সব কল্পনা, পরিকল্পনা, জ্বলন্ত উদ্যোগসমূহে পূর্ণ, জীবনকে উন্নীত করতে পৃথিবীকে নতুন করে সংগঠিত করতে, বিপ্লবের প্রকৃত রোমান্টিসিজমেরই মাস, তখন নিজের বিষয় ছাড়া অন্য সব বিষয়ে লিখতে ইচ্ছে করে। আমি সমাজকল্যাণ দপ্তরের মন্ত্রীপদে ছিলাম ১৯১৭-র অক্টোবর থেকে ১৯১৮-র মার্চ পর্যন্ত। মন্ত্রকের পূর্বতন আধিকারিকরা আপত্তি ছাড়াই আমাকে গ্রহণ করেছিলেন এবং তাঁদের মধ্যে অনেকেই আমাদের কাজ পণ্ড করেছিলেন অথবা সরাসরিভাবে কাজে আসা বন্ধ করে দিয়েছিলেন। কিন্তু অন্য দপ্তরের তুলনায় ঠিক এই দপ্তরই কোনোমতে তার কাজ থামাতে পারত না। যাই ঘটুক না কেন, যেহেতু এটা নিজেই ছিল একটা অস্বাভাবিক জটিল কর্মক্ষেত্র, এর মধ্যে, অন্তর্ভুক্ত ছিল যুদ্ধ অক্ষমদের জন্য গোটা কল্যাণ কর্মসূচী, সুতরাং লক্ষ লক্ষ পঙ্গু সৈনিক এবং অফিসারদের জন্য; সাধারণভাবে পেনশন ব্যবস্থা, অনাথ আশ্রম, বৃদ্ধাশ্রম, অভাবীদের জন্য হাসপাতাল, কৃত্রিম অঙ্গ প্রস্তুত কারক কর্মশালা, তাস কারখানার প্রশাসন (তাস তৈরি ছিল রাষ্ট্রীয় একচেটিয়াধীন), শিক্ষাব্যবস্থা, নারীদের জন্য হাসপাতাল। এর সাথে এই মন্ত্রকের তত্ত্বাবধানে ছিল তরুণী মেয়েদের জন্য শিক্ষামূলক প্রতিষ্ঠানের একটা সমগ্র শ্রেণি। এটা সহজেই কল্পনা করা যায় যে, অল্পকিছু লোকের একটা গোষ্ঠীর ওপর এই কর্তব্য কি বিশাল দাবী তৈরি করেছে। একই সময়ে সেইসব লোক বিশেষ করে যখন রাষ্ট্রীয় প্রশাসনে নবাগত। এইসব অসুবিধাগুলো সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা থাকায় আমি তৎক্ষণাৎ একটা সাহায্যকারী কাউন্সিল গঠন করলাম, যেখানে বিশেষজ্ঞরা, যেমন ডাক্তার, আইনবিশারদ, শিক্ষকেরা, শ্রমিক এবং মন্ত্রকের নিম্নতম আধিকারিকদের পাশাপাশি প্রতিনিধি ছিলেন। নিম্নতম কর্মীরা যে কর্মক্ষমতা দিয়ে এই কঠিন দায়িত্বের দায়ভার বহন করলেন, তা এককথায় উদাহরণযোগ্য। এটা শুধু মন্ত্রকের কাজ চালিয়ে যাওয়া বিষয়ে নয়, বরং সংস্কার এবং উন্নতির সূত্রপাত ঘটানো-ও, নতুন-সজীব শাস্তিসমূহ পুরোনো আমলের অন্তর্ঘাতকারী আধিকারিকদের স্থান গ্রহণ করল। এক নতুন জীবন পূর্বতন অত্যন্ত রক্ষণশীল মন্ত্রকদের অফিসে উদ্দীপনা সঞ্চার করল। প্রচণ্ড কাজের দিন! এবং রাত্রে লেনিনের সভাপতিত্বে পিপলস্ কমিশার (ক্যাবিনেটের)-দের কাউন্সিলের অধিবেশন। একটা ছোট্ট, পরিমিত ঘর এবং শুধু একজন সেক্রেটারী, যিনি সেই সিদ্ধান্তগুলোকে লিপিবদ্ধ করে রাখতেন, যা রাশিয়ার জীবনকে তৃণমূলের ভিত্তি পর্যন্ত পরিবর্তন করেছিল। পিপলস্ কমিশার হিসেবে আমার প্রথম কাজ ছিল, একজন ছোট কৃষকের কাছ থেকে

ঘোড়াটা নিয়ে নেওয়ার জন্য তাকে ক্ষতিপূরণ দেওয়া। আসলে কল্পনায় বিস্তার ঘটালেও কোনোভাবেই এটা আমার অফিসের কাজের মধ্যে পড়ে না। কিন্তু ভদ্রলোক তাঁর ঘোড়ার জন্য ক্ষতিপূরণ নিতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ছিলেন। তিনি অত্যন্ত দূরবর্তী গ্রাম থেকে রাজধানীতে এসেছিলেন এবং ধৈর্য ধরে সকল মন্ত্রকের দরজায় কড়া নেড়েছিলেন সর্বদাই কোনো পরিণাম ছাড়া! এরপর বলশেভিক বিপ্লব ফেটে পড়ে। ভদ্রলোক শুনেছিলেন যে, বলশেভিকরা শ্রমিক এবং কৃষকের পক্ষে। সেজন্য তিনি স্মোলনি ইনস্টিটিউটে গেলেন, লেনিনের কাছে, যাঁকে ক্ষতিপূরণ দিতে হল। আমি জানি না কিভাবে লেনিন এবং ঐ ছোট কৃষক ভদ্রলোকের মধ্যে কথোপকথন হয়েছিল। এর ফলাফল হিসেবে, লেনিনের নোটবুক থেকে ছেঁড়া একটা ছোট কাগজ নিয়ে ভদ্রলোক আমার কাছে এলেন, যাতে আমাকে যেভাবেই হোক বিষয়টা মীমাংসার জন্য অনুরোধ করা হয়েছিল। যেহেতু সেসময়ে সমাজ কল্যাণের দপ্তরেই খরচের জন্য সবচেয়ে বেশি নগদ টাকা ছিল। ছোট কৃষক ভদ্রলোক তার ক্ষতিপূরণ পেলেন।

পিপলস্ কমিশার হিসেবে আমার প্রধান কাজগুলো ছিল এইরকম ঃ যুদ্ধে অক্ষমদের অবস্থার উন্নতির জন্য ডিক্রি জারী করা; এই মন্ত্রকের অধীন তরুণ মেয়েদের জন্য স্কুলে ধর্মীয় নির্দেশের অবসান করা, তখনও চার্চ এবং রাষ্ট্রের মধ্যকার সাধারণ পৃথকীকরণ ঘটেনি। এবং যাজকদের ধর্মীয় থেকে সাধারণ সমাজের পরিচালন ব্যবস্থায় নিযুক্ত করা; মেয়েদের জন্য স্কুলে ছাত্রীদের স্বশাসন অধিকারের সূত্রপাত করা; পূর্বতন অনাথ আশ্রমগুলোকে সরকারী শিশু আবাসের পরিসরে গঠিত করা (অনাথ শিশু এবং যাদের এখনও বাবা-মা আছে এমন শিশুদের মধ্যে কোনো পার্থক্য না করা); অভাবী এবং রাস্তার দুষ্ট ছেলেদের জন্য প্রথম হোস্টেল তৈরি করা; শুধুমাত্র ডাক্তারদের নিয়ে একটা কমিটি আহ্বান করা যার দায়িত্ব হবে বিস্তারিতভাবে সারা দেশের জন্য একটা, বিনামূল্যে জনস্বাস্থ্য ব্যবস্থার রূপরেখা তৈরি করা। আমার মতে এই মন্ত্রালয়ের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাজ ছিল প্রসূতি এবং শিশু কল্যাণের একটা কেন্দ্রীয় দপ্তরের আইনানুগ প্রতিষ্ঠা। এই কেন্দ্রীয় দপ্তর সংক্রান্ত বিলটির খসড়া ১৯১৮-র জানুয়ারিতে আমার দ্বারা সাক্ষরিত হয়। এর পরই একটা দ্বিতীয় ডিক্রি ঘোষণা করা হয়, যাতে আমি সকল প্রস্তুতি হাসপাতালকে বিনামূল্যে প্রসূতি এবং শিশু সুরক্ষা কেন্দ্রে পরিবর্তন করি, যার পরিপ্রেক্ষিতে একটা সামগ্রিক জন্ম পূর্ববর্তী পরিচর্যার সরকারি ব্যবস্থাপনার জন্য প্রস্তুতিকার্য চালনা করা। এই দায়িত্ব পালনে আমি ডক্টর

কোরোলেফের কাজ থেকে দারুণভাবে সাহায্য পেয়েছিলাম। আমরা একটা জন্ম পূর্ববর্তী পরিচর্যার প্রাসাদের পরিকল্পনা করেছিলাম, যা একটি আদর্শ কেন্দ্র যেখানে মায়েদের প্রশিক্ষণের জন্য প্রদর্শনকক্ষ থাকবে, আরও বহু কিছুর মধ্যে আদর্শ দিবাকালীন শিশু পরিচর্যা কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করতে হবে। আমরা যখন এই ধরনের সুবিধার জন্য আমাদের প্রস্তুতির কাজ যেখানে আগে অভিজাত পরিবারের তরুণ মেয়েদের শিক্ষা দেওয়া হত এবং যা তখনও পর্যন্ত কাউন্ট পত্নীদের নির্দেশে চলত, এমন একটি মেয়েদের বোর্ডিং স্কুলের বাড়ি তৈরি—প্রায় শেষ করে ফেলেছি, একটা অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা আমাদের সমস্ত কাজ শেষ করে দিয়েছিল, যা কোনোক্রমে শুরু হতে পেরেছিল। এই অগ্নিকাণ্ড কি ইচ্ছা করে ঘটানো হয়েছিল? মধ্যরাতে আমাদের বিছানা থেকে কোনোক্রমে নেমে এসেছিলাম। আমি অগ্নিকাণ্ডের দৃশ্যের কাছে দৌড়ে গেলাম, সুন্দর প্রদর্শনীকক্ষটা পুরোপুরি নষ্ট হয়ে গেছে যেমন অন্য ঘরগুলোও। শুধু বিশাল নেমপ্লেটটা প্রবেশ দরজার কাছে তখনও ঝুলছে। 'জন্মপূর্ববর্তী পরিচর্যা প্রাসাদ'।

মাতৃত্ব এবং শিশু পরিচর্যাকে জাতীয়করণের প্রচেষ্টার জন্য আমার বিরুদ্ধে উন্মত্ত আক্রমণের নতুন ঢেউ সৃষ্টি হল। সমস্ত ধরনের মিথ্যা প্রচার করা হয়েছিল 'নারীর জাতীয়করণ' সম্বন্ধীয়। আমার আইন-প্রণয়ণ সংক্রান্ত প্রস্তাব বিষয়ে এটা রটানো হয়েছিল যে এই প্রস্তাব নাকি বারো বছরের ছোট মেয়েদেরকে মা হতে আদেশ জারি করে থাকে। এক বিশেষ ক্রোধ পুরোনো আমলের ধর্মীয় অনুগামীদের উত্তেজিত করে তুলেছিল, যখন আমি আমার নিজের দায়িত্বে, (ক্যাবিনেট পরে আমাকে এই কাজের জন্য সমালোচনা করেছিল) বিখ্যাত আলেকজান্দার নেভস্কির আশ্রমকে যুদ্ধে পঙ্গু হয়ে যাওয়াদের আবাসে রূপান্তরিত করি। সাধুরা বাধাদান করেছিল এবং একটা গুলি চলাচল হয়েছিল। সংবাদপত্র আমাব বিরুদ্ধে আবার হৈ-চৈ শুরু করেছিল। চার্চ আমার কাজের বিরুদ্ধে রাস্তায় বিক্ষোভ সংগঠিত করেছিল এবং আমায় বিধর্মী ঘোষণা করে, চার্চের শত্রু হিসেবে চিহ্নিত করে, আনুষ্ঠানিকভাবে চার্চ থেকে বহিষ্কার করেছিল। আমি অসংখ্য হুমকি দেওয়া চিঠি পেয়েছিলাম কিন্তু কখনই সামরিক নিরাপত্তার জন্য অনুরোধ করিনি। সর্বদাই আমি একাই বেরোতাম, নিরস্ত্র এবং কোনো ধরনের দেহরক্ষী ছাড়াই। সম্পূর্ণ এক ভিন্ন চরিত্রের কাজে পুরোপুরি মগ্ন হয়ে থাকায় কখনোই আমি কোনো ধরনের বিপদের জন্য চিন্তা করিনি। ১৯১৮ সালের ফেব্রুয়ারিতে সোভিয়েতের প্রথম রাষ্ট্রীয় প্রতিনিধি দলকে বিভিন্ন অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক প্রশ্নের ব্যাখ্যা

দেওয়ার জন্য সুইডেনে পাঠানো হয়। পিপলস্ কমিশার হিসেবে আমি এই প্রতিনিধিদলে নেতৃত্ব দিয়েছিলাম। কিন্তু আমাদের জাহাজটা ডুবে যায়; আমরা অ্যালান্ড দ্বীপপুঞ্জে অবতরণ করে রক্ষা পাই, যা ফিনল্যান্ডের অন্তর্ভুক্ত। এইসময়ে দেশে শ্বেতাঙ্গ এবং লাল-দের মধ্যে সংগ্রাম তা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ মুহূর্তে পৌঁছেছিল এবং জার্মান সেনাবাহিনীও ফিনল্যান্ডের বিরুদ্ধে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হচ্ছিল।

যখন আমরা ম্যারিহ্যাম্ শহরের একটা সরাইখানায় রাতের খাবার খেতে বসেছি, আমাদের উদ্ধারের জন্য আনন্দ করেছি, আমাদের জাহাজ ডুবির দিন সন্ধ্যেয় শ্বেতবাহিনী অ্যালান্ড দ্বীপপুঞ্জ দখল করে নেয়। আমরা পালাতে সক্ষম হয়েছিলাম অত্যন্ত দৃঢ়তা এবং কৌশলের সৌজন্যে, তবু আমাদের দলের একজন তরুণ ফিনল্যান্ডবাসী ধরা পড়ে গেল, যাকে পরে গুলি করে মেরে ফেলা হয়। আমরা পেত্রোগ্রাদে ফিরে এলাম। সেখানে রাজধানী খালি করার প্রস্তুতি চলছিল অত্যন্ত দ্রুততার সাথে ঃ সন্ধ্যেয় শহরের দরজার বাইরে জার্মান সেনাবাহিনী ইতিমধ্যেই দাঁড়িয়ে রয়েছে।

এরপর শুরু হল আমার জীবনের এক অন্ধকার সময়, যা আমি এখানে আলোচনা করতে পারব না, কারণ ঘটনাগুলো এখনও আমার মনে খুবই তাজা হয়ে আছে। কিন্তু এমনদিনও আসবে যখন আমি এসবের একটা বিবরণ দেব।

পার্টিতে মতামতের পার্থক্য হল। বর্তমান নীতির সঙ্গে সম্পূর্ণ ভিন্নমত হওয়ার কারণে আমি পিপলস্ কমিশার হিসেবে পদত্যাগ করি। একটু একটু করে আমি আমার অন্যান্য দায়িত্ব থেকেও অব্যাহতি পেয়ে যাই। আমি আবার বক্তৃতা দিতে শুরু করি এবং 'নতুন নারী' এবং 'নতুন নৈতিকতা' বিষয়ে আমার ধারণার প্রচার শুরু করি। বিপ্লব তখন পুরোদমে চলছে। সংগ্রাম ক্রমশ আরও বেশি অমীমাংসেয় এবং রক্তাক্ত হয়ে উঠছিল, যা ঘটছিল তার অনেকটাই আমার দৃষ্টিভঙ্গীর সাথে মেলে না। কিন্তু সর্বোপরি নারীমুক্তির অসমাপ্ত কাজ তখনও পড়েছিল। অবশ্যই নারীরা সকল অধিকার পেয়েছিল কিন্তু অবশ্যই বাস্তবে তারা তখনও বাস করত পুরোনো বন্ধনের অধীনেই ঃ পারিবারিক জীবনে পরিবারের জন্য কোনো কর্তৃত্ব ছাড়াই, হাজারো গৃহস্থালীর হীন কার্যকলাপের দাসত্বে, প্রসূতি অবস্থার পূর্ণাঙ্গ দায়ভার বহন করে, এমনকি বস্তুগত পরিচর্যাও, কারণ অনেক নারীকেই তখন যুদ্ধ এবং অন্যান্য পরিস্থিতির কারণে একা জীবন কাটাতে হচ্ছিল।

১৯১৬ সালের শরৎকালে আমি যখন আমার সমস্ত কর্মক্ষমতার সমস্ত ক্ষেত্র শ্রমজীবী নারীদের মুক্তির জন্য একটা সুশৃঙ্খল রূপরেখা তৈরিতে নিযুক্ত করেছিলাম,

আমি সোভিয়েতের প্রথম সভাপতি স্ভেরদ্‌লভ্‌-এর মূল্যবান সাহায্য পেয়েছিলাম, যিনি এখন মারা গেছেন। নারী শ্রমিক এবং নারী কৃষকদের প্রথম কংগ্রেস ১৯১৮ সালের নভেম্বরেই ডাকা হয়, প্রায় ১১৪৭ জন প্রতিনিধি উপস্থিত ছিলেন। এইভাবে শ্রমিক এবং কৃষক নারীদের সারা দেশ জোড়া মুক্তির জন্য একটা নিয়মানুগ কাজের ভিত্তি স্থাপন করা হয়। নতুন কাজের এক প্লাবন আমার জন্য অপেক্ষা করছিল। নারীদের গণ রান্নাঘরে টেনে নিয়ে আসা এবং তাদের কর্মক্ষমতাকে শিশু আবাস এবং দিবাকালীন পরিচর্যার কেন্দ্রগুলোতে বিদ্যালয় ব্যবস্থা, গৃহস্থালীর সংস্কার এবং আরো বহু প্রয়োজনীয় বিষয়ে লাগানোর জন্য তাদের শিক্ষিত করাটাই ছিল এখনকার প্রশ্ন। এইসমস্ত কার্যকলাপের প্রধান জোরটি ছিল আসলে জাতীয় অর্থনীতিতে এক শ্রম একক হিসেবে এবং রাজনৈতিক ক্ষেত্রে একজন নাগরিক হিসেবে নারীর সমানাধিকার বাস্তবায়িত করা এবং তা এই বিশেষ বন্দোবস্তসহ যে প্রসূতিসেবা তাকে একটা সামাজিক কার্য হিসেবে মর্যাদা দিতে হবে সুতরাং তার জন্য রাষ্ট্র কর্তৃক সুরক্ষা ও ব্যবস্থাপনা করতে হবে। ডঃ লেবেডেভোর তত্ত্বাবধানে জন্মপূর্ববর্তী পরিচর্যার রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানও তখন বিকশিত হচ্ছিল। একইসাথে নারীমুক্তির সাথে সম্পর্কিত কর্তব্য ও বিষয়গুলো-কে দেখভাল করতে এবং নারীকে সোভিয়েত কার্যকলাপে টেনে আনতে সারা দেশে কেন্দ্রিয় অফিসগুলো প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল।

১৯১৯ সালের গৃহযুদ্ধ আমার ওপর নতুন কাজের দায়ভার চাপিয়ে দিল। শ্বেত সেনাবাহিনী যখন দক্ষিণ রাশিয়া থেকে উত্তরের দিকে অভিযানের চেষ্টা চালাচ্ছিল আমাকে আবার ইউক্রেণে পাঠানো হল এবং ক্রিসিয়াতে যেখানে আমি প্রথম সেনাবাহিনীর শিক্ষাদান বিভাগের সভাপতি হিসেবে কাজ করেছিলাম। পরে সোভিয়েত সরকারের অপসারণ পর্যন্ত আমি ইউক্রেণ সরকারের আলোকপ্রাপ্তি এবং প্রচারকার্যের পিপলস্ কমিশার হিসেবে নিযুক্ত হই। কিয়েভের নিকটবর্তী সন্ত্রস্ত এলাকা থেকে একটা বিশেষ ট্রেনের সাহায্যে চারশ নারী কমরেডকে আমি অন্যত্র পাঠিয়ে দিতে সক্ষম হই। আমি ইউক্রেণে কমিউনিস্ট নারী শ্রমিক আন্দোলনের জন্য-ও আমার পক্ষে সম্ভব সর্বোৎকৃষ্ট ভূমিকা পালন করি।

এক গুরুতর অসুস্থতা কয়েকমাসের জন্য আমাকে উদ্দীপনাময় কাজ থেকে বিচ্ছিন্ন করে রেখেছিল। কোনোক্রমে সুস্থ হয়ে উঠেই—তখন আমি মস্কোতে ছিলাম—আমি নারীদের মধ্যে কাজের সমন্বয়ের জন্য নারী অফিসের দায়িত্ব গ্রহণ করি। আবার নিবিড় এবং ব্যাপক কাজের নতুন পর্যায় শুরু হল। একটি কমিউনিস্ট

নারীদের সংবাদপত্র প্রকাশিত হল, নারীশ্রমিকদের সম্মেলন এবং কংগ্রেস অনুষ্ঠিত হল। পূর্ব-এর (ইসলামধর্মী) নারীদের সাথে কাজের ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত হয়। কমিউনিস্ট নারীদের দুটো ভিন্ন সম্মেলন মস্কোয় অনুষ্ঠিত হয়। গর্ভপাতকে আরও সুবিধাজনক করার জন্য আইন জারি করা হয় এবং নারীর সুবিধার জন্য বেশ কিছু বিধি আমাদের সমন্বয়কারী অফিস কর্তৃক সূত্রপাত ঘটানো হয় এবং আইনত সুনিশ্চিত করা হয়। এই সময় আগের তুলনায় আমাকে অনেক বেশি লেখালেখি করতে হয় এবং বক্তৃতা দিতে হয়। আমাদের কাজ লেনিনের পূর্ণ সমর্থন লাভ করেছিল। এবং ট্রটস্কি, যদিও তিনি সামরিক দায়িত্বে অতিমাত্রায় ভারাক্রান্ত ছিলেন, তবু আমাদের সম্মেলনগুলোতে অবিচলিতভাবে এবং উৎসাহসহকারে উপস্থিত হয়েছিলেন। কর্মতৎপর গুনী নারীরা, যাঁদের মধ্যে দুজন আর জীবিত নেই, সমন্বয়কারী অফিসের কাজে আত্মত্যাগ সহকারে তাদের সকল কর্মক্ষমতা প্রয়োগ করেছিলেন।

অষ্টম সোভিয়েত কংগ্রেসে সোভিয়েত এক্সিকিউটিভের একজন সদস্য হিসেবে (তখন ইতিমধ্যেই সেখানে বহু নারী সেই সংস্থায় ছিলেন) আমি একটা প্রস্তাব দিই যে, সমস্ত এলাকার সোভিয়েতগুলোতে নারীর সমানাধিকারের সংগ্রামের জন্য চেতনা সৃষ্টিতে উদ্যোগ নেওয়া হোক এবং সেইমতো তাদের রাষ্ট্রীয় এবং গোষ্ঠীগত কাজে যুক্ত করা হোক। এই প্রস্তাবকে এগিয়ে দিতে আমি সক্ষম হয়েছিলাম। এবং তা গৃহীত হয়েছিল কিন্তু তা প্রতিরোধ ছাড়া নয়। এটা ছিল একটা বিশাল স্থায়ী বিজয়।

একটা উত্তপ্ত বিতর্ক জ্বলে উঠেছিল যখন নতুন নৈতিকতা বিষয়ে আমি আমার গবেষণা প্রকাশ করি। সোভিয়েত বিবাহ আইন, চার্চের থেকে যা অবশ্যই পৃথক ছিল, প্রকৃতপক্ষে তা সর্বোপরি প্রগতিশীল-গণতান্ত্রিক দেশগুলোতে কার্যকরী এই বিষয়ক আইনগুলোর থেকে বেশি প্রগতিশীল ছিল না। বিবাহ, নাগরিক বিবাহে এবং, যদিও অবৈধ সন্তানকে আইনগতভাবে বৈধ সন্তানের সমতুল্য করা হয়েছিল, বাস্তবে এসবক্ষেত্রে এক প্রতারণা এবং অন্যায় বিরাজ করত। যখন কেউ 'অনৈতিকতা' সম্বন্ধে বলে, যা বলশেভিকরা তথাকথিত প্রচার করেছিল তখন আমাদের বিবাহ আইনকে পর্যাপ্তভাবে খুঁটিয়ে পর্যবেক্ষণ করলে দেখা যাবে, বিবাহ বিচ্ছেদের প্রশ্নে আমরা উত্তর আমেরিকার সমতুল্য যেখানে অবৈধ সন্তানের প্রশ্নে আমরা এমনকি নরওয়েবাসীদের স্তর পর্যন্ত এগোতে পারিনি।

এই প্রশ্নকে ঘিরে পার্টির সবচেয়ে প্রগতিশীল অংশটা গড়ে উঠেছে। আমার বক্তব্য আমার যৌন এবং নৈতিক দৃষ্টিভঙ্গীকে উভয় লিঙ্গের বহু পার্টি কমরেড

বিরোধ করেছেন ঃ যেমন রাজনৈতিক পরিচালনকারী নীতিসমূহের ক্ষেত্রে পার্টিতে অন্যান্য মত পার্থক্যও রয়েছিল। উপরন্তু ব্যক্তিগত এবং পারিবারিক দায়দায়িত্ব এসবের সাথে যুক্ত করা হয় এবং এইভাবে ১৯২২ সালের কয়েক মাস ফলপ্রসূ কাজ ছাড়াই পেরিয়ে যায়। এরপর ১৯২২ সালের শরৎকালে নরওয়েতে রুশ সোভিয়েত প্রতিনিধিদলে আমার সরকারী নিযুক্তি উপস্থিত হল। আমি বাস্তবিকই বিশ্বাস করেছিলাম যে এই নিযুক্তি হল পুরোপুরি আনুষ্ঠানিক এবং সেজন্য নরওয়েতে আমি নিজেকে দেওয়ার মত সময় পেয়ে যাব, আমার সাহিত্যকর্মে। ঘটনাক্রম অনেকটা অন্যভাবে ঘুরে গেল। নরওয়ের দপ্তরে আমার প্রবেশের দিনটা থেকে আমি আমার জীবনের সমগ্র এক নতুন কাজের প্রক্রিয়াতে প্রবেশ করলাম, যা আমার কর্মক্ষমতাকে সর্বোচ্চ মাত্রাতে বের করে নিল। কূটনৈতিক কার্যকলাপের পর্বে, সেইজন্য, আমি একটা মাত্র প্রবন্ধ লিখেছিলাম 'The Winged Eros' যা এক অস্বাভাবিক বেশিমাত্রায় অস্থিরতা সৃষ্টি করেছিল। এর সাথে ছিল তিনটে ছোট উপন্যাস—'প্রেমের পথ' যা মালিক ভারলাগ কর্তৃক বার্লিনে প্রকাশ পেয়েছিল। তখন আমি রাশিয়ায় ছিলাম। আমার বই 'নতুন নৈতিকতা এবং শ্রমিকশ্রেণি' এবং একটি সমাজ অর্থনৈতিক গবেষণা 'রাজনীতি-অর্থনীতির বিবরণে নারীদের অবস্থা' লেখা হয়েছিল।

কূটনৈতিক কাজের বছরগুলো

আমি ১৯২২ সালের অক্টোবরে নরওয়েতে আমার দায়িত্ব গ্রহণ করলাম এবং ১৯২৩ সালে এই কূটনৈতিক দলটার প্রধান ছুটিতে চলে যান, যার ফলে তাঁর হয়ে সোভিয়েত প্রজাতন্ত্রের কার্যকলাপ সরকারীভাবে আমাকেই পর্যবেক্ষণ করতে হয়েছিল। যাইহোক তার পরে পরেই তাঁর বদলে আমাকে আমার দেশের প্রতিনিধি হিসেবে নিযুক্ত করা হয়েছিল। স্বাভাবিকভাবেই এই নিযুক্তি এক বিরাট উত্তেজনা সৃষ্টি করেছিল, কারণ, সর্বোপরি ইতিহাসে এই প্রথম একজন নারী সরকারীভাবে একজন 'রাষ্ট্রদূতে'র দায়িত্ব পেয়েছিল। রক্ষণশীল সংবাদপত্র এবং বিশেষ করে রুশ শ্বেত সংবাদপত্র এতে এতই অপমানিত বোধ করেছিল যে তারা আমাকে বাস্তবে অনৈতিকতার দানবী এবং রক্তাক্ত জুজু বানানোর চেষ্টা করেছিল। এখন বিশেষত আমার বিবাহ এবং ভালোবাসা বিষয়ক ভয়ংকর মতামত-এর বিষয়ে প্রচুর প্রবন্ধ লেখা হল, তবু আমি অবশ্যই এখানে জোর দেব যে, শুধুমাত্র রক্ষণশীল সংবাদপত্রই আমাকে আমার নতুন দায়িত্বে এমন বন্ধুত্বহীন অভ্যর্থনা

দিয়েছিল। নরওয়েতে আমি যে তিন বছর ধরে কাজ করেছিলাম সেই তিন বছরে আমার সমগ্র সামাজিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে আমি একবারও নারীর দক্ষতা ও ক্ষমতার বিরুদ্ধে নিস্পৃহা বা অবিশ্বাস অনুভব করিনি। এটার জন্য অবশ্যই নরওয়ের মানুষের সুস্থ, গণতান্ত্রিক মনোভাবের অনেকটা অবদান ছিল। অতএব এই বাস্তব সত্যটা জোর গলায় বলতে হয় যে নরওয়েতে রুশ সদস্যের কাজ করার ক্ষেত্রে আমাকে কোনোরকম বাধাবিঘ্নের সম্মুখীন হতে হয়নি, এই কারণে যে আমি নাকি 'দুর্বল লিঙ্গের' একজন সদস্যা। রাষ্ট্রদূতের পদে থাকার জন্য 'ট্রেড প্লেনিপোটেনসিয়ারি' বা 'বাণিজ্য সম্রাট'-এর দায়িত্ব গ্রহণ করতে হয়েছিল, রুশ সরকারের নরওয়েতে বাণিজ্য প্রতিনিধিত্ব করার জন্য। স্বাভাবিকভাবেই এই দুটো কর্তব্যই তাদের বিশেষভাবে আমার কাছে একেবারেই নতুন ছিল। তদ্‌সত্ত্বেও যুদ্ধ এবং বিপ্লবের পরে যে স্বাভাবিক বাণিজ্য সম্পর্ক সোভিয়েত রাশিয়া এবং নরওয়ের মধ্যে বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়েছিল সেই সম্পর্ক পুনর্গঠনের কাজ এবং নরওয়ের দ্বারা সোভিয়েত রাশিয়ার অস্তিত্বের আইনী স্বীকৃতি স্থাপন করার জন্য আমি নিজেকে দায়িত্ব দিলাম। কাজটা অত্যন্ত উৎসাহ এবং সুন্দর, রঙীন আশাসহ শুরু হয়। ১৯২৩ সাল চমৎকার এক গ্রীষ্ম এবং কর্মরত শীত দিয়ে চিহ্নিত ছিল। নতুনভাবে পুনর্গঠিত বাণিজ্যিক সম্পর্ক পুরোদমে এগোতে থাকল : রুশ গম ও নরওয়ের হেরিং এবং অন্য মাছ, রুশ কাঠের সামগ্রী এবং নরওয়ের কাগজ ও সেলিউলোজ। ১৫ই ফেব্রুয়ারি ১৯২৪ সালে নরওয়ে বাস্তবে সোভিয়েত ইউনিয়নকে আইনী স্বীকৃতি দিল। আমাকে 'শার্জ এ্যাফেয়ার্স' হিসেবে নিযুক্ত করে আনুষ্ঠানিকভাবে কূটনৈতিক জীবনে প্রবেশ করতে দেওয়া হল। এখন শুরু হল দুই দেশের মধ্যে বাণিজ্য চুক্তি গঠনের বোঝাপড়ার কাজ। আমার জীবন অক্লান্ত পরিশ্রম এবং রোমাঞ্চকর অভিজ্ঞতা, উভয়ে পরিপূর্ণ হল। বাণিজ্য এবং বিশেষ করে সামুদ্রিক (জাহাজী) বাণিজ্যের ক্ষেত্রে দুই দেশের মধ্যে সম্পর্ককে আরও এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে আমাকে বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন এবং সমস্যার সমাধান করতে হল। কয়েকমাস পরে ১৯২৪ এর অগাস্টে আমি 'মিনিস্ট্রে প্লেনিপোটেনশিয়েরে' নিযুক্ত হই এবং যথাযথ সমারোহ সহ আমার অনুমতিপত্র নরওয়ের রাজার হাতে তুলে দিই। এটা অবশ্যই সমস্ত দেশের রক্ষণশীল সংবাদপত্রকে আমার ওপর তাদের কুৎসা উগড়ে দেবার আরও একটা সুযোগ করে দিল। কারণ, সর্বোপরি সমগ্র ইতিহাসে এর আগে কখনোই একজন নারীকে প্রথাগত সমারোহ সহকারে রাষ্ট্রদূত হিসেবে গ্রহণ করা হয়নি। ১৯২৫ সালের

শেষের দিকে মস্কোতে বাণিজ্যিক চুক্তিটি শেষ হয় এবং আমি ফেব্রুয়ারিতে নরওয়ের ক্যাবিনেটের প্রেসিডেন্ট আই.এল মোইকেল-এর সাথে অসলোয় অনুমোদিত চুক্তিতে প্রতিসাক্ষর করি।

এই সাক্ষর নরওয়েতে আমার সমগ্র কার্য উদ্দেশ্যের সফল সমাপ্তি চিহ্নিত করে। আমি নতুন লক্ষ্যের দিকে দ্রুত এগিয়ে যেতে পারি এবং সেই কারণে, আমি নরওয়েতে আমার পথ থেকে সরে যাই। এই পৃথিবীতে আমি যদি কিছু অর্জন করে থাকি তবে তা আমার ব্যক্তিগত গুণাবলী নয় যা একে প্রকৃতই নিয়ে এসেছিল। বরং আমার সাফল্যগুলো শুধু এই সত্যের প্রতীক যে, সর্বোপরি নারীরা ইতিমধ্যেই সাধারণ স্বীকৃতির দিকে এগিয়ে চলছে। বিশেষত যুদ্ধের পর্বে উৎপাদনশীল লক্ষ লক্ষ নারীকে টেনে আনার যে কাজটা অত্যন্ত দ্রুত কার্যকরী হয়েছিল, তাই এই সম্ভাবনাকে তীব্র করে তুলল যে নারী সর্বোচ্চ রাজনৈতিক এবং কূটনৈতিক অবস্থানে এগিয়ে যেতে পারে। তবু এটা অবশ্যাম্ভাবী যে শুধু ভবিষ্যতের একটা দেশই, যেমন সোভিয়েত ইউনিয়ন, কোনো পক্ষপাতিত্ব ছাড়া নারীকে মোকাবিলা করার সাহস করতে পারে, তাকে শুধু তার দক্ষতা এবং প্রতিভার বিচারে মর্যাদা দিতে পারে এবং সেইভাবে তাকে বিশ্বাসভরে দায়িত্বশীল কাজ দিতে পারে। একমাত্র সজীব বিপ্লবী ঝড়েরই সেই যথেষ্ট শক্তি আছে যা নারীর বিরুদ্ধে বহুদিনের পক্ষপাতকে ঝেঁটিয়ে বিদায় করতে পারে এবং শুধুমাত্র উৎপাদনশীল শ্রমজীবী মানুষই একটা নতুন সমাজ গড়ে নারীকে পূর্ণ সমানতা এবং মুক্তি দিতে সক্ষম। আমি এখন এই আত্মজীবনী শেষ করছি। আমার সামনে অপেক্ষা করছে নতুন লক্ষ্য এবং জীবন আমার জন্য নতুন দাবী তৈরি করছে। আমি আরো যত দায়িত্বই পালন করি না কেন, এটা আমার কাছে অত্যন্ত পরিষ্কার যে, শ্রমজীবী নারীর পূর্ণ মুক্তি এবং এক নতুন যৌন নৈতিকতার ভিত্তি তৈরি করা আমার কার্যকলাপের এবং আমার জীবনের সর্বদা সর্বোচ্চ লক্ষ্য হয়ে থাকবে।

১৯২৬-এর জুলাই
সাক্ষরিত

মহান অক্টোবর বিপ্লবের দিনগুলোতে নারী যোদ্ধারা

মহান অক্টোবর বিপ্লবে অংশগ্রহণ করেছিলেন যে নারীরা—তারা কারা? বিচ্ছিন্ন কিছু ব্যক্তি? না, তারা দলে দলে ছিলেন, দশক, শতক, হাজার নামহীন বীরাঙ্গনরা, যারা লাল পতাকা আর সোভিয়েত শ্লোগানের পেছনে শ্রমিক এবং কৃষকদের পাশাপাশি অভিযান চালিয়েছে। জারের ধর্মীয় শাসনতন্ত্রের ধ্বংসাবশেষ পেরিয়ে এক নতুন ভবিষ্যতের দিকে.....।

কেউ যদি অতীতের দিকে ফিরে তাকান, তাদের দেখতে পাওয়া যাবে, নামহীন বীরাঙ্গনাদের এই সারি, উপোসী শহরগুলোতে অক্টোবর যাদের দেখেছিল, যুদ্ধে বিধ্বস্ত নিঃসম্বল গ্রামগুলোতে ......তখনও মাথায় রুমাল (কদাচিৎ, তখনও লাল রুমাল), একটা পুরোনো স্কার্ট, একটা তাপ্পি লাগানো শীতের জ্যাকেট ..... তরুণী এবং বৃদ্ধা, নারী শ্রমিক এবং সৈন্যের স্ত্রী, কৃষক নারী এবং শহরের গরীবদের মধ্য থেকে গৃহবধূ। বিরলভাবে, সেই দিনগুলোতে অনেক বেশি বিরলভাবে, অফিসের কর্মচারীরা এবং পেশাদার নারীরা, শিক্ষিত এবং রুচিশীল নারীরা সংযুক্ত ছিলেন। কিন্তু বুদ্ধিজীবিদের মধ্যে থেকে এমন নারীরাও ছিলেন যারা লাল পতাকা অক্টোবরের বিজয় পর্যন্ত বহন করেছিলেন—শিক্ষিকা, অফিস কর্মচারী, উচ্চবিদ্যালয় এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের তরুণ ছাত্রী, নারী চিকিৎসক। তাঁরা আনন্দের সাথে স্বার্থহীনভাবে, সচেতনভাবে অভিযানে অংশ নিয়েছিলেন। যেখানে পাঠানো হয়েছে সেখানেই তাঁরা গেছিলেন। যুদ্ধক্ষেত্রে যেতে হবে? তাঁরা সৈনিকের টুপি পরেছিলেন এবং রেড আর্মি-র যোদ্ধায় পরিণত হয়েছিলেন। যদি তাঁরা লাল হস্ত-বন্ধনী পরতেন, তাহলে তাঁরা গাটচীনায় কেরেনেস্কির বিরুদ্ধে লাল বাহিনীকে সাহায্য করতে প্রাথমিক চিকিৎসা কেন্দ্রগুলোতে ছুটে যেতেন। সৈন্যবাহিনী, যোগাযোগ-ব্যবস্থায় তাঁরা কাজ করতেন। তাঁরা আনন্দের সাথে কাজ করতেন, এই বিশ্বাসে ভরপুর যে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটা কিছু হচ্ছে, এবং আমরা সকলেই বিপ্লবের একমাত্র শ্রেণিতে সামান্য অংশীদার। গ্রামে, কৃষক নারীরা (তাদের স্বামীদের যুদ্ধক্ষেত্রে পাঠানো হয়েছিল) জমিদারদের কাছ থেকে জমি নিয়ে নিয়েছিলেন এবং অভিজাততন্ত্রকে তার শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে বানানো আরামদায়ক বাসা থেকে তাড়িয়ে বের করে দিয়েছিলেন।

যখনই কেউ অক্টোবরের ঘটনাগুলোকে স্মরণ করেন, তিনি ব্যক্তির মুখ দেখেন না, দেখেন জনতার। সংখ্যাহীন জনতা, মানবতার তরঙ্গের মতো। আবার যেদিকেই তাকানো যাক না কেন দেখা যাবে নারী-সভায়, জমায়েতে, বিক্ষোভে....।

তাঁরা এখনও নিশ্চিত নন যে তাঁরা ঠিক কি চান, কী জন্যে তাঁরা লড়ছেন, কিন্তু তাঁরা একটা জিনিস জানেন, তাঁরা আর যুদ্ধ সহ্য করবেন না। তাঁরা জমিদার আর সম্পত্তিবানদের চান না....১৯১৭ সালে, মানবতার বিশাল মহাসাগরে উত্থানপতন ঘটেছিল, সেই মহাসাগরের একটা বড়ো অংশ নারী...।

কোনো একদিন ঐতিহাসিকরা বিপ্লবের এইসব নামহীন বীরাঙ্গনাদের কর্মকাণ্ড নিয়ে লিখবেন, যাঁরা যুদ্ধক্ষেত্রে প্রাণ দিয়েছিলেন, শ্বেত সৈন্যবাহিনীর গুলিতে নিহত হয়েছিলেন, এবং বিপ্লবের পরের বছরগুলোতে অগণিত বঞ্চনা সহ্য করেছিলেন, কিন্তু যাঁরা সোভিয়েত রাজ এবং কমিউনিজমের লাল পতাকা অব্যাহতভাবে বহন করে গেছেন।

আনন্দিত এবং উৎসাহিত তরুণ জনতার সমাজতন্ত্রের ভিত গড়ে তোলার কাজ শুরু করার মাধ্যমে এই নতুন প্রজাতন্ত্র সেইসব নামহীন বীরাঙ্গনাদের প্রতি শ্রদ্ধায় মাথা নত করছে, যাঁরা অক্টোবর বিপ্লবের দিনগুলোতে শ্রমজীবী জনতার জন্য নতুন জীবন জয় করে আনতে মৃত্যুবরণ করেছিলেন।

আজকের থেকে বহুবছর পর যখন ঐতিহাসিকরা মহান অক্টোবর বিপ্লব এবং তার নেতা লেনিন সম্পর্কে লিখবেন, মাথায় রুমাল এবং পুরোনো টুপি পরিহিতা নারীদের এই সমুদ্র থেকে অবশ্যই সেইসব ব্যক্তিরা বেরিয়ে আসবেন যাঁদের প্রতি ঐতিহাসিকরা বিশেষ মনোযোগ দেবেন।

প্রথম যে ব্যক্তিত্বটি উঠে আসবেন তিনি হলেন লেনিনের বিশ্বস্ত সঙ্গী, নাদেজদা কনস্ট্যান্টিনোভনা স্ক্রুপস্কায়া, ধূসর রঙের সাদামাটা পোষাক পরিহিতা যিনি সর্বদাই পর্দার আড়ালে থাকার চেষ্টা করতেন। তিনি সকলের অগোচরে সভায় ঢুকে পড়তেন এবং কোনো এক স্তম্ভের পেছনে চলে যেতেন। কিন্তু তিনি সব কিছু শুনতেন এবং দেখতেন, যা কিছু ঘটছে সবই পর্যবেক্ষণ করতেন যাতে তিনি ভ্লাদিমির ইলিচকে একটা পূর্ণাঙ্গ বিবরণ দিতে পারেন, তাঁর নিজস্ব মন্তব্য রাখতে পারেন এবং যথার্থ মানানসই ও ব্যবহারযোগ্য চিন্তা গড়ে তুলতে পারেন।

সেইসব দিনগুলোতে 'সোভিয়েত সমূহ ক্ষমতা দখল করতে পারবে কি না?' এই বিশাল প্রশ্ন নিয়ে জনতা তর্ক করত এমন অসংখ্য ঝোড়ো সভায় নাদেজদা কনস্টান্টিনোভনা কোনো বক্তব্য রাখতেন না। কিন্তু ভ্লাদিমির ইলিচের ডান

হাত হিসেবে তিনি ক্লান্তিহীন ভাবে কাজ করে যেতেন, কখনও কখনও পার্টি মিটিংগুলোতে সংক্ষিপ্ত কিন্তু জোরালো মন্তব্য করতেন। কঠিনতম এবং গুরুতর বিপদের মুহূর্তগুলোতে, যখন অনেক দৃঢ় মানসিকতার কমরেডরাও ভেঙে পড়তেন এবং দ্বিধায় ডুবে যেতেন, নাদেজদা কনস্টান্টিনোভনা সবসময় একইরকম থাকতেন, লক্ষ্যের যাথার্থের প্রতি এবং তার নিশ্চিত সাফল্যের প্রতি পুরোপুরি বিশ্বস্ত। তিনি অটল বিশ্বাস সঞ্চারিত করতেন, বিরল বিনয়ের আড়ালে লুকোনো তাঁর মনের এই অবিচলতা অক্টোবর বিপ্লবের মহান নেতার সঙ্গীনীর সংস্পর্শে আসা সকলকেই এক আনন্দদায়ক অনুভূতি দান করত।

আরেকটি চরিত্র উঠে এসেছিল—ভ্‌লাদিমির ইলিচের আরও একজন বিশ্বস্ত সঙ্গী, গুপ্ত কার্যকলাপের কঠিন বছরগুলোতে তাঁর ঘনিষ্ঠতম কমরেড, পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির সম্পাদক ইয়েলেনা ডিমিট্রিয়েভনা স্ট্যাসোভা। তিনি ছিলেন এক স্পষ্ট নিখুঁত বুদ্ধিদীপ্ততাসম্পন্ন কাজ করার ব্যতিক্রমমূলক যোগ্যতার অধিকারী এবং কাজের জন্য উপযুক্ত লোককে চিহ্নিত করার দুর্লভ ক্ষমতাসম্পন্ন। তাঁর দীর্ঘ গৌরবমণ্ডিত চেহারা দেখতে পাওয়া যেত প্রথমে টাভ্রিচেস্কি প্যালেসের সোভিয়েতে, তারপর স্কেস্নিনস্কায়া কক্ষে এবং সবশেষে স্মোলনিতে। তাঁর হাতে ধরা থাকত একটা নোটবুক, আর তাঁকে ঘিরে থাকত যুদ্ধক্ষেত্র থেকে আসা কমরেডরা, শ্রমিকরা, লাল সৈনিকরা, নারী শ্রমিকরা, পার্টি ও সোভিয়েতের সদস্যরা যারা এক তাৎক্ষণিক এবং স্পষ্ট জবাব বা নির্দেশ চাইত।

স্ট্যাসোভা বহু গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে দায়িত্ব বহন করতেন, কিন্তু ওই ঝোড়ো দিনগুলোতে যদি কোনো কমরেড কোনো সমস্যা বা দুর্দশার মধ্যে পড়তেন, তিনি সর্বদাই সাড়া দিতেন, একটা সংক্ষিপ্ত, বাধ্যত কাটাকাটা জবাব দিতেন, তাঁর পক্ষে যা কিছু সম্ভব করতেন। তিনি সর্বত্র কাজের অসম্ভব চাপের মধ্যে থাকতেন এবং সর্বদাই তিনি তাঁর নিজের দায়িত্ব পালন করতেন। সর্বদাই নিজের দায়িত্বে থাকতেন, কিন্তু কখনই সামনের সারিতে, বিশিষ্ট অবস্থানে নিজেকে ঠেলে দিতেন না। তিনি আকর্ষণের কেন্দ্র হতে পছন্দ করতেন না। নিজের জন্য নয়, আদর্শের জন্যই ছিল তাঁর চিন্তা।

কমিউনিজমে মহান এবং আদৃত আদর্শের জন্য, যার জন্য ইয়েলেনা স্ট্যাসোভা নির্বাসন এবং জারের জেলে কারাবাস ভোগ করেছিলেন, যার ফলে তাঁর স্বাস্থ্য ভেঙ্গে পড়েছিল ..... আদর্শের নামে তিনি ছিলেন পাথরের মতো, ইস্পাতের মতো কঠিন। কিন্তু তাঁর কমরেডদের দুর্দশায় তিনি এক এমন অনুভূতিপ্রবণতা

সংবেদনশীলতা দেখাতেন যা শুধু উষ্ণ এবং মহান হৃদয় নারীদের মধ্যেই দেখতে পাওয়া যায়।

ক্লাভদিয়া নিকোলায়েভা ছিলেন খুব সামান্য পরিবারের একজন নারী শ্রমিক। তিনি ১৯০৮ সালেই বলশেভিকদের সাথে যোগ দেন। প্রতিক্রিয়ার বছরগুলোতে তিনি নির্বাসন ও কারাবাসে কাটান ... ১৯১৭ সালে তিনি লেনিনগ্রাদে ফিরে আসেন এবং নারী শ্রমিকদের প্রথম পত্রিকা, কমুনিস্তকার কেন্দ্রস্থলে পরিণত হন। তিনি তখনও যুবতী, তেজোদীপ্ত এবং চঞ্চল। কিন্তু তিনি দৃঢ়ভাবে আদর্শকে ধরে রেখেছিলেন, এবং দৃপ্তভাবে ঘোষণা করেছিলেন যে নারী শ্রমিক, সৈনিকদের স্ত্রী এবং কৃষক নারীদের অবশ্যই পার্টিতে টেনে আনতে হবে। কাজ করো, নারীগণ! সোভিয়েত এবং কমিউনিজমের রক্ষার্থে!

তিনি সভায় ভাষণ দিতেন এবং যদিও তিনি তখনও নিজের সম্পর্কে কিছুটা বিচলিত এবং অনিশ্চিত, তা সত্ত্বেও অন্যরা তাঁকে অনুসরণ করতে আকৃষ্ট হতেন। তিনি ছিলেন তাঁদের মধ্যে একজন যাঁরা বিপ্লবে ব্যাপক নারী জনসাধারণকে যুক্ত করার প্রস্তুতিতে সমস্ত ধরনের সমস্যা নিজেদের কাঁধে নিয়েছিলেন, তাঁদের মধ্যে একজন যাঁরা দুটো রণাঙ্গনেই লড়াই করেছেন—সোভিয়েত এবং কমিউনিজমের জন্য, এবং একই সাথে নারীমুক্তির জন্য। ক্লাবদিয়া নিকোলায়েভা এবং কনকরডিয়া সামোইলোভা (যিনি ১৯২১ সালে তাঁর বিপ্লবী অবস্থানেই কলেরায় মৃত্যুবরণ করেন)—এঁদের নাম নারী শ্রমিক আন্দোলনের প্রথম এবং সবচেয়ে কঠিন পদক্ষেপ গ্রহণের, বিশেষত লেনিনগ্রাদে; ওতপ্রোতভাবে যুক্ত হয়ে আছে। কনকরডিয়া সামোইলোভা অতুলনীয় স্বার্থহীন একজন পার্টিকর্মী ছিলেন; একজন চমৎকার বক্তা যিনি জানতেন কীভাবে নারী শ্রমিকের মন জয় করা যায়। কনকরডিয়া সামোইলোভার পাশাপাশি যাঁরা কাজ করেছেন, তাঁরা দীর্ঘদিন তাঁকে মনে রাখবেন। তিনি ছিলেন আচরণে সাদাসিধে, পোষাকে সাদাসিধে, সিদ্ধান্ত কার্যকরী করার ক্ষেত্রে দৃঢ়, নিজের এবং অন্যদের উভয়ক্ষেত্রেই কঠোর।

ইনেসা আরমান্দ-এর অমায়িক এবং মনোমুগ্ধকারী চরিত্রটা ছিল বিশেষভাবে নজরে পড়ার মতো, যাঁকে অক্টোবর বিপ্লবের প্রস্তুতিতে পার্টির অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কাজের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল, এবং যিনি তারপর নারীদের মধ্যে কাজে বহু সৃজনশীল ধারণা এনেছিলেন। তাঁর নারীসুলভ এবং নম্র আচরণের পাশাপাশি ইনেসা আরমান্দ ছিলেন তাঁর বিশ্বাসে অবিচল এবং দুর্দান্ত প্রতিপক্ষের সামনেও তাঁর বিশ্বাসের যাথার্থ প্রতিষ্ঠায় সক্ষম। বিপ্লবের পরে ইনেসা আরমান্দ নারী

শ্রমিকদের বৃহত্তর আন্দোলন সংগঠিত করার কাজে আত্মনিয়োগ করেছিলেন এবং প্রতিনিধি সম্মেলন হচ্ছে তাঁরই সৃষ্টি।

মস্কোয় অক্টোবর বিপ্লবের কঠিন এবং চূড়ান্ত দিনগুলোতে ভারভারা নিকোলায়েভনা ইয়াকোভলেভা বিপুল কাজ করেছিলেন। ব্যারিকেডের রণক্ষেত্রে তিনি পার্টি সদরদপ্তরের নেতাদের তুলনীয় দৃঢ়তা দেখিয়েছিলেন .... অনেক কমরেড বলেছিলেন যে তাঁর দৃঢ়তা এবং অবিচল সাহস বিহ্বলদের সাহস জুগিয়েছিল এবং যাঁরা ভেঙ্গে পড়েছিলেন তাঁদের অনুপ্রাণিত করেছিল 'এগিয়ে চলো!—বিজয়ের দিকে'।

যদি কেউ মহান অক্টোবর বিপ্লবে যোগদানকারী নারীদের কথা মনে করেন, ক্রমশ আরও আরও নাম আর মুখ স্মৃতি থেকে ম্যাজিকের মতো উঠে আসে। আমরা কি আজ ভেরা স্লুৎস্কায়া-র স্মৃতিকে শ্রদ্ধা না জানিয়ে পারি, যিনি স্বার্থহীনভাবে বিপ্লবের প্রস্তুতির জন্য কাজ করেছিলেন এবং যিনি পেত্রোগ্রাদের কাছে প্রথম রেড ফ্রন্টে কসাকদের গুলিতে নিহত হয়েছিলেন।

আমরা কি ইয়েভজেনিয়া বোস কে তার তেজোদীপ্ত মেজাজ সহ ভুলে যেতে পারি যিনি সর্বদাই যুদ্ধের জন্য আগ্রহী ছিলেন? তিনিও তাঁর বিপ্লবী কর্মকাণ্ডের মধ্যেই মৃত্যুবরণ করেন।

আমরা কি ভি.আই. লেনিনের জীবন এবং কার্যকলাপের সাথে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত দুই বোন এবং ঘনিষ্ঠ সাথী আন্না ইলিনিচনা ইয়েলিজারোভা এবং মারিয়া ইলিনিচনা উলিয়ানোভার কথা এখানে উল্লেখ না করে পারি?

...এবং মস্কোর রেলওয়ে কর্মশালা থেকে আসা কমরেড ভারিয়া, সর্বদাই জীবন্ত, সর্বদাই ব্যস্ত? এবং লেনিনগ্রাদের বস্ত্রশ্রমিক ফিয়োদোরেভা, তাঁর মনোরম, মৃদুহাস্যময় মুখ এবং ব্যারিকেডে যুদ্ধের সময় তাঁর ভয়হীনতা?

এঁদের সকলকেই তালিকাভুক্ত করা অসম্ভব, এবং কতজন নামহীন থেকে যাবে? অক্টোবর বিপ্লবের বীরাঙ্গনারা হলেন একটা সমগ্র সেনাবাহিনী, এবং যদিও তাঁদের নাম ভুলে যাওয়া যেতে পারে, তাঁদের স্বার্থহীনতা বেঁচে আছে বিপ্লবের বিজয়ের মধ্যেই, আজকের সোভিয়েত ইউনিয়নের নারীশ্রমিকরা যা কিছু সুবিধা ও প্রাপ্তি ভোগ করেন, তার সব কিছুর মধ্যেই।

এটা একটা স্পষ্ট ও তর্কাতীত সত্য যে, নারীদের অংশগ্রহণ ছাড়া, অক্টোবর বিপ্লব লাল পতাকাকে বিজয় পর্যন্ত এনে দিতে পারত না। শ্রমজীবি নারীরা, যাঁরা অক্টোবর বিপ্লবের দিনে লাল পতাকার নীচে অভিযান করেছিলেন, তাঁদের গৌরব হোক! নারীদের মুক্ত করা অক্টোবর বিপ্লবের গৌরব হোক!

নারী দিবস-১৯১৩

নারী দিবস কী! এটা কি সত্যিই প্রয়োজনীয়? এটা কি বুর্জোয়া শ্রেণির নারীদের, নারীবাদীদের এবং নারীর ভোটাধিকারের জন্য আন্দোলনকারীদেরকে একটা ছাড় দেওয়া নয়? এটা কী শ্রমিক আন্দোলনের ঐক্যের পক্ষে ক্ষতিকারক নয়?

এই ধরনের প্রশ্ন দেশের বাইরে আর শোনা না গেলেও রাশিয়াতে এখনও শোনা যায়, জীবন নিজেই ইতিমধ্যে একটা স্পষ্ট চটজলদি জবাব দিয়েছে।

নারী প্রলেতারীয় আন্দোলনের দীর্ঘ, দৃঢ় শৃঙ্খলের মধ্যে নারীদিবস হল একটা সংযোগ সূত্র। কর্মরতা নারীদের সংগঠিত বাহিনী প্রতিবছর বেড়ে চলেছে। কুড়ি বছর আগে ট্রেড ইউনিয়নে ছিল শুধুমাত্র ওয়ার্কার্স পার্টির কর্মীদের মধ্যে এখানে ওখানে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা শ্রমজীবী নারীদের ছোটো গোষ্ঠীসমূহ। এখন ইংল্যান্ডের ট্রেড ইউনিয়নগুলিতে দুশো বিরানব্বই হাজারেরও বেশি নারী সদস্য রয়েছে, জার্মানিতে ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনে রয়েছে প্রায় দুশো হাজার এবং একশ পঞ্চাশ হাজার রয়েছে ওয়ার্কার্স পার্টিতে, অস্ট্রিয়াতে ট্রেড ইউনিয়নে আছে সাতচল্লিশ হাজার এবং পার্টিতে আছে প্রায় কুড়ি হাজার, প্রত্যেক জায়গায়—ইতালি, হাঙ্গেরি, ডেনমার্ক, সুইডেন, নরওয়ে এবং সুইজারল্যান্ডে শ্রমিকশ্রেণির নারীরা নিজেদের সংগঠিত করছেন। নারীদের সমাজতান্ত্রিক সেনাবাহিনী প্রায় দশ লক্ষ। এক শক্তিশালী বাহিনী! বেঁচে থাকার মতো মূল্য, মাতৃত্বকালীন বীমা, শিশুশ্রম এবং নারী শ্রমের সুরক্ষামূলক আইনের প্রশ্নে পৃথিবীর সমস্ত শক্তিকে এই বাহিনীকে অবশ্যই স্বীকৃতি দিতে হবে।

এমন একটা সময় ছিল যখন শ্রমজীবী মানুষ ভেবেছিল যে, তাদের একাই পুঁজির বিরুদ্ধে সংগ্রামের দায়িত্ব কাঁধে নিতে হবে, 'পুরোনো পৃথিবীর' সাথে একাই, তাদের নারী জনতার সাহায্য ছাড়াই, তাদের বোঝাপড়া মেটাতে হবে। যাইহোক, নারী শ্রমিক শ্রেণী যেহেতু শ্রম বিক্রেতার পর্যায়ে প্রবেশ করেছে, তাদের সারিতে প্রবেশ করেছে, স্বামী বা বাবা বেকার থাকায় প্রয়োজনের তাগিদে শ্রমের বাজারে যেতে বাধ্য হয়েছে,

শ্রমজীবী পুরুষেরা এ ব্যাপারে সজাগ হয়েছে যে 'শ্রেণি-চেতনাহীন' সারিতে নারীদের ফেলে রেখে গেলে তা তাদের পক্ষে ক্ষতিকারক হবে এবং তাদেরকে পেছনে টেনে ধরবে। সচেতন যোদ্ধার সংখ্যা যত বাড়ছে, সাফল্যের সম্ভাবনাও তত বাড়ছে। স্টোভের পাশে বসে থাকেন যে নারী; সমাজে, রাষ্ট্রে বা পরিবারে যার কোনো অধিকার নেই, তিনি কোন্ স্তরেব চেতনার অধিকারী? তাঁর নিজের সম্পর্কেই কোনো 'ধারণা' নেই! বাবা বা স্বামীর নির্দেশেই তিনি সবকিছু করেন.....।

নারীর পশ্চাদপদতা এবং অধিকারহীনতা, তাদের আত্মসমর্পণ বা উদাসীনতা শ্রমিকশ্রেণির কোনো কাজে লাগে না এবং বস্তুত তা সরাসরি এর পক্ষে ক্ষতিকারক। কিন্তু কীভাবে একজন নারী শ্রমিককে আন্দোলনে টেনে আনা যাবে, কীভাবে তাকে জাগিয়ে তোলা যাবে?

বিদেশে সোশাল-ডেমোক্রেসি এই মুহূর্তে কোনো সঠিক সমাধান খুঁজে পায়নি। শ্রমিক সংগঠনগুলি নারী শ্রমিকদের জন্য উন্মুক্ত ছিল, কিন্তু তাতে প্রবেশ করেছিল মাত্র কয়েকজন। কেন? কারণ, নারী শ্রমিকরা যে এই শ্রেণির সবচেয়ে আইনগত এবং সামাজিকভাবে অবহেলিত সদস্য, সে যে শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে চোখরাঙানি, বিদ্রূপ, নির্যাতনের শিকার এবং তার মন ও হৃদয়কে উজ্জীবিত করতে হলে যে একটা বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গি দরকার, দরকার এমন শব্দগুচ্ছ যা একজন নারী হিসেবে তার কাছে বোধগম্য হয়, এটা শ্রমিকশ্রেণি প্রথমে বুঝতে পারেনি। শ্রমিকশ্রেণি তৎক্ষণাৎ এটা ধরতে পারেনি যে, অধিকারহীনতা এবং শোষণের এই জগতে নারীরা শুধু তার শ্রমের বিক্রেতা হিসেবে নয়, একজন মা হিসেবেও নিপীড়িত। যাইহোক, যখন শ্রমিকদের সোশালিস্ট পার্টি এটা বুঝল, সে নারীদের, একজন ভাড়া করা শ্রমিক হিসেবে এবং একজন নারী, একজন মা হিসেবে, সুরক্ষার দায়িত্ব দৃঢ়তার সাথে হাতে তুলে নিল।

ওয়ার্কার্স পার্টি যত পরিষ্কারভাবে নারীদের বিষয়ে এই দ্বিতীয় লক্ষ্যটি বুঝতে পারল, নারীরা তত বেশি স্বেচ্ছায় পার্টিতে যোগ দিল, তত বেশি তারা পার্টিই যে তাদের প্রকৃত রক্ষক শ্রমিকশ্রেণি যে তাদের জরুরী এবং সম্পূর্ণ নারী হিসেবে প্রয়োজনীয় দাবীগুলো নিয়েও লড়ছে, তা স্বীকৃতি দিল। সংগঠিত এবং সচেতন নারী-শ্রমিকরা নিজেরাই এই লক্ষ্য বুঝিযে বলার জন্য যথাসাধ্য করল। এখন আরও বেশি নারী-শ্রমিকদের সমাজতান্ত্রিক আন্দোলনে আকর্ষিত করার মূল দায়ভার নারীদের ওপরেই বর্তেছে। প্রতিটি দেশেই পার্টির নিজস্ব বিশেষ নারীদের কমিটি,

সম্পাদকমণ্ডলী ও ব্যুরো রয়েছে। এইসব নারীদের কমিটিগুলো এখনও রাজনৈতিকভাবে অসচেতন বিশাল নারী জনসাধারণের মধ্যে কাজ পরিচালনা করছে, নারী শ্রমিকদের চেতনা জাগ্রত করছে, এবং সংগঠিত করছে। যেসব সমস্যা এবং দাবীগুলো নারীদের সবচেয়ে গভীরভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করছে সেগুলোকে তারা কাটাছেঁড়াও করছে; যেমন—গর্ভবতী এবং পালিকা মায়েদের জন্য সুরক্ষা ও সংস্থান, নারী শ্রমিকদের জন্য আইনী বিধি, পতিতাবৃত্তি ও শিশুমৃত্যুর বিরুদ্ধে প্রচার, নারীদের জন্য রাজনৈতিক অধিকারের দাবী, বাসস্থানের উন্নতিসাধন, জীবনধারণের মূল্যবৃদ্ধির বিরুদ্ধে প্রচার ইত্যাদি।

এইভাবে, পার্টির সদস্য হিসেবে নারী শ্রমিকরা সাধারণ শ্রেণিস্বার্থের জন্য সংগ্রাম করছেন, আবার একইসাথে সেইসব চাহিদা এবং দাবী যা তাদের নারী হিসেবে, গৃহবধূ হিসেবে এবং মা হিসেবে, সবচেয়ে সরাসরি ক্ষতিগ্রস্ত করে, সেগুলোর রূপরেখা নির্মাণ করছেন এবং সামনে তুলে ধরেছেন। পার্টি এইসব দাবী সমর্থন করে এবং তাদের জন্য সংগ্রাম করে। নারী শ্রমিকদের চাহিদাগুলো হল সাধারণ শ্রমিকস্বার্থের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ।

নারী দিবসে সংগঠিতরা তাদের অধিকারহীনতার বিরুদ্ধে বিক্ষোভ প্রদর্শন করেছে।

কিন্তু, কেউ কেউ বলবেন, নারী শ্রমিকদের এভাবে আলাদা করা হচ্ছে কেন? কোন বিশেষ নারীদিবস, নারী শ্রমিকদের জন্য বিশেষ প্রচারপত্র, শ্রমিকশ্রেণীর নারীদের জন্য সভা এবং সম্মেলন? চূড়ান্ত বিচারে, এটা কি নারীবাদী এবং বুর্জোয়া ভোটাধিকারবাদীদের একটা ছাড় নয়!

সমাজতান্ত্রিক আন্দোলন এবং বুর্জোয়া ভোটাধিকার আন্দোলনের মধ্যেকার মৌলিক পার্থক্য যারা বোঝে না, কেবলমাত্র তারাই এইভাবে ভাবতে পারে।

নারীবাদীদের লক্ষ্য কী? তাদের লক্ষ্য হল পুঁজিবাদী সমাজের মধ্যেই এখন তাদের স্বামী, বাবা এবং ভাইয়েরা যা পায় তার সমান সুবিধা, সমান ক্ষমতা এবং সমান অধিকার অর্জন। নারী শ্রমিকদের লক্ষ্য কী? তাদের লক্ষ্য হল জন্ম বা সম্পত্তিসূত্রে পাওয়া সমস্ত সুযোগ-সুবিধার অবসান ঘটানো। নারী শ্রমিকদের কাছে মালিক, একজন পুরুষ না একজন নারী, এটা কোনো বিবেচনার বিষয় নয়। তার সমগ্র শ্রেণির সাথে সে তার শ্রমিক অবস্থানে স্বচ্ছন্দ।

নারীবাদীরা সর্বদা এবং সর্বত্র সমান অধিকার দাবী করে। নারী শ্রমিকরা জবাব দেয় আমরা দাবী করি নারী-পুরুষ নির্বিশেষে প্রত্যেক নাগরিকের জন্য অধিকার। কিন্তু আমরা এটা ভুলে যেতে রাজী নই যে আমরা শুধু শ্রমিক এবং নাগরিক নই, আমরা সেইসঙ্গে মা-ও! এবং মা হিসেবে, ভবিষ্যতের জন্মদাত্রী নারী হিসেবে, আমরা আমাদের জন্য এবং আমাদের শিশুদের জন্য বিশেষ মনোযোগ, রাষ্ট্র এবং সমাজের বিভিন্ন সুরক্ষা দাবী করি। নারীবাদীরা রাজনৈতিক অধিকার অর্জনের জন্য চেষ্টা করছেন। যাইহোক, এখানেও আমাদের পথ আলাদা।

বুর্জোয়া নারীদের কাছে রাজনৈতিক অধিকার শ্রমজীবী জনতার শোষণের ওপর প্রতিষ্ঠিত। পৃথিবীতে আরও সহজে আরও সুরক্ষিতভাবে তাদের সুযোগসুবিধা পাওয়ার অনুমোদন ছাড়া আর কিছু নয়। নারী শ্রমিকদের কাছে রাজনৈতিক অধিকার হল শ্রমিকদের আকাঙ্ক্ষিত দুনিয়ায় পৌঁছোনোর পাথুরে এবং কঠিন যাত্রাপথে একটা পদক্ষেপ।

নারীশ্রমিক এবং বুর্জোয়া ভোটাধিকারবাদীদের দ্বারা প্রচারিত পথ অনেক আগে আলাদা হয়ে গেছে। জীবন তাদের সামনে যে লক্ষ্য উপস্থিত করেছে, সেখানে অনেক তফাৎ। নারীশ্রমিক আর নারী মালিকের বিরোধ, ভৃত্য আর তার গৃহকর্ত্রীর স্বার্থের মধ্যে বিরাট বিরোধ। সেখানে কোনো সংযোগ, সমঝোতা বা মিলনের বিন্দু নেই এবং তা থাকতেও পারে না। সুতরাং, পুরুষ শ্রমিকদের পৃথক নারীদিবস, নারী শ্রমিকদের বিশেষ সম্মেলন, তাদের বিশেষ সংবাদপত্রে ভয় পাওয়া উচিত নয়।

শ্রমিক শ্রেণির নারীদের মধ্যে প্রতিটি বিশেষ নির্দিষ্ট রকমের কর্মসূচী হল নারী শ্রমিকদের চেতনাকে জাগ্রত করার এবং উন্নততর ভবিষ্যতের জন্য লড়াকুদের দলকে টেনে আনার একটা উপায় মাত্র। নারীদিবস এবং ধীর, পুঙ্খানুপুঙ্খ কাজ, যা নারী শ্রমিকদের আত্মসচেতনতা জাগ্রত করার জন্য গ্রহণ করা হয়, তা শ্রমিকশ্রেণির মধ্যে বিভাজন নয়, ঐক্যের পক্ষে কাজ করে। সাধারণ শ্রেণিস্বার্থের সেবা করা এবং একই সাথে তাদের নিজস্ব নারী সত্তার মুক্তির জন্য এক আনন্দদায়ক অনুভূতি নারী শ্রমিকদের নারীদিবস উদ্‌যাপনে যোগ দিতে উদ্বুদ্ধ করুক।

ভি. আই. লেনিন এবং নারী শ্রমিকদের প্রথম কংগ্রেস

ভ্লাদিমির ইলিচ হলেন সেই ব্যক্তি যিনি শহর ও গ্রাম থেকে ব্যাপক নারী-সাধারণকে সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র গড়ে তোলার কাজে যুক্ত করতে প্রথম উদ্যোগী হয়েছিলেন।

সোভিয়েত ইউনিয়ন এ ব্যাপারে বিশ্বে একটা বিশেষ স্থান দখল করেছে। অন্য কোনো রাষ্ট্রে এর সাথে তুলনীয় কোনো ঘটনা দেখা যায়নি।

পৃথিবীর প্রতিটি দেশেই নারীরা তাদের অধিকারের জন্য সংগ্রাম করেছেন ও করছেন এবং তাদের নিজেদের বুর্জোয়া সরকারের কাছ থেকে জোরালো প্রতিরোধ এবং চাঁচাছোলা প্রত্যাখ্যান পেয়েছেন। অনেক দেশে নারীরা তাদের অধিকারের জন্য বীরত্বের সাথে লড়াই করেছেন, কিন্তু তাঁরা কেউ কোথাও সেই সব অধিকার ভোগ করেন না, সোভিয়েত প্রজাতন্ত্রে প্রতিটা নারী যা করেন।

সোভিয়েত ইউনিয়নের অনন্যতা এখানেই যে, নারীরা নিজেরাই সরকারের কাছে কাজের, শিক্ষার, মাতৃত্বের সুরক্ষার অধিকার দাবী করেছেন কেবল নয়, বরং সরকার নিজেই নারীদের কাজের সমস্ত ক্ষেত্রে বেশিরভাগ বুর্জোয়া দেশে যে সব কাজে কোনো প্রবেশাধিকারই নেই সে সব ক্ষেত্রেও টেনে নিয়ে আসছে, এবং একইসাথে মা হিসেবে নারীদের স্বার্থকে সুরক্ষিত করছে। এসব কিছুই সোভিয়েত সংবিধানে লিখিত রয়েছে এবং পৃথিবীর কোথাও আর এর তুলনীয় কিছু নেই।

পার্টির পরিচালনায় এই মহান কাজ নারী শ্রমিকদের প্রথম কংগ্রেস সোভিয়েত প্রজাতন্ত্র-এর বহু লক্ষ নারীর মধ্যে শুরু করেছিল।

অক্টোবর বিপ্লবের প্রথম দিনগুলো থেকেই সোভিয়েত ক্ষমতা নারীদের অধিকারকে পূর্ণ মর্যাদা দিয়েছে, যাই হোক না কেন, তবু সমস্ত নারী নিজেরাই তা গ্রহণে সক্ষম নন। নারীদের মধ্যে এমন অনেকে আছেন যারা তাঁদের শ্রেণিচেতনার অভাবের জন্য সোভিয়েত ক্ষমতার বিরোধীদের দ্বারা প্রতারিত হন।

ভ্লাদিমির ইলিচ (একবার) বলেছিলেন (এবং তাঁর কথা আমার স্পষ্ট মনে আছে) : "যদি এমনকি গৃহযুদ্ধের বাহিনীর সবচেয়ে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ এবং সাহসী

যোদ্ধাকেও বাড়ি ফেরার পর দিনের পর দিন স্ত্রীর সামনে পড়ে তার গজগজানি এবং অভিযোগ শুনতে হয়; তার রাজনৈতিক চেতনার অভাবের কারণে সোভিয়েত ক্ষমতার জন্য লাগাতার সংগ্রামের প্রতিপক্ষ হিসেবে যুদ্ধে পোড় খাওয়া অসমসাহসী যোদ্ধাও দুর্বল হয়ে পড়তে পারেন, এবং যিনি প্রতিবিপ্লবের কাছে আত্মসমর্পণ করেননি তিনি স্ত্রীর কাছে আত্মসমর্পণ করতে পারেন এবং তার ক্ষতিকারক প্রভাবে আচ্ছন্ন হতে পারেন।"

'সুতরাং' ভ্লাদিমির ইলিচ বলছেন, "প্রতিবিপ্লবের বিরুদ্ধে নারী শ্রমজীবী জনতাকে আমাদের সোভিয়েত ক্ষমতার দৃঢ় নিরাপত্তাকারীর রূপ দিতে হবে। প্রত্যেক নারীকে এটা অবশ্যই বুঝতে হবে যে, সোভিয়েত ক্ষমতার জন্য যুদ্ধে তিনি তাঁর নিজের এবং তাঁর সন্তানদের অধিকারের জন্য লড়ছেন।"

১৯১৮ সালের শরৎকালে পার্টি নারীদের মধ্যে কাজ পরিচালনার জন্য সক্রিয় বলশেভিকদের একটা গোষ্ঠীকে দেশের বিভিন্ন অংশে পাঠিয়েছিল। স্ভারদ্লভের দ্বারা আমাকে পাঠানো হয়েছিল রেবাহোভোজুয়েভো, কিনেশমা, ইভানাভো এবং অন্যান্য জায়গায়। আমার মনে আছে কীভাবে একজন বস্ত্রশিল্পের নারীশ্রমিক, আনুচকিনা, আমাকে বাড়িতে আমন্ত্রণ করেছিলেন। তিনি আমাকে এক কাপ চা খেতে বলেছিলেন। কোনো রুটি ছিল না, চিনি ছিল না, কিন্তু উৎসাহের অন্ত ছিল না। আমাদের কথোপকথনের সময়, কমরেড আনুচকিনা এই মত প্রকাশ করেছিলেন যে শ্রমিক ও কৃষক নারীদের একটা কংগ্রেস আহ্বান করার এটাই উপযুক্ত সময়। আমার এই মতামত পছন্দ হয়েছিল, এবং মস্কোয় ফেরার পরে পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির কাছে আমি এই প্রস্তাবটা রাখি। ভ্লাদিমির ইলিচ এই মতামত পুরোপুরি অনুমোদন করেন এবং এতে তাঁর সমর্থন জ্ঞাপন করেন।

'অবশ্যই' তিনি বলেন, "নারীদের পৃথক কোনো সংগঠন থাকা উচিত নয়, কিন্তু পার্টির মধ্যে যথাযথ বন্দোবস্ত স্থাপন করা উচিত যার দায়িত্ব হবে নারী জনসমষ্টির চেতনার মান উন্নয়ন এবং যা নারীদের শিক্ষা দেবে সোভিয়েত রাষ্ট্র গড়তে অর্থাৎ একটা উন্নততর ভবিষ্যৎ গড়তে তাদের অধিকারগুলোকে কাজে লাগাতে হবে। শহর এবং গ্রাম, উভয় ক্ষেত্রের আঞ্চলিক সোভিয়েতগুলোতে নারীদের অবশ্যই টেনে আনতে হবে, তাদের অবশ্যই বাস্তব দায়িত্ব এবং শিক্ষা দিতে হবে। সোভিয়েতগুলোতে রাষ্ট্রেব জন্য এবং কারখানায় সক্রিয়ভাবে কর্মনিযুক্ত নারীদের মাতৃত্বের দায়ভার কমায় যে সব প্রতিষ্ঠান তাদের বিকাশের জন্য বিশেষ মনোযোগও অবশ্যই দিতে হবে।

ভ্লাদিমির ইলিচ কর্তৃক তুলে ধরা এই ধারণা এবং কর্তব্যগুলো ১৬-২১ নভেম্বর ১৯১৮ অনুষ্ঠিত নারী-শ্রমিকদের প্রথম কংগ্রেসের কাজের ভিত্তি তৈরি করে দিয়েছিল।

নারী বলশেভিকদের নেতৃত্বদায়ী গোষ্ঠীটা, যাতে ছিলেন নাদেজদা কনস্ট্যানটিনোভা ক্রুপস্কায়া, ইনেসা আরমান্ড, আমি এবং আরও কয়েকজন, সম্মিলিতভাবে দলটার দুই (আর পঁচিশ) সদস্যের তৈরি রিপোর্ট এবং বিভিন্ন বিষয়ে প্রস্তাব তৈরি করেছিল।

আমাকে নারীদের মধ্যে কাজের পদ্ধতি এবং পার্টির মধ্যে যথাযথ বন্দোবস্তের আয়োজন অর্থাৎ নারী বিভাগের সৃষ্টি বিষয়ের একটি রিপোর্ট ও প্রস্তাবনা তৈরির কাজ দেওয়া হয়েছিল। এই প্রস্তাবনা আমাদের কংগ্রেসে গৃহীত হয়েছিল এবং এটা পার্টিতে নারী বিভাগের কাজের ভিত্তি তৈরী করে দিয়েছিল। ১৯২১-এ নারী কমিউনিষ্টদের দ্বিতীয় আন্তর্জাতিক সম্মেলনে এটি সংগঠনের সদস্য সকল পার্টির মূলনীতি হিসেবে গৃহীত হয়েছিল।

কংগ্রেস যখন আহ্বান করা হয়েছিল, সকলেই এর গুরুত্ব এবং তাৎপর্য বুঝতে পারেননি। আমার মনে আছে যে রাইকভ, জিনোভিয়েভ এবং অন্যান্য কয়েকজন এর বিরোধীতা করেছিলেন। কিন্তু ভ্লাদিমির ইলিচ ঘোষণা করেছিলেন যে কংগ্রেস জরুরী। তিনি সর্বদাই খোঁজখবর নিতেন আমাদের কাজ কেমন এগোচ্ছে এবং মেয়েরা আমাদের আহ্বানে সাড়া দিচ্ছেন কিনা।

প্রথম কংগ্রেসের জন্য আমাদের প্রস্তুতির কাজ সহজ ছিল না। ডাক পরিষেবা খুব খারাপ ছিল এবং আমরা নারী প্রতিনিধি পাঠানোর বিষয়ে আমাদের আবেদনের কোনো জবাব পার্টি কমিটিগুলোর কাছ থেকে পাচ্ছিলাম না। প্রাথমিক হিসেবনিকেশের ভিত্তিতে, আমরা মূল্যায়ন করেছিলাম যে প্রায় তিনশোজন আসবেন। বাস্তবে সংখ্যাটি দাঁড়িয়েছিল এক হাজার একশো সাতচল্লিশ। সে সময়ের মধ্যে আমাদের সোভিয়েতের তৃতীয় কক্ষে জায়গা দিয়ে দেওয়া হয়েছে। যাই হোক না কেন, আমরা খাবার আয়োজন করেছি তিনশো থেকে পাঁচশো মানুষের। সেই রাতেই আমি পভচুফারোভা এবং বারানোভা থেকে টেলিফোন পেলাম, যারা আমাকে বললেন : '*প্রতিনিধিরা পৌঁছে গেছেন, কিন্তু বিক্ষোভ বাড়ছে—সেখানে কোনো রুটি নেই, চিনি নেই, চা নেই।*'

কমিউনিস্টকা পত্রিকার ১১নং সংখ্যায় ১৯২৩ সালে এই কংগ্রেসের বিষয়ে একটি রিপোর্ট প্রকাশিত হয়েছিল (কীভাবে আমরা শ্রমিক এবং কৃষক নারীদের প্রথম সারা-রাশিয়া কংগ্রেস আহ্বান করলাম)।

ভ্লাদিমির ইলিচ ঘটনাবলীর ওপর নজর রাখছিলেন এবং নাদেজদা কনস্টানটিনোভা, যিনি সভাপতিমণ্ডলীর একজন সদস্যা ছিলেন, তাঁকে প্রতিদিন কাজের একটা বিবরণ দিতেন। তিনি লেনিনকে বলেছিলেন যে প্রতিনিধিদের মধ্যে কয়েকজন ভেড়ার-চামড়ার ছোটো পোষাক পরা গরীব কৃষক নারীও রয়েছেন যারা কুলাকদের বিরুদ্ধে বলেছেন এবং অনেক ভালো বক্তাও রয়েছেন। ভ্লাদিমির ইলিচ তাঁকে বলেছিলেন তিনি যাবেন এবং তাদের দেখবেন।

ভ্লাদিমির ইলিচ আশাতীতভাবে কমরেড সোকেলেভার বক্তৃতা চলাকালীন উপস্থিত হলেন। আমরা তাঁকে থামাতে যাচ্ছিলাম, কিন্তু ভ্লাদিমির ইলিচ তাঁকে বক্তৃতা শেষ করতে দিতে বললেন। যাইহোক সকলেই অবশ্যই তাঁর কথা শোনা বন্ধ করে দিল।

১৯শে নভেম্বর, ভ্লাদিমির ইলিচ তাঁর ঐতিহাসিক ভাষণ দিলেন যা আমাদের কাজের ভিত্তিতে পরিণত হল। কংগ্রেস কাজের পদ্ধতি বিষয়ে, মা এবং ছোটো শিশুদের সুরক্ষা বিষয়ে এবং আরও অনেক বিষয়ে প্রস্তাব গ্রহণ করল।

ভ্লাদিমির ইলিচ বিশ্বাস করতেন যে নারীদের মা হওয়ার সক্ষমতার পাশাপাশি রাষ্ট্রযন্ত্রেও কাজের সুযোগ দেওয়া উচিত। নারীরা এক মূল্যবান সৃষ্টিশীল শক্তি, কিন্তু তাদের মা হওয়ার অধিকার এবং দায়িত্ব রয়েছে। মাতৃত্ব এক বিরাট সামাজিক দায়বদ্ধতা। আমাদের সোভিয়েত রাষ্ট্র ভ্লাদিমির ইলিচের হাজির করা এই মৌলিক নীতিগুলো পুরোপুরি প্রয়োগ করছে।

শুধু সোভিয়েত ইউনিয়নের নারীরাই নয়, বরং সারা পৃথিবীর নারীদের জানা উচিত যে নারী-মুক্তির মৌলিক নীতিগুলো ভ্লাদিমির ইলিচ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। আইনগত অধিকার অর্জনই যথেষ্ট নয়, নারীদের বাস্তবে মুক্তি পেতে হবে। নারীদের মুক্তির অর্থ হল শিশুদের বড়ো করার, মাতৃত্বের সঙ্গে সমাজের জন্য কাজের সমন্বয়ের ক্ষেত্রে তাদের সুযোগ প্রদান।

পৃথিবীর কোথাও, ইতিহাসে কোথাও, এমন চিন্তাবিদ বা রাষ্ট্রনায়ক কেউ নেই যিনি ভ্লাদিমির ইলিচের মতো নারীর মুক্তির জন্য এত কাজ করেছেন।

সোভিয়েত নারী : তার দেশের একজন সমানাধিকারসম্পন্ন পূর্ণ নাগরিক

এটা একটা স্বীকৃত সত্য যে, সোভিয়েত ইউনিয়ন রাষ্ট্রগঠনের সক্রিয় কাজে নারীদের অংশগ্রহণের ব্যাপারে ব্যতিক্রমী সাফল্য অর্জন করেছে। সাধারণভাবে স্বীকৃত এই সত্যটা, এমনকি আমাদের শত্রুরাও অস্বীকার করে না। সোভিয়েত নারী তার দেশের একজন সমানাধিকারসম্পন্ন, পূর্ণ নাগরিক। সৃষ্টিশীল কাজের প্রতিটা ক্ষেত্রে নারীর অংশগ্রহণের সুযোগ তৈরি করে দিতে, আমাদের রাষ্ট্র, তার স্বাভাবিক দায়িত্ব—মা হিসেবে শিশুর লালন-পালন, গৃহকর্ত্রী হিসেবে ঘরের কাজকর্ম পরিপূর্ণ করতে যেসব ব্যবস্থাপনা প্রয়োজনীয়, তা নিশ্চিত করেছে।

প্রথম থেকেই সোভিয়েত আইন স্বীকৃতি দিয়েছে যে, মাতৃত্ব কোনো ব্যক্তিগত বিষয় নয়, বরং সক্রিয় এবং সমান নারী-নাগরিকের একটা সামাজিক কর্তব্য। এই বক্তব্য সংবিধানেও স্থান পেয়েছে। সোভিয়েত ইউনিয়ন মাতৃত্বের দিককে খাটো না করে, কীভাবে নারীর শ্রমকে যে-কোনো ক্ষেত্রে সক্রিয়ভাবে কাজে লাগানো সম্ভব—এই অন্যতম সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ এবং জটিল সমস্যার সমাধান করেছে।

লেনিন যেমন লিখেছিলেন, বিরাট মনোযোগ দেওয়া হয়েছে সাধারণ ভোজনালয়, কিন্ডারগার্টেন, ইয়ং পায়োনিয়ার ক্যাম্প, খেলার মাঠ এবং ক্রেশ—সেইসব প্রতিষ্ঠানগুলোর ওপর যা বাস্তবে নারীর মুক্তির প্রক্রিয়াকে ত্বরান্বিত করে তোলে এবং পুরুষের সাপেক্ষে নারীর বৈষম্যকে কমিয়ে আনতে সক্ষম হয়। সোভিয়েত-রাশিয়াতে সাত হাজারেরও বেশি নারী ও শিশু সহায়তা-কেন্দ্র গড়ে তোলা হয়েছে, যার অর্ধেকটাই গ্রামাঞ্চলে। কুড়ি-হাজারেরও বেশি ক্রেশ গঠিত হয়েছে। উল্লেখ করার মতো বিষয়, জারতন্ত্রী রাশিয়ায় ১৯১৩ খ্রিস্টাব্দে মাত্র ১৯টা ক্রেশ ছিল আর পঁচিশটা কিন্ডারগার্টেন এবং এমনকি সেগুলো রাষ্ট্রের দ্বারা নয় বরং কিছু মানবকল্যাণকামী সংগঠনের দ্বারা পরিচালিত হত।

সোভিয়েত রাষ্ট্র মায়েদের ক্রমবর্ধমান বস্তুগত সাহায্য করে থাকে। মায়েরা শিশু জন্মের আগে ও পরে বিশেষ ভাতা এবং সবেতন ছুটি পান এবং ছুটি থেকে

না ফেরা পর্যন্ত তাদের চাকরির নিশ্চয়তা থাকে। বড়ো এবং এক অভিভাবকভিত্তিক পরিবারগুলো শিশুদের ভরণপোষণ এবং বড়ো করার ক্ষেত্রে সরকারি ভাতা সাহায্য রূপে পায়। ১৯৪৫ সালে রাষ্ট্র প্রায় দুহাজার মিলিয়ন রুবল্ শুধু এই ভাতা-প্রদান খাতে খরচ করেছিল। আর.এস.এফ.এস.আর. (R.S.F.S.R)-এর ক্ষেত্রেই দশ হাজারের বেশিজনকে 'বীরাঙ্গনা জননী' শিরোপা প্রদান করা হয়েছে, আর 'মাতৃত্বের পদক' ও মাতৃত্বের গৌরব স্বীকৃতি পেয়েছেন এগারশ জন নারী।

সোভিয়েত নারী রাষ্ট্রের দ্বারা তাদের প্রতি এই আস্থা ও গুরুত্ব প্রদানের পূর্ণ মর্যাদা দিয়েছেন। যুদ্ধের আগে শান্তিপূর্ণ সৃজনশীল শ্রমের ক্ষেত্রে, নাৎসী আগ্রাসনকারীদের বিরুদ্ধে সশস্ত্র সংগ্রামের বছরগুলোতে, আর এখন, নতুন পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা যে আকাশছোঁয়া কাজের লক্ষ্য স্থির করেছে তা সম্পূর্ণ করার ক্ষেত্রে তারা উচ্চমানের বীরত্বের পরিচয় দিয়েছেন। শিল্পের বহু শাখা, যেখানে নারী-শ্রমিকদেরই প্রাধান্য, পরিকল্পনা পরিপূর্ণ করার ক্ষেত্রে তারা সেখানে প্রথম সারিতেই আছেন। একইভাবে সমান গুরুত্বের সাথে উল্লেখ করতে হয়, কৃষিক্ষেত্রে যুক্ত সোভিয়েত মেয়েদের বিপুল অর্জনের কথা, যারা যুদ্ধের বছরগুলোতে, কৃষিশ্রমের বোঝার বৃহত্তর অংশ নিজেদের কাঁধে তুলে নিয়েছেন।

কেবল পুরুষদেব কাজের ক্ষেত্র হিসেবে দীর্ঘদিন ধরে বিবেচিত হয়েছে এমন এমন পেশায় আমাদের মেয়েরা দক্ষতা অর্জন করেছেন। নারী ইঞ্জিন-ড্রাইভার, নারী-মেকানিক, সর্বাধিক জটিল প্রকৃতির যন্ত্রচালনার দায়িত্বে সুশিক্ষিত নারী শ্রমিকরা কাজ করছেন।

সোভিয়েত নারী বিজ্ঞান-শিল্প ও সংস্কৃতির উন্নতিকল্পে পুরুষের সঙ্গে সমানতালে কাজ করছেন। জাতীয় শিক্ষা ও স্বাস্থ্য পরিষেবার ক্ষেত্রে তারা এক বিশিষ্ট স্থান অধিকার করেছেন।

তিরিশ বছর আগে যে দেশে তেইশশ হাজার নারী-শ্রমিকের মধ্যে তেরোশ হাজার নারীই শহরে পরিচারিকা হিসেবে কাজ করতেন, আর সাতশ পঞ্চাশ হাজার জন গ্রামে কৃষি শ্রমিক হিসেবে কাজ করতেন; যে দেশে কোনো নারী-ইঞ্জিনিয়ার ছিলই না, নারী-বিজ্ঞানী ছিল খুবই কম, শিক্ষিকার পদে নিয়োগের সাথে জুড়েছিল এমন সব শর্ত যা নারীর পক্ষে মর্যাদাহানিকর, সেই দেশেই আজ সাতশ পঞ্চাশ হাজার শিক্ষিকা, একশ হাজার নারী-ডাক্তার আর দুশ পঞ্চাশ হাজার নারী-ইঞ্জিনিয়ার রয়েছেন। উচ্চশিক্ষার প্রতিষ্ঠানগুলোতে ছাত্রসমষ্টির অর্ধেক নারী, তেত্রিশ হাজারেরও বেশি নারী কাজ করছেন বিভিন্ন ল্যাবরেটরি এবং গবেষণামূলক

প্রতিষ্ঠানে। পঁচিশ হাজারের বেশি নারীর উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে ডিগ্রি ও উপাধি রয়েছে এবং একশ ছেষট্টি জন নারী বিজ্ঞান এবং কাজের ক্ষেত্রে তাদের অবদানের জন্য জাতীয় পুরস্কার পেয়েছেন।

সোভিয়েত নারী তার রাজনৈতিক অধিকার বাস্তবে প্রয়োগ করেছেন; সুপ্রিম সোভিয়েতে রয়েছেন দুশ সাতাত্তর জন নারী ডেপুটি, আর দুশ ছাপ্পান্ন হাজার নারী নির্বাচিত হয়েছেন শহর, গ্রাম, অঞ্চল এবং রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার প্রজাতান্ত্রিক কাঠামোর নানা পদে।

সোভিয়েত নারীর সরকারের কাছে কাজের অধিকার. শিক্ষার অধিকার, মাতৃত্ব সুরক্ষার অধিকার দাবী করার প্রয়োজন পড়েনি। রাষ্ট্র নিজেই, সরকার নিজেই সমাজজীবনের প্রতিটা ক্ষেত্রে ব্যাপকভাবে প্রবেশাধিকার দিয়ে, মায়েদের সাহায্য করে এবং পুরস্কৃত করে নারীকে টেনে এনেছে কাজের ক্ষেত্রে।

নাৎসী আগ্রাসনের বছরগুলোতে সোভিয়েত নারী এবং অন্যান্য গণতান্ত্রিক দেশের নারী নিজেদের অভিজ্ঞতায় এই প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেছেন যে, নাৎসীবাদের বিরুদ্ধে অক্লান্ত যুদ্ধ চালিয়ে যেতে হবে, যতক্ষণ না তার প্রতিটা চিহ্ন দূরীভূত হচ্ছে। এটাই পৃথিবীকে নতুন নতুন যুদ্ধের আশঙ্কা থেকে মুক্ত করতে পারে।

গণতন্ত্রের জন্য, স্থায়ী শান্তির জন্য প্রতিক্রিয়াশীল ও নাৎসীবাদের বিরুদ্ধে লড়াই করা হল আজকের দিনে আমাদের প্রধান কর্তব্য। এই মৌলিক এবং গুরুত্বপূর্ণ কর্তব্য থেকে মেয়েদের বিচ্ছিন্ন করে দিলে, 'একান্ত-ই মেয়েদের' এমন নারীবাদী সংগঠনগুলোতে তাদের আটকে রাখার চেষ্টা করলে, তা মেয়েদের গণতান্ত্রিক আন্দোলনকে কেবল দুর্বলই করবে। একমাত্র গণতন্ত্রের জয়ই পারে, নারীর সমানাধিকারকে সুনিশ্চিত করতে।

আমাদের উদ্যোগ সোভিয়েত সোশালিস্ট রিপাবলিকের তথা গোটা বিশ্বের শান্তির বন্ধনকে শক্তিশালী করবে জেনেই, আমরা সোভিয়েত দেশের মেয়েরা, আমাদের সমস্ত শক্তি নিয়োজিত করেছি গঠনমূলক শ্রমে, পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় গৃহীত আকাশছোঁয়া লক্ষ্য পূরণ করার উদ্দেশ্যে।

একইসঙ্গে, প্রতিক্রিয়াশীল শক্তিগুলোর ষড়যন্ত্রের ব্যাপারে আমাদের সতর্ক থাকতে হবে, গণতান্ত্রিক শক্তিকে বিভক্ত করে দেওয়ার তাদের ইচ্ছা ও পরিকল্পনাকে ফাঁস করে দিতে হবে।

সমস্ত গণতান্ত্রিক শক্তির ঐক্যই হল, প্রতিক্রিয়াশীল শক্তির বিরুদ্ধে লড়াইয়ে, বিশ্বব্যাপী শান্তি ও স্বাধীনতার জন্য সংগ্রামে আমাদের সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য অস্ত্র।

অর্থনীতির বিবর্তনে নারীর শ্রম

প্রলেতারিয়েতের স্বার্থের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ অর্থনীতির এবং জীবনের নতুন রূপ সন্ধানে সোভিয়েত প্রজাতন্ত্র অনিবার্যভাবেই বেশ কিছু ভুল করেছে, এবং বেশ কয়েকবার তাকে মতামত পরিবর্তন ও সংশোধন করতে হয়েছে। কিন্তু, সামাজিক লালনপালন এবং মাতৃত্বের সুরক্ষায়, শ্রমিক প্রজাতন্ত্রটি এর অস্তিত্বের প্রথম মাস থেকেই বিকাশেই সঠিক দিক নির্দেশ করেছে এবং এই ক্ষেত্রে নৈতিকতা ও দৃষ্টিভঙ্গির এক গভীর ও মৌলিক বিপ্লব সমাধা হয়েছে। এই দেশে, যেখানে ব্যক্তিগত মালিকানার অবসান হয়েছে এবং যেখানে রাজনীতি নির্দেশিত হচ্ছে সাধারণ অর্থনীতির স্তরকে উর্ধ্বে তোলার আকাঙ্ক্ষার দ্বারা, আমরা এখন আমাদের অনুকূলে সমস্যাগুলোকে নাড়াচাড়া করতে পারি, বুর্জোয়া ব্যবস্থায় যা সমাধানের অযোগ্য ছিল।

সোভিয়েত রাশিয়া মাতৃত্বকে সুরক্ষিত করার প্রশ্নটিকে শ্রমিক প্রজাতন্ত্রের মৌলিক সমস্যাগুলোর সমাধানকে মাথায় রেখেই বিবেচনা করেছে—দেশের উৎপাদিকা শক্তির বিকাশ, উৎপাদন বৃদ্ধি এবং সংরক্ষণ। এই কাজ ঠিকভাবে চালিয়ে যেতে, প্রয়োজন, প্রথমত অনুৎপাদনশীল শ্রমে নিযুক্ত বিপুল শক্তিকে টেনে আনা এবং সমস্ত প্রাপ্ত সম্পদের কার্যকরী ব্যবহার; এবং দ্বিতীয়ত শ্রমিক প্রজাতন্ত্রকে ভবিষ্যতে এক নিরবচ্ছিন্ন নতুন শ্রমিকের প্রবাহ নিশ্চিত করা অর্থাৎ জনসংখ্যার স্বাভাবিক বৃদ্ধিকে নিশ্চিত করা।

যে কেউ এই দৃষ্টিভঙ্গিকে গ্রহণ করবে, মাতৃত্বের দায়ভার থেকে নারীর মুক্তির প্রশ্নটি আপনা থেকেই মীমাংসা হয়ে যাবে। একটি শ্রমিক রাষ্ট্র এক সম্পূর্ণ নতুন নীতি প্রতিষ্ঠা করে : নতুন শ্রমের পরিচর্যা কোনো ব্যক্তিগত পারিবারিক ব্যাপার নয়, বরং এক সামাজিক রাষ্ট্রীয় বিষয়। মাতৃত্বের সুরক্ষা এবং বন্দোবস্ত কেবলমাত্র নারীর নিজের স্বার্থেই নয়, বরং বেশি করে সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থায় রূপান্তরের পর্যায়ে জাতীয় অর্থনীতির সামনে কর্তব্যের স্বার্থেই করা উচিত : নারীকে পরিবারের কর্মক্ষমতার এক অনুৎপাদনশীল ব্যয়ের থেকে রক্ষা করা প্রয়োজন, যাতে এই কর্মক্ষমতা সমষ্টির স্বার্থে দক্ষতার সাথে ব্যবহৃত হতে পারে;

শ্রমিক প্রজাতন্ত্রকে ভবিষ্যতে সবল শ্রমিকের প্রবাহ নিশ্চিত করতে তাদের স্বাস্থ্য সুরক্ষিত করা প্রয়োজন। বুর্জোয়া রাষ্ট্রে মাতৃত্বের প্রশ্নটিকে এভাবে উপস্থিত করা সম্ভব নয় : শ্রেণি-বৈরিতা এবং ব্যক্তিগত অর্থনীতি ও জাতীয় অর্থনীতির মধ্যে স্বার্থের ঐক্যের আঘাত একে বাধা দেয়। অন্যদিকে শ্রমিক প্রজাতন্ত্রে যেখানে ব্যক্তিগত অর্থনীতি সাধারণ অর্থনীতিতে মিশে যাচ্ছে এবং যেখানে শ্রেণিগুলো ভেঙে যাচ্ছে ও উবে যাচ্ছে, সেখানে মাতৃত্বের প্রশ্নে এই ধরনের এক সমাধান জীবন দাবি করে প্রয়োজনের জন্য। শ্রমিক প্রজাতন্ত্র নারীকে প্রথমত এবং সকলের আগে দেখে শ্রমশক্তির একজন সদস্য হিসেবে, জীবন্ত শ্রমের একটা একক হিসেবে, মাতৃত্বের কাজকে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিবেচনা করা হয় কিন্তু তা এক পরিপূরক কাজ হিসেবে এবং কর্তব্য হিসেবে তা কোনো ব্যক্তিগত পারিবারিক বিষয় নয়, বরং একটা সামাজিক বিষয়।

মাতৃত্বের এবং শৈশবের সুরক্ষায় আমাদের নীতি পাভলোভ্না লেবেডেভা, যিনি সঠিকভাবে চিহ্নিত করেছেন "কর্মে নিযুক্ত নারীর ছবির ভিত্তিতে তৈরি, আমরা সর্বদা যা আমাদের মনশ্চক্ষে রক্ষা করি।"

কিন্তু নারীকে, তার প্রকৃতিকে অস্বীকার না করে বা মাতৃত্ব থেকে বিচ্ছিন্ন না হয়ে, উৎপাদনশীল শ্রমে অংশগ্রহণের সুযোগ করে দিতে একটি দ্বিতীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা জরুরি সমষ্টির পক্ষে প্রয়োজনীয় হল মাতৃত্বের সবরকম পরিচর্যার আয়োজন করা, যা নারীর ওপর অত্যন্ত জোরালোভাবে চেপে বসেছিল, এইভাবে শিশুদের লালনপালন করার দায়িত্বকে একটা ব্যক্তিগত পারিবারিক কার্যকলাপে পরিণত হওয়া থেকে অবসান করে রাষ্ট্রের এক সামাজিক কাজে পরিণত করাকে স্বীকৃতি দেওয়া। মাতৃত্বকে এক নতুন আলোয় দেখা শুরু হয়। সোভিয়েত ক্ষমতা মাতৃত্বকে এক সামাজিক দায়িত্ব হিসেবে দেখে। এই নীতিকে ভিত্তি করে সোভিয়েত ক্ষমতা মাতৃত্বের দায়ভার নারীর কাঁধ থেকে রাষ্ট্রের ওপর সরাতে বেশ কিছু পদক্ষেপের রূপরেখা তৈরি করেছে। সোভিয়েত ক্ষমতা সদ্যজাত শিশুর পরিচর্যার দায়িত্ব নেয় এবং শিশুর প্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের ব্যবস্থা করে, তা করে মাতৃত্ব এবং শৈশব সুরক্ষা উপরিবিভাগ এবং নারকোমপ্রস (শিক্ষা-সংক্রান্ত কমিসারিয়েট) এর বিভাগ যা সামাজিক লালনপালনকে দেখাশোনা করে, এর মাধ্যমে।

সমস্যাটিকে সামলাতে সোভিয়েত ক্ষমতা যে নীতি গ্রহণ করে, তা হল নারীকে মাতৃত্বের সঙ্কট থেকে মুক্ত করে দেওয়া এবং তার শিশুর সাথে সংযোগ থেকে সৃষ্ট আনন্দের মৃদুহাসি নিয়ে ফিরে যাওয়ার ব্যবস্থা করা। অবশ্য এই নীতি

এখনও পর্যন্ত বাস্তবায়িত হওয়া থেকে দূরে রয়েছে। বাস্তবে আমরা আমাদের আকাঙ্ক্ষা থেকে পেছনে পড়ে আছি। জীবন এবং বেঁচে থাকার নতুন রূপ গঠনের প্রচেষ্টায়, পারিবারিক দায়দায়িত্ব থেকে শ্রমদানকারী নারীদের মুক্ত করতে আমরা লাগাতার ভাবে একই প্রতিবন্ধকতার বিরুদ্ধে এগোচ্ছি; আমাদের দারিদ্র্য এবং অর্থনীতির ধ্বংস, কিন্তু একটা ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, দিক্‌নির্দেশক স্তম্ভগুলি যথাস্থানে রয়েছে, আমাদের কাজ হল দৃঢ়ভাবে এবং নির্ধারকভাবে সেই দিক-নির্দেশ অনুসরণ করা।

শ্রমিক প্রজাতন্ত্র মাতৃত্বের জন্য আর্থিক বন্দোবস্ত এবং সুযোগসুবিধা দেওয়াতেই নিজেকে সীমাবদ্ধ রাখে না। সর্বোপরি, সে জীবনধারণের শর্তগুলোকে এমনভাবে পরিবর্তিত করতে চেষ্টা করে যাতে একজন নারীর পক্ষে মাতৃত্ব এবং সামাজিক শ্রমদানকে সমন্বিত করা পুরোপুরি সম্ভব হয়, এবং প্রজাতন্ত্রের জন্য শিশুকে সুরক্ষিত রাখতে, তাকে প্রয়োজনীয় যত্ন এবং মনোযোগ দিয়ে ঘিরে রাখা যায়। রাশিয়ায় প্রলেতারীয় একনায়কত্বের অস্তিত্বের প্রথম দিককার মাসগুলো থেকেই শ্রমিক এবং কৃষকদের ক্ষমতা মাতৃত্ব এবং শিশুর সামাজিক লালনপালনকে সুরক্ষিত করতে দেশ জুড়ে প্রতিষ্ঠানসমূহের এক জাল তৈরিতে সচেষ্ট ছিল। মা এবং শিশু সোভিয়েত রাজনীতিতে এক বিশেষ মনোযোগের বিষয়ে পরিণত হয়েছিল। বিপ্লবের প্রথম মাসগুলোতে, আমি যখন সমাজকল্যাণের পিপলস্ কমিসার পদে ছিলাম, এক শ্রমদানকারী একক এবং একজন মা হিসেবে নারীর স্বার্থ রক্ষার ক্ষেত্রে শ্রমিক প্রজাতন্ত্রের কোন পথ অবলম্বন করা উচিত, তা চিহ্নিত করাকেই আমি আমার প্রধান কাজ মনে করতাম। এ সময়েই মাতৃত্বের সুরক্ষার কাজে নিযুক্ত সংস্থাটি প্রতিষ্ঠিত হয় এবং আদর্শ মাতৃত্বের প্রাসাদ গড়ে তুলতে শুরু করে। তখন থেকেই, কমরেড ভেরা পাভলোভ্‌না লেবেডেভা যোগ্যতা এবং উদ্যমসহ কাজ করেছেন এবং মাতৃত্বের সুরক্ষার কাজ বিকশিত হয়েছে এবং গভীর শিকড় গেড়েছে। শ্রমজীবী নারীরা গর্ভাবস্থার প্রথম পর্যায় থেকেই সোভিয়েত ক্ষমতার সাহায্য পান। গর্ভবতী ও পালিকা মায়েদের পরামর্শ-কেন্দ্রগুলো এখন রাশিয়ার এ প্রান্ত থেকে ও প্রান্তে দেখতে পাওয়া যাচ্ছে। জারের আমলে মাত্র ছটি পরামর্শকেন্দ্র ছিল; এখন আমাদের প্রায় দুশোটি ওই ধরনের কেন্দ্র এবং একশো আটত্রিশটি দুধ-রন্ধনশালা রয়েছে। কিন্তু অবশ্যই, সবচেয়ে জরুরি কাজ হল শিশুর শারীরিক চাহিদার নজরদারিতে আবদ্ধ অনুৎপাদক শ্রম থেকে শ্রমজীবী নারীকে মুক্ত করা। মাতৃত্বের অর্থ কোনোমতেই এটা নয় যে, কাউকে নিজেকেই কাঁথা

বদলাতে হবে, শিশুকে পরিষ্কার করতে হবে বা ঘুম পাড়াতে হবে। সর্বোপরি একজন সুস্থ শিশুর জন্ম দেওয়াই মায়ের সামাজিক দায়বদ্ধতা। শ্রমিক প্রজাতন্ত্রকেও তাই গর্ভবতী মায়ের জন্য সম্ভাব্য সবচেয়ে সুবিধাজনক অবস্থার বন্দোবস্ত করতে হবে; এবং নারীকেও তার দিক থেকে গর্ভাবস্থায় স্বাস্থ্যসম্মত সমস্ত নিয়মকানুন অবশ্যই মেনে চলতে হবে, এটা মনে রেখে যে এই মাসগুলোতে তিনি আর তাঁর নিজের নন, সমষ্টির সেবা করছেন। তিনি তাঁর নিজের মাংস এবং রক্ত থেকে শ্রমের এক নতুন একক 'উৎপাদন' করছেন, শ্রমিক প্রজাতন্ত্রের এক নতুন সদস্য। নারীর দ্বিতীয় দায় হল তার শিশুকে স্তনদান করা। একমাত্র যখন তিনি একাজ সম্পূর্ণ করেন, তখনই নারীর একথা বলার অধিকার জন্মায় যে, তিনি তাঁর দায় পালন করেছেন। নতুন প্রজন্মের পরিচর্যার সাথে যুক্ত অন্যান্য কাজগুলো সমষ্টির পক্ষে বহন করা সম্ভব। যদিও মাতৃত্বের স্বতঃস্ফূর্ততা খুব শক্তিশালী, এবং একে দমন করারও কোনো প্রয়োজন নেই। কিন্তু এই স্বতঃস্ফূর্ততা কেন একজনের নিজের শিশুকে ভালোবাসা এবং যত্নের মধ্যেই সংকীর্ণভাবে সীমাবদ্ধ থাকবে? শ্রমিক প্রজাতন্ত্রের জন্য মূল্যবান ক্ষমতাসম্পন্ন এই স্বতঃস্ফূর্ততাকে কেন বিপুলভাবে বিকশিত হবার এবং তার সর্বোচ্চ স্তরে, যেখানে নারী শুধু নিজের শিশুকেই যত্ন করে না, বরং সব শিশুর জন্য তার স্নেহ বিতরণ করে, সেখানে পৌঁছোতে দেওয়া হবে না?

শ্রমিক প্রজাতন্ত্রের এগিয়ে নিয়ে যাওয়া শ্লোগান "শুধু নিজের সন্তানের নয়, শ্রমিক এবং কৃষকের সব শিশুর মা হোন", মাতৃত্বের প্রতি শ্রমজীবী নারীদের নিশ্চয়ই এক নতুন দৃষ্টিভঙ্গি প্রদর্শন করবে। এমন উদাহরণ রয়েছে যেখানে একজন মা, এমনকি একজন কমিউনিস্ট মা দুধের অভাবে একজন রোগগ্রস্ত শিশুকে স্তনদান করতে অস্বীকার করেছেন শুধু এই কারণে যে সে তার নিজের সন্তান নয়। এই ধরনের আচরণ কি অনুমোদনযোগ্য? ভবিষ্যৎ সমাজ তার কমিউনিস্ট আবেশ এবং চিন্তাভাবনাসহ ততটাই হতবাক হয়ে যাবে, আমরা যেমন হই প্রাগৈতিহাসিক সমাজের নারীর সম্পর্কে পড়ে, যে তার নিজের সন্তানকে ভালোবাসত কিন্তু অপর উপজাতির শিশুকে খাদ্য হিসেবে পেয়ে খিদে মেটাত। বা, প্রচুর রয়েছে এমন অন্য একটা উদাহরণ নিলে, একজন মা তার শিশুকে দুধ থেকে বঞ্চিত করছে নিজেকে এই যত্ন নেওয়ার ঝামেলা থেকে বাঁচাতে। এবং আমরা কি সোভিয়েত রাশিয়ার কুড়িয়ে পাওয়া শিশুর সংখ্যাকে বর্তমান হারে বেড়ে যেতে অনুমোদন করব?

এটা সত্যি, এই সমস্যাগুলো এই ঘটনা থেকেই উৎপন্ন হয়েছে যে মাতৃত্বের প্রশ্নটিকে মোকাবিলা করা হয়েছে কিন্তু এখনও পুরোপুরি সমাধান করা হয়নি। এই কঠিন অন্তর্বর্তীকালীন পর্বে শত শত হাজার নারীরা রয়েছেন যারা ভাড়া করা শ্রমদান এবং মাতৃত্বের দ্বৈত দায়ভারে বিধ্বস্ত। যথেষ্ট সংখ্যার ক্রেশ, শিশু আবাস, প্রসূতিসদন নেই এবং আর্থিক বন্দোবস্ত খোলা বাজারে জিনিসপত্রের মূল্য বৃদ্ধির সাথে তাল রাখতে পারছে না। কাজেই শ্রমজীবী মায়েরা মাতৃত্বের ভয়ে ভীত এবং তাদের শিশুর জন্ম চাইছেন না। কুড়িয়ে পাওয়া শিশুর সংখ্যা কিন্তু দেখাচ্ছে যে শ্রমিক প্রজাতন্ত্রের সব নারী এই বিষয়টাকে ধরতে পারেননি যে মাতৃত্ব একটা ব্যক্তিগত বিষয় নয় বরং একটা সামাজিক দায়। আপনারা, যাঁরা নারীদের মধ্যে কাজ করেন তাঁদের এই প্রশ্নটিকে শ্রমজীবী নারী, কৃষক নারী এবং অফিস কর্মীদের মধ্যে আলোচনা করতে হবে এবং শ্রমিক প্রজাতন্ত্রের নতুন পরিস্থিতিতে মাতৃত্বের দায় সম্পর্কে ব্যাখ্যা করতে হবে। একইসাথে, আমাদের অবশ্যই মাতৃত্ব সুরক্ষা এবং সামাজিক লালনপালনের ব্যবস্থাপনাকে বিকশিত করার কাজে অগ্রগতি ঘটাতে হবে। মায়েদের পক্ষে কাজ এবং মাতৃত্বকে মেলানো সহজ হবে, কুড়িয়ে পাওয়া শিশুও তত কম হবে।

আমরা ইতিমধ্যেই চিহ্নিত করেছি যে মাতৃত্ব সর্বদাই মাকে শিশুর সাথে থাকা বা তার শারীরিক এবং নৈতিক শিক্ষার কাজে নিজেকে পুরোপুরি নিযুক্ত করাকে বোঝায় না। শিশুর প্রতি তার মায়ের দায় হল তাকে তার বৃদ্ধি এবং বিকাশের জন্য এক স্বাস্থ্যকর এবং স্বাভাবিক পরিবেশ নিশ্চিত করা। বুর্জোয়া সমাজে আমরা দেখি যে অবস্থাপন্ন শ্রেণির শিশুরাই স্বাস্থ্যবান ও বিকাশমান এবং গরীবের সন্তানরা কখনোই তা নয়। কীভাবে আমরা একে ব্যাখ্যা করব? এটা কি এজন্য যে বুর্জোয়া মায়েরা শিশুদের শিক্ষার জন্য পুরোপুরি নিজেদের নিয়োগ করেন? একেবারেই না, বুর্জোয়া মায়েরা ভাড়া করা শ্রমিকদের দায়িত্বে তাদের শিশুদের ছেড়ে দিতে অত্যন্ত আগ্রহী : আয়া এবং গৃহশিক্ষিকাদের দায়িত্বে। কেবল গরীব পরিবারেই মায়েরা নিজেরা মাতৃত্বের সমস্ত কষ্ট বহন করেন; শিশুরা তাদের মায়েদের সাথে থাকে, কিন্তু তারা মাছির মতো মারা যায়। স্বাভাবিক লালনপালনের কোনো প্রশ্নই নেই, মায়েদের সে সময় নেই, সেজন্য সেই শিশুরা রাস্তাতেই শিক্ষিত হয়। বুর্জোয়া শ্রেণির প্রতিটি মা শিশুর যত্নের দায়িত্বের অন্তত একটা অংশ সমাজের ওপর ন্যস্ত করতে ব্যস্ত হয়ে পড়েন, তিনি শিশুকে কিন্ডারগার্টেনে বা গ্রীষ্মকালীন ক্যাম্পে পাঠান। বিচারবুদ্ধিসম্পন্ন মায়েরা এটা

জানেন যে সামাজিক শিক্ষা শিশুকে এমন কিছু দেয় যা মায়ের নিবিড় ভালোবাসা দিতে পারে না, বুর্জোয়া সমাজের সম্ভাবনাময় বৃত্তে, যেখানে বুর্জোয়া চিন্তাধারায় এক যথাযথ শিক্ষাদান এক অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ বিষয়, পিতামাতারা সেখানে শিশুদের প্রশিক্ষিত আয়া, ডাক্তার বা স্কুল-শিক্ষকের দায়িত্বে ছেড়ে দেন। ভাড়া করা কর্মীরা শিশুর শারীরিক যত্ন এবং নৈতিক শিক্ষার তত্ত্বাবধানের ক্ষেত্রে মায়ের ভূমিকা নিয়ে নেন, এবং মা-এর শুধু থাকে এক স্বাভাবিক এবং অবিচ্ছেদ্য অধিকার : সন্তানের জন্মদান।

বুর্জোয়া দেশগুলি 'বলশেভিক শাসন'-এর আতঙ্ক বিষয়ক গল্পগুলিতে যেমন সৃষ্টি করেছে, শ্রমিক প্রজাতন্ত্র সেভাবে জোর করে শিশুদের তাদের মায়েদের কাছ থেকে নিয়ে যায় না। বিপরীতে শ্রমিক-প্রজাতন্ত্রে এমন প্রতিষ্ঠান তৈরি করতে চেষ্টা করে, যা শুধু ধনীদের নয়, সব নারীকে তাদের শিশুদের এক স্বাস্থ্যকর, আনন্দদায়ক পরিবেশে বড়ো করার সুযোগ দেবে। একজন উদ্বিগ্ন মায়ের জোর করে তার শিশুকে একজন ভাড়া করা আয়ার কাছে সঁপে দেওয়ার বদলে, সোভিয়েত রাশিয়া চায় যে শ্রমিক এবং কৃষক নারীরা এটা জেনে নিশ্চিন্তে কাজে যেতে পারেন যে তাদের শিশু একটা ক্রেশ, একটা কিন্ডারগার্টেন বা শিশু আবাসের সুদক্ষ তত্ত্বাবধানে সুরক্ষিত আছে। জাতির বংশবৃদ্ধিকারী হিসেবে নারীকে রক্ষা করতে শ্রমিক প্রজাতন্ত্র 'প্রসূতিভবন' গড়ে তুলেছে এবং যেখানেই বিশেষভাবে তা প্রয়োজনীয় সেখানেই তা চালু করতে চেষ্টা করেছে। ১৯২১ সালে আমাদের পঁয়ত্রিশটি এমন ভবন ছিল। এই ভবনগুলো শুধুমাত্র অবিবাহিতা নারীদের জীবনের এমন সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ পর্বের আশ্রয়দাতা হিসেবে ভূমিকা পালন করত না, বরং বিবাহিতা নারীদেরও বাড়ি, পরিবার এবং গৃহস্থালীর তুচ্ছ দৈনন্দিনতা থেকে মুক্ত হয়ে সমস্ত মনোযোগ শিশুর জন্মদানের পর নিজের শক্তি পুনরুদ্ধার এবং সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ এমন সপ্তাহগুলিতে তার শিশুকে দেখভাল করতে সুযোগ দেয়। এরপর মা শিশুর কাছে প্রয়োজনীয় নয়, কিন্তু প্রথম সপ্তাহগুলোতে আগের মতোই মা এবং শিশুর মধ্যে এক শরীরবৃত্তীয় বন্ধন থেকে যাওয়ায়, এ পর্যায়ের জন্য মা এবং শিশুর বিচ্ছেদ যুক্তিযুক্ত নয়। কমরেড, আপনারা নিজেরাই জানেন শ্রমজীবী নারীরা এবং এমনকি গুরুত্বপূর্ণ ভারপ্রাপ্ত কর্মচারীদের স্ত্রীরা কত আগ্রহভরেই না প্রসূতিভবনের সুবিধা গ্রহণ করেছেন, যেখানে তারা পাচ্ছেন আন্তরিক মনোযোগ এবং শান্তি। প্রসূতিভবন ব্যবহার করার জন্য নারীদের বোঝাতে আমাদের আলোড়নমূলক পদ্ধতি গ্রহণ করতে হয় না। আমাদের সমস্যা হল এই

যে রাশিয়ার বস্তুগত সম্পদ অত্যন্ত সীমাবদ্ধ, আমরা গরীব, এবং তা আমাদের পক্ষে শ্রমিক এবং কৃষক নারীদের জন্য শ্রমিক রাশিয়ার সমস্ত অঞ্চলে এমন 'সাহায্য কেন্দ্র'-এর জাল বিস্তার করাকে কঠিন করে তুলেছে। দুর্ভাগ্যক্রমে, এখনও গ্রামীন অঞ্চলগুলোতে কোনো প্রসূতিভবন নেই এবং সাধারণভাবে কৃষক মায়েদের সাহায্যার্থেই আমরা সবচেয়ে কাজ করেছি। আসলে আমরা তাদের জন্য সর্বসাকুল্যে যা করেছি তা হল গ্রীষ্মকালীন ক্রেশ সংগঠিত করা। এটা তাদের শিশুকে কোনোভাবেই অসুবিধায় না ফেলে কৃষক মায়েদের ক্ষেত্রে কাজ করা সহজ করে দিয়েছে। ১৯২১-এর মধ্যে বত্রিশ হাজার একশো আশিটি শিশুর জন্য ব্যবস্থাপনা করতে পারে ছশো উন-আশিটি এমন ক্রেশ উন্মুক্ত হয়েছিল। কারখানায় এবং অফিসে কর্মরতা মায়েদের জন্য কারখানায়, প্রতিষ্ঠানে এবং জেলা ও শহর স্তরেও ক্রেশ প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। মায়েদের জন্য এই ক্রেশগুলোর বিশাল তাৎপর্যের প্রসঙ্গে আমি জোর দিতে চাই না। সমস্যা হল, ওগুলো আমাদের যথেষ্ট নেই, এবং ওই ধরনের সহায়তাকেন্দ্রের চাহিদার এক-দশমাংশও আমরা পূরণ করতে পারি না। শিশুদের যত্নের সাথে যুক্ত শ্রমসাধ্য কাজ থেকে মায়েদের মুক্ত করার জন্য গঠিত সামাজিক শিক্ষা সংস্থাসমূহের মধ্যে পড়ে ক্রেশ এবং তিন বছর বয়স পর্যন্ত অনাথ এবং কুড়িয়ে পাওয়া শিশুদের আশ্রয়দানকারী শিশুনিবাস ছাড়াও, তিন থেকে সাত বছর বয়সীদের জন্য কিন্ডারগার্টেন, স্কুলে যাওয়ার বয়সের শিশুদের জন্য শিশুদের ক্লাব এবং শেষত শিশু আবাস কমিউন ও শিশুদের কাজের উপনিবেশ। সামাজিক শিক্ষাদান ব্যবস্থার মধ্যে রয়েছে প্রাক-স্কুল এবং স্কুল-বয়সী শিশুদের জন্য বিনামূল্যে দুপুরের খাবার। আজীবন বিপ্লবী ভেরা ভেলিচকিনা (বন্চ-ব্রুয়েভিচ) এই ব্যবস্থাপনার জন্য কঠোর সংগ্রাম করেছিলেন, আপনারা জানেন যার সূত্রপাত গৃহযুদ্ধের কঠিন বছরগুলোতে আমাদের প্রভূত সাহায্য করেছে এবং অনাহারে যন্ত্রণা এবং মৃত্যু থেকে প্রলেতারিয়েতদের বহু শিশুকে বাঁচিয়ে দিয়েছে। শিশুদের জন্য রাষ্ট্রের মনোযোগ প্রতিফলিত হয় প্রয়োজনে বিনামূল্যে দুধ, তরুণদের জন্য বিশেষ খাদ্য রেশন, শিশুদের জন্য পোষাক এবং জুতোর বন্দোবস্তের মাধ্যমেও। *এইসব পরিকল্পনাই পুরোপুরি বাস্তবায়িত হওয়া থেকে অনেক দূরে রয়েছে; বাস্তবে জনসাধারণের একটা ছোটো অংশকেই আমরা ছুঁতে পেরেছি। যদিও এখনও পর্যন্ত দম্পতিদের সন্তান লালনপালনের সমস্যা থেকে মুক্ত করতে পারার ক্ষেত্রে আমাদের ব্যর্থতা একারণে নয় যে আমরা ভুল পথ অবলম্বন করেছি,* বরং আমাদের দারিদ্র্যই সোভিয়েত

ক্ষমতার পরিকল্পনা পূরণে আমাদের বাধা দিচ্ছে। আমাদের মাতৃত্ব বিষয়ক নীতির সাধারণ দিশা সঠিক, কিন্তু সম্পদের অভাব আমাদের বাধা দিচ্ছে। এখনও পর্যন্ত মোটামুটি সাধারণ স্তরে পরীক্ষানিরীক্ষাই শুধু সংগঠিত করা হয়েছে। তবু, তা ফল দিয়েছে এবং লিঙ্গগুলোর মধ্যে সম্পর্কে মৌলিক পরিবর্তন এনে পারিবারিক জীবনে বৈপ্লবিক পরিবর্তন ঘটিয়েছে।

এ প্রশ্নে আমরা পরবর্তী বক্তৃতায় আলোচনা করব। তাই সোভিয়েত ক্ষমতার কর্তব্য হল নারীর জন্য এমন অবস্থা তৈরি করা যেখানে তার শ্রম ঘর এবং শিশু দেখভাল করার অনুৎপাদনশীল কাজে খরচ হবে না, বরং খরচ হবে রাষ্ট্রের জন্য, শ্রমিক যৌথতার জন্য নতুন সম্পদ সৃষ্টিতে। একই সাথে শুধু নারীর স্বার্থ রক্ষা করাটাও গুরুত্বপূর্ণ, এবং তা নারীকে শ্রমদান ও মাতৃত্বকে সমন্বিত করার সুযোগ দেওয়ার মাধ্যমেই করতে হবে। সোভিয়েত ক্ষমতা এমন একটা পরিস্থিতি সৃষ্টি করতে চেষ্টা করছে যেখানে একজন নারীকে একজন পুরুষের সাথে বিরক্তি জন্মানো সত্ত্বেও থেকে যেতে হবে শুধু একারণেই যে সন্তানসহ তার আর কোথাও যাওয়ার নেই, এবং যেখানে একা একজন নারীকে তার নিজের এবং তার শিশুর জীবনের জন্য ভয় পেতে হবে না। শ্রমিক প্রজাতন্ত্রে অস্বস্তিকর দান-সহ দাতারা নন, বরং শ্রমিকরা এবং কৃষকরা, নতুন সমাজে বসবাসকারী সৃষ্টিকর্তারাই, শ্রমজীবী নারীদের সাহায্যার্থে ঝাঁপিয়ে পড়ে এবং মাতৃত্বের দায়ভার হালকা করতে সচেষ্ট হয়। যেসব নারীরা অর্থনীতি পুনর্গঠনের পরীক্ষানিরীক্ষা ও সমস্যার দায়ভার পুরুষের সাথে সমান তালে বহন করেছেন, এবং যারা গৃহযুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছেন, তাঁদের জীবনের এই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সময়ে, সমাজকে তিনি যখন একজন নতুন সদস্য উপহার দিচ্ছেন সে সময়ে, তাঁর দাবি করার অধিকার রয়েছে যে, শ্রমিক প্রজাতন্ত্র, এই সমষ্টির নিজের কাঁধে নতুন নাগরিকের ভবিষ্যতের যত্নের দায়িত্ব নেওয়া উচিত।

রাশিয়ায় এখন মাতৃত্ব সুরক্ষা এবং সামাজিক শিক্ষার পাঁচশো চব্বিশটি বিভাগ রয়েছে, তবুও এটি পর্যাপ্ত নয়। একনায়কত্বের অন্তর্বর্তীকালীন চরিত্র নারীকে বিশেষভাবে এক কঠিন পরিস্থিতিতে ফেলে দেয়; পুরোনো ধ্বংস হয়ে গেছে কিন্তু নতুনের এখনও সৃষ্টি হয়নি। এসময়ে পার্টি এবং সোভিয়েত ক্ষমতাকে ক্রমবর্ধমান মনোযোগ দেওয়া উচিত মাতৃত্বের সমস্যা এবং তার সমাধানের উপায়সমূহে। এই সমস্যার যদি সঠিক সমাধান পাওয়া যায়, শুধু নারীরাই নন জাতীয় অর্থনীতিও লাভবান হবে।

মাতৃত্বের সমস্যার সাথে ঘনিষ্ঠভাবে সংযুক্ত একটি প্রশ্নে আমি কিছু কথা বলতে চাই—গর্ভপাতের প্রশ্ন এবং এর প্রতি সোভিয়েত রাশিয়ার মনোভাব। ২০শে নভেম্বর ১৯২০তে শ্রমিক প্রজাতন্ত্র গর্ভপাতের জন্য প্রদেয় জরিমানা বিলোপ করে একটি আইন জারি করে। এই নতুন দৃষ্টিভঙ্গির পেছনে ক্রিয়াশীল যুক্তি কী? সর্বোপরি, রাশিয়া জীবন্ত শ্রমের অতি-উৎপাদনে নয় বরং এর অভাবে আক্রান্ত। রাশিয়ার জনঘনত্ব বেশি নয়, কম। প্রতি একক শ্রম-শক্তিই মূল্যবান। তাহলে কেন আমরা গর্ভপাত আর ফৌজদারী অপরাধ নয় বলে ঘোষণা করেছি? প্রতারণা এবং অন্ধত্ব প্রলেতারীয় রাজনীতির সঙ্গে বেমানান। গর্ভপাত মাতৃত্বের সমস্যার সাথে যুক্ত একটি সমস্যা, এবং একইভাবে নারীর অসহায় অবস্থার থেকে এর সৃষ্টি (এখানে আমরা বুর্জোয়া শ্রেণি সম্পর্কে বলছি না, যেখানে গর্ভপাতের অন্যান্য কারণ রয়েছে—উত্তরাধিকার বিভাজনে উদাসীনতা, সামান্যতম কষ্টের অসুবিধা, চেহারা নষ্ট হওয়া বা বছরের কয়েকটা মাস নষ্ট হওয়া ইত্যাদি)।

সর্বত্রই গর্ভপাত রয়েছে এবং বাড়ছে, এবং কোনো আইন বা শক্তিমূলক ব্যবস্থা একে উৎখাত করতে সক্ষম হয়নি। এই আইনের কোনো না কোনো ফাঁক সবসময়ই পাওয়া যায়। কিন্তু 'গোপন সাহায্য' নারীকে শুধু পঙ্গুই করে; শ্রমিক সরকারের কাছে তারা একটা বোঝায় পরিণত হয়, এবং শ্রমিক শক্তির আকৃতি ছোটো হয়ে যায়। যথাযথ চিকিৎসা-বন্দোবস্তের তত্ত্বাবধানে গর্ভপাত করা হলে, কম ক্ষতিকারক এবং বিপদজনক, তাহলে নারী দ্রুত কাজে ফিরে যেতে পারে। সোভিয়েত ক্ষমতা এটা বোঝে যে গর্ভপাতের প্রয়োজন শুধু তখনই বিলুপ্ত হবে যখন একদিকে মাতৃত্ব সুরক্ষাদানকারী এবং সামাজিক শিক্ষার বন্দোবস্তকারী প্রতিষ্ঠান সমূহের একটি বিস্তৃত এবং উন্নত জাল রাশিয়ার থাকবে, অন্যদিকে নারীরা বুঝবেন যে শিশুর জন্মদান হল একটা সামাজিক দায়বদ্ধতা; সেইজন্য সোভিয়েত ক্ষমতা মুক্তভাবে এবং যথাযথ চিকিৎসা ব্যবস্থাপনায় গর্ভপাতকে অনুমোদন করেছে।

মাতৃত্ব সুরক্ষায় বৃহদায়তন উন্নয়নের পাশাপাশি, শ্রমিক রাশিয়ার কর্তব্য হল নারীদের মধ্যে মাতৃত্বের স্বাস্থ্যকর প্রবণতাকে শক্তিশালী করা, মাতৃত্ব এবং শ্রমকে সমষ্টির প্রয়োজনের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ করা এবং এইভাবে গর্ভপাতের প্রয়োজনকে নিঃশেষ করা।

বুর্জোয়া দেশগুলির নারীরা এখনও যে সমস্যায় ভীষণভাবে পীড়িত, সেই গর্ভপাতের প্রশ্নে এই হল শ্রমিক প্রজাতন্ত্রের দৃষ্টিভঙ্গি। এইসব দেশগুলিতে নারীরা পুঁজির কাছে শ্রম বিক্রয় এবং মাতৃত্বের দ্বৈত দায়ভারে বিধ্বস্ত। সোভিয়েত

রাশিয়ায় শ্রমজীবী নারী এবং কৃষক নারী নতুন সমাজ গড়তে এবং নারীকে দাস করেছিল যে পুরোনো জীবনযাপন তাকে দুর্বল করতে কমিউনিস্ট পার্টিকে সাহায্য করছে। যখনই নারীকে প্রকৃতপক্ষে একটা শ্রম একক হিসেবে দেখা যায়, তখনই পাওয়া যায় মাতৃত্বের জটিল প্রশ্নটি সমাধানের চাবিকাঠি। বুর্জোয়া সমাজে, যেখানে ঘরের কাজ হল বুর্জোয়া অর্থনৈতিক ব্যবস্থার পরিপূরক এবং ব্যক্তিগত মালিকানা পরিবারের বিচ্ছিন্ন রূপটির স্থায়ী ভিত্তি তৈরি করে, যেখানে শ্রমজীবী নারীর জন্য কোনো রাস্তা খোলা নেই। নারীর মুক্তি শুধু তখনই পূর্ণ হবে যখন জীবনযাপনে একটা মৌলিক রূপান্তর সাধিত হবে, এবং জীবনযাপনের ধরন শুধুমাত্র সব উৎপাদন প্রক্রিয়ার মৌলিক রূপান্তর এবং কমিউনিস্ট অর্থনীতি প্রতিষ্ঠার সাথে সাথেই পরিবর্তিত হবে। প্রতিদিনকার জীবনে বিপ্লব আমাদের চোখের সামনেই উন্মুক্ত হচ্ছে, এবং এইভাবে নারীর মুক্তির বাস্তবে সূত্রপাত হচ্ছে।

রোজা লুক্সেমবার্গ

রোজা লুক্সেমবার্গ

রোজা লুক্সেমবার্গ ১৮৭২-এর ৫ই মার্চ পোলান্ডে জন্মগ্রহণ করেন। একটা ইহুদী পরিবারে তিনি জন্মগ্রহণ করেন, পিতামাতার পাঁচ সন্তানের মধ্যে তিনি ছিলেন কনিষ্ঠতম। ১৮৮৯ সালে ১৮ বছর বয়সে লুক্সেমবার্গের বিপ্লবী কার্যকলাপ তাঁকে কারাবন্দী হওয়ার থেকে পলায়ন করতে জুরিখ, সুইজারল্যান্ডে ঘুরে বেড়াতে বাধ্য করে। যখন তিনি জুরিখে ছিলেন, লুক্সেমবার্গ বিদেশ থেকে তাঁর বৈপ্লবিক কার্যকলাপ চালিয়ে যান। তিনি রাজনৈতিক অর্থনীতি ও আইন নিয়ে পড়াশুনা করেন এবং ১৮৯৮ সালে ডক্টরেট উপাধি লাভ করেন। সেই সময় তিনি রাশিয়ার অনেক সোশাল ডেমোক্রাটদের সাথে মিলিত হন (আর.এস.ডি.এল.পি—ভাঙনের পূর্বে)—তাঁদের মধ্যে ছিলেন প্লেখানভ, অ্যাক্সেলরড। রাশিয়ার পার্টির সাথে, অল্পদিনের মধ্যে লুক্সেমবার্গের তীব্র তাত্ত্বিক পার্থক্য তৈরি হয়, প্রাথমিকভাবে পোলিস-দের স্বনিয়ন্ত্রণ নিয়ে। তিনি বিশ্বাস করেছিলেন এই স্বনিয়ন্ত্রণ আন্তর্জাতিক সমাজতান্ত্রিক আন্দোলনকে দুর্বল করবে এবং নতুন স্বাধীন জাতিগুলোর ওপর বুর্জোয়াদের শাসনকে শক্তিশালী করবে। তাঁর এই বিষয়ে রাশিয়া এবং পোলিস—দুই সমাজবাদী দলের থেকে বিচ্ছিন্নতায়, বিরোধিতায় লুক্সেমবার্গ পোলিস সোশাল ডেমোক্রেটিক দল গঠন করতে সাহায্য করেন।

এইসময় লুক্সেমবার্গ তাঁর জীবনের দীর্ঘ সঙ্গী নিও যোগিচস-এর সাথে মিলিত হন, তিনি পোলিস সোশালিস্ট দলের প্রধান ছিলেন। লুক্সেমবার্গ দলের বক্তা ও তাত্ত্বিক ছিলেন এবং পরবর্তীতে সংগঠক হয়ে ওঠেন।

লুক্সেমবার্গ ১৮৯৮ সালে জুরিখ থেকে বার্লিনে যান এবং জার্মান সোশাল ডেমোক্রেটিক লেবার পার্টির সাথে যোগ দেন। এরপর দ্রুতই তাঁর বৈপ্লবিক কার্যকলাপ এবং লেখার কাজ বেড়ে চলে। ১৯০০ খ্রিস্টাব্দে তিনি বার্নস্টাইনের মার্ক্সবাদী তত্ত্বের সংশোধনবাদের বিরুদ্ধে 'বিপ্লবের সংস্কার' রচনা করেন। জার্মান সোশালিস্ট দলে মার্কসবাদকে শোধনবাদের হাত থেকে রক্ষা করতে, ১৯০৪ সালে—'সোশাল ডেমোক্রেসি এবং পার্লামেন্টীয়বাদ' রচনা করেন।

১৯০৫-এ রাশিয়ার বিপ্লবের পরে, লুক্সেমবার্গ তাঁর মনোযোগ রাশিয়ার সমাজতান্ত্রিক আন্দোলনের দিকে নিবদ্ধ করেন। তিনি রাশিয়ার মেনশেভিক এবং সোশালিস্ট বিপ্লবী দলগুলোর বিরুদ্ধে এবং বলশেভিক পার্টির সমর্থনে দাঁড়ান। ওয়ারস-তে রাশিয়ার বৈপ্লবিক অভ্যুত্থানে সাহায্য করার কার্যাবলী গ্রহণের জন্য, তিনি কারাবন্দী হন। ১৯০৬ সালে তিনি 'গণধর্মঘট'—রচনা করেন। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পূর্বে, ১৯১৩ সালে তিনি রচনা করেন 'পুঁজির পুঞ্জীভবন'—এখানে সাম্রাজ্যবাদের দিকে ধনতন্ত্রের গতিকে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শুরুর পরে লুক্সেমবার্গ জার্মান সোশাল ডেমোক্রাটিক দল ত্যাগ করে, আন্তর্জাতিক দল গঠনে সাহায্য করেন যা দ্রুতই 'স্পার্টাকাস লিগ'-এর জন্ম দেয়।

জার্মান সৈনিকদের তাদের সরকারের বিরুদ্ধে অস্ত্র তুলে ধরার আহ্বানের জন্য লুক্সেমবার্গ এবং কার্ল লিবনেক্ট গ্রেপ্তার হন। কারাবন্দী অবস্থায় তিনি 'জুনিয়াস প্যামফ্লেট' রচনা করেন, যা 'স্পার্টাকাস লিগে'র তাত্ত্বিক ভিত্তি হয়ে ওঠে। এইসময় তিনি তাঁর খুব বিখ্যাত গ্রন্থ 'রাশিয়ার বিপ্লব' রচনা করেন—এখানে তিনি 'প্রলেতারীয় একনায়কত্ব' সম্পর্কে তাঁর বক্তব্য পেশ করেন।

১৯১৮ সালে কারাবাস থেকে মুক্তি পেয়ে লুক্সেমবার্গ সাথে সাথেই তাঁর বৈপ্লবিক কর্মকাণ্ড শুরু করে দেন। একমাস বাদে লুক্সেমবার্গ এবং লিবনেক্ট জার্মান কমিউনিস্ট পার্টি গঠন করেন। ১৯১৯ সালের ১৫ই জানুয়ারি রোজা, লিবনেক্টদের গ্রেপ্তার করা হয়। পরে তাঁদের গুলিবিদ্ধ করে নদীতে ছুঁড়ে ফেলা হয়।

প্রলেতারিয়েত নারী (১৯১৪)

প্রলেতারিয়েত নারী দিবস 'সোশাল ডেমোক্রেসির সপ্তাহ' সূচনা করেছে। উত্তরাধিকার থেকে বঞ্চিতদের পার্টি সমাজতন্ত্রের বীজ নতুন নতুন ক্ষেত্রে ছড়িয়ে দিতে আট দিনের জন্য যুদ্ধের তপ্তক্ষেত্রে পাঠিয়ে তার নারীবাহিনীকে সামনের সারিতে স্থাপন করেছে। নারীদের জন্য রাজনৈতিক সাম্যের ডাক তারা প্রথমেই দিয়েছে, কারণ তারা সমগ্র শ্রমিক শ্রেণির স্বার্থে নতুন সমর্থকদের জিতে নেওয়ার জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছে।

বর্তমানে, মজুরি উপার্জনকারী আধুনিক নারী প্রলেতারীয় জনসমাজে শ্রমিকশ্রেণির নারী-অগ্রদূত হিসেবে উপস্থিত হচ্ছে, একই সাথে নারী সমাজের, এই শতাব্দীর প্রথম নারী-অগ্রদূত তারাই।

জনসাধারণের মধ্যে নারীরা সর্বদাই কঠোর পরিশ্রম করেছে। আদিম জনগোষ্ঠীর মধ্যে তারা ভারী জিনিসপত্র বহন করত, খাদ্য সংগ্রহ করত; আদিম গ্রামগুলোতে তারা শস্য বুনত এবং চাষ করত এবং তারা মাটির বাসনপত্র বানাত; প্রাচীন সময়ে দাস হিসেবে তারা প্রভুর সেবা করত এবং তাদের সন্তানদের নিজের স্তন পান করাত; মধ্যযুগে তারা সামন্ততান্ত্রিক প্রভুদের জন্য তাঁতঘরে শ্রম দিত। কিন্তু ব্যক্তিগত সম্পত্তি প্রতিষ্ঠার সময় থেকে জনসাধারণের মধ্যে নারীদের অধিকাংশই সামাজিক উৎপাদনের বিশাল কর্মশালা থেকে আলাদা হয়ে কাজ করত, পারিবারিক অস্তিত্বের দুর্দশাজনক সাংসারিক সংকীর্ণ গণ্ডীতে বন্ধ হয়ে থাকত, সংস্কৃতির ক্ষেত্রে-ও তৈরি হয় এই বিচ্ছিন্নতা। পুঁজিতন্ত্রই তাকে প্রথম পরিবার থেকে টেনে নিয়ে আসে ও সামাজিক উৎপাদনের জোয়ালে স্থাপন করে দেয়, অন্যান্য কর্মক্ষেত্রে যেতে বাধ্য করে, কর্মশালায়, গৃহনির্মাণে, অফিসে, কারখানায় এবং গুদামঘরে। একজন বুর্জোয়া নারী হিসেবে, নারী হল সমাজের এক পরজীবী; তার কাজ হল শোষণ থেকে প্রাপ্ত ফল ভোগের জন্য ভাগ বসানো। একজন পেটি-বুর্জোয়া নারী হিসেবে সে পরিবারের একজন কাজের ঘোড়া। একজন আধুনিক প্রলেতারীয় নারীই প্রথম একজন মানুষ রূপে গণ্য

হয়েছে। যেহেতু (প্রলেতারিয়েতের) সংগ্রামই প্রথম মানুষকে সংস্কৃতির জন্য, মানবতার ইতিহাসের জন্য কিছু অবদান রাখতে প্রস্তুত করছে। সম্পত্তির অধিকারী বুর্জোয়া নারীর জন্য তার ঘরটাই তাঁর পৃথিবী। প্রলেতারিয়েত নারীর জন্য সমগ্র পৃথিবী, তার দুঃখ আর আনন্দ নিয়ে, তার ঠান্ডা নিষ্ঠুরতা এবং নগ্ন আকার নিয়ে তার ঘর। প্রলেতারিয়েত নারী ভূগর্ভ শ্রমিকদের সাথে অভিযান করেছে ইতালি থেকে সুইজারল্যান্ড, ব্যারাকে আস্তানা গেড়েছে এবং ডিনামাইটের বিস্ফোরণে পাহাড়ের উঁচু দেওয়াল বাতাসে মিলিয়ে দিতে নিজেকে নিঃশেষিত করেছে। একজন মরসুমী কৃষি-শ্রমিক হিসেবে সে বসন্তকালে চঞ্চল ট্রেন স্টেশনে তার মাঝারি মাপের বোঝার ওপর বসে থাকে, তার সরলভাবে বিভক্ত চুলে কাপড় জড়িয়ে এবং পূর্ব থেকে পশ্চিমে নিজেকে টেনে নিয়ে যাওয়ার জন্য শান্তভাবে অপেক্ষা করে। নানা ভাষী ক্ষুধার্ত প্রলেতারীয় জনতার মধ্যে জাহাজের মাঝের ডেকেই সে পাড়ি দেয় ইউরোপ থেকে আমেরিকা, সংকট থেকে উদ্ভূত দুর্দশাকে প্লাবিত করে এমন প্রতিটা তরঙ্গে। এইভাবে, আমেরিকার একটা সংকট ইউরোপে তার প্রকৃত দুর্দশার দিকে পাল্টাস্রোত হিসেবে উথলে উঠবে, সে ফিরে আসবে, নতুন আশায়-হতাশায় নতুন কাজ এবং রুটির খোঁজে।

বুর্জোয়া নারীর রাজনৈতিক অধিকারের জন্য কোনো প্রকৃত আগ্রহ নেই, কারণ সে সমাজে কোনো অর্থনৈতিক ক্রিয়াকলাপের কোনোরকম ভূমিকা পালন করে না। কারণ, সে শ্রেণি-আধিপত্যজাত ফসল ভোগ করে। নারীর সাম্যের অধিকারের ডাক যখন বুর্জোয়া-নারীদের মধ্যে উথলে ওঠে, তখন তা ওঠে বস্তুগত উৎসবিহীন কয়েকটা দুর্বল গোষ্ঠীর কেবলমাত্র নিখাদ আদর্শরূপে, পুরুষ এবং নারীর মধ্যে ছদ্ম বিরোধ, এ এক বাক্‌চাতুর্য রূপে। নারীর ভোটাধিকার আন্দোলন, এ কারণেই, হাস্যকর চরিত্র। প্রলেতারীয় নারীর রাজনৈতিক অধিকার প্রয়োজন, কারণ সে পুরুষ প্রলেতারিয়েতের মতো একই অর্থনৈতিক ক্রিয়াকলাপে অংশগ্রহণ করে, একইভাবে পুঁজির জন্য দাসত্ব করে, একইভাবে রাষ্ট্রের রক্ষণাবেক্ষণের কাজ করে চলে এবং তার দ্বারা রক্তহীন হয়ে পড়ে এবং দমিত হয়। নিজেদের রক্ষা করার জন্য তার একই ধরনের স্বার্থ রয়েছে এবং একই ধরনের অস্ত্র সে তুলে নেয়। তার রাজনৈতিক দাবীসমূহ সমাজের গভীরে প্রোথিত রয়েছে, যা শোষক শ্রেণি থেকে শোষিত শ্রেণিকে পৃথক করে দেয় তা নারী এবং পুরুষের বিরোধের মধ্যে নয়, পুঁজি ও শ্রমের বিরোধের মধ্য দিয়ে।

আনুষ্ঠানিকভাবে নারীর রাজনৈতিক অধিকার বুর্জোয়া রাষ্ট্রের ভাবনার সাথে অনেকটাই সামঞ্জস্যপূর্ণ। যেমন—ফিনল্যান্ড, আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র বা কয়েকটা পুরসভা সকলেই দেখায় যে, নারীর জন্য সমানাধিকারের নীতি রাষ্ট্রকে এখনও বিপর্যস্ত করে ফেলতে পারেনি, পুঁজির আধিপত্যের মধ্যে তা হস্তক্ষেপ করতে পারে না। তবুও, যেহেতু নারীর রাজনৈতিক অধিকার আজকে আসলে একটা প্রলেতারীয় শ্রেণির দাবী মাত্র, আজকের পুঁজিবাদী জার্মানির জন্য এটা এখন শেষ বিচারের তুল্য। প্রজাতন্ত্রের মতো, রক্ষীবাহিনীর মতো, আটঘণ্টার শ্রমদিবসের মতো নারীদের ভোটাধিকার সমগ্রভাবে শুধু প্রলেতারিয়েতের শ্রেণিসংগ্রামের সাথেই হারতে বা জিততে পারে; এটা শুধুমাত্র প্রলেতারিয়েতদের পদ্ধতিতে সংগ্রাম এবং বল প্রয়োগের মাধ্যমেই রক্ষা করা যেতে পারে। নারীর অধিকারের বুর্জোয়া প্রবক্তারা রাজনৈতিক অধিকার নিশ্চিত করতে চায় রাজনৈতিক জীবনে একটা ভূমিকা পালনের জন্য। প্রাথমিক বিধিবদ্ধ আইনের মাধ্যমে প্রকৃত ক্ষমতার এক ইঞ্চিও জিতে নেওয়ার বিপরীতে প্রলেতারীয় নারী কেবলমাত্র শ্রমিক সংগ্রামের পথই অনুসরণ করতে পারে। প্রতিটা সামাজিক অগ্রগতির শুরুতেই ছিল তার মুখপত্র। প্রলেতারীয় নারীকে রাজনৈতিক জীবনে শক্ত ভিত্তি লাভ করতেই হবে, সমস্ত ক্ষেত্রে সক্রিয়তার মাধ্যমে; শুধু মাত্র এই পদ্ধতিতেই তারা তাদের অধিকারের জন্য একটা ভিত্তি পেতে পারে। আধিপত্যকারী সমাজ আইনের সংঘগুলোতে তাদের প্রবেশ অস্বীকার করে, কিন্তু আর এক বিশাল শক্তি তাদের জন্য দরজা হাট করে খুলে দেয়—সোশাল ডেমোক্রেটিক পার্টি। এখানে সংগঠনের বিভিন্ন স্তরের কর্মীবাহিনীতে প্রলেতারীয় নারীর জন্য রাজনৈতিক কাজের ও রাজনৈতিক ক্ষমতার এক ক্রমপ্রসারমান ক্ষেত্র তৈরি হচ্ছে। এখানে নারী একাই সমমর্যাদা নিয়ে এক গুরুত্বপূর্ণ প্রতিনিধি। সোশাল ডেমোক্রেসির মাধ্যমে সে ইতিহাসের কর্মশালায় প্রবিষ্ট হবে এবং এখানে, বিশালাকার শক্তিগুলো আঘাত করা সত্ত্বেও বুর্জোয়া সংবিধানে লিখিত আইনী অধিকার না থাকা সত্ত্বেও, সে প্রকৃত সমানাধিকারের জন্য সংগ্রাম করতে থাকবে। এখানে পুরুষের পরেই নারী শ্রমিকরা বর্তমান সামাজিক কাঠামোর স্তম্ভগুলোকে নাড়িয়ে দিয়েছে, এবং তাকে অধিকারের মরীচিকা অনুমোদন করার আগেই সে এই সমাজ কাঠামোকে ভাঙা ইঁটের নীচে কবর দিতে সাহায্য করবে।

ভবিষ্যতের কর্মশালায় প্রয়োজন অনেক হাত ও হৃদয়। নারীর এক পৃথিবীসম দুর্দশা স্বস্তির জন্য অপেক্ষা করছে। কৃষকের স্ত্রী ভারাক্রান্ত জীবনের চাপে ভেঙে

পড়তে পড়তে গুমরোয়। জার্মান আফ্রিকাতে কালাহারি মরুভূমিতে, অসহায় অরক্ষিত হেরেরোয় নারীর হাড় সূর্যের আলোয় স্নাত হচ্ছে, সেইসব নারীরা, যারা জার্মান সৈন্যবাহিনীর একটা দলের কাছে ধরা পড়েছিল এবং ক্ষিধে তেষ্টার এক ভয়ংকর মৃত্যুর শিকার হয়েছিল। সমুদ্রের অন্যদিকে পুটুমায়োতে পাহাড়ের উঁচু দেওয়ালে, শহীদ ইন্ডিয়ান নারীদের মৃত্যুচিৎকার, যা গোটা পৃথিবীর দ্বারা অবহেলিত হয়েছিল, বিবর্ণ হয়ে গিয়েছিল পুঁজিপতিদের রবার চাষে।

প্রলেতারীয় নারী গরীবদের মধ্যে গরীবতম, ক্ষমতাহীনদের মধ্যে সবচেয়ে ক্ষমতাহীন। পুঁজিপতিদের আধিপত্যের বীভৎসতা থেকে নারী এবং মানবতার মুক্তির জন্য সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়ল তাড়াতাড়ি। সোশাল ডেমোক্রেসি আপনাদের জন্য একটা সম্মানের স্থান নির্দিষ্ট করেছে। তাড়াতাড়ি সামনের সারিতে এগিয়ে যান, সুড়ঙ্গের দিকে!

নারীর ভোটাধিকার এবং শ্রেণিসংগ্রাম

'জার্মানিতে কর্মরতা মহিলাদের কোনো সংগঠন নেই কেন? তাঁদের আন্দোলন সম্পর্কে কেন এত কম শুনি আমরা?' *এম্মা ইহরের* নামে জার্মানির একজন অন্যতম নিম্নবর্গীয় মহিলাদের আন্দোলনের প্রতিষ্ঠাত্রী এই সমস্ত প্রশ্ন নিয়ে ১৯১৮ সালে 'শ্রেণিসংগ্রামে নারীশ্রমিক' প্রবন্ধটি রচনা করেন। তারপর মাত্র চোদ্দ বছর অতিক্রান্ত হলেও, দৃশ্যত নিম্নবর্গীয় মহিলাদের আন্দোলন কিন্তু যথেষ্ট বিস্তৃতি লাভ করেছে। একশ পঞ্চাশ হাজারের বেশি মেয়েরা সাংগঠনিকভাবে জোটবদ্ধ হয়েছেন এবং তারা নিম্নবর্গের অর্থনৈতিক সংগ্রামের সর্বাপেক্ষা সক্রিয় বাহিনীর মধ্যে পড়েন। সোশাল ডেমোক্রেসির পতাকাতলে, রাজনৈতিকভাবে সংগঠিত হাজার হাজার নারী জড়ো হয়েছেন : সোশাল ডেমোক্রেসির মহিলা পত্রিকার [*ডাই গ্লেজিট,* ক্লারা জেটকিন দ্বারা সম্পাদিত] গ্রাহকসংখ্যা একশ হাজারেরও বেশি। নারীদের ভোটাধিকার সোশাল ডেমোক্রেসির একটা গুরুত্বপূর্ণ ইস্যু।

ঠিক এই সমস্ত ঘটনাগুলো, আপনাদের নারীর ভোটাধিকারের লড়াইয়ের গুরুত্বকে খর্ব করতে পারে। আপনারা মনে করতে পারেন : এমনকি সমান রাজনৈতিক অধিকার ছাড়াই আমরা মেয়েদের শিক্ষা দেওয়া এবং সংগঠিত করার দিক থেকে প্রচুর উন্নতি করেছি। সেজন্য নারী ভোটাধিকারের আশু প্রয়োজনীয়তা নেই। যদি আপনারা এরকম মনে করেন, তা হবে আত্ম-প্রতারণা। শেষ পনের বছর ধরে, নারী-মজদুর শ্রেণির সাধারণদের মধ্যে অত্যুৎকৃষ্ট রূপে রাজনীতি এবং শ্রমতান্ত্রিকতার জাগরণ ঘটেছে। কিন্তু তা কেবল এই কারণেই সম্ভব হয়েছিল যে নারী-শ্রমিকরা অধিকার থেকে বঞ্চিত হওয়ার বদলে তাদের শ্রেণির রাজনৈতিক এবং সংসদীয় লড়াইতে জীবন্তভাবে অংশগ্রহণ করেছিল। এখনও পর্যন্ত তাঁদের এই লড়াইকে পুরুষ ভোটাররা সমর্থন করেন, যদিও প্রকৃতপক্ষে তারা কেবল পরোক্ষভাবেই এতে অংশগ্রহণ করেন।

ইতিমধ্যে শ্রমিক শ্রেণির বহু সাধারণ পুরুষ ও নারী নির্বাচনী প্রচারকে তাদের উভয়েরই স্বার্থরক্ষাকারী বিষয়রূপে বিবেচনা করেন। সমস্ত সোশাল ডেমোক্রেসির

নির্বাচনী সভাগুলোতে নারীরা একটা বৃহৎ অংশে, এমনকি অনেকসময় সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশে জমায়েত হন। তারা সবসময় অত্যন্ত ঔৎসুক্যের সাথে এবং উৎসাহ নিয়ে এসবের সাথে নিযুক্ত থাকেন। সমস্ত জেলায় যেখানে শক্তিশালী সোশাল ডেমোক্রেটিক সংগঠন বর্তমান, সেখানেই মেয়েরা প্রচারের মাধ্যমে সাহায্য করেন এবং তারাই প্রচারপত্র বিলি করেন এবং প্রচারের এক গুরুত্বপূর্ণ অস্ত্র সোশাল ডেমোক্রেটিক সংবাদপত্রের গ্রাহক হয়ে এক অমূল্য কাজ সম্পাদন করেছেন।

পুঁজিবাদী রাষ্ট্র, রাজনৈতিক জীবনের সমস্ত কর্তব্য এবং প্রচেষ্টাসমূহকে গ্রহণ করা থেকে মেয়েদের বিরত রাখতে সমর্থ হননি। রাষ্ট্র একের পর এক পদক্ষেপের মধ্য দিয়ে বরং, নারীদের সমিতি এবং সভা করবার অধিকার অনুমোদন করে, তাদের এই সম্ভাবনাকে স্বীকার করতে এবং নিশ্চিত করতে বাধ্য হয়েছে। কেবল শেষ যেসমস্ত রাজনৈতিক অধিকার থেকে মেয়েরা বঞ্চিত হয়েছেন : ভোট দেবার অধিকার, আইন প্রণয়ণকারী সভা ও প্রশাসনে সরাসরি জনসাধারণের প্রতিনিধি নির্বাচনের অধিকার এবং এইসমস্ত সভাগুলোতে নির্বাচিত হওয়ার অধিকার। কিন্তু এখানেও সমাজের অন্যান্য সমস্ত ক্ষেত্রের ন্যায় নীতিবাক্য বিদ্যমান : 'এখনই শুরু কোরো না।' কিন্তু আগেই শুরু হয়ে গেছে। বর্তমান রাষ্ট্র, নারী শ্রমিকদের সভায় এবং রাজনৈতিক সমিতিকে অনুমোদন করেই তার স্বীকৃতি দিয়েছে। বলাবাহুল্য, রাষ্ট্র তা স্বতঃপ্রবৃত্তভাবে দেয়নি, বরং, প্রয়োজনের তাগিদে, বিকাশমান শ্রমিকশ্রেণির অপ্রতিরোধ্য চাপের মুখে পড়ে দিয়েছিল। এই ঘটনা, নারী শ্রমিকদের সামনের দিকে এগিয়ে দিয়েছিল, যা প্রুসো-জার্মান পুলিশ নিয়ন্ত্রিত রাষ্ট্রকে বিখ্যাত 'নারী বিভাগ'[১]-এর রাজনৈতিক সংগঠনের জমায়েতের বিরুদ্ধাচরণ করা থেকে বিরত থাকতে বাধ্য করেছিল এবং রাজনৈতিক সংগঠনের দ্বার মেয়েদের সামনে খুলে দিয়েছিল—তা কম উদ্দীপনাময় ছিল না। এই ঘটনা বাস্তবত বলটাকে গড়িয়ে দেয়। নিম্নবর্গের শ্রেণিসংগ্রামের এই অপ্রতিরোধ্য অগ্রগতি নারী শ্রমিকদের রাজনৈতিক জীবনের আবর্তের মধ্যে অধিকারবোধকে জাগ্রত করে। সভা ও সম্মেলন করার অধিকারকে ব্যবহার করে নারী-শ্রমিকরা সংসদীয় জীবনে এবং নির্বাচনী প্রচারে এক অত্যন্ত সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন। এর অনিবার্য প্রভাব, কেবল এই আন্দোলনের যুক্তিসম্মত পরিণতিতেই হাজার হাজার নারী-শ্রমিক আত্মবিশ্বাসের সাথে এবং দুর্বিনীতভাবে ডাক দিয়েছেন : 'আমরা ভোটাধিকার চাই।'

একদা প্রাক্ '১৮৪৮—স্বৈরতন্ত্রের' শান্ত যুগে, সমগ্র শ্রমিকশ্রেণি রাজনৈতিক অধিকার প্রয়োগে 'যথেষ্ট পরিণত' নয়— একথা বলা হত। আজ নারী-শ্রমিকদের

সম্বন্ধে একথা বলা যায় না, কারণ তারা তাদের রাজনৈতিক পরিপক্কতা স্পষ্টভাবে প্রদর্শন করেছেন। প্রত্যেকেই জানেন যে, তাদের ছাড়া, নারী-শ্রমিকদের সাগ্রহ সাহায্য ছাড়া, সোশাল ডেমোক্রেটিক পার্টি, ১৯১২ সালের ১২ই জানুয়ারির গৌরবময় জয় অর্জন করতে, সাড়ে চার লক্ষ ভোটলাভ করতে পারত না। এই শ্রমিকশ্রেণিকে, যে-কোনো উপায়ে, সর্বদা জনসাধারণের সফল বৈপ্লবিক অভ্যুত্থানের মাধ্যমে রাজনৈতিক স্বাধীনতার জন্য তাদের ধীশক্তিকে প্রমাণ করতে হয়েছে। যখন ঈশ্বরপ্রদত্ত সিংহাসনের অধিকার এবং জাতির সর্বাপেক্ষা মহান ও মহৎ ব্যক্তি তাদের চোখের সামনে শ্রমিকশ্রেণির দৃঢ় মুষ্টিকে এবং বুকের ওপর তাদের হাঁটুর ভারকে প্রকৃতপক্ষে অনুভব করলেন, কেবল তখনই তারা জনসাধারণের রাজনৈতিক পরিপক্কতায় বিশ্বাস অনুভব করলেন আর তা অনুভব করলেন বিদ্যুতের গতিতে। আজ নারী-শ্রমিকদের পুঁজিবাদী রাষ্ট্রকে তার পরিপক্কতা সম্বন্ধে সচেতন করার সময় এসেছে। শ্রমিক শ্রেণির সংগ্রাম ও চাপ সৃষ্টিকারী সমস্ত উপায়কে ব্যবহার করে এক অবিরাম শক্তিশালী গণ-আন্দোলনের মধ্য দিয়ে তা সম্ভব হয়েছে।

নারীর ভোটাধিকারই লক্ষ্য। কিন্তু তা সম্পন্ন করার জন্যে যে গণ-আন্দোলন প্রয়োজন তা নারীর একার কাজ নয়, এটি নিম্নবর্গের নারী ও পুরুষদের জন্য একটি সাধারণ শ্রেণিভাবনা। জনসাধারণের জীবনে বাধাদানকারী প্রতিক্রিয়ার শৃঙ্খলের মধ্যে, একটি সূত্র হল জার্মানিতে বর্তমানে নারীদের অধিকারের অভাব। এটি প্রতিক্রিয়ার অপর স্তম্ভ রাজতন্ত্রের সাথে নিবিড়ভাবে যুক্ত। বিংশ শতাব্দীর উন্নত পুঁজিবাদী, অত্যধিক শিল্পসমৃদ্ধ জার্মানিতে, বিদ্যুৎ ও উড়োজাহাজের যুগে নারীদের রাজনৈতিক অধিকার না থাকাটা ততটাই প্রতিক্রিয়াশীল 'মৃত অতীতের ধ্বংসাবশেষে যতটা উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত শাসন করার ঈশ্বরপ্রদত্ত অধিকার'। এই স্বর্গীয় দলিলরূপে নেতৃত্বদায়ী যে রাজনৈতিক ক্ষমতা এবং শান্ত গৃহজীবনে অভ্যস্ত নারীদের রাজনীতি ও শ্রেণিসংগ্রামের সামাজিক জীবনের ঝড় সম্পর্কে অসচেতনতা—উভয় বিষয়েরই উৎসগুলো অতীতের গলিত সমাজব্যবস্থার মধ্যে, দেশের ভূমিদাসত্ব এবং শহরগুলোর সংঘের উপস্থিতির সময়ের মধ্যে রয়েছে। সেই সময়ে সেগুলো সমর্থনযোগ্য এবং প্রয়োজনীয় ছিল। কিন্তু রাজতন্ত্র এবং মহিলাদের অধিকারের অভাব উভয়ই আধুনিক পুঁজিবাদের বিকাশের দ্বারা উৎপাটিত হয়েছে, ব্যঙ্গাত্মক উপহাসের বিষয়ে পরিণত হয়েছে। তারা আধুনিক সমাজে নিজেদের অস্তিত্ব বজায় রেখেছে, কেবল একারণে নয় যে জনসাধারণ তাদের

অবলুপ্ত করতে ভুলে গেছে অথবা পারিপার্শ্বিকতার জন্য ও স্থায়িত্বের কারণেও কেবল নয়। বস্তুত তারা এখনও অবস্থান করছে, কারণ রাজতন্ত্র এবং অধিকারহীন নারী—উভয়েই জনসাধারণের শত্রুদের স্বার্থবাহী, শক্তিশালী যন্ত্রে পরিণত হয়েছে। নিম্নবর্গের শোষণ ও দাসত্বের জঘন্য এবং নির্মম সমর্থনকারীরা রাজসিংহাসনের পেছনে সুরক্ষিত রয়েছে এবং নারীদের রাজনৈতিক দাসত্বের পেছনেও একইভাবে অবস্থান করছে। রাজতন্ত্র এবং নারীদের অধিকাহীনতা শাসক পুঁজিপতি শ্রেণির সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ অস্ত্রে পরিণত হয়েছে।

প্রকৃতপক্ষে, আমাদের রাষ্ট্র নারী-শ্রমিকদের এবং একমাত্র তাদেরকেই ভোটদান থেকে বিরত রাখতে আগ্রহী। সত্যিই এটা ভয়ের কারণ যে, তারা শ্রেণিশাসনের সাবেকি প্রতিষ্ঠানের কাছে বিপদের কারণ হয়ে উঠবে; উদাহরণস্বরূপ সামরিক ব্যবস্থা (চিন্তাশীল নারী-শ্রমিকরা যাকে মারাত্মক শত্রু না ভেবে পারত না), রাজতন্ত্র জিনিসপত্রের ওপর রাজস্ব এবং শুল্ক চাপিয়ে সুশৃঙ্খল উপায়ে ডাকাতি করা ইত্যাদি। বর্তমান পুঁজিবাদী রাষ্ট্রে নারীর ভোটাধিকার এক ভীতিপ্রদর্শনকারী এবং অত্যন্ত অবাঞ্ছিত বিষয়, কারণ, এর পিছনে অনেক নারীশ্রমিক বর্তমান, যারা নিজেরাই পুঁজিবাদের শক্তিশালী শত্রু হয়ে উঠবেন, যেমন সোশাল ডেমোক্রেসি। যদি বুর্জোয়া নারীদের ভোটাধিকারের ব্যাপার হত, পুঁজিবাদী রাষ্ট্র প্রতিক্রিয়ার জন্য কার্যকরী সমর্থন ছাড়া আর কিছুই ভাবত না। বেশির ভাগ বুর্জোয়া-নারী যারা পুরুষশাসনের বিরুদ্ধে সিংহীর ন্যায় আচরণ করেন, তারাই ভোটাধিকার পেলে, রক্ষণশীল এবং ধর্মীয় শিবিরেই বাধ্য মেষপালকের ন্যায় ধীর পদক্ষেপে অগ্রসর হবেন। তথাপি তারা তাদের শ্রেণির পুরুষদের তুলনায় অধিকতর প্রতিক্রিয়াশীল। কর্মরতা এবং কোনো পেশায় যুক্ত কিছু নারী ব্যতীত বুর্জোয়া নারীরা সামাজিক উৎপাদনে অংশগ্রহণ করেন না। এই সমস্ত নারীরা নিম্নবর্গের কাছ থেকে অন্যায়ভাবে আহৃত উদ্বৃত্ত মূল্যের ক্ষেত্রে তাদের পুরুষদের সহভোক্তা ছাড়া আর কিছুই নন। এরা সমাজদেহের পরজীবীরও পরজীবী এবং তাদের পরজীবী জীবনের 'অধিকার'কে রক্ষা করতে সাধারণত শ্রেণি শাসন ও শোষণের প্রত্যক্ষ প্রতিনিধি অপেক্ষা এই ভোক্তারা অধিক ক্ষিপ্ত এবং নিষ্ঠুর হন। সমস্ত মহান বিপ্লবী সংগ্রামগুলোর ইতিহাস আরও ভয়ঙ্করভাবে এই ঘটনা নিশ্চিত করে। মহান ফরাসি বিপ্লবের কথাই ধরা যাক। জ্যাকোবিনস-এর পতনের পর, যখন রোবোস্পিয়ারকে শৃঙ্খলিত করে বধ্যভূমির দিকে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল, তখন জয়োন্মত্ত বুর্জোয়া সমাজের নগ্ন-বেশ্যারা রাস্তায় নেচেছিলেন, বিপ্লবে পরাজিত

নায়কদের চারপাশে তাদের আনন্দের নির্লজ্জ নাচ। ১৮৭১ সালেও প্যারিসে, যখন বীর শ্রমিকদের কমিউন মেশিনগানের সামনে পরাজিত হল, তখন অবদমিত শ্রমিক-শ্রেণির বিরুদ্ধে রক্তাক্ত প্রতিশোধ নেওয়ায়, প্রলাপকারী বুর্জোয়া নারীরা, এমনকি তাদের বর্বর-পুরুষদেরও অতিক্রম করে গিয়েছিল। সম্পত্তিওয়ালা শ্রেণির নারীরা শ্রমিক-শ্রেণির শোষণ ও দাসত্বের পক্ষে অত্যন্ত উৎসাহের সাথে মত দিয়েছে, যার মধ্য দিয়ে তারা নিজেদের সামাজিকভাবে অপ্রয়োজনীয় অস্তিত্বের উপায়কেই পরোক্ষভাবে গ্রহণ করেছে।

অর্থনৈতিকভাবে ও সামাজিকভাবে শোষক শ্রেণির নারীরা জনসংখ্যার একটি স্বাধীন অংশ নন। তাদের সামাজিক কাজ হল শাসকশ্রেণির স্বাভাবিক ব্যাপ্তির অঙ্গ হয়ে ওঠা। বিপরীতে, নিম্নবর্গের নারীরা অর্থনৈতিকভাবে স্বনির্ভর, তারা পুরুষের মতোই সমাজের পক্ষে উৎপাদনশীল। এর মাধ্যমে আমি তাদের সন্তান পালন অথবা গৃহকর্মকে বোঝাতে চাইনি, যা পুরুষটিকে কম মজুরিতে পরিবার চালাতে সাহায্য করবে। এই ধরনের কাজ, বর্তমান পুঁজিবাদী অর্থনীতির নিরিখে উৎপাদনশীল নয়, তা সে যতই ত্যাগ ও শক্তি ক্ষয় হোক বা যত হাজার ক্ষুদ্র প্রচেষ্টা সংযুক্ত হোক সেই বিশাল প্রাপ্তি কোনো ব্যাপারই নয়। এগুলো শ্রমিকদের ব্যক্তিগত বিষয় ছাড়া কিছুই নয়, তাদের সুখ ও প্রাপ্তি যা-ই হোক তা আমাদের বর্তমান সমাজের জন্য অস্তিত্বহীন। যতদিন পর্যন্ত পুঁজিবাদ ও মজুরি ব্যবস্থা প্রভুত্ব করবে, কেবল সেইসমস্ত কাজই উৎপাদনশীল হিসেবে বিবেচিত হবে, যা উদ্বৃত্ত মূল্য উৎপাদন করে, যা পুঁজিবাদীদের লভ্যাংশ সৃষ্টি করে। এই দৃষ্টিকোণ থেকে সঙ্গীত কক্ষের নর্তকী, যার পা লাভের টাকা দ্রুত মালিকের পকেটস্থ করে, সে একজন উৎপাদনশীল শ্রমিক, অথচ নারী-শ্রমিক এবং মায়েদের গৃহের চার দেয়ালের মধ্যেকার কঠোর পরিশ্রম অনুৎপাদনশীল রূপে বিবেচিত হয়। নিষ্ঠুর ও অবিবেচক হলেও তা এই নিষ্ঠুরতা ও অবিবেচনাকে দেখিয়ে দেয়। আমাদের বর্তমান পুঁজিবাদী অর্থনীতির নিষ্ঠুরতা ও বাতুলতার সাথে এবং এই নিষ্ঠুর বাস্তবতাকে পরিষ্কারভাবে ও তীক্ষ্ণভাবে পর্যবেক্ষণ করাটাই নিম্নবর্গীয় নারীর প্রথম কর্তব্য।

ঠিক এই দৃষ্টিকোণ থেকে, নারী-শ্রমিকদের সমান রাজনৈতিক অধিকারের দাবি সুদৃঢ় অর্থনৈতিক ভিত্তিতে নিবদ্ধ হয়ে আছে। আজ, লক্ষ লক্ষ নারী-শ্রমিক পুরুষদের মতো কলকারখানায়, কর্মশালায়, কৃষিক্ষেত্রে, কুটিরশিল্পে, অফিসে, গুদামে, পুঁজিপতিদের লভ্যাংশ উৎপন্ন করছে। আমাদের বর্তমান সমাজের কঠোর বৈজ্ঞানিক

অর্থে, তাই তারা উৎপাদনশীল। প্রত্যেকদিন পুঁজিবাদের দ্বারা শোষিত মেয়েদের বাহিনী বাড়ছে। প্রযুক্তি বা শিল্পে প্রতিটা নতুন প্রগতি, পুঁজিবাদী মুনাফাসৃষ্টিকারী যন্ত্রাংশে নারীদের জন্য নতুন স্থান সৃষ্টি করছে। আর এইভাবে প্রতিদিন ও শিল্পোন্নতির প্রতিটা পদক্ষেপ নারীর সমান রাজনৈতিক অধিকারের সুদৃঢ় ভিত্তিতে একটা নতুন মাত্রা যোগ করছে। অর্থনৈতিক ক্রিয়াকলাপের জন্যও নারী-শিক্ষা ও বুদ্ধিমত্তা প্রয়োজনীয় হয়ে পড়েছে। পিতৃতান্ত্রিক পরিবার-বৃত্তের সংকীর্ণ ও ঘরোয়া নারীরা শিল্প ও বাণিজ্যের প্রয়োজনীয়তাকে রাজনৈতিক প্রয়োজনীয়তার মতো ক্ষুদ্র মনে করে। এটা সত্য যে, পুঁজিবাদী রাষ্ট্র এমনকি এক্ষেত্রেও তার কর্তব্যে অবহেলা করেছে। এখনও পর্যন্ত ইউনিয়ন এবং সোশাল ডেমোক্রেটিক সংগঠনগুলোই নারীর মানসিক ও নৈতিক বোধের জাগরণে সর্বাধিক কাজ করেছে। এমনকি কয়েক দশক আগেও, সোশাল ডেমোক্রাটরা সবচেয়ে সক্ষম ও জ্ঞানী জার্মান শ্রমিকরূপে পরিচিত ছিল। একইভাবে ইউনিয়ন ও সোশাল ডেমোক্রেসি আজ নারী-শ্রমিকদের অক্ষম সংকীর্ণ অস্তিত্ব থেকে, গৃহস্থলীর শোচনীয় ও ক্ষুদ্র নির্বুদ্ধিতা থেকে উন্নীত করেছে। নিম্নবর্গের শ্রেণিসংগ্রাম তাদের চিন্তাধারাকে প্রসারিত করেছে, তাদের মানসিকতাকে নমনীয় করেছে, তাদের চিন্তাকে উন্নীত করেছে, তাদের প্রচেষ্টার জন্য সামনে মহান লক্ষ্য স্থাপন করেছে। সমাজতন্ত্র, নারী-শ্রমিক-সাধারণের মানসিক পুনর্জন্ম ঘটিয়েছে এবং তাই কোনো সন্দেহ নেই, পুঁজির জন্য তাদেরকে সক্ষম উৎপাদনশীল শ্রমিকে পরিণতও করেছে।

এগুলো বিচার করলে নারী-শ্রমিকদের রাজনৈতিক অধিকারের অভাব একটা নীচ-অবিচার, উপরন্তু এখনও পর্যন্ত তা অন্তত অর্ধসত্য হয়ে দাঁড়িয়েছে। সর্বোপরি, নারী জনসাধারণ রাজনৈতিক জীবনে একটা সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করেছে। যাই হোক, সোশাল ডেমোক্রেসি এই অবিচারের যুক্তিকে ব্যবহার করেনি। আমাদের সাথে আগের ভাবপ্রবণ ইউটোপীয় সমাজতান্ত্রিকদের এই হল মৌলিক পার্থক্য। আমরা শাসক শ্রেণির ন্যায়বিচারের ওপর নির্ভর করি না, বরং সম্পূর্ণরূপে শ্রমিক সাধারণের বৈপ্লবিক ক্ষমতা এবং সেই ক্ষমতার ভিত্তি প্রস্তুতকারী সামাজিক বিকাশের ওপর নির্ভর করি। তাই অবিচার নিশ্চিতরূপে নিজেই এমন একটা যুক্তি নয়, যার সাহায্যে আমরা প্রতিক্রিয়াশীল প্রতিষ্ঠানগুলোকে ছুঁড়ে ফেলতে পারি। যাই হোক, বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রের একজন সহ-প্রতিষ্ঠাতা ফ্রেডরিক এঙ্গেলস্ বলেছেন, যদি সমাজের বৃহত্তর অংশের মধ্যে অবিচারের সহানুভূতি থাকে, তবে তা সবসময় সুনিশ্চিত চিহ্ন হিসেবে এটা দেখায় যে, সমাজের অর্থনৈতিক বনিয়াদ

যথেষ্ট সরে এসেছে, এতটাই সরে এসেছে যে, বর্তমান অবস্থা বিকাশের পথে বাধাদান করছে। রাজনৈতিক অধিকারের অভাবকে যারা নিষ্ঠুর অন্যায় বিবেচনা করেন, সেইসব লক্ষ লক্ষ নারী শ্রমিকদের বর্তমান শক্তিশালী আন্দোলন হচ্ছে এক নিশ্চিত চিহ্ন, যা দেখাচ্ছে বর্তমান ব্যবস্থার সামাজিক বনিয়াদটি পচে গেছে এবং তার দিন শেষ হয়ে এসেছে।

একশ বছর আগে, *চার্লস ফ্যুরিয়র* নামক সমাজতন্ত্রী আদর্শের অন্যতম মহান ফরাসি দার্শনিক এই স্মরণীয় কথাগুলো লিখেছিলেন : 'যে-কোনো সমাজের নারী স্বাধীনতার মাত্রা কোনো জাতির সাধারণ স্বাধীনতার পরিমাপক'।[২] একথা আমাদের বর্তমান সমাজের জন্যও সম্পূর্ণ সত্য। নারীর রাজনৈতিক অধিকারের জন্য সাম্প্রতিক গণসংগ্রাম, মুক্তির জন্য শ্রমিকদের সাধারণ সংগ্রামের কেবল একটা বহিপ্রকাশ এবং অংশমাত্র। এর মধ্যেই এর শক্তি ও ভবিষ্যৎ নিহিত। নিম্নবর্গীয় নারীদের কারণেই, নারীদের সাধারণ, সমান এবং প্রত্যক্ষ ভোটাধিকার, নিম্নবর্গের শ্রেণিসংগ্রামকে জোরালোভাবে এগিয়ে নিয়ে যাবে ও তীব্রতর করবে। একারণেই, বুর্জোয়া সমাজ নারীর ভোটাধিকারকে ঘৃণার চোখে দেখে ও ভয় পায়। আর এজন্যই আমরা তা পেতে চাই এবং তা অর্জন করব। নারীর ভোটাধিকারের জন্য লড়াই করে আমরা সেই মুহূর্তকে আরও ত্বরান্বিত করব, যখন বর্তমান সমাজ, বিপ্লবী শ্রমিকশ্রেণির হাতুড়ির আঘাতে ধ্বংসের মুখে পড়বে।

পাদটীকা :

১ 'নারী-বিভাগ'—১৯০২ সালে প্রুশীয় মন্ত্রী ভন্ হ্যামারস্টেন প্রতিষ্ঠা করেন। এই বন্দোবস্তের ফলে রাজনৈতিক সভায় মেয়েদের জন্য কক্ষের এক বিশেষ অংশ সংরক্ষিত হত।

২ যদিও রোজা লুক্সেমবার্গ এটা জানতে পারেননি, কার্ল মার্কস, ১৮৪৪ সালে তাঁর 'অর্থনীতি ও দর্শনশাস্ত্রের খসড়া'-র তৃতীয় খণ্ডে, সাম্যবাদী সমাজের প্রকৃতি সম্পর্কে আলোচনায় একই কথা উল্লেখ করেছিলেন।

একটি কৌশলগত প্রশ্ন

কয়েকবছর আগে বুর্জোয়া পার্টিদের সাথে জোটের প্রশ্ন যখন আমাদের কর্মীদের মধ্যে একটা বিশেষ জীবন্ত বিতর্কের বিষয় হয়ে উঠেছে, রাজনৈতিক জোটের সমর্থকরা তখন বেলজিয়ান (সোশাল ডেমোক্রেটিক) ওয়ার্কার্স পার্টির উদাহরণ নির্দেশ করতে যত্নশীল ছিলেন। সর্বজনীন ভোটাধিকারের জন্য দীর্ঘ সংগ্রামের পর্যায়ে উদারনৈতিকদের সাথে এর জোট সোশাল ডেমোক্রেসির সাথে বুর্জোয়া ডেমোক্রেসির মৈত্রী কীভাবে কখনো কখনো প্রয়োজনীয় এবং রাজনৈতিকভাবে ক্ষতিকর নয় এমন হতে পারে, তার উদাহরণ হিসেবে বিবেচিত হত।

তাদের প্রমাণ ইতিমধ্যেই বহু দূর সরে গেছে। বেলজিয়ান উদারনৈতিকদের তাদের প্রলেতারীয় সঙ্গীদের প্রতি লাগাতার দোদুল্যমানতা এবং বারংবার বিশ্বাসঘাতকতা সম্পর্কে যারা ওয়াকিবহাল নয় শুধু তাদেরই বুর্জোয়া গণতন্ত্রের শ্রমিক শ্রেণির প্রতি সমর্থনের বিষয়ে গভীরতম হতাশা থেকে সরিয়ে আনা যেতে পারে। আজ এই প্রশ্নকে বিচারের জন্য সবচেয়ে সাম্প্রতিক বিচারে বেলজিয়ান সোশাল ডেমোক্রেসির পার্টি সম্মেলনের প্রস্তাবসমূহ আমাদের এক নতুন এবং অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সাহায্য সরবরাহ করেছে।

আমরা যেমন জানি, বেলজিয়ান প্রলেতারিয়েত সর্বজনীন ভোটাধিকারের জন্য পনেরো বছর ধরে তারা যে অত্যন্ত নিষ্ঠাবান লড়াই চালিয়েছে, তাতে তারা এক গুরুত্বপূর্ণ সন্ধিক্ষণের মুখোমুখি। কর্মচারী নেতৃত্ব এবং বহুমুখী নির্বাচনী ব্যবস্থার বিরুদ্ধে একটা নবীকৃত আক্রমণ তৈরির জন্য তারা প্রস্তুতি নিচ্ছে। একটা দৃঢ়-সংকল্প শ্রমিক শ্রেণির শক্তির সামনে একটা ছত্রভঙ্গ উদারনৈতিক বুর্জোয়াশক্তি যৌথ কার্যকলাপের জন্য নিজেকে টানছে এবং একটা যৌথ প্রচার কার্যের জন্যে সোশাল ডেমোক্রেসির প্রতি তার হাত বাড়িয়ে দিচ্ছে। যাইহোক, এবার জোটটি স্পষ্ট দ্রব্য বিনিময়ের মতো ক্রয়-বিক্রয়ের ক্ষেত্র হয়ে উঠেছে। উদারনৈতিকেরা বহুমুখী নির্বাচনী ব্যবস্থা পরিহার করছেন এবং সর্বজনীন সমান ভোটাধিকার (একটা মানুষ, একটা ভোট) গ্রহণ করবে। এর বিনিময়ে সোশাল ডেমোক্রেসি আনুপাতিক নির্বাচন ব্যবস্থাকে

সংবিধানসম্মত বৈধ নির্বাচনী পদ্ধতি হিসেবে গ্রহণ করবে এবং নারীর ভোটাধিকারের দাবীকে এবং ভোটাধিকারের জন্য সংগ্রামের বৈপ্লবিক পদ্ধতির দাবীকে পরিহার করবে। ব্রাসেলস্ ওয়ার্কাস পার্টির ফেডারেশন ইতিমধ্যেই উদারনৈতিকদের শর্তাবলীর প্রধান বিষয়গুলোকে গ্রহণ করেছে। বেলজিয়াম সোশাল ডেমোক্রাটদের ইস্টার সম্মেলন তার সম্মতি প্রদর্শনের মাধ্যমে রাজনৈতিক বোঝাপড়া সম্পূর্ণ করেছে।

সুতরাং এটা পরিষ্কার এবং এই সহজ ঘটনাটা বিতর্কের মাধ্যমে উড়িয়ে দেওয়া যাবে না যে, জোট বা আরও সঠিকভাবে উদারনৈতিকদের সাথে সোশাল ডেমোক্রাটদের আপোষ তাদের কর্মসূচীর একটা মৌলিক নীতিকেই নাকচ করে দিয়েছে। অবশ্য, বেলজিয়ান কমরেডরা আমাদের এই বলে আশ্বস্ত করেছেন যে, তারা শুধুমাত্র 'এখনকার জন্যই' নারীর ভোটাধিকারের দাবীকে মূলতুবী রেখেছেন যাতে তারা পুরুষদের জন্য সর্বজনীন ভোটাধিকার জিতে আনার পর এই দাবী পুনরায় উত্থাপন করতে পারেন। তবু, এখনও পর্যন্ত, এই ধারণা যে তাদের কর্মসূচী একধরনের খাদ্যতালিকা হিসেবে কাজ করতে পারে, যেখানে প্রতিটা খাদ্যকে শুধু একের পর একই খাওয়া যায়, তা সমস্ত দেশের সোশাল ডেমোক্রেসির কাছে একটা নতুন বিষয়। এবং এমনকি যদি রাজনৈতিক অবস্থা ওয়ার্কার্স পার্টির কাছে তার কর্মসূচীর অন্যান্যগুলোর তুলনায় বিশেষ নির্দিষ্ট দাবীতে আলোড়ন চালানোকে সাময়িকভাবে জোর দেওয়াটা প্রয়োজনীয় করে তোলে, আমাদের দাবীর সমগ্রতা আমাদের রাজনৈতিক সংগ্রামের স্থায়ী ভিত্তি হিসেবে বহাল থাকে। কর্মসূচীর একটা বিষয়ের ওপর সাময়িক খর্বিত জোর আরোপ এবং কর্মসূচীর অন্য দাবীর জন্য মূল্য হিসেবে এর স্পষ্ট অথচ সাময়িক বিসর্জনের মধ্যে সোশাল ডেমোক্রেসির নীতিভিত্তিক সংগ্রামের সাথে বুর্জোয়া পার্টিগুলোর রাজনৈতিক কলাকৌশলের তফাৎকারী দূরত্ব রয়েছে।

এটা সত্য যে, বেলজিয়ামে নারীর ভোটাধিকারের বিষয়টাকে আমরা এক 'বিসর্জন' হিসেবে বিবেচনা করছি। যদিও, ব্রাসেল্স্ কংগ্রেসের গৃহীত প্রস্তাব সুসংহতভাবে বলেছে "পরবর্তী সাংবিধানিক আবেদন পুরুষদের জন্য সর্বজনীন ভোটাধিকারে সীমিত থাকবে"। তবু, এটা আশা করতে হবে যে, যাজকরা নিছক লিবারাল এবং সোশাল ডেমোক্রাটদের মধ্যে একটা বিরোধ সৃষ্টি করবার জন্য তাদের আবেদনের সময় নারী-ভোটাধিকারের জন্য একটা আনুষ্ঠানিক বিল নিয়ে আসবে। এবং এক্ষেত্রে, ব্রাসেলস্ প্রস্তাব পরামর্শ দিচ্ছে যে, ওয়ার্কার্স পার্টির প্রতিনিধিদের উচিত এই কৌশলকে ভেস্তে দেওয়া এবং সর্বজনীন ভোটাধিকারের জোটকে ঊর্ধ্বে

তুলে ধরা। অনুবাদ করলে, এর অর্থ দাঁড়ায়, নারীর ভোটাধিকারের বিরুদ্ধে তাদের ভোট দেওয়া উচিত। নীতির ভিত্তিতে অনেক ওপরে চড়ে বসা অবশ্যই একটা জঘন্য কাজ এবং আমরা কখনোই কোনো ওয়ার্কার্স পার্টিকে আশু বাস্তব লাভগুলোকে একটা বিমূর্ত কর্মসূচীগত রূপরেখার জন্য পাশ কাটিয়ে যেতে বলব না। তবু সবসময়ের মতো নীতিগুলো এখানে বিসর্জন দেওয়া হচ্ছে প্রকৃত বাস্তব লাভ নয় বরং নিছক কতকগুলো বিভ্রমের কাছে। সাধারণভাবেই, এই ঘটনার নিবিড় পর্যবেক্ষণে দেখা যায় যে, এটা নিছকই একটা দিবাস্বপ্ন, রাজনৈতিক নীতিসমূহের মধ্যে যার অনুপ্রবেশ আমাদের বাস্তব সাফল্যের সামনে এক বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে।

অব্যশ্যই এই বলে বিতর্ক করা হচ্ছে যে, যদি বেলজিয়ান সোশাল ডেমোক্রাটদের নারীর ভোটাধিকারের দাবীতে লেগে থাকতে হয় তবে তা লিবারালদের সাথে এক ভাঙনে পর্যবসিত হবে এবং গোটা প্রচারকার্যকে ক্ষতিগ্রস্ত করে তুলবে। তবু, যে ছোটোমাত্রায় ওয়ার্কার্স পার্টি লিবারালদের মৈত্রী জোট এবং তাদের শর্তগুলোকে গুরুত্ব সহকারে গ্রহণ করেছে তা নীরব ধিক্কারসহ দেখতে পাওয়া যায়, যখন তারা লিবারালদের তৃতীয় শর্ত বিপ্লবী পদ্ধতির মূলতুবী নির্বিবাদে মেনে নেয়। বেলজিয়ান সোশাল ডেমোক্রেসির জন্য এটা অনিবার্য যে, সে কোনোভাবেই সংগ্রামের পদ্ধতি হিসেবে তার হাত বাধা দিতে রাজি নয়। এবং তবু সে নিজেকে এক সত্যিকারের নিশ্চয়তা থেকে বিচ্যুত হতে দেয়—যা হল সংগ্রামের অভ্যন্তরীণ শক্তি, বিজয়ের সুরক্ষিত নিশ্চয়তা নড়বড়ে লিবারাল মেয়র এবং সিনেটরদের সমর্থন করার মধ্যে নেই বরং আছে প্রলেতারীয় জনসাধারণের প্রতিরোধ তৎপরতায়, পার্লামেন্টে নয় বরং রাস্তায়।

এটাও খুব বিস্ময়কর হবে যদি বেলজিয়ান ওয়ার্কার্স পার্টি শ্রমিকশ্রেণির দ্বারা উল্লেখযোগ্য গণধর্মঘট এবং বিক্ষোভ প্রদর্শনের হুমকির মুখে বহুমুখী নির্বাচন ব্যবস্থার আংশিক অবদমনের পূর্বতন বিজয়প্রাপ্তির পরেও, এ বিষয়ে তারা সামান্যতমও দ্বিধা প্রদর্শন করে। ঠিক আগের মতোই, যাই হোক না কেন, *বেলজিয়াম প্রলেতারিয়েতের প্রথম দৃপ্ত আলোড়ন লিবারাল বুর্জোয়াদের ওপর* এক বজ্র আওয়াজের মতো বিস্ফোরণ ঘটাবে, যার পর সোশাল ডেমোক্রেসির সঙ্গীরা তাদের পার্লামেন্টীয় বিশ্বাসঘাতকার ইঁদুর গর্তে অনুমানযোগ্য দ্রুততায় এদিক-ওদিক দৌড়াবে এবং শ্রমিকদের কাছে তারা সর্বজনীন ভোটাধিকার ফেলে রেখে যাবে। এমনকি আকর্ষণীয় সম্ভাবনা বেলজিয়ান ওয়ার্কার্স পার্টির কাছে এক রহস্যের চেয়ে কম কিছু নয়। সবকিছু সত্ত্বেও যদি তা লিবারালদের সাথে চুক্তির

তৃতীয় শর্তটাকে আড়ালে শান্তভাবে মুছে ফেলে এবং নিজেকে প্রকাশ্যে সমস্ত পরিস্থিতির মোকাবিলায় প্রস্তুত করে, তাহলে এটা স্পষ্টভাবে দেখিয়ে দেবে যে, সে লিবারালদের সাহায্য নেয় আর প্রকৃত চরিত্রের জন্য একই রাস্তায় ব্যাপ্ত এক অস্থায়ী এবং পরিবর্তনযোগ্য বন্ধুত্ব, বা একজন তার অভিযানে গ্রহণ করে, কিন্তু সেজন্য সে তার নিজের রাস্তা থেকে একটা পদক্ষেপও বিচ্যুত হয় না।

এটা যুক্তিসঙ্গতভাবে প্রমাণ করে যে, সম্ভাব্য 'বাস্তব লাভে'র বিষয়টা যার জন্য নারীর ভোটাধিকারকেও বিসর্জন দেওয়া হচ্ছে, তা নিছকই একটা জুজু এবং এইভাবে এটা দাঁড়িয়ে যাচ্ছে যে, প্রতিবারই আমাদের মৌলিক নীতিসমূহের বিনিময়ে আপোষের যে হাস্যকর পরিকল্পনাগুলো আসছে, এদেশে বা বাইরে এধরনের যা কিছু দেখা যাচ্ছে আসলে তা কখনোই কল্পিত 'বাস্তব সাফল্য'-এর বিষয় নয়, বরং কর্মসূচীগত দাবীর বিসর্জন। আমাদের 'বাস্তবতাবাদী রাজনৈতিকদের' যারা হৃদয়ে, নীতিগতভাবে হেকিউবাপন্থী, এসব নিতান্তই আনুষ্ঠানিক আবর্জনা, যা প্রায়শই বয়ে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে এবং আওড়ানো হচ্ছে যে এটা আর কোনো বাস্তব অর্থ বহন করে না।

নারীর ভোটাধিকার বেলজিয়ান সোশাল ডেমোক্রেসির দ্বারা শুধুমাত্র লাগাতার ভাবে এবং সর্বজনীনভাবে স্বীকৃতি পেয়েছে তা নয়, বরং ১৮৯৫-তে পার্লামেন্টে শ্রমিক প্রতিনিধিরা এর পক্ষে ভোট দিয়েছে। সত্যিই, আজ পর্যন্ত বেলজিয়াম বা অন্যান্য ইউরোপীয় দেশগুলোতে এই দাবী অর্জিত হওয়ার কোনো সম্ভাবনাই নেই। আজ, প্রথমবারের জন্যে এটা রাজনৈতিক আলোচ্য সূচীর একটা বিষয় হয়ে ওঠার ভিত্তি সৃষ্টি করেছে এবং এখন এটা হঠাৎ করে স্পষ্ট হয়ে উঠছে যে, ওয়ার্কার্স পার্টির কর্মীবাহিনীর মধ্যে পুরোনো কর্মসূচীগত দাবীটাতে শুধু একটা মতই প্রভাবশালী নয়, এমনকি আরও ভালোভাবে বললে, ব্রাসেল্‌স্ কংগ্রেসে ডিউইন-এর বিবৃতি অনুযায়ী "নারীর ভোটাধিকারের প্রশ্নে সমগ্র পার্টি একটা নেতিবাচক অবস্থান গ্রহণ করেছেন"। এই বিস্ময়কর উত্তেজনাপূর্ণ ঘটনাগুলো নারীর ভোটাধিকারের বিরুদ্ধে বেলজিয়ান সোশাল ডেমোক্রাটদের বক্তব্যের মৌলিকতা দেখিয়ে দেয়। ঠিক এই যুক্তিগুলো ব্যবহৃত হয়েছিল রুশ জারতন্ত্রের দ্বারা। এই একই যুক্তিগুলো আগে রাজনৈতিক অবিচারকে সঠিক প্রমাণ করতে পবিত্র অধিকারের জার্মান বীক্ষায় ব্যবহৃত হয়েছে : "ভোটাধিকার অনুশীলনের ক্ষেত্রে জনসাধারণ যথেষ্ট পরিণত নয়"। যেন এই অধিকার নিজেরা সহজেই অনুশীলন করার তুলনায় জনতার অন্তর্ভুক্ত ব্যক্তি সভ্যদের রাজনৈতিকভাবে পরিণত করে তোলার অন্য কোনো এক

পন্থা রয়েছে। যেন পুরুষ শ্রমিকশ্রেণি ইতিমধ্যেই ধীরে ধীরে ব্যালটকে তার শ্রেণিস্বার্থ রক্ষার হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করতে শেখেনি এবং এখনও তা শিখতে হবে!

বিপরীতে, প্রত্যেক স্পষ্ট চিন্তার ব্যক্তি অবশ্যই আগে অথবা পরে রাজনৈতিক জীবনে প্রলেতারীয় নারীর অংশগ্রহণ-সহ এক শক্তিশালী শ্রমিক আন্দোলনের উত্থান প্রত্যাশা করে। এই পরিপ্রেক্ষিত শুধুমাত্র সোশাল ডেমোক্রেসির আলোড়নমূলক কাজে এক বিশাল ক্ষেত্র উন্মুক্ত-ই করে না, পাশাপাশি তার রাজনৈতিক ও সামাজিক জীবনেও নারীর রাজনৈতিক মুক্তির সাথে সাথে এক শক্তিশালী সতেজ বাতাস এমনকি আমাদের পার্টি-সদস্য ও নেতাদের মধ্যে অপ্রত্যাশিতভাবে নিয়ে আসে যা বর্তমান সংকীর্ণ পারিবারিক জীবনকে স্পষ্টতই মুছে ফেলে দমবন্ধ করা পরিবেশের অবসান করে।

নিঃসন্দেহে, শুরুতে, খুবই অসমর্থনযোগ্য রাজনৈতিক পরিণতি হতে পারে। যেমন বেলজিয়ামে নারীর ভোটাধিকারের পরিণতিতে যাজক সম্প্রদায়ের কর্তৃত্ব বৃদ্ধি পেয়েছে। ওয়ার্কার্স পার্টির সমগ্র সম্মেলন এবং আলোড়নকেও আদ্যোপান্ত পুনর্গঠিত করতে হবে। এককথায় নারীর রাজনৈতিক সাম্য হল এক সাহসী এবং মহান রাজনৈতিক পরীক্ষা।

তবু, বিস্ময়করভাবে, মিলেরার ঢঙে 'পরীক্ষা-নিরীক্ষা'য় যাদের প্রচণ্ড শ্রদ্ধা তাদের কেউই এই পরীক্ষা-নিরীক্ষার সাহসিকতাকে যথেষ্ট প্রশংসা করতে পারছেন না, বেলজিয়ান কমরেডদের সমালোচনা করতে গিয়ে যারা নারীর ভোটাধিকারের প্রশ্নে গুটিয়ে গেছেন, একটি শব্দও উচ্চারণ করতে পারছেন না। হ্যাঁ, এমনকি বেলজিয়ান নেতা অ্যানসিলি, যিনি 'কমরেড' মিলেরাকে তাঁর সাহসী মন্ত্রীত্বের পরীক্ষা-নিরীক্ষার জন্য প্রথম অভিনন্দন জানাতে অত্যন্ত তৎপর ছিলেন, আজ তিনি তাঁর নিজের দেশে নারীর ভোটদানের অধিকার প্রতিষ্ঠার সমস্ত প্রচেষ্টার বিরুদ্ধে সবচেয়ে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ বিরোধীদের একজন। এখানে আবার আমরা পাচ্ছি, অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে আমাদের 'বাস্তববাদী রাজনৈতিক'রা কী ধরনের 'সাহসিকতা' বিভিন্ন সময়ে আমাদের কাছে প্রস্তাব করেছেন। আপাতভাবে এটা নিছকই সোশাল ডেমোক্রেটিক নীতিসমূহের মূল্যে সুবিধাবাদী পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালানোর সাহসিকতা, অথচ আমাদের রাজনৈতিক দাবীর সাহসী বাস্তবায়নের প্রশ্নে, ওই একই রাজনৈতিকরা তাদের সাহসিকতার প্রকাশে সামান্যতম আগ্রহ প্রকাশ করেন না। এবং তারা এই নির্দিষ্ট কর্মসূচীগত বিষয়টাকে 'এসময়ের জন্য' এবং 'অত্যন্ত যন্ত্রণাসহ' মূলতুবী করে দেওয়ার ছুতো সন্ধান করতে অনেক বেশি পছন্দ করেন।

আন্তর্জাতিক সমাজতান্ত্রিক নারী সম্মেলনে প্রদত্ত ভাষণ-১৯০৭

আন্তর্জাতিক নারী আন্দোলন ব্রাসেল্‌স্‌-এ আন্তর্জাতিক সমাজতান্ত্রিক ব্যুরোর সাথে সংযুক্ত হোক—এই ইচ্ছা প্রকাশ পেয়েছে। যেহেতু আমি নিজে একজন সদস্য এবং বাস্তবিকই এই ব্যুরোতে আমিই একমাত্র নারী সদস্য (হর্ষধ্বনি), এবিষয়ে কিছু কথা বলতে আমি আগ্রহ অনুভব করছি। খোলাখুলি একথা আমার অবশ্যই বলা উচিত যে, দূর থেকে আন্তর্জাতিক ব্যুরোর প্রভাব অনুভব করছেন যেসমস্ত কমরেড শুধু তাদেরই সম্ভবত এ সম্পর্কে এত উচ্চ ধারণা রয়েছে (হর্ষধ্বনি)। আমরা এটা বুঝেছি যে আন্তর্জাতিক সামাজতান্ত্রিক শ্রমিক আন্দোলনের জন্য একটি কেন্দ্র পুরোপুরি যান্ত্রিক উপায়ে আমরা গড়ে তুলতে অক্ষম। মার্কস নিজেই যখন আন্তর্জাতিক শ্রমিক-আন্দোলনের প্রকৃত কেন্দ্র ছিলেন, আন্তর্জাতিকের সেই সময়পর্ব শেষ হয়ে গেছে। আজ, বিভিন্ন দেশ থেকে প্রতিনিধিবর্গের নিয়মমাফিক ব্রাসেল্‌সে জমায়েতের সামান্যই বেশি আমরা করতে পেরেছি, তাও এসমস্ত প্রতিনিধির জন্য এ সাধারণত এক অত্যন্ত অস্বাচ্ছন্দকর দায়িত্ব। কারণ প্রতিবারই আমাদের এই অনুভূতি হয়েছে যে, ব্যুরোর প্রকৃত দায়িত্বের একশো ভাগের এক ভাগ-ও আমরা পালন করতে পারিনি। আমাদের শুভাকাঙ্ক্ষা প্রশ্নাতীত বা বর্তমান সম্পাদকের অপর্যাপ্ত দক্ষতা বিষয়েও আমরা নিঃসন্দেহ বরং বারবার এই অভিযোগই উঠে আসছে যে, আন্তর্জাতিক ব্যুরো তাঁর অনুমোদিত জাতীয় পার্টিগুলোর দ্বারা আগের মতই অবহেলিত হচ্ছে। ঘটে যাওয়া আন্দোলন সম্পর্কে ছোটো রিপোর্ট-ও এমনকি পাঠানো হয় না। কেবলমাত্র যখন আমরা সৌভাগ্যবশত এবং নৈতিক কর্তৃত্বের এক কেন্দ্রে মিলিত হই যা অনুমোদিত দেশগুলোতে যথেষ্ট আগ্রহ জাগ্রত করতে সক্ষম, তখনই আমরা সমাজতান্ত্রিক আন্দোলনের জন্য তুলনামূলক কার্যকরী এবং আর সক্রিয় একটা কেন্দ্র পাব। কিন্তু আপনিই হবেন সেই সৌভাগ্যবান যদি আপনি জার্মান নারী-কমরেডদের প্রস্তাব গ্রহণ করেন (হর্ষধ্বনি)। আমি আর একটা গোপন কথা আপনাদের সামনে প্রকাশ করতে

চাই। একসময় আমস্টারডামে ব্রাসেল্স্-এ অবস্থিত আন্তর্জাতিক ব্যুরোর তত্ত্বাবধানে কাজ করতে গিয়ে চার বছরে যন্ত্রণাদায়ক অভিজ্ঞতা হয়েছিল, আমাদের মনে ততদিনে এটা পরিষ্কার হয়ে গিয়েছিল যে, আমাদের একটা প্রকৃত আন্তর্জাতিক ব্যুরো থাকতে পারত, প্রথমত, যদি আমরা জার্মানিতে পুনঃস্থাপিত হই, দ্বিতীয়ত, স্টুডগার্ডে, তৃতীয়ত, গ্লিচিটের সম্পাদকীয় অফিসে। কিন্তু পার্টির কর্তাব্যক্তিরা তাদের প্রাসঙ্গিকতার তুলনায় বেশি কর্তৃত্বের ভঙ্গিতে জার্মানিতে আন্তর্জাতিক ব্যুরো স্থাপন করার ভাবনা খারিজ করে দিলেন এবং এইভাবে আমাদের ভাবনাটা পরিত্যাগ করতে হয়েছিল। যাইহোক, আপনারা আন্তর্জাতিকের সেই নৈতিক কেন্দ্র পুনরুজ্জীবিত করবেন। এবং আমি কেবল কমরেড জেটকিনের জন্যই উৎসাহিত বোধ করতে পারি এই ভেবে যে, তিনিও এই কর্মভার বহনে হাত লাগাবেন। ব্রাসেল্স্-এ আন্তর্জাতিক সমাজতান্ত্রিক নারীদের কেন্দ্র পুনঃস্থাপিত করার ইচ্ছে শুধুমাত্র পরিস্থিতি সম্পর্কে অজ্ঞতার কারণে জন্ম নিতে পারে। এটা খারিজ হওয়ার কারণে ভাববেন না যে আপনারা কিছু হারালেন। বলবেন না যে 'এটা কত সুন্দর হতে পারত, এটা হতে পারল না' (উচ্চহর্ষধ্বনি, হাততালি)।

নাদেজদা কে. ক্রুপস্কায়া

নাদেজদা কে. ক্রুপস্কায়া (১৮৬৯-১৯৩৯)

বলশেভিক পার্টির নেতা। লেনিনের সঙ্গী। সোভিয়েত সরকারের শিক্ষা কমিশারেৎ-এব জন্য কাজ করেন। লেখিকা, শিক্ষাবিদ এবং পার্টির সম্পাদক ছিলেন। ১৯০১ সালে ইস্ক্রার শুরুতে সম্পাদিকা ছিলেন। রাশিয়াতে আন্তর্জাতিক নারী দিবসের স্বীকৃতিতে অনবদ্য ভূমিকা রাখেন।

নারী মুক্তির ভূমিকা

লেনিন তাঁর বিপ্লবী কার্যকলাপ চলাকালীন প্রায়শই সাধারণভাবে শ্রমজীবী নারীদের এবং বিশেষভাবে কৃষক নারীদের মুক্তির প্রসঙ্গে লিখতেন এবং বলতেন, নিশ্চিতভাবেই নারীর মুক্তি শ্রমিক শ্রেণির স্বার্থের সাথে, সমাজতন্ত্রের সমগ্র এবং সংগ্রামের সাথে অচ্ছেদ্যভাবে যুক্ত। আমরা লেনিনকে জানি শ্রমজীবী জনতার একজন নেতা হিসেবে, পার্টির এবং সোভিয়েত সরকারের একজন সংগঠক হিসেবে, একজন যোদ্ধা এবং নির্মাতা হিসেবে। লেনিন শ্রমজীবী নারীর অবস্থান এবং তার মুক্তির জন্য যা বলেছিলেন, নিজেকে শুধু তার মধ্যে সীমাবদ্ধ না রেখে প্রত্যেক শ্রমজীবী নারীর, প্রত্যেক কৃষক নারীর উচিত লেনিন যা করেছিলেন তার সবকিছু, তার কাজের প্রতিটা দিক জানা। কিন্তু যেহেতু শ্রমিক শ্রেণির সমগ্র সংগ্রাম এবং নারীর অবস্থার উন্নতির মধ্যে ঘনিষ্ঠতম যোগাযোগ রয়েছে, লেনিন প্রায়শই, আসলে চল্লিশ বারেরও বেশি তার বক্তৃতা এবং প্রবন্ধে এ প্রসঙ্গে প্রবেশ করেছেন এবং প্রতিবারেই প্রসঙ্গটা সেসময়ে তার অন্য সমস্ত প্রয়োজন এবং মনোযোগের বিষয়গুলোর সাথে অঙ্গাঙ্গীভাবে যুক্ত ছিল।

বিপ্লবী কর্মজীবনের গোড়া থেকেই কমরেড লেনিন নারী শ্রমিক এবং কৃষকের অবস্থার প্রতি এবং তাদের শ্রমিক শ্রেণির আন্দোলনে টেনে আনার প্রতি বিশেষ মনোযাগী ছিলেন। লেনিন তাঁর প্রথম প্রত্যক্ষ বিপ্লবী কার্যকলাপ চালিয়েছিলেন সেন্ট পিটার্সবুর্গে (এখন লেনিনগ্রাদ), যেখানে তিনি একদল সোশাল ডেমোক্রাটকে সংগঠিত করেছিলেন, যারা সেন্ট পিটার্সবুর্গের শ্রমিকদের মধ্যে অত্যন্ত সক্রিয় ছিলেন, বে-আইনী প্রচারপত্র প্রকাশ করতেন এবং কারখানাগুলোতে তা বিতরণ করতেন। লিফলেটগুলো সাধারত শ্রমিকদের উদ্দেশ্যে লেখা হত। সে সময়ে শ্রমিকদের ব্যাপক অংশের শ্রেণিচেতনা খুব কমই বিকশিত ছিল, তাদের মধ্যে সবচেয়ে পিছিয়ে ছিলেন শ্রমজীবী মেয়েরা। তারা অত্যন্ত কম মজুরি পেতেন এবং তাদের অধিকারসমূহ মারাত্মকভাবে খর্ব করা হত। সেই জন্য লিফলেটগুলো সাধারণত পুরুষদের উদ্দেশ্যেই লেখা হত (ল্যাকার্ম তামাক কারখানার নারী

শ্রমিকদের উদ্দেশ্যে লেখা লিফলেট দুটো হল এক ব্যতিক্রম)। লেনিন টর্নটন ক্লথ মিলের শ্রমিকদের জন্য একটা লিফলেট লিখেছিলেন (১৮৯৫ সালে) এবং যদিও সেখানে যেসব নারীরা কাজ করতেন, তারা ছিলেন অত্যন্ত পিছিয়ে পড়া, তিনি লিফলেটটির শিরোনাম দিয়েছিলেন, 'টর্নটন মিলের নারী এবং পুরুষ শ্রমিকদের প্রতি।'' এটা বিস্তারিত, কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ ছিল।

১৮৯৯ সালে যখন তিনি নির্বাসনে ছিলেন, তিনি পার্টি সংগঠনকে চিঠিপত্র লিখতেন (প্রথম পার্টি কংগ্রেস হয়েছিল ১৮৯৮ সালে) এবং তাতে তিনি বে-আইনী সংবাদপত্রে যেসব বিষয়ে লিখতে চাইতেন তার উল্লেখ করতেন। এর অন্তর্ভুক্ত ছিল 'নারী এবং শ্রমিক স্বার্থ' নামক একটা পুস্তিকা। এই পুস্তিকাটাতে লেনিন কারখানার নারী শ্রমিকদের এবং কৃষক নারীদের অবস্থা বর্ণনা করতে চেয়েছিলেন এবং দেখাতে চেয়েছিলেন যে বিপ্লবী আন্দোলনে অংশগ্রহণের মাধ্যমেই শুধু তাদের উদ্ধার পাওয়া সম্ভব এবং শ্রমিক শ্রেণির বিজয়ই শ্রমিক ও কৃষক নারীদের মুক্তি নিয়ে আসবে।

অবুখভ প্রতিরক্ষায় অংশগ্রহণকারী নারীদের বিষয়ে লিখতে গিয়ে ১৯০১ সালে আদালতে মার্ফা ইয়াকোভলেভা নামে একজন নারী শ্রমিকের বক্তৃতা প্রসঙ্গে লেনিন বলেন : আমাদের শহীদ এবং কারাগারের অত্যাচারে নিহত বীর কমরেডদের স্মৃতি নতুন যোদ্ধাদের শক্তি দশগুণ বাড়িয়ে দেবে এবং হাজার হাজার মানুষকে তাদের সাহায্যের জন্য এগিয়ে যেতে উৎসাহিত করবে, এবং আঠারো বছর বয়সী মার্ফা ইয়াকোভলেভার মতো তারা প্রকাশ্যেই বলবে : 'আমরা আমাদের ভাইদের পাশে দাঁড়াব! বিক্ষোভে অংশগ্রহণকারীদের ওপর পুলিশ এবং মিলিটারির অত্যাচার ছাড়াও, সরকার বিদ্রোহ করার অপরাধে তাদের বিরুদ্ধে মামলা করতে চায়; বিপ্লবী শক্তিসমূহকে ঐক্যবদ্ধ করার মাধ্যমে এবং জারতন্ত্রের স্বৈরাচারে পীড়িত সকলকে আমাদের পক্ষে টেনে এনে এবং সমগ্র জনতার অভ্যুত্থানের জন্য সুশৃঙ্খল প্রস্তুতির মাধ্যমে আমরা প্রত্যাঘাত করব।' লেনিন কারখানার নারী শ্রমিক, নারী কৃষক এবং হস্তশিল্পে যুক্ত নারীদের জীবন ও শ্রম পরিস্থিতির বিষয়ে একটা নিবিড় গবেষণা চালিয়েছিলেন।

কারাগারে থাকার সময়, লেনিন পরিসংখ্যান রিপোর্ট থেকে পাওয়া কৃষকদের অবস্থা বিষয়ে গবেষণা চালান; তিনি হস্তশিল্পের প্রভাব, কৃষকদের কারখানাগুলোতে ভেসে আসা এবং কারখানাগুলির দ্বারা তাদের সংস্কৃতি ও জীবনযাপনের ওপর আরোপিত প্রভাব বিষয়ে গবেষণা চালান। একইসাথে এইসব সমস্যাগুলোকে

নিয়ে তিনি নারীশ্রমের দৃষ্টি থেকে গবেষণা চালান। তিনি এটা চিহ্নিত করেন যে, কৃষকদের সম্পত্তি সংক্রান্ত মনস্তত্ত্ব নারীদের ওপর এক অপ্রয়োজনীয় এবং বোধহীন বিরক্তিকর কাজের বোঝা (বৃহৎ পরিবারের প্রতিটা কৃষক-নারী টেবিলের সেই ছোটো অংশটুকুই শুধু পরিষ্কার করেন, যেটুকুতে তিনি খান, তার নিজের শিশুর জন্য আলাদা খাদ্যের রান্না করেন এবং ততটুকুই গরুর দুধ নেন যা তার নিজের শিশুর জন্য যথেষ্ট)।

'রাশিয়ায় পুঁজিবাদ বিকাশ' গ্রন্থে লেনিন বর্ণনা দিয়েছেন কীভাবে গবাদিপশুর চাষীরা কৃষক রমণীদের শোষণ করে, কীভাবে লেস বোনা নারীদের বাণিয়া ক্রেতারা শোষণ করেন; তিনি দেখালেন কীভাবে বৃহদায়তন শিল্প নারীকে মুক্ত করে এবং কারখানায় কাজ করার ফলে তাদের দৃষ্টিভঙ্গী প্রসারিত হয়, তাদের আরও রুচিশীল এবং স্বাধীন করে এবং পিতৃতান্ত্রিক জীবনের শেকল ভাঙতে সাহায্য করে। লেনিন বলেছিলেন যে, বৃহদায়তন শিল্পের বিকাশ নারীর পূর্ণ মুক্তির ভিত্তি সৃষ্টি করে। এ-সংক্রান্ত বৈশিষ্ট্যগুলো ১৯১৩ সালে লেনিনের লেখা 'এক বিশাল প্রকৌশলগত সাফল্য'তে পাওয়া যায়।

বুর্জোয়া দেশগুলোতে শ্রমিকদের নারী এবং পুরুষের সমান অধিকারের জন্য অবশ্যই লড়াই করতে হবে।

নির্বাসনে থাকার সময় লেনিন তাঁর বেশিরভাগ সময় ব্যয় করেছিলেন পার্টি কর্মসূচীর রূপরেখা তৈরির জন্য। সে সময়ে পার্টির কোনো কর্মসূচী ছিল না। শুধুমাত্র 'শ্রমের মুক্তি' গোষ্ঠীর দ্বারা সংগৃহীত একটা খসড়া কর্মসূচী ছিল। 'আমাদের পার্টির একটা খসড়া কর্মসূচী' প্রবন্ধে এই কর্মসূচীকে পরীক্ষা করে তার এবং কর্মসূচীর বাস্তব কাজকর্মের অংশ সম্বন্ধে মন্তব্য করে, যা দাবী করে 'আমাদের সমগ্র দেওয়ানী এবং ফৌজদারী আইনের পরিমার্জন, সমাজিক ভূ-সম্পত্তির (estate) বিভাজনের এবং মানুষের মর্যাদার সাথে অসামঞ্জস্যপূর্ণ শাস্তির অবসান"; লেনিন লিখেছিলেন যে, এখানে এটা যুক্ত করলে ভালো হবে : "নারী এবং পুরুষের অধিকারের পূর্ণ সমানতা।"

১৯০৩ সালে, যখন পার্টি কর্মসূচী গ্রহণ করা হল, এই ধারাটা তাতে অন্তর্ভুক্ত ছিল।

১৯০৭ সালে স্টুটগার্ট অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক কংগ্রেস বিষয়ে তার রিপোর্টে লেনিন স্বস্তিসহ উল্লেখ করেন যে, কংগ্রেস অস্ট্রিয়ার সোশাল ডেমোক্রাটদের সুবিধাবাদী কার্যকলাপকে নিন্দা করে, যারা পুরুষদের নির্বাচনী অধিকারের জন্য

প্রচার চালানোর সময়, নারীর নির্বাচনী অধিকারের জন্য সংগ্রামকে 'পরবর্তী সময়ের' জন্য ছেড়ে দিয়েছিলেন।

সোভিয়েত সরকার নারী ও পুরুষের জন্য পূর্ণ সমানাধিকার প্রতিষ্ঠা করেছে।

'রাশিয়াতে আমাদের নারীরা অধিকারের সঙ্কীর্ণ এবং কুখ্যাত অস্বীকৃতি বা লিঙ্গগুলোর মধ্যে অসাম্যের ভিত্তি নেই, যে সামন্ততন্ত্র এবং মধ্যযুগীয় পুনরুজ্জীবন তা থেকে আলাদা, (যা ব্যাতিক্রমহীনভাবে পৃথিবীর অন্যান্য প্রতিটি দেশের অর্থলোভী বুর্জোয়ারা পুনঃপ্রতিষ্ঠা করেছে)।'

১৯১৩ সালে বুর্জোয়া গণতন্ত্রের রূপগুলোকে পর্যবেক্ষণ করে এবং বুর্জোয়াদের প্রতারণাকে উন্মুক্ত করে দিয়ে লেনিন পতিতাবৃত্তির সমস্যা নিয়ে আলোচনা করেছেন এবং দেখিয়েছেন কীভাবে বুর্জোয়ারা শ্বেতাঙ্গ দাসদের পাচারকে উৎসাহিত করে, উপনিবেশগুলোতে মেয়েদের ওপর ধর্ষণ চালায়, অথচ তাদের প্রতিনিধিরা একই সময়ে প্রতারণামূলকভাবে পতিতাবৃত্তির বিরুদ্ধে প্রচারাভিযানের ভান করে।

লেনিন ১৯১৯-এর ডিসেম্বরে এই প্রশ্নে ফিরে যান, যখন তিনি লেখেন যে, "মুক্ত, সভ্য" আমেরিকা পদানত দেশগুলোতে গণিকালয়ের নারীদের দালাল হিসেবে কাজ করছে। এই প্রশ্নের সাথে ঘনিষ্ঠ বিবেচনা করে লেনিন শিশুর জন্মদান বিষয়ে গবেষণা চালান এবং তাদের শিশুদের দারিদ্র্য এবং বঞ্চনাই হল পরিণতি— এই কারণ দেখিয়ে শ্রমিকদের প্রতি কিছু বুদ্ধিজীবীর জন্ম নিয়ন্ত্রণ অনুশীলন করার আবেদনকে লেনিন অকৃতজ্ঞতা হিসেবে চিহ্নিত করেন। লেনিন লেখেন "এটা হল একটা পেটি-বুর্জোয়া দৃষ্টিভঙ্গি। শ্রমিকরা অন্য দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করেন, শিশুরা হল আমাদের ভবিষ্যৎ। দারিদ্র্য এবং এই ধরনের অন্য সবকিছুই নিরসন করা যায়। আমরা পুঁজিবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করছি এবং যখন আমরা বিরতিলাভ করি, আমরা আমাদের শিশুদের জন্য উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ তৈরি করব।"

এবং শেষত ১৯১৬-১৭ সালে যখন তিনি সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবকে নিকটবর্তী বিবেচনা করছিলেন এবং সমাজতান্ত্রিক পুনর্গঠনের আবশ্যিক উপাদান কী হবে, জনগণকে কীভাবে এই পুনর্গঠনে টেনে আনা যাবে, তা বিবেচনা করছিলেন, তখন তিনি শ্রমজীবী নারীদের সামাজিক ক্রিয়াকলাপে টেনে আনার ওপর, সমাজের উন্নতির জন্য সমস্ত নারীকে কাজের উপযুক্ত করে তোলার প্রয়োজনীয়তার ওপর জোর দেন। এই সময় লেখা আটটি প্রবন্ধে তিনি এই বিষয়ে আলোচনা করেছেন, যা তিনি সমাজতন্ত্রের অধীনে সামাজিক জীবনকে নতুন পথে সংগঠিত করার প্রয়োজনীয়তার সাথে যুক্ত করেছেন।

সামাজিক ক্রিয়াকল্লাপ সরকার পরিচালনার পদ্ধতির শিক্ষা দেয়। 'আমরা কল্পণাপ্রবণ নই'—অক্টোবর বিপ্লবের আগে লেনিন লিখেছিলেন, 'আমরা জানি যে একজন অদক্ষ শ্রমিক অথবা একজন রাঁধুনি তৎক্ষণাৎ রাজ্য প্রশাসনের কাজে চড়ে বসতে পারে না। এক্ষেত্রে আমরা কাদেৎ-দের সাথে, ব্রেসকোভ্স্কায়া এবং সেরেটেলির সাথে সহমৎ। অথচ আমরা এই নাগবিকদের সাথে এব্যাপারে দ্বিমত পোষণ করি, কারণ আমরা এক শুধুমাত্র ধনী পরিবার থেকে বেছে নেওয়া ধনী বা আধিকারিকরাই রাষ্ট্র পরিচালনার প্রশাসনিক কাজের সাধারণ দৈনন্দিন কাজে সক্ষম, এই পক্ষপাতমূলক দৃষ্টিভঙ্গি বহন করে। আমরা শ্রেণি-সচেতন শ্রমিক ও সৈনিকদের দ্বারা রাষ্ট্র পরিচালনার জন্য কাজের প্রশিক্ষণ দাবী করি, এবং এও দাবী করি যে প্রশিক্ষণ এখনই শুরু হোক অর্থাৎ যে একাজের জন্য সমস্ত শ্রমজীবী জনসাধারণ, সমস্ত গরীব মানুষের প্রশিক্ষণ এই মুহূর্তে শুরু করা হোক'।

আমরা জানি যে, শহরে এবং গ্রামে প্রশাসনের কাজে শ্রমজীবী মেয়েদের টেনে আনার জন্য যা কিছু করা সম্ভব সোভিয়েত সরকার তা করেছে। এবং কী বিশাল সাফল্য এক্ষেত্রে অর্জিত হয়েছে, আমরা তা জানি। পূর্ব সোভিয়েতের নারীদের জেগে ওঠাকে লেনিন উৎসাহী অভিনন্দন জানিয়েছেন। যেহেতু তিনি জাতিসত্তাগুলোর স্তরকে উন্নীত করার জন্য বিশেষ মনোযোগ দিয়েছিলেন, যারা, জারতন্ত্র ও পুঁজিবাদের দ্বারা শোষিত ছিলেন, এটা সহজেই বোঝা যায়, কেনো তিনি পূর্বের সোভিয়েত অঞ্চল এবং প্রজাতন্ত্রের নারীবিভাগের প্রতিনিধি সম্মেলনকে এত উষ্ণ অভিনন্দন জানিয়েছিলেন।

কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকের দ্বিতীয় কংগ্রেসের সাফল্য সম্পর্কে বলতে গিয়ে লেনিন নির্দিষ্ট করেছেন যে, "কংগ্রেস নারীদের কমিউনিস্ট আন্দোলনের সাথে বন্ধনকে শক্তিশালী করবে, একই সময়ে আহূত শ্রমজীবী নারীদের আন্তর্জাতিক সম্মেলনকে অভিনন্দন জানাই"। ১৯৩২-এর অক্টোবরে আমরা সোভিয়েত ক্ষমতার পঞ্চাশ বছর পূর্তি উদ্‌যাপন করি। এবং নারীমুক্তির ক্ষেত্র-সহ সব ক্ষেত্রে আমাদের সাফল্যগুলোর সারসংকলন করি।

আমরা জানি যে, নারীরা গৃহযুদ্ধে একটা অত্যন্ত সক্রিয় ভূমিকা নেয়, এবং জানি এটাও যে তাদের অনেকেই সংঘর্ষে মারা যান কিন্তু অন্য অনেকেই যুদ্ধের মাধ্যমে আরও সংকল্পবদ্ধ হন। কিছু নারী গৃহযুদ্ধের পর্বে সোভিয়েতের জন্য সংগ্রামে তাদের সক্রিয় ভূমিকার জন্য 'অর্ডার অফ দ্য রেড ব্যানার'-এ পুরস্কৃত হন। বহু পূর্বতন নারী পার্টিকর্মী এখন গুরুত্বপূর্ণ পদে রয়েছেন। নারীরা নানা

সামাজিক কাজ পরিচালনা শেখার কাজে অধ্যাবসায়ী হয়েছেন। প্রতিনিধিদের সম্মেলন হল সামাজিক কাজের এক বিদ্যালয়। পনেরো বছরে প্রায় এক কোটি নারী প্রতিনিধি এই বিদ্যালয়ের মধ্যে দিয়ে গেছেন।

অক্টোবর বিপ্লবের পনেরোতম বার্ষিকী উদযাপনের সময়ে আমরা দেখেছি যে, গ্রাম সোভিয়েত জেলা কার্যকরী কমিটি এবং শহর সোভিয়েতে ডেপুটিদের কুড়ি-পঁচিশ শতাংশ হল নারী। সর্ব রাশিয়া কেন্দ্রীয় কার্যকরী কমিটি এবং ইউ.এস.আর.-এর কেন্দ্রীয় কার্যকরী কমিটিতে একশ ছিয়াশি জন নারী সদস্য রয়েছেন। এই কাজে তারা সর্বকালীন, সর্বোচ্চ মান স্পর্শ করেছেন।

কমিউনিস্ট পার্টির নারী সদস্য সংখ্যাও স্থির গতিতে বেড়ে চলেছে। ১৯২২ সালে ছিল মাত্র চল্লিশ হাজার কিন্তু অক্টোবর ১৯৩২-এর মধ্যে এই সংখ্যা পাঁচ লক্ষ ছাড়িয়ে যায়।

নারীর পূর্ণমুক্তি সংক্রান্ত লেনিনের আদেশ পূর্ণ করার কাজে সাম্প্রতিক কালে অনেকটাই অগ্রগতি ঘটেছে। শেষ কয়েকটা বছরে বৃহদায়তন শিল্প বিপুলভাবে বাড়ছে। আধুনিক প্রযুক্তি এবং শ্রমের বিজ্ঞানসম্মত সংগঠনের ভিত্তিতে একে পুনর্গঠিত করা হচ্ছে। সমাজতান্ত্রিক প্রতিযোগিতা এবং শ্রমিকদের নাড়া দেওয়া আন্দোলন যা ব্যাপকভাবে গ্রহণ করা হয়েছে, তা শ্রমের প্রতি এক নতুন সাম্যবাদী দৃষ্টিভঙ্গি সৃষ্টি করেছে এবং এটা অবশ্যই বলতে হবে যে, এ ব্যাপারে নারীরা পুরুষদের চেয়ে পিছিয়ে নেই। প্রতিদিন আমরা আরও আরও বেশি সামনের সারির নারী শ্রমিকদের দেখছি, যারা শ্রমদানে বিশাল মানসিক ক্ষমতা ও অধ্যাবসায় প্রদর্শন করেছেন। শ্রম এমন জিনিস নয়, নারীরা সাধারণত যা করার সুযোগ পান। পুরোনো শাসনকালে নারীদের জীবন ছিল লাগাতার অন্তহীন শ্রমে পূর্ণ। কিন্তু এটা ছিল সেই ধরনের শ্রম, যাকে নীচু চোখে দেখা হত এবং যা দাসত্বের চিহ্ন বহন করে। এবং এখন এই শ্রম-প্রশিক্ষণ এবং শ্রমদানে অধ্যাবসায় নারীকে সমাজতন্ত্র গঠনের এবং শ্রমদানের বীরদের সামনের সারিতে স্থান দিয়েছে।

কৃষি সমবায়করণের নারীর মুক্তিতে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। শুরু থেকেই লেনিন কৃষির সমবায়করণকে, কৃষিকে সমাজতান্ত্রিক পথে পুনর্গঠিত করার উপায় হিসেবে বিবেচনা করেছিলেন। অনেক আগে ১৮৯৪-তে লেনিন তাঁর 'জনগণের বন্ধু কারা?' এই গ্রন্থে মার্কসকে উদ্ধৃত করে বলেছিলেন যে, "বেদখল-কারীদের কাছ থেকে বেদখল করে নেওয়ার" সাফল্যের পর, অর্থাৎ জমিদারদের যখন তাদের ভূ-সম্পত্তি থেকে বের করে দেওয়া হয় এবং পুঁজিপতিদের তাদের

কারখানা থেকে মুক্ত শ্রমিকরা সমবায়ে ঐক্যবদ্ধ হয় এবং জমি ও উৎপাদনের তাদের সৃষ্ট গোষ্ঠী ('সমষ্টি' লেনিনের ব্যাখ্যায়) মালিকানা প্রতিষ্ঠিত হয়।

অক্টোবর বিপ্লবের ধারাবাহিকতায়, যা বেদখলকারীদের বেদখল করার সূচনা হিসেবে চিহ্নিত, সোভিয়েত সরকার কৃষিতে আর্টেল এবং কমিউন সংগঠিত করার বিষয়টা উত্থাপন করে। এ ব্যাপারে বিশেষ মনোযোগ দেওয়া হয়েছিল আগে ১৯১৮ এবং ১৯১৯ সালে, কিন্তু যৌথকরণ ব্যাপক এবং গভীর ভিত্তিসম্বন্ধ হতে অনেক বছর কেটে গেল (লেনিন যখন অনুমান করেছিলেন)। গৃহযুদ্ধের বছরগুলো, যখন শ্রেণিসংগ্রাম দেশকে ভাসিয়ে নিয়ে গিয়েছিল, গ্রামে সোভিয়েত ক্ষমতার অগ্রগতি, সোভিয়েত সরকারের গ্রামাঞ্চলকে দেওয়া সাহায্য, সাংস্কৃতিক সহযোগিতা—এসব কিছু যৌথকরণের জমি প্রস্তুত করেছিল কুলাকদের বিরুদ্ধে সংগ্রামের ফলে যা বিকশিত হচ্ছিল এবং বৃদ্ধি পাচ্ছিল।

ক্ষুদ্রায়াতন এবং মধ্যকৃষক কৃষক-নারীকে শৃঙ্খলিত করে, তাদের ব্যক্তিগত গৃহস্থালীর সাথে বেঁধে রাখে, তাদের দৃষ্টিভঙ্গিকে সঙ্কীর্ণ করে; তারা আসলে তাদের স্বামীদের দাস, যারা প্রায়শই তাদের নিষ্ঠুরভাবে মারধোর করে। ক্ষুদ্রায়তন চাষ ধর্মের পথ প্রস্তুত করে। কৃষকরা সাধারণত বলেন : "প্রত্যেকে নিজের জন্যে এবং ভগবান সকলের।" লেনিন এই মন্তব্যটা বিভিন্ন ক্ষেত্রে উদ্ধৃত করেছিলেন, যেহেতু এটা ছোটো সম্পত্তিবানদের মনস্তত্বকে যথাযথভাবে প্রকাশ করে। যৌথকরণ কৃষককে একজন ছোটো সম্পত্তিবান থেকে যৌথ মনোভাবাপন্নে রূপান্তরিত করে, কৃষকের বিচ্ছিন্নতাকে এবং ধর্মের আধিপত্যকে খাটো করে এবং নারীকে মুক্ত করে। লেনিন বলেছিলেন যে, সমাজতন্ত্র একাই নারীর মুক্তি এনে দেবে। তাঁর কথা এখানে সত্য হয়ে উঠছে। আমরা দেখতে পাই, যৌথ খামারগুলোতে কীভাবে নারীর স্থান বদলে গেছে। মাঝামাঝি অনুষ্ঠিত সামনের সারির যৌথখামার কৃষকদের কংগ্রেস হল জমির যৌথ চাষের ফলে অগ্রগতির এক সুস্পষ্ট প্রমাণ। আগের ছহাজার যৌথখামারের তুলনায় এখন তা দুলক্ষ। কংগ্রেস সর্বশ্রেষ্ঠ উপায়ে যৌথখামারে কাজ সংগঠিত করার বিষয়ে আলোচনা করেছে। প্রতিনিধিদের মধ্যে অনেক নারী ছিলেন। কেন্দ্রীয় ব্ল্যাক আর্থ—অঞ্চল থেকে আগত সোপিনা, একজন যৌথচাষী এবং অসাধারণ বক্তৃতা দেন, যা বিশাল হর্ষধ্বনির সৃষ্টি করেছিল। যখন তিনি যৌথখামারের বিকাশের দায়িত্ব নেন, কৃষক-নারীর মর্যাদাবোধ বেড়ে ওঠে। কী করে পরিচালনা করতে হয় তিনি শেখেন এবং শেখেন কী করে দৃঢ় সংকল্পভাবে সংগ্রাম করতে হয় কুলাকদের বিরুদ্ধে, শ্রেণিশত্রুর বিরুদ্ধে...।

ধর্ম তার ভিত্তি হারাচ্ছে, এখন যৌথখামারের নারীরা পাঠাগারে আসেন এবং বলেন, "আপনারা সর্বদাই আমাদের এমন বই দেন যা এটাই শুধু বলে যে, ভগবান বলে কিছু নেই। বই না পড়েই আমি সেটা জানি। আমাকে একটা বই দিন, যা আমাকে বলবে কীভাবে এবং কেন ধর্মের সৃষ্টি হয়েছিল এবং কীভাবে ও কেন তা মরে যাবে।" শেষ কয়েক বছরে জনসাধারণের রাজনৈতিক চেতনায় এক বিপুল বৃদ্ধি হয়েছে। যন্ত্রপাতি এবং ট্র্যাক্টর স্টেশনের (নারী সংগঠকরাও যে সদস্য তালিকার অন্তর্ভুক্ত) রাজনৈতিক বিভাগ শুধু যৌথখামারকে সংহত করতেই সাহায্য করবে না বরং যৌথ চাষীদেরও (পুরুষ এবং নারীকে) অবক্ষয় এবং সাংস্কৃতিক পশ্চাৎপদতার মধ্যে বেঁচে থাকার থেকে বেরিয়ে আসতে সাহায্য করবে। নারীর অধিকারহীনতা এক অতীতের জিনিসে পর্যবসিত হবে। লেনিনের মৃত্যুর পর দশ বছর পার হয়েছে। এই দুঃখের দিনে আমরা পরীক্ষা করে দেখব, লেনিনের আদেশ কতটা পূর্ণ হয়েছে। আমরা ফলাফলের সারসংকলন করব। পার্টির পরিচালনায় নারীর মুক্তি বিষয়ে লেনিনের আদেশ পূর্ণ হচ্ছে। আমরা এই পথেই এগিয়ে যাব।

নভেম্বর ৩০, ১৯৩৩
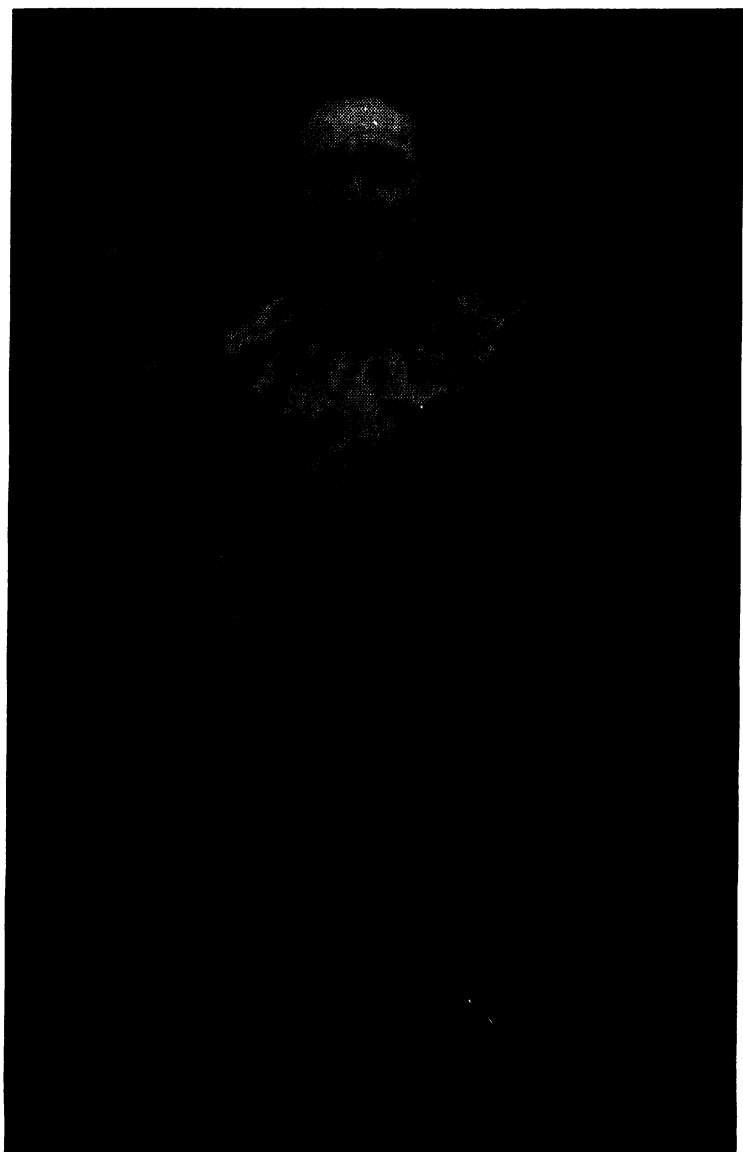
ক্লারা জেটকিন

ক্লারা জেটকিন (১৮৫৭-১৯৩৩)

ক্লারা জেটকিন ছিলেন জার্মান এবং আন্তর্জাতিক শ্রমিক আন্দোলনের এক উজ্জ্বল ব্যক্তিত্ব, নারী-শ্রমিক আন্দোলনের একজন অগ্রগণ্যা। ১৮৯৫ থেকে তিনি জার্মান এস.পি.ডি. এবং তার বামপন্থী ধারার জাতীয় কার্যকরী সদস্য ছিলেন। এছাড়াও স্টুটগার্ডের বই বাঁধাই শ্রমিকদের ইউনিয়নের সদস্য হিসেবে, অস্থায়ী আন্তর্জাতিক সম্পাদক হিসেবে ১৮৯৬ সালে দর্জি এবং বয়ন শ্রমিক ইউনিয়নে সক্রিয় ছিলেন, যদিও সেইসময়ে জার্মানিতে কোনো নারী-সদস্যের ট্রেড ইউনিয়নে যোগদান বে-আইনি ছিল। ১৯১৫-র মার্চে সমাজতন্ত্রী নারীদের আন্তর্জাতিক ব্যুরোর সম্পাদিকা হিসেবে ক্লারা জেটকিন সমাজতন্ত্রী নারীদের সম্মেলন সংগঠিত করেন। আলেকজান্দ্রা কোলনতাই-এর সঙ্গে একসাথে তিনি নারীর ভোটাধিকারের পক্ষে লড়াই গড়ে তোলেন। এবং সম্পত্তি ও আয়ের নিরিখে ভোটাধিকারের বুর্জোয়া নারীবাদী অবস্থানের বিরুদ্ধে দাঁড়ান। জেটকিন এবং রোজা লুক্সেমবার্গ সংশোধনবাদ ও কাউটস্কি চক্রের বিরুদ্ধে তীব্র লড়াই গড়ে তোলেন এবং বামপন্থী আন্দোলনের ধারাকে নেতৃত্ব দেন। যুদ্ধের সময় তিনি, লুক্সেমবার্গ এবং লিবনেক্ট স্পার্টাসিস্ট-দের সাথে যোগ দেন। ১৯১৮ সালে কার্ল লিবনেক্ট এবং রোজা লুক্সেমবার্গ-সহ অন্যান্য কমরেডদের সাথে তিনি জার্মান কমিউনিস্ট পার্টি গড়ে তোলেন। ১৯২০ সাল থেকে তিনি রেইখস্ট্যাগ প্রতিনিধি নির্বাচিত হন; ১৯২১ সাল থেকে আন্তর্জাতিক নারীদের সম্পাদকমণ্ডলীর সম্পাদিকা হন এবং কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকের কার্যকরী কমিটির সদস্যা হন। ১৯২৪ সাল থেকে তিনি রাশিয়ায় থাকতে শুরু করেন। ১৯৩৩ সালে সেখানেই তাঁর মৃত্যু হয়।

প্রলেতারীয় নারীর সাথে যুক্তভাবেই শুধু সমাজতন্ত্র জয়ী হবে

ব্যাকোফেন, মরগ্যান এবং অন্যান্যদের অনুসন্ধান সম্ভবত প্রমাণ করেছে যে নারীর ওপর সামাজিক দমন ব্যক্তিগত মালিকানা সৃষ্টির সাথে মিশে গেছে। পরিবারের ভেতরে স্বামীর সম্পত্তিবান হওয়া এবং স্ত্রীর সম্পত্তিহীন হওয়ার বৈপরীত্য নারীর অর্থনৈতিক নির্ভরশীলতা এবং সামাজিক অবৈধতার ভিত্তিতে পরিণত হয়েছে। এঙ্গেলসের চিন্তায়, এই সামাজিক অবৈধতা শ্রেণি আধিপত্যের অন্যতম প্রাথমিক এবং আদিমরূপকে প্রতিনিধিত্ব করে। তিনি লিখেছেন "পরিবারের অভ্যন্তরে স্বামী বুর্জোয়ার ভূমিকা আর স্ত্রী সর্বহারার ভূমিকা পালন করে", বাস্তবত নারী সমস্যা শব্দটির আধুনিক অর্থে কোনো অস্তিত্ব ছিল না। পুঁজিবাদী উৎপাদন পদ্ধতিই সেই সামাজিক রূপান্তর সৃষ্টি করল যা প্রাক-পুঁজিবাদী পর্বে নারীদের ব্যাপক অংশের জীবিকার এবং সুখ-শান্তিপ্রদানকারী পারিবারিক অর্থনৈতিক কাঠামোটাকে ভেঙে ফেলে আধুনিক নারী-প্রশ্নকে সামনে নিয়ে এল। যাই হোক, আমাদের সময়ে নারীদের ক্রিয়াকলাপগুলোকে যেসব ধারণাগুলো (অকৃতকার্যতা, সংকীর্ণচিত্ততার ধারণা)-র সাথে আমরা যুক্ত করে দেখি তার দায় আমরা অবশ্যই নারীদের প্রাচীন অর্থনৈতিক কার্যকলাপের ওপর স্থানান্তরিত করব না। যতক্ষণ পর্যন্ত পুরোনো ধরনের পরিবার টিকেছিল, একজন নারী, উৎপাদনশীল ক্রিয়াকলাপের জন্য তার জীবনকে অর্থপূর্ণ মনে করতেন। তাই তার অন্তর্নিহিত ব্যক্তিসত্ত্বার বিকাশ কঠোরভাবে সীমাবদ্ধ হয়ে থাকা সত্ত্বেও তিনি তার প্রতি সামাজিক অন্যায়ের ব্যাপারে সচেতন ছিলেন না।

রেনেসাঁর পর্ব হল আধুনিক ব্যক্তিসত্ত্বার ঝঞ্ঝাময় এবং বলশালী জাগরণের পর্ব, যা সর্বাধিক বৈচিত্র্যময়তায় সম্পূর্ণ এবং পূর্ণাঙ্গ বিকাশে সক্ষম ছিল। আমরা সেইসব ব্যক্তিদের মুখোমুখি হই যারা ভালো এবং খারাপ, দুধরনের কাজেই ক্ষমতাশালী, যারা ধর্মীয় এবং নৈতিক দুধরনের অনুশাসনকেই অবজ্ঞা করে, যারা স্বর্গ আর নরক দুটোকেই হেয় জ্ঞান করে। আমরা সামাজিক, শৈল্পিক এবং রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের কেন্দ্রে নারীকে আবিষ্কার করি। কিন্তু তবু নারী আন্দোলনের

কোনো অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়া যায় না। এই সবই হল সেই সময়ের বৈশিষ্ট্য কারণ তখন শ্রমবিভাজনের প্রভাবে পুরোনো পারিবারিক-অর্থনৈতিক কাঠামোটা ভেঙ্গে পড়তে শুরু করেছে। হাজার হাজার নারী পরিবারের মধ্যে আর তাদের জীবিকা এবং অর্থপূর্ণ জীবন দেখতে পায় না। কিন্তু এই নারী-প্রশ্ন, যতদূর পর্যন্ত কেউ তাকে এভাবে দেখতে পারে, সেই সময়ে কনভেন্ট, সেবামূলক প্রতিষ্ঠানসমূহ এবং ধর্মীয় সংগঠনসমূহের দ্বারা সমাধা হত।

মেশিন, আধুনিক উৎপাদন পদ্ধতি, ধীরে ধীরে গার্হস্থ্য উৎপাদনকে অচল করে দিয়েছে, এবং কয়েক হাজার নয়, কয়েক লক্ষ নারীর ক্ষেত্রে এই প্রশ্ন উত্থাপিত হয়েছে : এখন কোথায় আমাদের জীবিকা খুঁজে পাব? কোথায় আমরা একটা অর্থপূর্ণ জীবন আর তার সাথে একটা কাজ পাব যা আমাদের মানসিক তৃপ্তি দেয়? বহু লক্ষ নারী জীবিকা এবং অর্থপূর্ণ জীবন খুঁজে নিতে তাদের পরিবারের বাইরে এবং সমগ্রভাবে সমাজের মধ্যে আসতে বাধ্য হয়েছে। এই সময়ে তারা এ বিষয়ে সজাগ হয়ে যায় যে, তাদের সামাজিক অবৈধতা তাদের সর্বাধিক মৌলিক স্বার্থের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান। এই মুহূর্ত থেকেই আধুনিক নারী- প্রশ্ন উত্থাপিত হয়েছে।

আধুনিক উৎপাদন পদ্ধতি কীভাবে নারী-প্রশ্নকে আরও তীব্র করে তুলেছে তা দেখানোর জন্য এখানে কিছু তথ্য দেওয়া হল। ১৮৮২ সালে জার্মানিতে দুই দশমিক তিন কোটি পূর্ণবয়স্ক নারী এবং বালিকার মধ্যে সাড়ে পঞ্চান্ন লক্ষ পুরোপুরি কর্মনিযুক্ত ছিল অর্থাৎ নারী-জনসাধারণের এক চতুর্থাংশ আর পরিবারের মধ্যে জীবিকা খুঁজে পায়নি। ১৮৯৫-এর জনগণনা অনুসারে কৃষিতে নিযুক্ত নারীর সংখ্যা, শব্দটির ব্যাপক অর্থে, ১৮৮২ সাল থেকে আট শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছিল, সংকীর্ণ অর্থে ছয় শতাংশ, যেখানে একই সময়ে কৃষিতে নিযুক্ত পুরুষের সংখ্যা হ্রাস পেয়েছিল তিন শতাংশ, অর্থাৎ এগারো শতাংশে। শিল্প এবং খনির ক্ষেত্রে উৎপাদনে নিযুক্ত নারীর সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছিল পঁয়ত্রিশ শতাংশ, পুরুষের ক্ষেত্রে যা মাত্র আঠাশ শতাংশ, খুচরো বাণিজ্যে নিযুক্ত নারীর সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছিল চুরানব্বই শতাংশ, পুরুষের ক্ষেত্রে মাত্র আটত্রিশ শতাংশ। এই স্পষ্ট সংখ্যাগুলো *যে-কোনো বাগাড়ম্বরপূর্ণ বক্তৃতার তুলনায় নারী প্রশ্ন মীমাংসা করার প্রয়োজনীয়তাকে* অনেক বেশি পরিমাণে সামনে নিয়ে আসে।

যাই হোক, নারীসমস্যা উপস্থিত শুধুমাত্র সমাজের সেইসব শ্রেণিগুলোর মধ্যে, যারা নিজেরাই পুঁজিবাদী উৎপাদন পদ্ধতির ফসল। তাই আমরা কৃষক মহলে

যেখানে একটা স্বাভাবিক (যদিও মারাত্মকভাবে খর্বিত এবং চুপসে যাওয়া) অর্থনীতি রয়েছে, সেখানে কোনো নারীসমস্যা দেখি না। কিন্তু সমাজের সেইসব শ্রেণিসমূহ যারা আধুনিক উৎপাদন পদ্ধতির সন্তান, তাদের মধ্যে আমরা অবশ্যই নারীসমস্যা দেখতে পাই। প্রলেতারিয়েত, বুর্জোয়া, বুদ্ধিজীবীকুল এবং সবচেয়ে ওপরের দশ হাজারের মধ্যে যে নারীসমস্যা আছে, এগুলির শ্রেণিগত পরিস্থিতি অনুযায়ী তা ভিন্ন ভিন্ন রূপ ধারণ করে।

সবচেয়ে ওপরের দশ হাজারের ক্ষেত্রে নারীসমস্যা কেমন? ওপরের দশ হাজারের নারী, তাদের সম্পত্তির জোরে তার ব্যক্তিসত্ত্বা এবং জীবনকে খুশিমতো মুক্তভাবে বিকশিত করতে পারে। স্ত্রী হিসেবে তার ভূমিকায় সে তার স্বামীর ওপর নির্ভরশীল। পারিবারিক আইনে দুর্বল লিঙ্গের অভিভাবকত্ব বিদ্যমান রয়েছে, যা এখনও ঘোষণা করে : 'এবং তিনি হলেন তোমার প্রভু'। তাহলে কীভাবে ওপরের দশহাজারে পরিবার গঠিত হয়, যেখানে স্ত্রী আইনত স্বামীর পরাধীন? এই ধরনের পরিবারগুলোর ভিত্তিতেই রয়েছে নৈতিক পূর্বশর্তগুলোর অনুপস্থিতি, ব্যক্তিত্ব নয় বরং অর্থই এক্ষেত্রে বিবাহের নির্ধারক উপাদান। এর 'মটো' হল 'পুঁজি যা জুড়ে দেয় অনুভূতিপ্রবণ নৈতিকতা তা ভাঙে না' (বাঃ বাঃ)। এইভাবে এই বিবাহে একটা পুণ্যের জন্য দুটো বেশ্যাবৃত্তিকে গ্রহণ করা হয়। সেই অনুসারেই পারিবারিক জীবনের ঘটনাক্রম বিকশিত হয়। যেখানে একজন নারীকে আর তার কর্তব্য সম্পাদনে বাধ্য হতে হয় না, স্ত্রী হিসেবে, মা হিসেবে, গৃহকর্ত্রী হিসেবে তাঁর কর্তব্যগুলোকে তিনি মজুরিপ্রাপ্ত পরিচারকের ওপর ন্যস্ত করে দেন। এই বৃত্তের নারীদের, যদি তাদের জীবনকে সুগভীর তাৎপর্যপূর্ণ করতে হয়, সর্বপ্রথমে তাদের অবশ্যই এমন দাবী তুলতে হবে, যাতে তাদের সম্পত্তি তারা স্বাধীনভাবে এবং মুক্তভাবে চুকিয়ে দিতে পারে। এই দাবী, সুতরাং, ওপরের দশহাজারের নারী আন্দোলনের মৌলিক দাবীগুলোকে রূপ দিচ্ছে। এই নারীরা তাদের শ্রেণীর পুরুষকুলের বিপরীতে দাঁড়িয়ে তাদের দাবী আদায়ের জন্য যে লড়াই লড়ে, বুর্জোয়ারা পূর্বতন সবল সম্পত্তি মালিকদের বিরুদ্ধে একই লড়াই লড়েছিল, অর্থাৎ সম্পত্তির মালিকানার ভিত্তিতে সমস্ত ধরনের সামাজিক বৈষম্য অপসারণের জন্য সংগ্রাম।

এই দাবী যে ব্যক্তির অধিকারের সাথে সম্পর্কযুক্ত নয়, এই তথ্য হরভনস্টাম-এর রাইখস্ট্যাগে এই বিষয়ক প্রতিনিধিত্বে প্রমাণিত। আগে কখনও কি হরভনস্টাম

ব্যক্তির অধিকারের পক্ষে বলেছেন? জার্মানিতে এই ব্যক্তি একটা ব্যক্তিত্বের তুলনায় বেশি কিছু, তিনি নিজেই রক্তে এবং মাংসের রূপান্তরিত পুঁজি (কী যথাযথ!) এবং এই ভদ্রলোককে নারীর অধিকার বিষয়ে সস্তা ছদ্মবেশ ধারণ করতে দেখলে, বলা যায়, তা ঘটেছে একমাত্র এই কারণে যে, তিনি চুক্তি অনুযায়ী পুঁজিবাদের নজরের সামনে জো-হুজুরি পালনে বাধ্য হচ্ছেন। এই হচ্ছেন হরভনস্টাম, যিনি সর্বদাই বরাদ্দের চেয়ে কম রসদ তার শ্রমিকদের দিতে তৈরী, যদি তারা তার কথামতো খিদমত খাটতে রাজি না হয় এবং নিয়োগকর্তা হিসেবে রাষ্ট্র যদি সামাজিক রাজনীতিতে নাক গলানোর কারণে অধ্যাপক এবং গবেষকদের কম বরাদ্দ অনুমোদন করেন তাহলে তিনি তৃপ্তির হাসি নিয়ে তাকেও স্বাগত জানাবেন। হরভনস্টাম উত্তরাধিকারের ক্ষেত্রে স্থাবর সম্পত্তির উত্তরাধিকারের ক্ষেত্রে একটুও বেশি নারীর অধিকার প্রবর্তনে আগ্রহী নন, কারণ, এমন অনেক পিতা আছেন যারা সম্পত্তি সংগ্রহ করেছেন কিন্তু সন্তানদের নির্বাচনের ক্ষেত্রে যত্নবান নন, কন্যাদেরই শুধু উত্তরাধিকারী করে গেছেন। পুঁজিবাদ মসৃণ, সাদামাটা নারীত্বকে মর্যাদা দেয় এবং তাকে তার ধনসম্পদ শেষ করে ফেলতে অনুমোদন করে। এটাই হচ্ছে ব্যক্তিগত মালিকানা থেকে মুক্তির চূড়ান্ত পর্ব।

পেটি-বুর্জোয়া, মধ্যবিত্ত, বুর্জোয়া বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায়ের বৃত্তে নারীসমস্যা কীভাবে উপস্থিত? এখানে সম্পত্তি নয়, বরং পুঁজিবাদী উৎপাদনের সহবর্তী উপসর্গগুলোই পরিবারের অবসান ঘটায়। এই উৎপাদন যে মাত্রায় তার জয়যাত্রা পূর্ণ করে, মধ্যবিত্ত শ্রেণি এবং পেটি বুর্জোয়ারা ততই তীব্রবেগে তাদের ধ্বংসের আরও কাছাকাছি এগিয়ে যায়। বুর্জোয়া বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে আরেকটা পরিস্থিতি জীবনযাত্রার মানকে আরোও খারাপ করে তোলে : পুঁজিবাদ চায় বুদ্ধিমান এবং বিজ্ঞানসম্মত প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত মজুরবাহিনী, তার ফলে মানসিক শ্রমদানকারী প্রলেতারিয়েতের ব্যাপক সংখ্যাবৃদ্ধিতে এটা সহায়তা করছে এবং তা পেশাদার সম্প্রদায়ের পূর্বতন সম্মানজনক এবং লাভজনক সামাজিক অবস্থানে ক্রমশ ক্ষয়ের সৃষ্টি করছে। যাই হোক না কেন, একই মাত্রায় কমে যাচ্ছে বিবাহের সংখ্যাও, যেহেতু একদিকে বস্তুগত ভিত্তি নষ্ট হয়ে যাচ্ছে, অন্যদিকে জীবন সম্পর্কে ব্যক্তির চাহিদা বেড়ে যাচ্ছে, তাই এই পরিস্থিতিতে থাকা একজন মানুষ বিবাহে প্রবেশ করার আগে দুবার এমনকি তিনবার চিন্তা করবে। পরিবার প্রতিষ্ঠার বয়সের সীমা ক্রমশই আরও উচ্চতর হচ্ছে এবং একজন পুরুষের ওপর বিবাহের জন্য কোনো চাপ

নেই, কারণ আমাদের সময়ে বৈধ স্ত্রী ছাড়াই একজন বয়স্ক অবিবাহিত পুরুষের ক্ষেত্রে স্বস্তিদায়ক জীবনযাপনের ব্যবস্থাপনা করতে অনেক সামাজিক প্রতিষ্ঠানই প্রস্তুত। উপোসী মজুরির মাধ্যমে প্রলেতারিয়েত কর্মীবাহিনীর ওপর পুঁজিবাদীর শোষণ এটা প্রত্যক্ষ করে যে, এক বিশাল সংখ্যক গণিকা পুরুষের চাহিদা অনুসারে উপস্থিত হচ্ছে। তারই বুর্জোয়া চৌহদ্দিতে সর্বদাই অবিবাহিত নারীর সংখ্যা বৃদ্ধি পায়। এই চৌহদ্দির স্ত্রী এবং কন্যারা সমাজের মধ্যে ছিটকে আসে যাতে তারা নিজেরাই নিজেদের জীবিকার ব্যবস্থা করতে পারে যা শুধু তাদের রুটিই যোগান দেবে না বরং মানসিক তৃপ্তিও দেবে, ওপরদিককার বৃত্তে আছে বলে এই চৌহদ্দির নারীরা ব্যক্তিগত সম্পত্তির মালিকানার দিক থেকে পুরুষদের সমান নয়। এই চৌহদ্দির নারীদের পুরুষের সাথে অর্থনৈতিক সাম্যই অর্জিত হয়নি এবং দুটো দাবীর মধ্যে দিয়েই তারা কেবল তা করতে পারে : সমান পেশাগত শিক্ষার দাবী এবং উভয়লিঙ্গের জন্য সমান কাজের সুযোগের দাবী। অর্থনৈতিক পরিভাষায়, এর অর্থ সমস্ত ধরনের কাজে অবাধ প্রবেশাধিকার এবং নারী ও পুরুষের অব্যাহত প্রতিযোগিতার সুনিশ্চিত কারণ। এই দাবী অর্জনের ফলে বুর্জোয়া এবং বুদ্ধিজীবী সমাজের নারী এবং পুরুষের স্বার্থের মধ্যে এক বিরোধ তৈরি হয়। পেশাদার জগতের নারীদের প্রতিযোগিতাই হল বুর্জোয়া নারীবাদীদের দাবীর বিরুদ্ধে পুরুষদের প্রতিরোধের চালিকাশক্তি। এটা হল, বিশুদ্ধ এবং সহজ প্রতিযোগিতার আতঙ্ক। নারীর মানসিক শ্রমের বিরুদ্ধে আর যেসব কারণ তালিকাভুক্ত রয়েছে, যেমন নারীদের মস্তিষ্কের আয়তন ছোটো বা তাদের প্রতি মাতৃত্বের স্বাভাবিক পেশাবহির্ভূত অতিরিক্ত আকর্ষণের অভিযোগ হল আসলে অজুহাত। প্রতিযোগিতার এই যুদ্ধ ওই সামাজিক স্তরের নারীদের *ঠেলে* দেয় তাদের রাজনৈতিক অধিকারের দাবীর দিকে, যাতে তারা রাজনৈতিকভাবে লড়াই করে, তাদের অর্থনৈতিক ক্রিয়াকলাপের বিরুদ্ধে তৈরি করা সমস্ত প্রতিবন্ধকতা ছিন্ন ভিন্ন করে ফেলতে পারে।

এখন পর্যন্ত আমি নিজে শুধু মৌলিক এবং বিশুদ্ধ অর্থনৈতিক ভিতটা নিয়েই আলোচনা করেছি। আমরা যদি বিষয়টাকে শুধুমাত্র অর্থনীতির সাহায্যে বিচার করি তাহলে বুর্জোয়া নারী অধিকার আন্দোলনের প্রতি এক অবিচার করা হবে; না, এই আন্দোলনের আরও গভীর একটা আত্মিক এবং নৈতিক দিকও রয়েছে। বুর্জোয়া নারী শুধু তার নিজের রুটিই দাবী করে না, সে তার আত্মিক পুষ্টি চায় এবং তার ব্যক্তিসত্ত্বাকে বিকশিত করতে চায়। এই দুঃখজনক অথচ মনস্তাত্ত্বিকভাবে

আকর্ষণীয় ব্যক্তিত্বের দেখা পাই আমরা শুধু এই স্তরটার মধ্যেই। সেই, নারী যারা পুতুল ঘরে পুতুলের মতো জীবন কাটিয়ে ক্লান্ত এবং যারা আধুনিক সংস্কৃতি বিকাশে অংশ নিতে চায়। বুর্জোয়া নারী অধিকার আন্দোলনের প্রবক্তাদের অর্থনৈতিক তথা বৌদ্ধিক এবং নৈতিক প্রয়াস পুরোপুরি ন্যায্য।

প্রলেতারীয় নারীদের ক্ষেত্রে পুঁজিবাদের শোষণ এবং সস্তা শ্রমিকশক্তির সন্ধানে লাগাতার অনুসন্ধানের প্রয়োজনীয়তাই নারীসমস্যা তৈরি করেছে। শুধু এ কারণে প্রলেতারীয় নারী আমাদের সময়ের অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে জড়িয়ে গেছে এবং কারখানা ও মেশিনে তাড়িত হয়েছে। বেঁচে থাকার বন্দোবস্ত করায় তার স্বামীকে সাহায্য করার জন্যই সে অর্থনৈতিক জীবনে বেরিয়ে গেছিল, কিন্তু পুঁজিবাদী উৎপাদন পদ্ধতি তাকে এক অসম প্রতিদ্বন্দ্বীতে রূপান্তরিত করেছে। সে তার পরিবারের উন্নতি চেয়েছিল, কিন্তু তার বদলে দুর্দশা নেমে এল।

প্রলেতারিয়েত নারী তার নিজের কর্মসংস্থান পেল কারণ সে তার সন্তানদের জন্য আরও আনন্দময় এবং সুখী এক জীবন চেয়েছিল, কিন্তু তার বদলে সে তাদের থেকে প্রায় সম্পূর্ণভাবে বিচ্ছিন্নই হয়ে গেল, সে শ্রমিক হিসেবে একজন পুরুষের সমানই হয়ে গেল; মেশিন পেশীশক্তিকে অপ্রয়োজনীয় করে তুলল এবং সর্বত্র নারীর কাজ উৎপাদনের পুরুষের মতো ফল এনে দিল। এবং যেহেতু নারী-শ্রমশক্তি সস্তা এবং সর্বোপরি এমন এক নিরীহ বিষয়, যা শুধু বিরলতম ক্ষেত্রেই পুঁজিবাদী শোষণের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে সাহস করে; পুঁজিপতিরা শিল্পে নারীশ্রমের সুযোগ বহুগুণ বাড়িয়ে দেয়। এ সব কারণে প্রলেতারিয়েত নারী তার স্বাধীনতা পেয়েছে। কিন্তু যথার্থই মূল্য দিতে হয়েছে খুব বেশি এবং সেক্ষেত্রে তারা পেয়েছে খুবই কম। যদি 'পরিবারের যুগে' একজন পুরুষের তার স্ত্রীকে চাবুক দিয়ে অবদমিত রাখার অধিকার থেকে থাকে (বাভায়ার নির্বাচনী আইনের কথা চিন্তা করুন), পুঁজিবাদ এখন তাকে বিছের সাহায্যে অবদমিত করছে। আগেকার সময়ে একজন মানুষের তার স্ত্রীর ওপর প্রভুত্ব তাদের ব্যক্তিগত সম্পর্কের দ্বারা প্রশমিত হত। অন্যদিকে একজন নিয়োগকর্তা এবং তার শ্রমিকের মধ্যে শুধু আর্থিক বন্ধনই বিরাজ করে। প্রলেতারীয় নারী তার আর্থিক স্বাধীনতা পেয়েছে, কিন্তু একজন মানুষ হিসেবে, একজন নারী বা স্ত্রী হিসেবে, ব্যক্তিসত্তাকে বিকশিত করার সুযোগ তার নেই। স্ত্রী বা মা হিসেবে কর্তব্য পালন করে সে যা পায়, তা হল শুধু টেবিল থেকে ফেলে দেওয়া পুঁজিবাদী উৎপাদনের উচ্ছিষ্ট রুটির টুকরোগুলো।

সুতরাং প্রলেতারীয় নারীর মুক্তির সংগ্রাম বুর্জোয়া নারীর তার শ্রেণির পুরুষের বিরুদ্ধে সংগ্রামের সাথে এক রকম হতে পারে না। বিপরীতে, এটা অবশ্যই হল গোটা পুঁজিপতি শ্রেণির বিরুদ্ধে তার নিজের শ্রেণির পুরুষের সাথে এক যৌথ সংগ্রাম। বাজারে মুক্ত প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণের বিরুদ্ধে সৃষ্ট প্রতিবন্ধকতাকে চূর্ণ করার জন্য তার নিজ শ্রেণির পুরুষদের বিরুদ্ধে লড়াই করার প্রয়োজন পড়ে না। পুঁজিবাদের শোষণ এবং আধুনিক উৎপাদন পদ্ধতির বিকাশে এই ধরনের সংগ্রাম থেকে তাকে পুরোপুরি মুক্তি দিয়েছে। বিপরীতে, প্রলেতারীয় নারীর ওপর শোষণের বিরুদ্ধে নতুন সুরক্ষা বন্দোবস্তের প্রয়োজন হয়ে পড়েছে। স্ত্রী হিসেবে এবং মা হিসেবে তার অধিকার সংরক্ষিত এবং স্থায়ীভাবে সুরক্ষিত হওয়া জরুরি। তার অন্তিম লক্ষ্য পুরুষের সাথে মুক্ত প্রতিযোগিতা নয়, বরং প্রলেতারিয়েতের রাজনৈতিক শাসন প্রতিষ্ঠা। পুঁজিবাদী সমাজের বিরুদ্ধে প্রলেতারীয় নারী তার শ্রেণির পুরুষের সাথে হাতে হাত মিলিয়ে লড়ে। অবশ্যই, বুর্জোয়া নারী আন্দোলনের দাবীগুলোর সাথেও সে সহমত, কিন্তু এই দাবীগুলো আদায়ের বিষয়টিকে সে আন্দোলনকে যুদ্ধে প্রবেশ করানোর উপায় হিসেবে, প্রলেতারিয়েতের পাশে একই অস্ত্রে সজ্জিত হওয়া রূপে বিবেচনা করে।

বুর্জোয়া সমাজ মৌলিকভাবে বুর্জোয়া নারী আন্দোলনের বিরোধী নয়, যা বিভিন্ন রাষ্ট্রে ব্যক্তিগত ও রাষ্ট্রীয় আইনের নারী বিষয়ক ক্ষেত্রে সংস্কার শুরু হওয়ার ঘটনায় প্রমাণিত। জার্মানিতে এই সংস্কারের কাজ সম্পূর্ণ হতে কেন এত ব্যতিক্রমমূলক দীর্ঘ সময় লাগল তার দুটি কারণ রয়েছে : প্রথমত পুরুষেরা স্বাধীন পেশাগুলোতে প্রতিযোগিতার যুদ্ধে ভয় পায় এবং দ্বিতীয়ত জার্মানিতে বুর্জোয়া গণতন্ত্রের ধীর ও দুর্বল বিকাশের বিষয়টা বিবেচনায় রাখতে হবে, যা প্রলেতারিয়েতের শ্রেণিগত আতঙ্কে তার ঐতিহাসিক দায়িত্ব পালনে সক্ষম হয়নি। ওই ধরনের সংস্কার সোশাল-ডেমোক্রেসিরই সুবিধা করে দেবে এই ভয়ে তারা ভীত। বুর্জোয়া গণতন্ত্র নিজেকে যত কম এই ভয়ের দ্বারা সম্মোহিত হতে দেয়, সে সংস্কারের দায়িত্বগ্রহণে তত প্রস্তুত হয়। ইংল্যান্ড একটা ভালো উদাহরণ। ইংল্যান্ড হচ্ছে একমাত্র দেশ যারা এখনও প্রকৃতই শক্তিশালী বুর্জোয়া সত্ত্বাধিকারী, সেখানে জার্মান বুর্জোয়ারা প্রলেতারিয়েতের ভয়ে আতঙ্কিত হয়ে রাজনৈতিক এবং সামাজিক সংস্কার দায়িত্ব থেকে সরে এসেছে। জার্মানির ক্ষেত্রে একটা অতিরিক্ত বিষয় হল ব্যাপক বিস্তৃত সংকীর্ণচিত্ততা। এই সংকীর্ণধরনের ক্ষতিকারক

দৃষ্টিভঙ্গি জার্মান বুর্জোয়াতন্ত্রের অনেক গভীরে আছে। অবশ্যই, বুর্জোয়া গণতন্ত্রের এই আতঙ্ক খুবই স্বল্পদৃষ্টিসঞ্জাত। নারীদের রাজনৈতিক সমানাধিকার প্রদান প্রকৃত ক্ষমতার ভারসাম্যকে পরিবর্তিত করে না। প্রলেতারীয় নারী প্রলেতারিয়েতই থেকে যায়, বুর্জোয়া নারী বুর্জোয়া শিবিরে। বুর্জোয়া নারী আন্দোলনের মধ্যকার সমাজতান্ত্রিক প্রবণতার দ্বারা আমাদের বিভ্রান্ত হলে চলবে না, যা বুর্জোয়া নারী যতক্ষণ নিজেকে অবদমিত মনে করে শুধু ততক্ষণই টিকে থাকে।

বুর্জোয়া গণতন্ত্র তার কর্তব্য যত কম সম্পাদন করে, সোশাল ডেমোক্রেসির পক্ষে নারীর রাজনৈতিক সমানাধিকারের পক্ষাবলম্বন তত জরুরি হয়ে ওঠে। আমরা যা, আমাদের নিজেদেরকে তার থেকে ভালো হিসেবে আমরা দেখতে চাই না। নীতিনিষ্ঠতার জন্য, আমরা এই দাবী করছি না, বরং প্রলেতারিয়েত শ্রেণির স্বার্থেই করছি। নারীর কাজ যত বেশি পুরুষের জীবনমানে ক্ষতি সঞ্চার করবে, তাদের অর্থনৈতিক যুদ্ধে যুক্ত করা ততই প্রয়োজনীয় হয়ে উঠবে। রাজনৈতিক সংগ্রাম যত বেশি প্রত্যেক ব্যক্তিমানুষের অস্তিত্বকে ক্ষতিগ্রস্ত করে, ততই এই রাজনৈতিক সংগ্রামে নারীর অংশগ্রহণ জরুরী হয়ে পড়ে, অ্যান্টি সোশালিস্ট আইনই প্রথম নারীর কাছে শ্রেণিগত বিচার, শ্রেণি-রাষ্ট্র, শ্রেণিশাসন শব্দবন্ধগুলির অর্থ পরিষ্কার করে দিল। যে ক্ষমতা তাদের পারিবারিক জীবনে ভয়াবহভাবে হস্তক্ষেপ করল, সেই ক্ষমতার বিষয়ে জানার প্রয়োজন নারীকে এই আইনই শেখাল। অ্যান্টি সোশালিষ্ট আইন এক এমন সফল কাজ সম্পাদন করেছে যা কয়েক শত নারী আলোড়নকারীর পক্ষে কখনোই সম্ভব হত না। সত্যিই, আমরা অ্যান্টি সোশালিস্ট আইনের পিতাসহ রাষ্ট্রের সমস্ত প্রত্যঙ্গ (মন্ত্রী থেকে আঞ্চলিক প্রতিনিধিবর্গ)-গুলোর প্রতি, যারা এটা লঘু করার কাজে অংশ নিয়েছেন এবং এমন অসাধারণ, অনিচ্ছাকৃত প্রচারকার্য সম্পন্ন করেছেন, গভীরভাবে কৃতজ্ঞ। কীভাবে তাহলে কেউ আমাদের মতো সোশাল ডেমোক্রাটদের বিরুদ্ধে অকৃতজ্ঞতার অভিযোগ করতে পারে? (আমোদ)

তবু আরও একটা বিষয় আমাদের বিবেচনায় নিয়ে আসা উচিত। আমি অগাস্ট বেবেলের গ্রন্থ 'নারী এবং সমাজতন্ত্র'-এর প্রকাশের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। এই বইটাকে তার ভালো দিকসমূহ বা দুর্বলতা দিয়ে বিচার করা উচিত হবে না। (বরং এটিকে বিচার করতে হবে যে সময়ে এটা লেখা হয়েছিল তার প্রেক্ষাপটে) এটা একটা বই-এর থেকে বেশি কিছু—এটা ছিল একটা ঘটনা—এক

মহান কীর্তি (একদম সঠিক!)। এই বইটাই প্রথম নারীসমস্যা এবং ঐতিহাসিক বিকাশের সম্পর্ককে চিহ্নিত করেছিল। এই প্রথম, বইটা থেকে আবেদন ধ্বনিত হয়েছিল, কেবল সেক্ষেত্রেই আমরা ভবিষ্যতকে জয় করব যদি নারীদের আমরা সহযোদ্ধায় পরিণত হতে রাজি করাতে পারি। একজন নারী হিসেবে নয় বরং একজন পার্টি কমরেড হিসেবে আমি একে স্বীকৃতিদানের জন্য বলছি।

নারীদের মধ্যে প্রচার কার্যের জন্য তাহলে আমরা এখন কী বাস্তব সিদ্ধান্ত নিতে পারি? বাস্তব সিদ্ধান্তসমূহ বিস্তারিতভাবে চূড়ান্ত করে ফেলা নয়, বরং প্রলেতারীয় নারী আন্দোলনের সাধারণ দিশা নির্ণয় করাই এই পার্টি কংগ্রেসের দায়িত্ব।

আমাদের দিশা অবশ্যই হবে : আমাদের বিশেষ নারী বিষয়ক প্রচারকার্য চালানোর দরকার নেই, বরং নারীদের মধ্যে সমাজতান্ত্রিক আলোড়ন চালানোর দরকার। নারীদের তুচ্ছ, ক্ষণস্থায়ী স্বার্থকে কোনোমতেই প্রাধান্য করতে দেওয়া উচিত হবে না। আধুনিক প্রলেতারীয় নারীকে আমাদের শ্রেণিযুদ্ধে অন্তর্ভুক্ত করাই হবে আমাদের কর্তব্য! (একেবারে খাঁটি কথা!) নারীদের মধ্যে আলোড়ন চালানোর কোনো বিশেষ কর্তব্য আমাদের নেই। আজকের সমাজকাঠামোর মধ্যে নারীদের জন্য যেসব সংস্কার অবশ্যই পূরণ হওয়া দরকার সেগুলো ইতিমধ্যেই আমাদের পার্টির ন্যূনতম কর্মসূচীর অন্তর্ভুক্ত।

নারীদের প্রচারকার্যের অবশ্যই সেইসব প্রশ্নগুলোকে স্পর্শ করা দরকার যেগুলো সাধারণ প্রলেতারীয় আন্দোলনের জন্য বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ, অবশ্যই প্রধান কর্তব্য হল নারীদের মধ্যে শ্রেণিসচেতনতা জাগ্রত করা এবং শ্রেণিসংগ্রামে তাদের অন্তর্ভুক্ত করা। নারী শ্রমিকদের ইউনিয়নে অন্তর্ভুক্তি অত্যন্ত দুরূহ কাজ। ১৮৩২ থেকে ১৮৯৫ সময় পর্বে কেন্দ্রীয় ট্রেড ইউনিয়নে সংগঠিত নারী-শ্রমিকের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছিল সাত হাজার। এই সংখ্যার সাথে আঞ্চলিক ইউনিয়নগুলোতে যুক্ত নারী শ্রমিকের সংখ্যা যদি আমরা যোগ করি এবং এটা বুঝি যে বড়ো শিল্প-সংস্থাগুলোতে কমপক্ষে সাত লক্ষ নারী-শ্রমিক সক্রিয়ভাবে যুক্ত, তাহলে আমরা এখনও আমাদের সামনে পড়ে থাকা সাংগঠনিক কার্যকলাপের পরিমাণ বুঝতে পারব। প্রচুর নারী-শ্রমিকের কুটির শিল্পে যুক্ত থাকার ঘটনা এবং তার ফলে তাদের সংগঠিত করতে পারার দুরূহতা আমাদের কাজকে আরও কঠিন করে তুলেছে।

তাছাড়া আমাদের তরুণ মেয়েদের মধ্যে বহুল প্রচলিত এই বিশ্বাসের বিষয়টাকেও সামলাতে হবে যে, তাদের শিল্পশ্রম হল অন্তর্বর্তীকালীন এবং তাদের বিবাহের মধ্যে দিয়ে তার অবসান হবে। অনেক নারীর ক্ষেত্রেই, কারখানায় এবং ঘরে, দুক্ষেত্রেই সক্রিয় থাকার দু-তরফা বাধ্যবাধকতা থাকে। নারী-শ্রমিকদের জন্য সবচেয়ে প্রয়োজনীয় বিষয় হল আইনগতভাবে স্থিরীকৃত এক কর্মদিন প্রাপ্তি। ইংল্যান্ডে সকলেই এ ব্যাপারে সহমত যে, নারী শ্রমিকদের ইউনিয়ন অন্তর্ভুক্তির জন্য সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ পূর্বশর্ত হল কুটির শিল্পের অবসান, আইনানুগ কর্মদিনের প্রতিষ্ঠা এবং উচ্চতর মজুরি লাভ—জার্মানিতে এইসব অসুবিধাগুলোর সাথে রয়েছে ইউনিয়ন সংক্রান্ত এবং সমাবেশ বিষয়ক আইনের বলবৎকরণ। রাষ্ট্রীয় আইনের দ্বারা মোর্চা গড়ার পূর্ণ স্বাধীনতার ক্ষেত্রে নারী-শ্রমিক যে আইনগত নিশ্চয়তা চেয়েছিল তা পৃথক পৃথক যুক্তরাজ্যগুলোর আইনের কারণে বিভ্রম সৃষ্টিকারী হয়ে দাঁড়িয়েছে। আমি এমনকি স্যাক্সনিতে ইউনিয়ন গড়ার অধিকারকে যেভাবে উপস্থিত করা হয়েছে তাও আলোচনা করতে চাই না, কিন্তু দুটো বৃহত্তম যুক্তরাজ্যে, বাভারিয়া এবং প্রুশিয়াতে ইউনিয়নসংক্রান্ত আইন এমনভাবে তৈরি করা হয়েছে যে, ট্রেড ইউনিয়ন সংগঠনে নারীদের অংশগ্রহণকে আরও আরও বেশি অসম্ভব করে তুলছে। খুব সাম্প্রতিককালে প্রুশিয়াতে, 'লিবারাল'দের জেলায়, মন্ত্রী হওয়ার অপরিবর্তনীয় প্রার্থী হেরফান বেনিগসেন ইউনিয়নকরণ এবং সমাবেশ বিষয়ক আইনের ব্যাখ্যায় মানুষের পক্ষে সম্ভব সমস্ত কিছুই করে ফেলেছেন। বাভারিয়াতে প্রকাশ্য সমাবেশের ক্ষেত্রে সমস্ত নারীর অংশগ্রহণ খারিজ, সেখানকার সংসদকক্ষে হেরফন ফ্রেইলিট্স অত্যন্ত খোলাখুলি ঘোষণা করেন যে, ইউনিয়নকরণ বিষয়ক আইনের বিবেচনায় শুধু মূল রচনাটা নয়, আইনপ্রণেতাদের উদ্দেশ্যকেও মাথায় রাখতে হবে। হেরফন ফ্রেইলিট্স আইনপ্রণেতাদের উদ্দেশ্য ঠিক কী ছিল তা বোঝার জন্য সবচেয়ে সুবিধাজনক অবস্থায় ছিলেন, তারা সকলেই যেহেতু মারা গেছেন, হেরফন ফ্রেইলিট্সকে পুলিশমন্ত্রী নিয়োগ করায়, কোনো লোক তার উদ্ভটতম স্বপ্নেও যা ভাবতে পারে না এতটাই সৌভাগ্যবান হয়েছে বাভারিয়া। এটায় আমি একটুও বিস্মৃত হইনি, কারণ ঈশ্বরের কাছ থেকে যে ব্যক্তি কোনো দায়িত্বভার পান, তিনি সাথে সহবর্তী বুদ্ধিমত্তাও পান এবং আমাদের এই আধ্যাত্মিকতার যুগে, হেরফন ফ্রেইলিট্স্ তাই সেই কর্মকুশল বুদ্ধিমত্তা পেয়েছেন এবং তিনি চতুর্থমাত্রার সাহায্যে অনেকদিন আগে মৃত আইনপ্রণেতাদের অভিপ্রায় আবিষ্কার করে ফেলেছেন। (হাস্যরোল)

যাই হোক, এই পরিস্থিতি প্রলেতারীয় নারীদের নিজেদের পুরুষের সাথে একসাথে সংগঠিত হওয়া সম্ভব করে তোলে না। এখন পর্যন্ত তাদের পুলিশি ক্ষমতা এবং বিচার ব্যবস্থার নানান কলাকৌশলের বিরুদ্ধে লড়ে যেতে হয় এবং বাইরে থেকে দেখলে তাদের পরাজিত মনে হয়। যাই হোক না কেন, বাস্তবে তারা বিজয়ী হিসেবেই আবির্ভূত হয়, কারণ প্রলেতারীয় নারীদের সংগঠনকে ধ্বংস করার জন্য গৃহীত সব ব্যবস্থাপনাই আসলে তাদের শ্রেণিচেতনা জাগিয়ে তুলতে কাজ করে। আমরা যদি রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে একটা শক্তিশালী নারী সংগঠন পেতে চাই তাহলে প্রথমত আমাদের অবশ্যই কর্তব্য হচ্ছে কুটিরশিল্পের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে শ্রমঘণ্টাকে কমানোর মাধ্যমে এবং সর্বোপরি শাসকশ্রেণি সংগঠিত করার অধিকার কেড়ে নেওয়ার জন্য যা কিছু করে, তার বিরোধিতার মাধ্যমে নারীদের গতিময়তার স্বাধীনতাকে সম্ভব করে তুলতে যত্নশীল হওয়া।

নারীদের মধ্যে কী ধরনের প্রচারকার্য গ্রহণ করা উচিত তা এই পার্টি কংগ্রেসে আমরা নির্ধারণ করতে পারি না। প্রথমত আমাদের অবশ্যই শিখতে হবে নারীদের মধ্যে কীভাবে আমাদের কাজ করতে হবে। আপনাদের কাছে পাঠানো প্রস্তাবে, নারীদের মধ্যে তৃণমূলস্তরে স্বেচ্ছাসেবক নির্বাচন করার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে, যাদের দায়িত্ব হবে ইউনিয়ন এবং অর্থনৈতিক দাবীদাওয়ার সংগঠনে গতি সঞ্চার করা এবং এগুলোকে সমভাবে এবং পরিকল্পিত উপায়ে সংহত করা। এই প্রস্তাব নতুন নয়; ফ্রাঙ্কফুর্ট পার্টি কংগ্রেসে এটা নীতিগতভাবে গৃহীত হয়েছিল এবং কয়েকটা অঞ্চলে এটা অত্যন্ত সাফল্যের সঙ্গে প্রযুক্তও হয়েছিল। সময়ই বলবে এই প্রস্তাব যখন বৃহদাকারে প্রযুক্ত হবে, প্রলেতারীয় নারীদের অনেক বৃহদাকারে প্রলেতারীয় আন্দোলনে টেনে আনতে সক্ষম কি না।

আমাদের প্রচারকার্য অবশ্যই শুধুমাত্র মৌখিকভাবে চালানো উচিত নয়, একটা বড়ো অংশের নিষ্ক্রিয় জনসাধারণ এমনকি আমদের সভাগুলোতেও আসে না। এবং অগণিত স্ত্রী এবং মায়েরা আমাদের সভাগুলোতে আসতে পারেন না। যদিও সমাজতান্ত্রিক নারীদের মধ্যে সমাজতান্ত্রিক প্রচারকার্যের দায়িত্ব অবশ্যই প্রলেতারীয় নারীকে স্ত্রী হিসেবে এবং মা হিসেবে তার কর্তব্য থেকে বিচ্ছিন্ন করা নয়। বিপরীতে তাকে এই দায়িত্ব আগের তুলনায় আরও ভালোভাবে পালন করার জন্য উৎসাহিত করা উচিত প্রলেতারিয়েতের মুক্তির স্বার্থে। পরিবারের ভেতরের

পরিস্থিতি যত অনুকূল হবে, বাড়িতে সে যত কার্যকরী হবে, সে সংগ্রাম করতে তত বেশি সক্ষম হবে। সে তার সন্তানের শিক্ষক হিসেবে এবং নির্মাতা হিসেবে যত বেশি ভূমিকা পালন করতে পারবে, তাদেরকে আরো ভালোভাবে প্রকৃত শিক্ষায় শিক্ষিত করে তুলতে সক্ষম হবে, যাতে তারা আমাদের মতোই, একইরকম উৎসাহের সঙ্গে প্রলেতারিয়েতের মুক্তি‌র জন্য আত্মত্যাগের ইচ্ছাশক্তি নিয়ে লড়াই চালিয়ে যেতে পারে। যখন একজন প্রলেতারীয় বলবে "আমার স্ত্রী!" সে মনে মনে যোগ করবে "আমার আদর্শ কমরেড, আমার যুদ্ধের সঙ্গী, ভবিষ্যৎ যুদ্ধের জন্য আমার সন্তানের মা।" অনেক মা এবং অনেক স্ত্রী, যারা তাদের সন্তান বা স্বামীকে শ্রেণিচেতনাসহই সেবা করার মাধ্যমে আমাদের সভাগুলোতে আমাদের দেখা নারী কমরেডদের মতোই তারা ভূমিকা পালন করে। (উৎসাহের সঙ্গে একমত প্রকাশ)।

সুতরাং, পর্বত যদি মহম্মদের কাছে না আসে, মহম্মদকে তাহলে অবশ্যই পর্বতের কাছে যেতে হবে। আমাদের অবশ্যই একটা পরিকল্পিত, লিখিত প্রচারকার্যের মাধ্যমে সমাজতন্ত্রকে নারীদের মধ্যে নিয়ে যেতে হবে। এই ধরনের প্রচারকার্যের জন্য আমি প্যামফ্লেট বিতরণ করার প্রস্তাব দিচ্ছি এবং আমি প্রথাগত প্যামফ্লেট বিলি করার কথা বলছি না যাতে এক পাতায় সমগ্র সমাজতন্ত্রের কর্মসূচী এবং আমাদের শতাব্দীর সমগ্র বৈজ্ঞানিক জ্ঞান সংক্ষিপ্তভাবে বিবৃত থাকে। না, আমরা অবশ্যই ছোটো প্যামফ্লেট ব্যবহার করব, যা একটা নির্দিষ্ট বাস্তব প্রশ্নকে একটা নির্দিষ্ট দৃষ্টিকোণ থেকে আলোচনা করবে, বিশেষত শ্রেণিসংগ্রামের দৃষ্টিকোণ থেকে যা হচ্ছে প্রধান কর্তব্য। এবং আমাদের অবশ্যই প্যামফ্লেট তৈরির আনুষঙ্গিক কাজগুলোকে নিস্পৃহভাবে দেখলে চলবে না। আমাদের অভ্যাসমত খারাপ কাগজ এবং নিম্নমানের ছাপা ব্যবহার করলে চলবে না। এই ধরনের নিম্ন শ্রেণির প্যামফ্লেট প্রলেতারীয় নারী, যাদের প্রলেতারীয় পুরুষদের মতো ছাপা হওয়া শব্দের প্রতি একই ধরনের শ্রদ্ধা নেই, দুমড়ে-মুচড়ে ছুঁড়ে ফেলে দেবে। আমাদের অবশ্যই আমেরিকান এবং ইংরেজ মদ্যপান বিরোধীদের নকল করা উচিত, যারা চার থেকে ছয় পৃষ্ঠার সুন্দর ছোটো বুকলেটের মাধ্যমে প্রচার করেন। কারণ প্রলেতারীয় নারীও একথা নিশ্চয়ই মনে করতে পারে "এই ছোট্ট জিনিসটা কী চমৎকার! আমি এটা তুলে নিয়ে রেখে দেব!" (অনেক হাস্যরোল ও অনেক উল্লাস) গুরুত্বপূর্ণ তাৎপর্যবহনকারী বাক্যগুলোকে অনেক বড়ো বড়ো অক্ষরে ছাপাতে

হবে। তাহলে প্রলেতারীয় নারী পড়তে গিয়ে ঘাবড়ে যাবে না এবং তাদের মনঃসংযোগ বৃদ্ধি পাবে।

আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার কারণে আমি নারীদের জন্য একটা বিশেষ সংবাদপত্র প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনার পক্ষে বলতে পারি না। আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতাসমূহ গ্লাইক-হাইট (যা সাধারণ নারী-জনসাধারণের জন্য নয়, বরং তাদের প্রগতিশীল অগ্রণী অংশের জন্যই তৈরি করা হয়েছিল)-এর সম্পাদক হিসেবে আমার অবস্থানের ভিত্তিতে নয়, বরং নারী শ্রমিকদের মধ্যে প্রচারপুস্তিকার বিতরণকারী হিসেবে ফ্রাউ-নক্-কুনের কাজের দ্বারা উৎসাহিত হয়ে, আমি একটা নির্দিষ্ট কারখানায় কয়েক সপ্তাহের জন্য সংবাদপত্র বিতরণ করেছিলাম। আমি এটা বুঝেছিলাম যে, নারীরা এই পত্র থেকে জ্ঞান সঞ্চয়কারী বিষয়গুলো নয় বরং বিনোদন ও আমোদপ্রমোদের বিষয়গুলো শুধু গ্রহণ করেছেন। সুতরাং একটা সস্তা সংবাদপত্র প্রকাশের জন্য প্রয়োজনীয় আত্মত্যাগের তুলনায় কাজের কাজ হবে খুবই কম।

কিন্তু আমাদের পরপর কতকগুলো প্রচার পুস্তিকা তৈরি করতে হবে যা সমাজতন্ত্রকে, প্রলেতারীয় নারী হিসেবে, স্ত্রী হিসেবে এবং মা হিসেবে নারীর কাছে ঘনিষ্ঠতর বিষয় করে তুলবে। ফ্রউ পপ (Fraux Poppx)-এর শক্তিশালী প্রচার পুস্তিকাটা ছাড়া কাজে লাগে এমন একটাও আমাদের নেই। আমাদের দৈনিক পত্রিকাতেও এখনও পর্যন্ত যা করা হয়েছে তার তুলনায় বেশি করতে হবে। কয়েকটা দৈনিক পত্র সংবাদপত্র নারীদের জন্য বিশেষ ক্রোড়পত্র সংযোজন করে নারীদের শিক্ষিত করে তোলার প্রয়াস নিয়েছে। মাগডেবুরগের ডক্সস্টিম্মে এই উদ্যোগে একটা উদারহরণ তৈরি করেছে এবং কমরেড গোল্ডস্টিন দক্ষতা ও সাফল্যের সঙ্গে একে অনুকরণ করেছেন। কিন্তু এখনও পর্যন্ত দৈনিক সংবাদপত্র প্রলেতারীয় নারীকে একজন গ্রাহক হিসেবেই বিবেচনা করেছে, শিক্ষিত করে তোলার চেষ্টা না করে তার অজ্ঞতাকে, তার খারাপ এবং কাঁচা রসবোধকে ইন্ধন যুগিয়েছে।

আমি আবারও বলি যে, আপনাদের বিবেচনার জন্য আমি আমার প্রস্তাবগুলো শুধু হাজির করছি। নারীদের মধ্যে প্রচারকার্য কঠিন এবং শ্রমসাধ্য এবং এর জন্য চাই অনেক নিষ্ঠা এবং মূল্যবান আত্মত্যাগ, কিন্তু এই আত্মত্যাগ অবশ্যই ফলদায়ক হবে এবং সামনে উঠে আসবে। প্রলেতারিয়েত মুক্তিলাভে সক্ষম হবে কেবলমাত্র

যদি সে জাতি এবং পেশার পার্থক্য সরিয়ে রেখে ঐক্যবদ্ধভাবে লড়াই করে। একইভাবে সে তার মুক্তি পেতে সক্ষম হবে কেবলমাত্র যদি সে লিঙ্গের পার্থক্য সরিয়ে রেখে ঐক্যবদ্ধভাবে দাঁড়ায়। প্রলেতারীয় নারীদের বিশাল জনসাধারণকে প্রলেতারিয়েতের মুক্তির সংগ্রামে সামিল করা সমাজতন্ত্র, সমাজতন্ত্রের ধারণার বিজয় অর্জন এবং সমাজতন্ত্র সমাজের গড়ে ওঠার এক পূর্বশর্ত।

কেবলমাত্র একটা সমাজতান্ত্রিক সমাজই নারীদের পেশাদার কার্যকলাপের ফলে উৎপন্ন হওয়া আজকের বিরোধের মীমাংসা করবে। একবার যখন পরিবার একটা অর্থনৈতিক একক হিসেবে বিলুপ্ত হবে এবং একটা নৈতিক একক হিসেবে পরিবার তার জায়গা নেবে, নারী তার স্বামীর এক সমান অধিকারসম্পন্ন, সমান সৃষ্টিশীল, সমান লক্ষ্যের প্রতি দায়বদ্ধ, সামনের দিকে অগ্রসরমান বন্ধুতে পরিণত হবে; তার ব্যক্তিসত্ত্বা, স্ত্রী হিসেবে এবং মা হিসেবে তার পক্ষে সম্ভব সর্বোচ্চ ভূমিকা রাখার পাশাপাশি বিকশিত হবে।

নারী সমস্যায় লেনিন

কমরেড লেনিন প্রায়ই আমার সঙ্গে নারীদের বিষয় নিয়ে আলোচনা করেছেন। অবশ্য কমিউনিজম-এর কথা বলতে গেলে নারীদের সামাজিক সমান অধিকার যে একটা প্রয়োজনীয় নীতি তা বলাই বাহুল্য। ১৯২০ সালের শরৎকালে ক্রেমলিনে লেনিনের পড়ার ঘরে বসেই সর্বপ্রথম আমাদের এই বিষয়ে দীর্ঘ আলোচনা হয়। লেনিন শুরু করলেন—'সুস্পষ্ট মতবাদের ভিত্তিতে আমাদের একটা শক্তিশালী আন্তর্জাতিক নারী আন্দোলন গড়ে তুলতেই হবে। এ কথা স্পষ্ট যে, মার্কসীয় মতবাদ ভিন্ন কোনো সুষ্ঠ বাস্তব কাজ সম্ভব নয়। এই সমস্যার ওপর আমাদের, কমিউনিস্টদের নীতি সম্পর্কে সবচেয়ে সুস্পষ্ট ধারণার প্রয়োজন। আমাদের নিজেদের এবং অন্য সমস্ত পার্টির মধ্যে পরিষ্কার পার্থক্য থাকবেই। আমাদের দ্বিতীয় আন্তর্জাতিক কংগ্রেসে দুর্ভাগ্যবশত এ বিষয়ে আলোচনা হয়নি। এ প্রসঙ্গ উঠেছিল কিন্তু কোনো সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়নি। বিষয়টা এখনও কমিশনের হাতে। এর ওপর একটা প্রস্তাব লিখে তাঁদেরই ব্যাখ্যামূলক আলোচনা করে নির্দেশ দিতে হবে। যাইহোক, এই কমিশনের কাজ এখনও পর্যন্ত বেশিদূর অগ্রসর হয়নি। এ বিষয়ে তোমাদের সাহায্য করতে হবে।"

লেনিন যা বললেন আমি আগেই সে বিষয়ে অবগত ছিলাম এবং অবস্থাটা দেখে বিস্ময় প্রকাশও করেছিলাম। বিপ্লবের সময় রাশিয়ার নারীরা যা করেছেন এবং এখনও তাঁরা দেশ রক্ষার ও দেশের উন্নতির জন্য যা করছেন তা দেখে আমি উৎসাহে উৎফুল্ল হয়ে উঠেছিলাম, আর বলশেভিক পার্টির মধ্যে নারী কমরেডদের স্থান ও তাঁদের কাজকর্ম দেখে আমার মনে হয়েছিল—এ এক আদর্শ পার্টি। শুধু এটাই একটা প্রয়োজনীয় সুদক্ষ ও অভিজ্ঞ শক্তিশালী আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট নারী আন্দোলনে পরিণত হয়েছে, যা একটা ঐতিহাসিক দৃষ্টান্ত বিশেষ।

শ্রমজীবী নারী আন্দোলন

"ঠিক ঠিক, খুব সত্যি কথা, চমৎকার কথা"—স্মিত হেসে লেনিন বললেন। "পেট্রোগ্রাদে, এই মস্কোতে, অন্যান্য শহরে ও শিল্পাঞ্চলে নারী শ্রমিকরা বিপ্লবের

সময় অভাবনীয় কাজ করেছেন, তাঁদের ছাড়া আমরা বিজয়ী হতেই পারতাম না, বা আমাদের জয় প্রায় অসম্ভব হতো। এই আমার মত। তাঁরা যে কত বীরত্বের পরিচয় দিয়েছেন এবং এখনও দিচ্ছেন! ভেবে দেখো, তাঁরা কতো কষ্ট, কতো বঞ্চনা সহ্য করেছেন। আর এখনও যে তাঁরা তা করতে পারছেন তার কারণ তাঁরা চান স্বাধীনতা, তাঁরা চান কমিউনিজম। হ্যাঁ, আমাদের প্রলেতারীয় নারীরা চমৎকার শ্রেণি-সংগ্রামী। তাঁরা প্রশংসা ও ভালোবাসার যোগ্য। তাছাড়া একথাও মনে রেখো যে এমন কী পেট্রোগ্রাদে 'কনস্টিটিউশনাল ডেমোক্রেসি' দলের নারীরা পর্যন্ত আমাদের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে ঐ জাঙ্কারদের চেয়ে বেশি সাহসের পরিচয় দিয়েছেন। এ কথা সত্য। আমাদের পার্টিতে আছেন বিশ্বাসী, যোগ্য এবং অক্লান্ত পরিশ্রমী নারী কমরেডরা। আমরা তাঁদের সোভিয়েতে, এক্সিকিউটিভ কমিটিতে, পিপল্স্ কমিসারিয়েতে এবং সর্বরকম নাগরিক প্রতিষ্ঠানের বিশিষ্ট পদে নিয়োগ করতে পারি। তাঁদের মধ্যে অনেকেই পার্টিতে, প্রলেতারীয় জনসাধারণের মধ্যে, কৃষকদের মধ্যে ও লালফৌজের মধ্যে দিবারাত্র কাজ করে থাকেন। আমাদের কাছে এর মূল্য অনেক। পৃথিবীময় সমস্ত নারীর কাছেও এর মূল্য আছে। এতে নারীদের যোগ্যতার প্রকাশ পায়। সমাজে তাঁদের কাজের মূল্য প্রমাণিত হয়। প্রথম প্রলেতারীয় একনায়কত্ব মেয়েদের সামাজিক সমান অধিকার প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে পথপ্রদর্শক। এই একনায়কত্ব যত কুসংস্কার দূর করেছে, তা স্ত্রীজাতির অধিকারের বিষয়ে লেখা স্তূপীকৃত সাহিত্যও করতে পারত না। কিন্তু এসব কিছু সত্ত্বেও এখনও আমাদের কোনো আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট নারী আন্দোলন গড়ে ওঠেনি। এই জিনিসটির বিশেষ প্রয়োজন। এখনই এ কাজ শুরু করতে হবে। এছাড়া কখনই আমাদের ইন্টারন্যাশনালের কাজ ও তার পার্টিগুলোর কাজ সম্পূর্ণ হবে না, হতে পারে না। আমাদের বিপ্লবের কাজ সম্পূর্ণ করে তুলতেই হবে। বিদেশে কমিউনিস্টদের কাজ কেমন হচ্ছে বলো?"

সামনের দিকে সামান্য একটু হেলে বসে লেনিন এক মনে সব শুনলেন। এমনকি ছোট ছোট ঘটনাগুলো পর্যন্ত শুনতে লাগলেন। বিরক্তি, অধৈর্য বা ক্লান্তির কোনো চিহ্নই নেই।

'খারাপ না, মোটেই খারাপ না'—লেনিন বললেন। "নারী কমরেডদের শক্তি, কাজের ইচ্ছে, উদ্দীপনা—তাঁরা বেআইনী বা আধা আইনী সময়ে যে সাহস ও বিচক্ষণতার পরিচয় দিয়েছেন তা থেকেই বোঝা যায় যে আমাদের অগ্রগতির

ভবিষ্যৎ খুবই ভাল। পার্টির প্রসারের দিক থেকে. পার্টির শক্তিবৃদ্ধির দিক থেকে, জনসাধারণকে জয় করবার ও আমাদের কাজকর্ম চালিয়ে নিয়ে যাবার দিক থেকে তাঁরা খুবই মূল্যবান শক্তি। কিন্তু এই সব পুরুষ ও নারী কমরেডদের শিক্ষা দেবার ও তাদের কর্মনীতি পরিষ্কার করে বুঝিয়ে দেবার বিষয়টার কি হলো? জনসাধারণের মধ্যে কাজ করতে হলে এ বিষয়টার মৌলিক গুরুত্ব আছে। জনসাধারণকে জয় করতে হলে, তাদের উৎসাহিত করতে হলে এর অসীম প্রভাব। কথাতেই আছেঃ "মহৎ কাজ সম্পন্ন করতে উদ্দীপনা চাই"। আমাদের এবং সারা দুনিয়ার শ্রমজীবী মানুষের সত্যই মহৎ কাজ সম্পন্ন করতে হবে। তাহলে বলো, তোমাদের কমরেডরা, জার্মানির প্রলেতারীয় নারীরা কিসে উদ্দীপনা পান? তাঁদের প্রলেতারীয় শ্রেণিচেতনা কতদূর জেগেছে? তাঁদের উৎসাহ, তাঁদের কাজকর্ম কি শুধু আশু রাজনৈতিক দাবিগুলোকে ঘিরেই? তাঁদের ধ্যান-ধারণার মূল উৎস কি?"

"রুশ ও জার্মান কমরেডদের কাছ থেকে আমি এ বিষয়ে কিছু অদ্ভুত কথা শুনেছি। তা তোমাকে বলতেই হবে। আমি শুনলাম, হামবুর্গের একজন প্রতিভাসম্পন্ন কমিউনিস্ট নারী দেহোপজীবীনী নারীদের জন্য একখানা কাগজ প্রকাশিত করেছেন এবং তিনি তাদের বৈপ্লবিক সংগ্রামের জন্য সংগঠিত করতে চান। দেহোপজীবীনীরা তাদের ভয়ঙ্কর ব্যবসা চালাবার সময় পুলিসের কোনো নিয়ম লঙ্ঘন করার জন্য গ্রেপ্তার হন। তাদের পক্ষে রোজা এক প্রবন্ধ লিখে ভেবেছিলেন যে তিনি বুঝি কমিউনিস্ট-এর কাজ করছেন। দুর্ভাগ্যবশত বুর্জোয়া সমাজে দেহোপজীবীনীদের দুবার করে বলি দেওয়া হয়েছে। প্রথমত, এই সমাজের অভিশপ্ত সম্পত্তি প্রথার দ্বারা, দ্বিতীয়ত, এর অভিশপ্ত দ্বৈত নৈতিকতার দ্বারা, তা স্পষ্টই বোঝা যায়। নিতান্ত পশু অথবা অদূরদর্শী না হলে এ কথা ভোলা যায় না। কিন্তু তবুও সেটা হলো ভিন্ন বিষয়। আর—কিভাবে বলব কথাটা? এই মনে করা হয় যে, পতিতারা এক বিশেষ শক্তিশালী বৈপ্লবিক অংশ, আর সেই ভেবে তাদের সংগঠিত করা, কারখানা থেকে তাদের জন্য কাগজ বের করা—এ হলো ভিন্ন বিষয়। জার্মানিতে কি সত্যিই অন্য কোনো নারী শ্রমিক নেই—যাদের সংগঠিত করা যায়, আর তোমাদের সংগ্রামের মধ্যে টেনে আনা যায়? ওরা ব্যাধিগ্রস্ত সমাজদেহের অতিরিক্ত মাংসপিণ্ডের মতো। মনে পড়ে যায়—প্রতিটা দেহোপজীবীনীকেই কুমারী মেরীর মনোরম আলেখ্যরূপে আঁকবার সাহিত্যিক ফ্যাশানের কথা। অবশ্য এরও মূলে আছে সুস্থ চিন্তা ও সামাজিক সমবেদনা, সম্মানিত বুর্জোয়াদের ধার্মিক শঠতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ। কিন্তু সেই সুস্থ দিকটা দূষিত অধঃপতিত হয়ে গেছে।"

"তাছাড়া দেহোপজীবীনীদের প্রশ্নে এখানে অনেক গুরুতর সমস্যা উঠবে। তাদের উৎপাদনশীল কাজের মধ্যে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে হবে, সামাজিক অর্থনীতির মধ্যে নিয়ে আসতে হবে। এই কাজ আমাদের করতেই হবে। কিন্তু আমাদের অর্থনৈতিক জীবনের বর্তমান অবস্থা বিবেচনা করলে ও প্রচলিত পরিস্থিতির কথা ভেবে দেখলে এ কাজ খুবই কঠিন ও জটিল। প্রলেতারিয়েতদের ক্ষমতা দখলের পর আমাদের সামনে নারীদের সমস্যার এই দিকটা একটা মস্ত বড় বিষয়। আমাদের এ বিষয়ে একটা বাস্তব সমাধানে আসতে হবে। এখানে সোভিয়েত রাশিয়ায় আমাদের সামনে মস্ত বড় কাজ রয়েছে। কিন্তু জার্মানিতে তোমাদের অবস্থা ভাবতে গেলে পার্টি মেম্বারদের পক্ষে এই ধরনের ক্ষতিকর কাজ সম্পর্কে পার্টির কোনোমতেই চুপ করে থাকা চলে না। এতে বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হয়। আর কর্মশক্তি বিভক্ত হয়ে পড়ে। আর তুমি নিজে এর বিরুদ্ধে কি করছ?"

যৌন সমস্যা ও বিবাহ

আমার উত্তর দেবার আগেই লেনিন বলে চললেন : "ক্লারা, তবুও তোমাদের এই পাঠের তালিকা অনেক দীর্ঘ। আমি শুনেছি যে, নারী কমরেডদের সান্ধ্য পাঠ ও আলোচনার প্রধান বিষয়ই হলো যৌন সমস্যা ও বিবাহ। এইটাই তাদের প্রধান আকর্ষণ, রাজনৈতিক উপদেশ ও শিক্ষার প্রধান বিষয়। একথা শুনে আমি নিজের কানকেই বিশ্বাস করতে পারিনি। সারা দুনিয়ার প্রতিবিপ্লবীরা প্রলেতারীয় একনায়কত্বের প্রথম দেশকে ঘিরে রেখেছে। জার্মানির নিজের অবস্থার দরুনই আজ সমস্ত প্রলেতারীয় যথাসাধ্য সম্মিলিত করা প্রয়োজন। এখন ক্রমবর্ধমান প্রতিবিপ্লবী শক্তিকে পরাজিত করা বৈপ্লবিক শক্তিগুলোর প্রয়োজন। কিন্তু নারী শ্রমিক কমরেডরা আলোচনা করছেন কিনা যৌন সমস্যা, অতীতের বর্তমানের ও ভবিষ্যতের বিবাহ পদ্ধতির কথা। তাঁরা মনে করছেন যে, প্রলেতারীয় নারীদের এই বিষয়ে ওয়াকিবহাল করা তাঁদের সবচেয়ে বড় কর্তব্য। আমার মনে হয় যে পুস্তিকাখানা সবচেয়ে বেশি লোক পড়েছে, সেটা হলো ভিয়েনার এক তরুণী কমরেডের লেখা যৌন সমস্যার ওপর পুস্তিকা। কি অপচয়! শ্রমিকরা এর মধ্যে যেটুকু সত্য আছে তা অনেক আগেই বেবেলের লেখায় পড়েছেন। আর বেবেলের লেখাটা এই পুস্তিকার মতো এত একঘেয়ে, এত গুরুপাক নয়—সে লেখায় আছে দৃঢ়তা, আছে বুর্জোয়া সমাজের বিরুদ্ধে তীব্র আক্রমণ।"

"ফ্রয়েডের মতবাদকে আরও বেশিদূর টেনে নিয়ে যাওয়া যেন 'পণ্ডিতি', এমনকি বিজ্ঞানসম্মত বলে ধরা হচ্ছে। কিন্তু আসলে তা মূর্খতা ও আনাড়িপনা। ফ্রয়েডের মতবাদ আধুনিক ফ্যাশান হয়ে দাঁড়িয়েছে। যৌন সমস্যার ওপর প্রবন্ধগুলোর মতামত, তর্কাতর্কি, ঐ পুস্তিকাগুলো—সংক্ষেপে বলতে গেলে, বুর্জোয়া সমাজের নোংরা মাটিতে ঠিক যে ধরনের সাহিত্যগুলো বিকশিত হয়—সেগুলোতে আমার বিশ্বাস নেই, নিজ নাভির প্রতি নিবদ্ধদৃষ্টি ভারতীয় যোগীর মতো এই সব প্রশ্ন নিয়ে যারা সব সময়ই মাথা ঘামায় তাদের প্রতি আমার আস্থা নেই। আমার মনে হয় এই সব আড়ম্বরযুক্ত যৌন তত্ত্বগুলো যা কিনা প্রধানত প্রতারণামূলক এবং প্রায়ই নিছক কল্পনাপ্রসূত, সেগুলো বুর্জোয়া নৈতিকতার কাছে মাথা নোয়ানো আর নিজেদের ব্যক্তিগত জীবনের অস্বাভাবিকতা ও ভোগের আতিশয্যকে সমর্থন করার খাতিরে জন্ম নেয়। বুর্জোয়া নৈতিকতার প্রতি এই প্রচ্ছন্ন শ্রদ্ধাকে আমার অত্যন্ত বিরক্তিজনক মনে হয়, এবং এর দ্বারা যৌন সমস্যার বিষয়গুলোকে আরও খুঁচিয়ে তোলা হয়। এই আচরণগুলো যতই উৎকৃষ্ট ও বৈপ্লবিক হোক না কেন, আসলে বুর্জোয়াসুলভ। এগুলো প্রধানত বুদ্ধিজীবীদের ও তাদেরই ঘনিষ্ঠতম লোকদের সখের ব্যাপার। পার্টিতে, শ্রেণিসচেতন সংগ্রামী প্রলেতারীয়দের মধ্যে এর কোনো স্থান নেই।"

আমি বাধা দিয়ে বললাম যে ব্যক্তিগত সম্পত্তিবিশিষ্ট বুর্জোয়া সমাজে যৌন জীবন ও বিবাহের ব্যাপারে অনেক রকম সমস্যা দেখা দেয়, অনেক দ্বন্দ্ব দেখা দেয় এবং তাতে সমাজের প্রত্যেক শ্রেণি ও প্রত্যেক স্তরের নারীদের জীবনে অনেক দুর্গতি এসে থাকে। যুদ্ধ ও তার পরিণতির ফলে নারীদের জীবনে যৌন সমস্যা উদ্ভুত দুঃখ-কষ্টগুলো অনেক প্রবল হয়ে উঠেছে, এবং তাদের সামনে অনেক নতুন সমস্যা দেখা দিয়েছে—যেগুলো কিনা পূর্বে চাপা পড়েছিল। এর সঙ্গে বিপ্লবের প্রতিক্রিয়া যোগ হয়েছে। পুরোনো দিনের অনুভূতি ও চিন্তার জগৎ টলতে শুরু করেছে, পুরোনো সামাজিক বাঁধনগুলো বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছে ও ভেঙে যাচ্ছে। নতুন চিন্তাধারায় পুরুষ ও নারীর সম্বন্ধ গড়ে তুলবার দিকে ঝোঁক দেখা যাচ্ছে। এই সব প্রশ্নে যে আগ্রহ দেখা যাচ্ছে তা থেকেই বোঝা যায় যে, *এই বিষয়ে নতুন আলোকপাত, নতুন দৃষ্টিতে পরিবর্তন সাধনের প্রয়োজন দেখা* দিয়েছে। এর থেকে বুর্জোয়া সমাজের মিথ্যা ও প্রব৺ ার বিরুদ্ধে একটা প্রতিক্রিয়াও সূচিত হয়। বিবাহ ও পারিবারিক জীবনযাত্রার পদ্ধ৷৩, তার ঐতিহাসিক জীবনের

ওপর এর নির্ভরশীলতা—এইগুলো নারীশ্রমিকদের মন থেকে এ সংস্কার দূর করে দিচ্ছে যে বুর্জোয়া সমাজ চরিত্রই শাশ্বত নয়। সমালোচনামূলক ঐতিহাসিক দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে এ বিষয়ে বুর্জোয়া সমাজব্যবস্থাকে নির্মমভাবে বিশ্লেষণ করে দেখতে হবে। এই সমাজের প্রকৃত চরিত্র ও তার ফলাফলগুলোকে—এর যৌন জীবনের নৈতিকতা ও তার মিথ্যেকে স্পষ্ট করে উন্মুক্ত করা দরকার। সব রাস্তাই রোমের দিকে। সমাজের যে কোনো গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ও সামাজিক কাঠামোয় যে কোনো প্রয়োজনীয় অংশের ওপর প্রত্যেকটা প্রকৃত মার্কসীয় বিশ্লেষণই বুর্জোয়া সমাজের সম্পত্তি প্রথার ভিত্তিতে বিশ্লেষণ হওয়া দরকার। আর পরিষ্কার উপলব্ধি করা দরকার যে, 'এই ব্যবস্থাকে ধ্বংস করতেই হবে।'

লেনিন হেসে মাথা নাড়লেন। "এই তো! তুমি তোমার নারী কমরেডদেরও পার্টির পক্ষে সুপারিশ করছ। অবশ্য তুমি যা বলছ তা ঠিক। কিন্তু এর দ্বারা জার্মানিতে যে ভুল করা হয়েছে তাকে ক্ষমা করা হয়, তার ন্যায্যতা প্রমাণ করা হয় না। সেগুলো ভুলই, এবং ভুলই থেকে গেল। তুমি কি বাস্তবিকই স্থির বিশ্বাসে আমাকে একথা বোঝাতে পারো যে যৌন ও বিবাহ সমস্যার প্রশ্নগুলো পরিণত, জীবন্ত, ঐতিহাসিক বস্তুবাদের দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে আলোচনা করা হয়েছিল? তার জন্য প্রয়োজন গভীর ও বহুমুখী জ্ঞানের, প্রয়োজন প্রভুত পরিমাণে মার্কসীয় বিচক্ষণতার। সে শক্তি এখন তোমরা কোথায় পাবে? তা যদি থাকত তবে যে পুস্তিকার কথা আমি বললাম ঐ ধরনের পুস্তিকা পড়া এবং আলোচনার জন্য ব্যবহার করা হতো না। তার সমালোচনা না করে উলটো তাকে সমর্থন করে প্রচার করা হয়েছে। এবং এই অনর্থক, অমার্কসীয় আলোচনার ফল কি হয়েছে? যৌন ও বিবাহ সমস্যাগুলো বৃহৎ সমাজ জীবনের অংশ হিসেবে বোঝা হয়নি। না, তার চেয়েও খারাপ হয়েছে। বৃহৎ সামাজিক সমস্যাগুলোকেই যৌন সমস্যার আনুষঙ্গিক অংশ হিসেবে মনে করা হয়েছে। মূল জিনিসটাকে আনুষঙ্গিক ধরা হয়েছে। এর ফলে শুধু যে এই প্রশ্নটাকেই পরিষ্কার করে বুঝতে অসুবিধার সৃষ্টি হয় তাই নয়, এতে সাধারণভাবে প্রলেতারীয় নারীদের শ্রেণিচেতনা ও চিন্তাও গুলিয়ে যায়।"

"শেষ গুরুত্বপূর্ণ কথা, এমনকি জ্ঞানী সলোমনও বলেছেন যে প্রত্যেকটা জিনিসেরই একটা সময় আছে। আমি তোমাকে জিজ্ঞাসা করি, এই কি সেই সময় যখন প্রলেতারীয় নারীরা মজা করে এইসব আলোচনা করতে পারে যে কেমন

করে একজন ভালোবাসে বা কেমন করে কেউ তার প্রেমে পড়ে? কেমন করে বিয়ে হয় বা কেউ তাকে বিয়ে করে? অবশ্যই, অতীতে, বর্তমানে এবং ভবিষ্যতে বিভিন্ন দেশে—গর্বের সঙ্গে যাকে বলা হয়েছে বস্তুবাদ! এখন নারী কমরেডদের, শ্রমজীবী মানুষের ঘরের নারীদের সমস্ত চিন্তাকে প্রলেতারীয় বিপ্লবের দিকে নিয়ে যেতেই হবে। তা থেকেই বিবাহ ও যৌন সমস্যার বিষয়ে প্রকৃত নতুন চিন্তার ভিত্তি রচিত হয়। এই মুহূর্তে আগের দিনের মেওরীদের বা অবৈধ বিবাহের পদ্ধতি কি ছিল তার চেয়ে অন্য সমস্যাগুলো অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ। জার্মানির প্রলেতারীয়দের সামনে এখনও সোভিয়েত গড়ার প্রশ্ন বাকি আছে। ভার্সাই সন্ধি, নারী শ্রমিকদের জীবনে তার কী ফল—বেকারী, মজুরি হ্রাস, ট্যাক্স এবং আরও কত কি। সংক্ষেপে আমি বলি যে প্রলেতারীয় নারীদের জন্য এই ধরনের রাজনৈতিক, সামাজিক শিক্ষা মিথ্যা—সম্পূর্ণ—সম্পূর্ণ মিথ্যা। কেমন করে এ বিষয়ে নীরব থাকবে? এর বিরুদ্ধে তোমাদের কর্তৃত্ব প্রয়োগ করতেই হবে।"

যৌন নৈতিকতা

আমি তাঁকে বললাম যে নেতৃস্থানীয় নারী কমরেডদের আমি এ বিষয়ে সমালোচনা করেছি, ভর্ৎসনাও করেছি। কিন্তু আমার সমালোচনার ফলে আমাকেই আবার শুনতে হয়েছে যে আমি নাকি "সোশাল ডেমোক্রেসির মতবাদ সমর্থন করছি, আর সেকেলে সংকীর্ণতার পরিচয় দিচ্ছি।"

তিনি বললেন—"জানি জানি, এ বিষয়ে আমাকেও অনেকে সংকীর্ণ বলেছে। কিন্তু আমার কাছে সে সব কথা বিরক্তিকর বলে মনে হয়। এ সব বলার মধ্যে অনেক শঠতা, অনেক সংকীর্ণতা রয়েছে। যাহোক, আমি সে সব ধীরভাবে সহ্য করছি। বুর্জোয়া ভাবধারায় ডিম থেকে সদ্যোজাত হলুদ ঠোঁটওয়ালা ক্ষুদ্র পাখিগুলো সব সময়ই ভয়ানক রকমের চালাক। তাদের কথা আমাদের ছেড়ে দিতে হবে। মনোভাবের দিক থেকে যুব আন্দোলন পর্যন্ত যৌন সমস্যার বিষয়গুলোর প্রতি আধুনিকতার ব্যাধি দ্বারা সংক্রামিত হয়েছে এবং এ বিষয়ে অতিরিক্ত আগ্রহ দেখাচ্ছে।" লেনিন আধুনিকতা শব্দটার ওপর শ্লেষাত্মক জোর দিয়ে বললেন, আর বলবার সময় মুখভঙ্গি করে উচ্চারণ করলেন ঃ "আমি এ কথা শুনেছি যে যুব সংগঠনগুলোর কাছেও যৌন সমস্যার অধ্যয়ন প্রিয় হয়ে উঠেছে। এ বিষয়ে নাকি আরও অনেক বক্তার প্রয়োজন হয়ে উঠেছে। এই রকম ভুল ধারণা যুব আন্দোলনের পক্ষে বিশেষভাবে ক্ষতিকর, খুবই বিপজ্জনক। এর দ্বারা তাদের অনেকের উত্তেজনা

বাড়তে পারে, যৌন জীবনের বাড়াবাড়ি হতে পারে, যার ফলে যুবকদের স্বাস্থ্য ও শক্তির অপচয় হবে। এর বিরুদ্ধেও তোমাদের লড়তে হবে। নারী আন্দোলন ও যুব আন্দোলনের মধ্যে যোগাযোগের অনেক সূত্র আছে। আমাদের নারী কমরেডদের নিয়মিতভাবে যুবকদের সঙ্গে কাজ করতে হবে, তার দ্বারাই মাতৃত্বের প্রভাব ব্যক্তিগত পরিধি থেকে সামাজিক পরিধির মধ্যে বিস্তারিত হবে, নিরবিচ্ছিন্ন উন্নতভাবে প্রভাব বিস্তার করবে। এবং নারীদের সামাজিক জীবনের জাগরণ, তাদের সমস্ত কাজে উৎসাহ সঞ্চার করা, যাতে তাঁরা ব্যক্তিগত গৃহসীমার সংকীর্ণতা ও পারিবারিক মনস্তত্ত্বকে বর্জন করতে পারে। আমরা এ কথায় আবার পরে আসব।"

"আমাদের এখানেও যুবকদের মধ্যে অনেকেই যৌন সমস্যার বিষয়ে বুর্জোয়া ধারণাকে সংশোধন করে নেবার জন্য আগ্রহান্বিত। এবং এ কথাও বলতে হবে যে তাদের মধ্যে আমাদের কিছু কিছু সবচেয়ে ভাল, সবচেয়ে প্রতিশ্রুতিসম্পন্ন যুবকরাও আছে। আগে তুমি যা বললে তা ঠিক। যুদ্ধ ও বিপ্লবের ফলে যে পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছে তাতে পূর্বেকার পুরোনো আদর্শের মূল্যবোধ আর নেই, বা তার প্রভাব নেই। সংগ্রামের মধ্য দিয়ে ধীরে ধীরে নতুন মূল্যবোধ দানা বেঁধে উঠছে। মানুষের সঙ্গে মানুষের সম্বন্ধ, স্ত্রী-পুরুষের সম্বন্ধ সম্পর্কে অনুভূতি ও চিন্তায় একটা বৈপ্লবিক পরিবর্তন দেখা যাচ্ছে। ব্যক্তির অধিকার ও সমগ্রের অধিকারের মধ্যে, ব্যক্তির কর্তব্য বিষয়ে নতুন সীমারেখা স্থাপিত হচ্ছে। এখনও বিষয়টা সম্পূর্ণ বিশৃঙ্খল উত্তেজনার মধ্যে রয়েছে। এখনও ঘটনার গতিপথ সুনির্দিষ্ট হয়নি, বিভিন্ন পরস্পর বিরোধী ভাবধারার মধ্য দিয়ে যে শক্তিগুলোর বিকাশ হবে তা এখন পরিষ্কার সংজ্ঞা লাভ করেনি। এটা ক্ষয় ও বৃদ্ধির খুব ধীর মন্থর, কখনও কখনও খুব বেদনাদায়ক প্রক্রিয়া। এবং বিশেষ করে যৌন সম্বন্ধ, বিবাহ ও পরিবারের বিষয়ে এ কথা সত্য। বুর্জোয়া বিবাহ প্রথার ক্ষয়িষ্ণুতা, ব্যাভিচার, বিবাহ বিচ্ছেদের দুষ্কর ব্যবস্থা, এই প্রথায় পুরুষের স্বাধীনতা ও নারীদের দাসত্ব, যৌন নৈতিকতা ও যৌন সম্বন্ধের বিষয়ে ন্যক্করজনক শঠতা সবচেয়ে সক্রিয় ও শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিদের মনকেও গভীর বিরক্তিতে ভরিয়ে দেয়।"

"সমাজের এই কুফল ও সংঘাতগুলো বুর্জোয়া বিবাহের বাধ্যবাধকতা ও বুর্জোয়া রাষ্ট্রের পারিবারিক আইনের ফলে আরও সুতীব্র হয়ে ওঠে। এ হলো 'পবিত্র সম্পত্তি ব্যবস্থা'র ফল। এতে ব্যাভিচার, অবমাননা আর নোংরামিকে

একটা পবিত্র রূপ দেওয়া হয়, এবং সৎ বুর্জোয়া সমাজের রীতিনীতির দ্বৈত-নৈতিকতা বাকিটা করে দেয়। বর্তমানে লোকে সামাজিক পচন আর মিথ্যার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করতে শুরু করেছে, এবং ব্যক্তিগত অনুভূতিও দ্রুত পরিবর্তিত হচ্ছে। যখন শক্তিশালী সাম্রাজ্যগুলো ধ্বংস হতে শুরু করেছে, পুরোনো শাসন পদ্ধতি ভেঙে যাচ্ছে, যখন একটা গোটা সামাজিক জগতই অবলুপ্ত হতে শুরু করেছে তখন সহজেই আনন্দ উপভোগ করবার আশঙ্কা ও ব্যগ্রতা বাঁধনহীন পর্যায়ে পৌঁছাতে পারে। বুর্জোয়া রীতি অনুযায়ী যৌন সম্বন্ধ ও বিবাহ পদ্ধতির ধরনগুলো অসন্তোষজনক। যৌন সম্বন্ধ ও বিবাহের ব্যাপারে প্রলেতারীয় বিপ্লবের অনুযায়ী একটা বিপ্লব এগিয়ে আসছে। একথা সহজেই অনুমান করা যায় যে এই জটিল সমস্যায় যুবকদের এবং নারীদেরও মন লিপ্ত হবে। বিশেষ করে বর্তমান দিনের যৌন সমস্যার অসুবিধাগুলোতে তাদের ভুগতে হয়। তাদের বয়সসুলভ সমস্ত প্রাবল্য নিয়েই তারা বিদ্রোহ করছে। আমরা সে কথা বুঝতে পারি। যুবকদের কাছে মঠের তপস্যা আর নোংরা বুর্জোয়া নৈতিকতার পবিত্রতার গুণ গাওয়ার চেয়ে মিথ্যে আর কিছু নেই। আর দেহে যখন স্পষ্টতই যৌবন দেখা দেয়, তখন মনেও যদি যৌন সমস্যা প্রধান চিন্তা হয়, তাহলে বিষয়টা আরও গুরুতর হয়। তার ফল কী সাংঘাতিক হয়!"

"যৌন জীবনের প্রশ্নগুলোর প্রতি যুবকদের পরিবর্তিত মনোভাবের পেছনে অবশ্য 'নীতি' ও তত্ত্বগত ভিত্তি আছে। তাদের অনেকেই নিজেদের মনোভাবকে 'বৈপ্লবিক' ও 'কমিউনিস্ট' বলে থাকেন। এবং তারা সেকথা সৎ ভাবেই বিশ্বাস করেন। এতে আমাদের মতো পুরোনো লোকদের মনে দাগ কাটে না। যদিও এ বিষয়ে আমি একজন বিষণ্ণ সন্ন্যাসী ছাড়া আর কিছুই নই—যুবকদের তথাকথিত 'নতুন যৌন জীবন'—কখনও কখনও, বুড়োদেরও—আমার কাছে প্রায়ই মনে হয় একদম বুর্জোয়া, বুর্জোয়া গণিকালয়েরই প্রসার। আমরা, কমিউনিস্টরা, ভালোবাসার স্বাধীনতাকে যেভাবে বুঝি তার সঙ্গে এর কোনো সম্বন্ধ নেই। তুমি নিশ্চয়ই এই বিখ্যাত তত্ত্ব শুনছে যে, কমিউনিস্ট সমাজে যৌন কামনা, ভালোবাসার পরিতৃপ্তি জিনিসটা নেহাতই এক গ্লাস জল খাবার মতো সরল ও গুরুত্বহীন ব্যাপারে দাঁড়াবে। এই 'এক গ্লাস জলের তত্ত্ব' আমাদের যুবকদের পাগল করে তুলেছে—ঠিক পাগলই। অনেক অল্পবয়স্ক ছেলে ও নারীদের পক্ষে এ জিনিস মারাত্মক প্রমাণিত হয়েছে। এর সমর্থকরা মনে করেন যে, এ মত মার্কসবাদী। কিন্তু যে

মার্কসবাদ সমাজের তত্ত্বমূলক মতবাদের প্রত্যেকটা বহিরাঙ্গিক ঘটনা ও পরিবর্তনের হেতু স্বরূপ সমাজের অর্থনৈতিক ভিত্তির সঙ্গে তা প্রত্যক্ষ ও আশু যোগসূত্র দেখিয়ে দেয়, সেই মার্কসবাদকে নমস্কার! বিষয়গুলো অত সোজা নয়। ফ্রেডরিক এঙ্গেলস ঐতিহাসিক মতবাদ প্রসঙ্গে তা অনেক আগেই দেখিয়ে দিয়েছেন।"

"আমি মনে করি এই 'এক গ্লাস জলের তত্ত্ব' সম্পূর্ণ অমার্কসীয় এবং উপরন্তু সমাজ-বিরোধী। শুধু যৌন জীবনের স্থূল বিষয়টা দেখলেই হবে না। এর কৃষ্টিমূলক বৈশিষ্ট্যগুলো—সেগুলো উচ্চ কি নিম্নস্তরের তা বিবেচনা করে দেখতে হবে। এঙ্গেলস তাঁর 'অরিজিন অব ফ্যামিলির' মধ্যে দেখিয়েছেন যে ব্যক্তিগত যৌন প্রেমের মধ্যে সাধারণ যৌন প্রবৃত্তির বিকাশ ও উৎকর্ষের তাৎপর্য কতখানা। পরস্পরের সঙ্গে যৌন সম্পর্ক জিনিসটা যে মনস্তত্ত্বের দিক থেকে চিন্তা বিবর্জিত, শুধুই যে সমাজের অর্থনীতি ও শারীরিক প্রয়োজনের পারস্পরিক প্রভাবের প্রকাশ তা নয়। এই সব বিষয়ের পরিবর্তনের কারণগুলো প্রত্যক্ষভাবে দেখতে চেষ্টা করা—সমগ্রভাবে তত্ত্বগত ও সমাজের অর্থনৈতিক ভিত্তির সঙ্গে এর সম্বন্ধ না দেখা হলো হেতুবাদ, মার্কসবাদ নয়। নিশ্চয়ই, তৃষ্ণা থাকবেই। কিন্তু কোনো স্বাভাবিক মানুষ, স্বাভাবিক অবস্থায় কি নর্দমায় শুয়ে পড়ে নালার নোংরা কাদা জল পান করে? অথবা অনেকের মুখের এঁটো গ্লাসের জল খায়? কিন্তু এর সামাজিক দিকটা সবচেয়ে প্রয়োজনীয়। জলপান করা জিনিসটা নিশ্চয়ই একটা ব্যক্তিগত ব্যাপার, কিন্তু প্রেমের সঙ্গে দুটো জীবন জড়িত! এবং আর একটা তৃতীয় নতুন জীবনও আসে। এটাই এর সামাজিক দিক এবং এর থেকেই সমাজের প্রতি দায়িত্বও এসে যায়।"

"একজন কমিউনিস্ট হিসেবে 'এক গ্লাস জলের তত্ত্বের' প্রতি আমার বিন্দুমাত্রও সহানুভূতি নেই। যদিও এর শিরোনামটা চমৎকার—'প্রেমের পরিতৃপ্তি'। যাইহোক প্রেমের এইরকম মুক্তি নতুনও নয়, আর একে কমিউনিস্টও বলা যায় না। তোমার মনে পড়বে যে গত শতাব্দীর মাঝামাঝি রোমান্টিক সাহিত্যের এই জিনিসকেই 'হৃদয়ের মুক্তি' বলে প্রচার করা হয়েছিল। বুর্জোয়াদের হাতে তা দেহের মুক্তিতে পরিণত হলো। এখানকার চেয়ে সেই সময়কার প্রচার বুদ্ধিমানের মতো হয়েছিল। আর কার্যক্ষেত্রে এমন কী তফাত হয়েছে, তা আমি বুঝে উঠতে পারি না। আমি আমার সমালোচনা দ্বারা সন্ন্যাস ধর্ম প্রচার করতে চাই না। কোনো মতেই না। কমিউনিজম সন্ন্যাস ধর্ম আনবে না—আনবে জীবনের আনন্দ, জীবনের শক্তি,

আর তা পরিতৃপ্ত প্রেমের জীবন আনতেও সাহায্য করবে। কিন্তু আমার মতে বর্তমানে যৌন বিষয়গুলোর বিস্তারিত আতিশয্যে জীবনের আনন্দ ও শক্তি আসে না বরং কমে যায়। বিপ্লবের যুগে তা ভাল নয়—খুবই খারাপ।"

"যুবকদের জন্য বিশেষ করে জীবনের আনন্দ ও শক্তি চাই। স্বাস্থ্যকর খেলা, সাঁতার, দৌড়োনো, হাঁটা, সব রকমের শারীরিক ব্যায়াম এবং বুদ্ধিবৃত্তি উৎকর্ষের বহুমুখী আকর্ষণ চাই। যতটা সম্ভব সাধারণভাবে পড়া, অধ্যয়ন করা, প্রশ্ন করা দরকার। এর থেকে, অনবরত যৌনতত্ত্ব, যৌন সমস্যা নিয়ে আলোচনার চেয়ে, আর তথাকথিত 'সম্পূর্ণভাবে বেঁচে থাকা'র চেয়ে যুবকদের বেশি লাভ হবে। স্বাস্থ্যবান শরীর, স্বাস্থ্যবান মন। মঠের সন্ন্যাসীও নয়, ডন জুয়ানও নয়। আবার জার্মান সঙ্কীর্ণতার মাঝামাঝি মনোভাবও নয়। জানো যুবক কমরেড কে? একজন চমৎকার, অত্যন্ত বুদ্ধিমান ছেলে, তবুও আমার ভয় যে তার দ্বারা কিছুই ভাল কাজ হবে না। সে একটা প্রেমের ব্যাপার থেকে আর একটায় টালমাটাল খেয়ে বেড়ায়। তার দ্বারা রাজনৈতিক সংগ্রাম হবে না, বিপ্লব হবে না। আর যে সব নারী তাদের ব্যক্তিগত রোমান্সের সঙ্গে রাজনীতিকে গুলিয়ে ফেলে তাদের ওপর যে কতটা নির্ভর করা চলে, আর তাদের সংগ্রাম নিষ্ঠাও যে কতখানা তা আমি হলপ করে বলতে পারি না। আর যে সব ছেলেরা প্রত্যেক মেয়ের পেছনেই ছোটে, আর প্রত্যেক যুবতী মেয়েরই ফাঁদে পড়ে, তাদের কথা বলতে পারি না। না না, তাদের সঙ্গে বিপ্লবের সম্বন্ধ নেই।"

"বিপ্লব দাবি করে অভিনিবেশ-শক্তির বৃদ্ধি—জনগণের কাছ থেকে, ব্যক্তির কাছ থেকে। দ্য অ্যানুনজিও—(D' Annunzio) ক্ষয়িষ্ণু নায়ক-নায়িকাদের পক্ষে যা স্বাভাবিক, সেই রকম প্রমোদোন্মাদ অবস্থা বিপ্লব কখনও সহ্য করতে পারে না। যৌন জীবনে লাম্পট্য হলো বুর্জোয়া বৈশিষ্ট্য—ক্ষয়ের লক্ষণ। প্রলেতারীয় একটা উদীয়মান শ্রেণি। এদের পক্ষে নিস্তেজক বা উত্তেজক ওষুধের দরকার হয় না। যৌন আতিশয্য বা মাদকদ্রব্য কোনো উত্তেজকেরই প্রয়োজন নেই। এরা কখনই ভুলবে না—কিছুতেই ভুলবে না ধনতন্ত্রের লজ্জা, ক্লেদ, ক্রূরতা। শ্রেণির অবস্থা থেকে কমিউনিস্ট আদর্শ থেকেই তারা সংগ্রাম করার সবচেয়ে বেশি প্রেরণা লাভ করে।"

"সব কথা স্পষ্ট করে বোঝা দরকার—স্পষ্ট, খুব স্পষ্ট। সুতরাং আমি আবার বলি, এই শক্তিকে দুর্বল করে দেওয়া চলবে না, শক্তির অপচয় ও শক্তিক্ষয় চলবে

না। প্রেমের ক্ষেত্রেও আত্মসংযম, আত্মশৃঙ্খলা দাসত্ব নয়। কিন্তু ক্লারা, আমাকে ক্ষমা করো, আমি আমাদের আলোচনার সূত্র থেকে অনেক দূরে চলে এসেছি। তুমি আমাকে বলনি কেন? মনের সঙ্গে সঙ্গে আমার জিভ ছুটে চলেছে। আমাদের যুবকদের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে আমি গভীরভাবে ভাবছি। এ হলো বিপ্লবের একটা অংশ। এবং এই ক্ষতিজনক মনোভাবগুলো যদি দেখা যায়, সেগুলো যদি বুর্জোয়া সমাজের থেকে বিপ্লবের জগতে গুঁড়ি মেরে মেরে আসে—যেমন অনেক আগাছার শিকড় ছড়িয়ে পড়ে—তাড়াতাড়ি সেগুলোকে লড়াই করে শেষ করে দেওয়া ভালো। এই প্রশ্নগুলো নারী সমস্যার অংশ।"

সংগঠনের নীতি

ঘড়ির দিকে এক পলক তাকিয়ে লেনিন বললেন ঃ "তোমার জন্য যতটা সময় দেব ভেবেছিলাম ইতিমধ্যেই তার অর্ধেক কেটে গেল, আমি বকেই চলেছি। নারীদের মধ্যে কমিউনিস্টদের কাজের কর্মসূচী তোমাকে ঠিক করতে হবে। চটপট বল, তুমি কি ধরনের কর্মসূচী ভেবেছ?"

আমি সংক্ষেপে সে কথা বললাম। লেনিন বাধা না দিয়ে বারে বারে মাথা নাড়লেন। আমার কথা শেষ হলে প্রশ্নসূচকভাবে তাঁর দিকে তাকালাম।

তিনি বললেন, "ঠিক। আমি শুধু কয়েকটা প্রধান প্রধান বিষয়ে বলতে চাই—যে বিষয়ে তোমার মতের সঙ্গে আমার মিল আছে। আমার মনে হয়, সেগুলো আমাদের বর্তমান প্রচার ও আন্দোলনের পক্ষে প্রয়োজনীয়, যদি তা কাজে ও সফল সংগ্রামে পরিণত হয়।"

"বক্তব্য বিষয় থেকে এ কথা পরিষ্কার হওয়া চাই যে নারীদের প্রকৃত স্বাধীনতা কেবলমাত্র কমিউনিজম-এর মারফতই আসতে পারে। নারীদের সামাজিক ও মানবিক অবস্থা আর উৎপাদনের উপায়ের ওপর ব্যক্তিগত মালিকানার সঙ্গে যে অবিচ্ছেদ্য সম্বন্ধ সে কথা দৃঢ়ভাবে তুলে ধরতে হবেই। তার থেকেই আমাদের নীতি আর নারীবাদ-এর মধ্যে স্পষ্ট ও মৌলিক পার্থক্য বোঝা যাবে এবং এর দ্বারা নারীদের প্রশ্নকে সামাজিক প্রশ্নের, শ্রমিক সমস্যার অংশ হিসেবেই বুঝবার ভিত্তি তৈরি হবে। সুতরাং এই প্রশ্নকে প্রলেতারীয় শ্রেণি সংগ্রাম ও বিপ্লবের সঙ্গে দৃঢ়ভাবে জড়াতে হবে। কমিউনিস্ট নারীদের আন্দোলনকে একটা গণ-আন্দোলন, সাধারণ গণ-আন্দোলনের অংশ হতেই হবে। শুধু প্রলেতারীয়দের নয়, সমস্ত শোষিত ও

নির্যাতিতদের—ধনতন্ত্র বা অন্য কিছুর শিকার যারা তাদেরই। তার মাঝেই প্রলেতারীয় শ্রেণি সংগ্রামের তাৎপর্য এবং তার ঐতিহাসিক সৃষ্টি—কমিউনিস্ট সমাজ আছে। আমরা প্রকৃতই গর্বের সঙ্গে এ কথা বলতে পারি যে আমাদের পার্টিতে, কমিউনিস্ট ইন্টারন্যাশনালে বিপ্লবী নারীজাতির ফলগুলো রয়েছে। কিন্তু সে কথাই যথেষ্ট নয়। গ্রাম ও শহরের হাজার হাজার নারী শ্রমিকদের আমাদের দিকে জয় করে আনতেই হবে। তাদের জয় করে আনতে হবে আমাদের সংগ্রামের জন্য এবং বিশেষত কমিউনিজম-এর দিকে সমাজের রূপান্তরের জন্য। নারীদের ছাড়া কোনো সত্যিকারের গণ-আন্দোলনই হতে পারে না।"

"আমাদের তত্ত্বগত বোধ থেকেই সংগঠনের নীতিগুলো উদ্ভূত হয়। নারীদের জন্য বিশেষ সংগঠন নয়, ঠিক একজন পুরুষের মতোই একজন নারী কমিউনিস্ট পার্টির একজন সভ্য। তার সমান অধিকার, সমান কর্তব্য। তবুও এদিকে আমাদের চোখ বন্ধ করে থাকলে চলবে না যে সাধারণ নারী শ্রমিকদের উদ্বুদ্ধ করবার, তাদের পার্টির সঙ্গে যুক্ত করবার, তাদের পার্টির প্রভাবে রাখবার বিশেষ দায়িত্ব পালনের জন্য সংগঠন, কর্মী গ্রুপ, কমিশন, কমিটি, ব্যুরো বা যা বলো, রাখতেই হবে। এ অবশ্য তাদের মধ্যে নিয়মিত কাজের জন্যই প্রয়োজন। আমরা যাদের উদ্বুদ্ধ করি ও জয় করি, তাদের শিক্ষিত করে তুলতেই হবে। কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বে শ্রেণি সংগ্রামের জন্য তাদের প্রস্তুত করে তুলতেই হবে। আমি শুধু প্রলেতারীয় নারীদের কথাই ভাবছি না—কারখানাতেই কাজ করুক, আর বাড়িতেই কাজ করুক, সব নারীদের কথাই ভাবছি। গরিব কৃষক নারী, মধ্যবিত্ত নারী—তারাও ধনতন্ত্রের শিকার এবং এ কথা যুদ্ধের পর থেকে আরও বেশি করে বলা যায়। এইসব নারীদের অরাজনৈতিক অসামাজিক পশ্চাদপদ মানসিক অবস্থা তাদের কর্মক্ষেত্রের বিচ্ছিন্ন পরিধি, তাদের জীবনের সমগ্র ধরন-ধারণ—এ সবই বাস্তব। সেগুলোকে এড়িয়ে যাওয়া অসম্ভব—একেবারেই অসম্ভব। তাদের মধ্যে কাজ চালিয়ে যাবার জন্য প্রয়োজন উপযোগী সংগঠন, বিশিষ্ট প্রচার পদ্ধতি এবং সংগঠনের ধরন, তার নাম নারীবাদ নয়—এই হলো কার্যকরী বাস্তব, বৈপ্লবিক প্রয়োজন।"

আমি লেনিনকে বললাম যে আমাকে তাঁর কথা প্রভূত উৎসাহ দিয়েছে। অনেক কমরেড, ভাল ভাল কমরেড পর্যন্ত জোরের সঙ্গে আপত্তি করে বলেছেন যে নারীদের মধ্যে নিয়মিত কাজের জন্য আলাদা সংগঠন থাকা উচিত নয়।

"এ কোনো নতুন কথাও নয়, আর এর থেকে কিছু প্রমাণও হয় না" লেনিন বললেন, "তুমি নিশ্চয়ই এর দ্বারা বিভ্রান্ত হয়েছ। আমাদের পার্টিতে নারীদের সংখ্যা কখনও পুরুষদের মতো হয়নি কেন—সোভিয়েত রাশিয়াতে কখনও হয়নি কেন? ট্রেড ইউনিয়নের মধ্যে সংগঠিত নারী শ্রমিকদের সংখ্যা এত কম কেন? এই সব ঘটনাই আমাদের চিন্তার খোরাক যোগাবে। আমাদের সাধারণ নারীদের মধ্যে কাজের জন্য আলাদা সংগঠনের প্রয়োজনীয়তা বাতিল করার চিন্তাটা কমিউনিস্ট লেবার পার্টির অতিরিক্ত আদর্শনিষ্ঠ ও উগ্র বন্ধুদের ধারণার মতোই। তাদের মতে সংগঠনের রূপ থাকবে একটাই—শ্রমিক ইউনিয়ন। আমি তাদের জানি। যখনই চিন্তার দৈন্য দেখা দেয় অনেক বিভ্রান্তমনা বিপ্লবী নীতির দোহাই পাড়ে। যখন গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাগুলোর প্রতি মনের দরজা বন্ধ থাকে তখন এই অবস্থা হয়। এই সব 'পবিত্র নীতি'র অভিভাবকেরা তাদের ধারণার সঙ্গে আমাদের ওপর ঐতিহাসিকভাবে যে বৈপ্লবিক নীতি ন্যস্ত হয়েছে তার সামঞ্জস্য করে কি ভাবে? কঠিন অনিবার্য প্রয়োজনের সময় এই ধরনের সব কথাবার্তার কোনো দামই থাকে না। যতক্ষণ না হাজার হাজার নারী আমাদের সঙ্গে আসছে আমরা প্রলেতারীয় একনায়কত্ব কার্যকরী করে তুলতে পারি না, কমিউনিজম-এর নীতিতে গঠনকার্য করতে পারি না। তাদের মধ্যে যাবার পথ বের করতেই হবে। সে পথ বের করবার জন্য আমাদের অধ্যয়ন করতেই হবে, চেষ্টা করতেই হবে।"

এই মুহূর্তের দাবি

"সেই জন্য নারীদের উপযোগী দাবিগুলো তুলে ধরা আমাদের কর্তব্য। দ্বিতীয় আন্তর্জাতিকের সোশাল ডেমোক্রাটদের মতানুযায়ী এটা একটা সংস্কারমূলক কর্মসূচী নয়, এটা একটা ন্যূনতম কার্যসূচী নয়। নারীদের দাবির কথা বললে এ কথা বোঝায় না যে বুর্জোয়া শাসন ও বুর্জোয়া রাষ্ট্র চিরস্থায়ী বা দীর্ঘস্থায়ী হবে বলে বিশ্বাস করি। সংস্কারমূলক কাজ দ্বারা নারীদের তোষণ করা বা তাদের বিপ্লবী সংগ্রাম থেকে সরিয়ে নেওয়াও বোঝায় না। তাও নয়, আবার অন্য কোনো রকম সংস্কারবাদী প্রতারণাও নয়। আমাদের দাবিগুলো বাস্তব সিদ্ধান্ত। এগুলো জ্বলন্ত প্রয়োজন থেকে, বুর্জোয়া সমাজে নারীদের অবমাননা থেকে, তাদের অসহায়, অধিকারহীন অবস্থা থেকে উদ্ভূত। এর থেকে আমরা দেখাচ্ছি যে, আমরা এই দাবিগুলো স্বীকার করি এবং আমরা নারীদের অবমাননা ও পুরুষের সুবিধা সম্বন্ধে সচেতন। আমরা ঘৃণা করি—হ্যাঁ, যা কিছু নারী শ্রমিকদের, গৃহিণীদের, কৃষক

নারীদের, ছোট ব্যবসায়ীদের স্ত্রীদের এবং অনেক ক্ষেত্রে সম্পন্ন শ্রেণির নারীদের নির্যাতন এবং শোষণ করে, সে সব জিনিসকেই আমরা ঘৃণা করি এবং বর্জন করি। বুর্জোয়া সমাজের কাছ থেকে আমরা নারীদের জন্য যে অধিকারগুলো ও সামাজিক আইনের দাবি করি, তা থেকেই বোঝা যায় যে আমরা নারীদের অবস্থা ও স্বার্থ বুঝি এবং প্রলেতারীয় একনায়কত্বের সময় আমরা সেগুলো বিবেচনা করব। অবশ্য তাদের কর্মদক্ষতা সংস্কারবাদীদের মতো শিথিল করে দেব না। তাদের একঘেয়ে কাজের মধ্যে আটকে রাখব না। না, কখনই না। বিপ্লবীদের মতো আমরা নারীদের আহ্বান জানাব সমানভাবে পুরোনো অর্থনীতি ও ভাবধারার বিবর্তন সাধন করতে।"

আমি লেনিনকে বললাম যে তাঁর মতের সঙ্গে আমার মিল আছে। কিন্তু বাধা নিশ্চয়ই আসবে। এ কথাও অস্বীকার করা যায় না যে নারীদের আশু দাবিগুলো ভুলভাবেও তৈরি ও প্রকাশ করা হয়ে যেতে পারে।

"বাজে কথা।" লেনিন প্রায় রাগতভাবেই বলে উঠলেন, 'আমরা যা কিছু করি বা বলি তার সব কিছুতেই সে বিপদ আছে। যদি আমরা এই ভয়ে যা ঠিক ও প্রয়োজন তা করতে নিরত হই, তবে আমরা হয়তো চূড়ায় উপবিষ্ট ভারতীয় যোগীতে পরিণত হব। কোনো কাজকর্মের দরকার নেই, উঁচু স্তম্ভের মাথায় বসে শুধু নীতি ও আদর্শ নিয়ে চিন্তা করো। ঠিকই, আমাদের শুধু দাবিগুলোর বিষয়বস্তুর কথা ভাবলেই চলবে না, সেগুলো কিভাবে উপস্থিত করা হবে তাও দেখতে হবে। আমি ভেবেছিলাম যে সে কথা আমি যথেষ্ট পরিষ্কার করে বলেছি। অবশ্য যান্ত্রিকভাবে মালা জপ করবার মতো করে আমাদের দাবিগুলো বলে গেলেই হবে না। না, বর্তমান পরিস্থিতি অনুযায়ী যখন যা সম্ভব তখন সেই দাবির জন্য সংগ্রাম করতে হবে। এবং প্রলেতারীয় সাধারণের স্বার্থের সঙ্গে যুক্ত করে কাজ করতে হবে।"

"এই রকম প্রতিটা সংগ্রাম সম্মানিত বুর্জোয়া সম্পর্কের বিরুদ্ধে আমাদের দাঁড় করায়, আর আমাদের নিয়ে আসে এই সম্পর্কের সমর্থক সংস্কারবাদী (এদের সম্মানও কম নয়) মোসাহেবদের বিরুদ্ধে। এই সংগ্রাম আমাদের সঙ্গে সঙ্গে আমাদের নেতৃত্বে তাদের লড়াই করতে বাধ্য করে—যা তারা করতে চায় না—অথবা তাদের প্রকৃত চেহারাগুলো এই সংগ্রামের মধ্য দিয়ে ফুটে বেরোয়। অর্থাৎ সংগ্রামের মধ্য দিয়েই আমাদের সঙ্গে অন্য পার্টিদের তফাত পরিষ্কার হয়ে যায়,

আমাদের কমিউনিজম স্পষ্ট হয়ে ওঠে। এতদ্দ্বারা আমরা সেইসব সাধারণ নারীদের বিশ্বাস অর্জন করতে পারি—যারা পুরুষের কর্তৃত্ব দ্বারা, মালিকের ক্ষমতার দ্বারা, সমগ্র বুর্জোয়া সমাজের দ্বারা শোষিত, দাসত্ব বন্ধনে আবদ্ধ, নির্যাতিত হয়ে থাকে। সবার কাছ থেকে বিশ্বাসঘাতকতা পেয়ে ও সবার দ্বারা পরিত্যক্ত হয়ে নারী শ্রমিকরা বুঝতে পারবে যে আমাদের সঙ্গে সঙ্গে তাদের সংগ্রাম করতেই হবে।"

"আমায় কি আবাব শপথ করে বলতে হবে অথবা তোমাকেই শপথ করে বলতে হবে যে নারীদের দাবির জন্য আমাদের যে সংগ্রাম, তা ক্ষমতা দখলের সঙ্গে, প্রলেতারীয় একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠার সঙ্গে জড়িত করতেই হবে। বর্তমানে এই আমাদের মোট কথা। একথা স্পষ্ট, খুবই স্পষ্ট। রাষ্ট্র ক্ষমতা দখলের দাবি—এই একটা মাত্র দাবিই সর্বদা তুলে ধরলে এর সংগ্রামে নারী-শ্রমিক কিন্তু অনিবার্যভাবে অংশগ্রহণ করবার প্রেরণা পাবে না, তা সে দাবি যত করেই প্রচার করা হোক না কেন। না, না, তা নয়—আমাদের দাবির সঙ্গে তাদের নিজেদের দুঃখ কষ্টের, প্রয়োজনের এবং আকাঙ্ক্ষার যে রাজনৈতিক সম্বন্ধ আছে, সে সম্পর্কে তাদের সচেতন করে তুলতে হবে। তাদের বোঝা দরকার যে প্রলেতারীয় একনায়কত্বের অর্থ তাদের কাছে কি : পুরুষের সঙ্গে আইনের চোখে, বাস্তব ক্ষেত্রে, পরিবারে, রাষ্ট্রে, সমাজে সম্পূর্ণ সমান অধিকার, বুর্জোয়া ক্ষমতার অবসান।"

আমি বাধা দিয়ে বললাম—"সোভিয়েত রাশিয়াই তা দেখিয়ে দিচ্ছে।"

"আমাদের শিক্ষার মধ্যে এ এক মস্ত বড় উদাহরণ হবে" লেনিন বলে চললেন, "সোভিয়েত রাশিয়া আমাদের নারীদের জন্য দাবিগুলোকে নতুন আলোকে তুলে ধরে। সে দাবিগুলো প্রলেতারিয়েত একনায়কত্বে প্রলেতারীয় এবং বুর্জোয়াদের মধ্যে সংগ্রামের বিষয়বস্তু নয়। তারা কমিউনিস্ট সমাজের কাঠামোর অংশ—এ দ্বারা অন্য দেশের নারীজাতির কাছে প্রলেতারিয়েতের ক্ষমতা দখলের চূড়ান্ত গুরুত্ব সূচিত হয়। বিশেষ জোর দিয়ে এই পার্থক্যটা বলা দরকার যাতে নারীরা প্রলেতারীয় বিপ্লবী শ্রেণি সংগ্রামে যোগ দেয়। কমিউনিস্ট পার্টিগুলোর পক্ষে এবং তাদের জয়ের জন্য তাদের নীতি সম্পর্কে পরিষ্কার ধারণা ও দৃঢ় সংগঠনের ভিত্তিতে তাদের সমবেত করা একান্তই প্রয়োজন। কিন্তু আমরা যেন নিজেদের প্রতারণা না করি। এখনও পর্যন্ত আমাদের জাতীয় অংশগুলোর মধ্যে এ বিষয়ে সঠিক ধারণার অভাব রয়েছে। যখন কমিউনিস্ট নেতৃত্বে নারী শ্রমিকদের গণ-আন্দোলন সৃষ্টি করবার কাজ পড়ে রয়েছে, তখন তারা আলস্যে সময় কাটিয়ে

দিচ্ছে। তারা বুঝতে পারে না যে এইরকম একটা গণ আন্দোলন গড়ে তোলা ও তার ব্যবস্থা করা সমগ্র পার্টির কাজেরই একটা গুরুত্বপূর্ণ অংশ, বাস্তবিকই, পার্টির সাধারণ কাজের অর্ধেক। একটা শক্তিশালী স্বচ্ছ কমিউনিস্ট নারী আন্দোলনের প্রয়োজনীয়তা ও তার মূল্য সম্বন্ধে তাদের সাময়িক স্বীকৃতি কেবলমাত্র নিস্পৃহ ও মৌখিক স্বীকৃতি, এর প্রতি সদা সর্বদা তাদের দৃষ্টি ও দায়িত্ব বোধ নেই।"

আর পুরুষরা?

"নারীদের মধ্যে প্রচার আন্দোলনের কাজকে, তাদের জাগ্রত ও বিপ্লবী করে তোলায় কাজকে যেন সাধারণ বিষয়ের মতো ধরা হয়। এটা যেন কেবলমাত্র নারী কমরেডদেরই ব্যাপার। এদিকে কাজ আরও তাড়াতাড়ি, আর জোরের সঙ্গে এগোচ্ছে না বলে শুধুমাত্র তাদেরই ভর্ৎসনা করা হয়। ভুল, খুবই ভুল। আসলে স্বাতন্ত্র্যবাদ। ফরাসীরা যাকে বলে উল্টোধারা-নারীবাদ। আমাদের জাতীয় অংশের ভুল দৃষ্টিভঙ্গির ভিত্তি কি? চূড়ান্ত বিশ্লেষণে দেখা যাবে তা নারীদের ও তাদের কাজকে ছোট করে দেখা ছাড়া আর কিছুই নয়। হ্যাঁ, নিশ্চয়ই! দুর্ভাগ্যবশত আমাদের অনেক কমরেডের বিষয়েই এ কথা বললে সত্য হবে যে, 'একটা কমিউনিস্ট-এর গায়ে নখের আঁচড় দিয়ে দেখ, তার সংকীর্ণমনা চেহারা বেরিয়ে পড়বে।' অবশ্য নরম জায়গায় আঁচড় দিয়ে দেখতে হবে—নারীদের বিষয়ে তাদের মনোভাব কী। কেমন করে নারীরা ক্ষুদ্র একঘেয়ে ঘরকন্নার কাজে জরাজীর্ণ হয়ে যায়, তাদের শক্তি ও সময় বিক্ষিপ্ত ও বিনষ্ট হয়, তাদের মন সংকীর্ণ ও বিস্বাদ হয়ে পড়ে, তাদের নিঃশ্বাস মন্থর হয়ে আসে, ইচ্ছাশক্তি দুর্বল হয়ে পড়ে, তা দেখেও পুরুষরা নারীদের নীরব আত্মদান ভোগ করে আসছে। এর চেয়ে সংকীর্ণ মনের বড় প্রমাণ আর কি হতে পারে? অবশ্য আমি সেই সব বুর্জোয়া নারীদের কথা বলছি না যারা চাকরদের ওপর ঘরকন্নার সব দায়িত্ব ঠেলে দেয়—এমন কি ছেলেপিলেদের দেখাশোনা করার দায়িত্বও। আমি যা বলছি তা বেশির ভাগ নারীদের পক্ষে খাটে, শ্রমিকদের স্ত্রীদের পক্ষে এবং যারা সারাদিন কারখানায় খাটে, তাদের পক্ষেও খাটে।"

"সুতরাং অতি অল্প লোকই—এমন কি প্রলেতারীয়দের মধ্যেও খুব কম লোকই বোঝে যে, যদি তারা 'মেয়েদের কাজে' একটু সাহায্য করে তবে কতখানি কষ্ট কমাতে, এমনকি অনেকটা দূর করতেও পারে। কিন্তু না, তা হলো 'পুরুষের অধিকার ও মর্যাদার' প্রতিকূল! তারা তাদের শান্তি ও আরাম চায়। নারীর ঘরোয়া জীবন হলো সামান্য সামান্য বিষয় নিয়ে হাজার রকমের প্রতিদিনের আত্মত্যাগ।

এখনও পুরুষের আগেকার প্রভুত্বের অধিকার গোপনে গোপনে বেঁচে আছে। তার দাসীও গোপনে প্রতিশোধ নেয়। পুরুষের আনন্দ নারীদের পশ্চাৎপদতার দরুন, পুরুষের বৈপ্লবিক আদর্শের কথা তাদের না বোঝানোর দরুন কমে যায় ও সংগ্রামের দৃঢ়তা শিথিল হয়ে আসে। তারা ক্ষুদ্র কীটের মতো অলক্ষিতে, ধীরে অথচ নিশ্চিতরূপে পচন ধরায় ও ক্রমশ ক্ষয় করে। শ্রমিকের জীবন আমি জানি এবং কেবলমাত্র বই থেকেই নয়। নারীদের মধ্যে আমাদের কমিউনিস্টদের কাজ, আমাদের রাজনৈতিক কাজ, পুরুষদের মধ্যে অনেক শিক্ষামূলক কাজ পর্যন্ত বিস্তৃত। পার্টির মধ্যে এবং জনগণের মধ্যে থেকে পুরোনো 'প্রভুত্বের' ধারণা শেষ পর্যন্ত, তার ক্ষুদ্রতম অংশ পর্যন্ত নির্মূল করতেই হবে। নারী শ্রমিকদের মধ্যে পার্টির কাজ চালিয়ে যাবার জন্য, নীতি ও কাজের দিক থেকে সুশিক্ষিত পুরুষ ও নারী কমরেডদের কর্মীদল গঠন করবার কাজটা যেমন জরুরী, এটাও ঠিক তেমনই আমাদের অন্যতম রাজনৈতিক কাজ।"

নতুন জীবন গঠনে অযুত মানুষ

এ বিষয়ে সোভিয়েত রাশিয়ার অবস্থা সম্বন্ধে আমার প্রশ্নের উত্তরে লেনিন বললেন : "অবশ্য, পুরুষ ও নারীর মধ্যে পশ্চাৎপদ ধারণা দূর করতে পুরোনো অকমিউনিস্ট মানসিকতা ধ্বংস করবার চেষ্টার দিক থেকে প্রলেতারীয় একনায়কত্বের সরকার কমিউনিস্ট পার্টি ও ট্রেড ইউনিয়নগুলোর সঙ্গে মিলিত হয়ে যথাসাধ্য করছে। আইনের দিক থেকে স্বভাবতই পুরুষ ও নারীর সমান অধিকার রয়েছে এবং সর্বত্রই এই সমান অধিকার কার্যে পরিণত করার জন্য আন্তরিক ইচ্ছার প্রমাণ দেখা যায়। আমরা নারীদের সামাজিক অর্থনীতির মধ্যে আইন প্রণয়ন ও রাষ্ট্রীয় কাজকর্মের মধ্যে নিয়ে আসছি। সমস্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর দ্বার তাদের কাছে উন্মুক্ত—যাতে তারা তাদের জীবিকা অর্জনের যোগ্যতা, সামাজিক যোগ্যতা বৃদ্ধি করতে পারে। আমরা সাধারণ রান্নাঘর, যৌথ রন্ধনশালা ও আহার গৃহ, ধোপাখানা ও মেরামতের দোকান, শিশু বিদ্যালয়, কিন্ডারগার্টেন, শিশু প্রতিষ্ঠান ও সমস্ত রকমের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপন করছি। সংক্ষেপে, আলাদা আলাদা ঘরকন্নার অর্থনৈতিক ও শিক্ষামূলক কাজকর্মগুলোকে সামাজিক দায়িত্বে পরিণত করার কর্মসূচী আমরা গুরুত্বের সঙ্গে কাজে পরিণত করছি। তার অর্থ দাঁড়াবে সাবেকি ঘরকন্নার একঘেয়েমি থেকে ও পুরুষের ওপর নির্ভরশীলতা থেকে নারীদের মুক্তিলাভ। তার দ্বারা নারীরা সম্পূর্ণরূপে তাদের নিজেদের প্রতিভা, ক্ষমতা ও আগ্রহ কাজে ব্যবহার

করতে সমর্থ হবে। শিশুরাও বাড়ি অপেক্ষা অনেক ভাল অবস্থায় মানুষ হচ্ছে। আমাদের নারী শ্রমিকদের জন্য যে রক্ষশমূলক আইন আছে তা পৃথিবীর অন্য সব দেশের আইনের চেয়ে বেশি অগ্রগামী, এবং সংগঠিত শ্রমিকরা সরকারী কর্মচারীরা সেগুলো কার্যকরী করে। আমরা প্রসূতি হাপাতাল খুলছি, মা ও শিশুদের জন্য প্রতিষ্ঠান খুলছি, মাতৃ শিক্ষাসদন খুলছি, শিশুপালন সম্বন্ধে বক্তৃতার ব্যবস্থা করছি, মা ও শিশুদের যত্ন কি করে নিতে হয় সে সম্বন্ধে প্রদর্শনী এবং এই রকম অনেক কিছুর ব্যবস্থা করছি। বেকার এবং সংস্থানহীন নারীদের ভরণপোষণের জন্য আমরা অত্যন্ত গুরুত্বের সঙ্গে চেষ্টা করছি।"

"আমরা এ কথা পরিষ্কার বুঝতে পারি যে নারী শ্রমিকদের প্রয়োজনের তুলনায় এ সব কিছুও যথেষ্ট নয়—তাদের প্রকৃত স্বাধীনতার জন্য যা কিছু প্রয়োজন তার থেকে এ অনেক অনেক কম। কিন্তু তবুও জার ধনতন্ত্রের অবাধ শাসন চলছে সে সব দেশের তুলনাতেও এ অনেকখানি বেশি। আমাদের শুভ সূচনা সঠিক দিকে শুরু হয়েছে এবং আমরা আরও অনেক উন্নতি করব। বিশ্বাস কর, আমরা আমাদের সমস্ত শক্তি দিয়ে তা করব। সোভিয়েত রাষ্ট্রের অস্তিত্বের প্রতিটি দিনই বেশি করে স্পষ্টভাবে প্রমাণ করছে যে নারীদের ছাড়া আমাদের অগ্রগতি অসম্ভব।"

অগাস্ট বেবেল

অগাস্ট বেবেল

একজন শ্রমিক এবং মার্কসবাদী বিপ্লবী, জার্মান সোশাল ডেমোক্রেসির সহ-প্রতিষ্ঠাতা, উইলহেলম্‌ লিবনেক্ট-এর সাথে ১৮৬৯ সালে এই সংগঠনের প্রতিষ্ঠা করেন। ১৮৬৭ সাল থেকে তিনি রাইখস্ট্যাগের সদস্য ছিলেন। ১৮৭২ সালে ফ্র্যাঙ্কো জার্মান যুদ্ধের বিরোধীতার জন্য দুবছর কারাবন্দী ছিলেন। তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থগুলোর অন্যতম 'আমার জীবন থেকে' আর 'নারী এবং সমাজতন্ত্র'। নারীর অধিকার বিষয়ক বক্তব্যে তিনি তাঁর যুগে পথিকৃৎ ছিলেন।

ব্যক্তির মুক্ত বিকাশ—কমিউনিস্ট রান্নাঘর

খাদ্যের ক্ষেত্রে বলা যেতে পারে যে, পরিমাণের দিকের চেয়ে গুণগতদিকের গুরুত্ব অনেক বেশি : খাদ্যে যদি গুণই না থাকে পরিমাণ বেশি হলেও লাভ হয় না। খাদ্যের প্রস্তুত প্রণালীর সাহায্যে গুণগত মান অনেকটা বৃদ্ধি করা যায়। খাদ্য থেকে সবচেয়ে ভালো ফল পেতে চাইলে মানুষের অন্য সব ক্রিয়াকলাপের মতো খাদ্য প্রস্তুত প্রণালীতেও বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির প্রয়োগ করতে হবে। তার জন্য চাই জ্ঞান এবং প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি। আমাদের নারীদের ওপরই প্রধানত এই খাদ্য প্রস্তুত করার দায়িত্ব দেওয়া আছে, যদিও তাদের মধ্যে এর জন্য প্রয়োজনীয় জ্ঞানের অভাব, যা থাকা সম্ভব নয় তা ইতিমধ্যেই প্রমাণিত।

বড়ো ক্যাটারিং প্রতিষ্ঠানে স্বয়ংক্রিয় যন্ত্রপাতি এমনকি বর্তমান সময়েই এমন একটা নিখুঁত স্তরে পৌঁছে গেছে যে, সেরা যন্ত্রপাতিতে সজ্জিত গার্হস্থ্য রান্নাঘর তার সমকক্ষ হতে পারে না। উত্তাপ এবং আলোর জন্য বৈদ্যুতিক ব্যবস্থায় সজ্জিত একটা রান্নাঘর হল আদর্শ ব্যবস্থা। ধোঁয়াহীন, অতিরিক্ত তাপহীন, বাষ্পহীন, এই রান্নাঘরকে একটা কাজের ঘরের থেকে বৈঠকখানা বলে বেশি মনে হয়, যেখানে সব ধরনের কাজের যন্ত্রপাতি সবচেয়ে অপ্রীতিকর, সময়সাপেক্ষ কাজগুলো অনায়াসে করে দেয়। আলু এবং ফলের খোসা ছাড়ানোর জন্য, ফলের আঁটি ছাড়ানোর জন্য, সসেজ জমানোর জন্য, চর্বি ছাড়ানোর জন্য, মাংস কাটা, ভাজা ও রোস্ট করার জন্য, কফি এবং মসলাকে গুঁড়ো করার জন্য, রুটি ফালি করার জন্য, বরফ গুঁড়ো করার জন্য, ছিপি খোলার যন্ত্র এবং ভালো কোনো যন্ত্র এবং আরও একশো যন্ত্রপাতি মেশিন যা অনেক কম সংখ্যক মানুষের অনেক কম সহায়তা নিয়ে শত শত লোকের খাবারের ব্যবস্থা করতে সক্ষম হয় নামমাত্র পরিশ্রমে, তার জন্য এই রান্নাঘরে থাকবে বিদ্যুৎচালিত মেশিন। এই ব্যাপারটাই ডিশ ধোওয়া এবং পরিষ্কারের ক্ষেত্রেও ব্যবহার করা যায়।

লক্ষ লক্ষ নারীর কাছে রান্নাঘর একটা ক্লান্তিকর, সময় বিনষ্টকারী, অপচয়কারী জায়গা; যা তাদের স্বাস্থ্যকে ক্ষতিগ্রস্থ করে, তাদের অবসন্ন করে, এবং এটা অনেকের কাছে একটা অবিরাম উদ্বেগের উৎস—তারাই সংখ্যাধিক, যাদের পর্যাপ্ত উপাদানসমূহ

নেই। ব্যক্তিগত রন্ধনশালার অবসান হবে অগণিত নারীর কাছে এক মুক্তি। কারিগরদের কর্মশালার মতোই রন্ধনশালাও এক সেকেলে প্রতিষ্ঠান; বর্তমানে এই দুটোরই অর্থ হল অব্যবস্থা; সময়-প্রচেষ্টা-উত্তাপ-আলো-খাদ্য ইত্যাদির অপচয়। খাদ্যে পুষ্টিগুণ বাড়ে তার সহজপাচ্যতার ওপর ভিত্তি করে; এটাই হল নির্ধারক শর্ত। সকলের পুষ্টির জন্য একটাই স্বাভাবিক ব্যবস্থা ভবিষ্যৎ সমাজেই সম্ভব, ক্ষত-নিরাময়-বিদ্যায় অনেক পারদর্শী থাকার জন্য কেটো (Cato, 200 B.C) প্রাচীন রোমের প্রশংসা করেছেন, কিন্তু শহরের ষষ্ঠ শতাব্দী পর্যন্ত তাদের কোনো কাজ ছিল না। রোমানরা এত স্বাভাবিক ও সুন্দর জীবনযাপন করত যে তাদের অসুখ-বিসুখ বিশেষ হতো না এবং বৃদ্ধ বয়সই সাধারণত মৃত্যুর কারণ হতো। কিছুলোকের ক্ষেত্রে অতিভোজন এবং আলস্য, সংক্ষেপে বললে উচ্ছৃঙ্খলতা এবং অন্যদের ক্ষেত্রে অভাব এবং অতিরিক্ত কাজ যখন প্রকট হয়ে ওঠে, বিষয়টার আমূল পরিবর্তন তখনই ঘটে যায়। অতিভোজন এবং উচ্ছৃঙ্খলতা এবং সেই রকমই অভাব-দারিদ্র্য এবং অনটন ভবিষ্যতে অসম্ভব হয়ে দাঁড়াবে। সবাইকে সন্তুষ্ট করার মতো যথেষ্টই আছে। হেইনরিক হেইনে লিখেছিলেনঃ

> বার্লি আর গম আছে অনেকটা
> সকলের খিদে মিটবেই,
> আছে ফুলের তোড়া এবং গোলাপগুচ্ছ, সৌন্দর্য আনন্দ
> আর আছে সবসেরা মিষ্টি কড়াই,
> হ্যাঁ, হ্যাঁ, সেই মিষ্টি কড়াই
> তার আস্তরণটা ভাঙলেই
> আকাশ উচ্চ জমিতে জমা হবে।
> স্বর্গের মতো চড়াই আর বাজ
> আকাশবাসী দেবদূতের সাথে ভাগ করে নেবে।

ইতালির বারনারোর ষোড়শ শতাব্দীর কথাকে উদ্ধৃত করেছিলেন নাইমেয়ার, "যে কম খায় সে ভালোভাবে বাঁচে"(অর্থাৎ বেশিদিন)। নতুন এবং আরও ভালো খাদ্য তৈরির কাজে এমন এক পদ্ধতিতে এবং এমন এক মাত্রায় অবশেষে রসায়নবিদ্যা যুক্ত হবে যা আজ পর্যন্ত অজানা, বর্তমানে বিজ্ঞানের এই শাখাটাকে ব্যাপকভাবে অপব্যবহার করা হয়। কুকীর্তি এবং প্রতারণাকে সহজতর করার জন্য কিন্তু এটা নিশ্চিত যে প্রাকৃতিক বস্তুর মতো সরল গুণসম্পন্ন রাসায়নিকভাবে তৈরি খাদ্য সরলীকরণের কাজ করবে। যদি বস্তুটা অন্যান্য সব দিক থেকে প্রয়োজনীয়তা মিটিয়ে দেয় তাহলে প্রস্তুতির রূপ গৌণ গুরুত্বের বিষয় হয়ে যায়।

ব্যক্তির মুক্ত বিকাশ—গার্হস্থ্য জীবনে বিপ্লব

বন্ধনশালায় যেমন তেমনি পারিবারিক জীবনের সমস্ত ক্ষেত্রে একটা বিপ্লব সংগঠিত হবে; যা আজকের সময়ে করণীয় এমন অসংখ্য, অগুণতি কাজ তৈরি করবে। যেমন ভবিষ্যতে বাড়িতে রান্নাঘর সম্পূর্ণভাবেই অপ্রাসঙ্গিক হয়ে যাবে যখন খাদ্য প্রস্তুতি কেন্দ্র স্থাপিত হবে, তেমনই কেন্দ্রীয় আলো ও উত্তাপ ব্যবস্থা পুরোনো দিনের স্টোভ, ল্যাম্প এবং অন্যান্য আলোর সরঞ্জামগুলোর রক্ষণাবেক্ষণ সংক্রান্ত কাজের বিলুপ্তি ঘটাবে; অন্যের সাহায্য ছাড়াই গরম ও ঠাণ্ডা জল কাপড় পরিষ্কার এবং স্নানের দায়িত্ব নিয়ে নেবে; কেন্দ্রীয় ধোলাইখানাগুলো শুকনো করার যন্ত্রের সাহায্যে পোষাক-আশাক পরিষ্কার ও শুকনো করবে।

শিকাগোতে এমন একটা কার্পেট পরিষ্কার করার যন্ত্র প্রদর্শন করা হয়েছিল, যা প্রদর্শনীতে উপস্থিত নারীদের যথেষ্ট প্রশংসা পাওয়ার মত কম সময়ে কাজ সম্পাদন করেছিল। একটা বৈদ্যুতিন দরজা ছোট্ট একটু আঙুলের চাপেই খুলে যায় এবং স্বয়ংক্রিয়ভাবে বন্ধও হয়। বিদ্যুতের সাহায্যে চিঠি এবং সংবাদপত্র সমস্ত ফ্ল্যাটগুলোতে পৌঁছে দেওয়া হচ্ছে। বৈদ্যুতিক লিফট আমাদের সিঁড়ি ওঠানামার কষ্ট থেকে মুক্তি দেয়। বাড়ীর ভেতরকার সাজসজ্জা যেমন মেঝে, দেওয়াল-ঢাকা, আসবাবপত্র প্রভৃতি এমনভাবে সাজানো সম্ভব হবে যাতে সহজে পরিষ্কার করা যায়, আর যেখানে ধুলো-ময়লা বা জীবাণু জমা হওয়ার জায়গা থাকবে না। সমস্ত ধরনের বর্জ্য পদার্থ পাইপের সাহায্যে বাড়ি থেকে বাইরে নিষ্কাসিত হবে, যেমনভাবে এখনকারদিনে বর্জ্য-জল নিষ্কাসিত হয় (বর্জ্য নির্গমন পথে)। আমেরিকা এবং কিছু কিছু ইউরোপের শহরে, উদাহরণস্বরূপ জুরিখ, বার্লিন এবং তার শহরতলিগুলো, লণ্ডন, ভিয়েনা এবং মিউনিখে এই ধরণের বাড়ি ইতিমধ্যেই বর্তমান। বাড়িগুলো সুন্দর, প্রয়োজনীয় জিনিসপত্রে সজ্জিত এবং প্রচুর ধনী-পরিবার সেখানে বসবাস করে যারা উল্লিখিত সুবিধাগুলোর অনেককিছুই ভোগ করে, যদিও বাকি লোকেদের উপরিউক্ত সুবিধাগুলো ভোগ করার সামর্থ্য নেই।

এখানে আবার আমরা একটা বিশদ বিবরণ পেলাম কিভাবে বুর্জোয়া সমাজ সাংসারিক জীবনে বিপ্লবের জমি তৈরি করে দেয়, কিন্তু তা হয় শুধুমাত্র তার *নির্বাচিত ক্ষেত্রে। এইভাবে একবার যখন পারিবারিক জীবন মৌলিকভাবে রূপান্তরিত* হয়ে যায় তখন গৃহকর্ত্রী ও পরিচারক যারা "গৃহকর্ত্রীদের খামখেয়ালের দাস" তাদের উভয়েরই অস্তিত্ব থাকবে না। হের ভন ট্রিটস্কে সকৌতুক কারুণ্যে বুঝিয়েছেন, "ভৃত্যরা ছাড়া সংস্কৃতি থাকে না।" তিনি কখনই পরিচারক ছাড়া সমাজের কথা কল্পনাও করতে পারতেন না, যেমন অ্যারিস্টটল দাসদের ছাড়া সমাজ কল্পনা করতে পারতেন না। এটা খুবই আশ্চর্য্যের যে হের ভন ট্রিটস্কে ভৃত্যদের "আমাদের সংস্কৃতিরই অঙ্গ" বলে মনে করেন। ইউজিন রিখটারের মতই ট্রিটস্কে জুতো পালিশ এবং জামাকাপড় পরিস্কার করা নিয়ে চিন্তিত যা কেউ নিজে করছেন, তা তিনি ভাবতেই পারেন না। বর্তমানে দশজনের মধ্যে নয়জন লোক নিজের কাজ নিজে করছেন অথবা একজন স্ত্রী তার স্বামীরটা করে দিচ্ছেন অথবা একজন কন্যা বা পুত্র সারা পরিবারের জন্য করছেন। এটা বলা যেতে পারে বর্তমানে দশজনের মধ্যে নয়জন এখনও পর্যন্ত যে কাজ করছেন দশম ব্যক্তিটি-ও তা করতে পারেন। এই সমস্যার একটা ভাল সমাধানও সম্ভব। কেন ভবিষ্যতে, লিঙ্গ নির্বিশেষে তরুণ প্রজন্ম এজন্য এবং একই ধরণের অন্য প্রয়োজনীয় কাজের জন্য তালিকাভুক্ত হবেন না? কাজ করার মধ্যে লজ্জার কিছু নেই, এমনকি যদি তা বুট পালিশ-ও হয়। এটা দেখা গেছে যে অনেক অভিজাত অফিসাররাও দেনা শোধ করতে না পেরে আমেরিকায় পালিয়ে গেছেন, যেখানে তারা ভৃত্য বা জুতো পালিশকারীতে পরিণত হয়েছেন। তাঁর এক প্রচারপত্রে হের ইউজেন রিখটার এতদূর পর্যন্ত লিখেছেন যে একটা 'সমাজতান্ত্রিক সার্বভৌম প্রধানমন্ত্রী'র পতন হবে বা 'ভবিষ্যৎ সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রে'র পতন ঘটবে বুটপালিশের সমস্যাকে কেন্দ্র করে। 'সমাজতান্ত্রিক সার্বভৌম প্রধানমন্ত্রী' তাঁর নিজের জুতো পালিশ করতে অস্বীকার করবেন এবং সেখান থেকেই তাঁর সমস্যার শুরু হবে। আমাদের বিরোধিরা এই বর্ণনাকে উপভোগ করেছেন এবং এভাবে তারা সমাজতন্ত্রের সমালোচনার পরিপ্রেক্ষিতে তাদের ভব্যতার প্রদর্শন করেছেন। হের ইউজেন রিখটারকে জীবৎকালেই এই অভিজ্ঞতার জন্য যন্ত্রণা পেতে হয়েছিল যখন, তাঁর নিজের পার্টির সদস্য নিউরেমবার্গে তাঁর এই প্রচারপত্র প্রকাশের পরে পরেই একটা জুতো পরিষ্কার করার যন্ত্র আবিষ্কার করেন, শুধু তাই নয়, নিখুঁত কাজ করতে সক্ষম জুতো পরিষ্কারের যন্ত্র শিকাগো বিশ্ব প্রদর্শনীতেও প্রদর্শিত হয়েছে। এইভাবে রিখটার এবং ট্রিটস্কে কর্তৃক সমাজতান্ত্রিক

সমাজের বিপক্ষে উত্থাপিত প্রধান আপত্তিটি কার্যত বুর্জোয়া সমাজেই আবিষ্কৃত একটা যন্ত্রের দ্বারা সোজাসুজি খারিজ হয়ে যায়।

মানুষের জীবনের সমস্ত ক্ষেত্রে এবং বিশেষত নারীর অবস্থানের ক্ষেত্রে মৌলিক পরিবর্তন সাধনকারী বৈপ্লবিক এক রূপান্তর আমাদের চোখের সামনেই ঘটে চলেছে। এটা শুধুই একটা সময়ের অপেক্ষা, যখন সমাজ এই রূপান্তরকে বৃহৎ আকারে গ্রহণ করবে, যখন এই পদ্ধতি দ্রুততর হবে এবং ছড়িয়ে পড়বে সমস্ত ক্ষেত্রে যাতে ব্যতিক্রমহীনভাবে সকলেই এর অসংখ্য এবং বহুমুখী সুযোগ-সুবিধাগুলো উপভোগ করতে সক্ষম হবেন।

ভবিষ্যতের নারী

এটা একটা সংক্ষিপ্ত অধ্যায় হতে চলেছে। এর আগে যা বলা হয়েছে তার থেকে যে সিদ্ধান্তে আসা যায়, পাঠকেরা নিজেরা সহজেই যে সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারবেন, তাই এখানে বিধৃত হবে।

ভবিষ্যত সমাজের নারী সামাজিক এবং অর্থনৈতিক দিক থেকে স্বাধীন, তিনি আর এমনকি আধিপত্য এবং শোষণের সাক্ষ্য-ও হন না, তিনি মুক্ত এবং পুরুষের সমকক্ষ এবং তাঁর ভাগ্যের প্রভু। লিঙ্গ পার্থক্য এবং লৈঙ্গিক কার্যাবলী জনিত রূপান্তরের কিছু ব্যতিক্রমসহ পুরুষের মতই তাঁর শিক্ষার সুযোগ। স্বাভাবিক অবস্থায় থেকে তিনি তাঁর প্রয়োজন অনুযায়ী দৈহিক ও মানসিক ক্ষমতা ও কর্মশক্তির বিকাশ সাধন করেন এবং তাকে অনুশীলন করতে সক্ষম হন। ভবিষ্যতের নারী তাঁর ইচ্ছা, প্রবৃত্তি ও মেধার সাথে যুক্ত সমস্ত ক্ষেত্রে জীবিকা নির্বাচন করেন এবং পুরুষের মতই কাজের অবস্থাকে উপভোগ করেন। এবং যদি তিনি কিছু সময়ের জন্য কিছু ব্যবসায় যুক্ত থাকেন, তিনি দিনের অপর অংশ শিক্ষাবিদ্, শিক্ষক বা নার্স রূপে কাজ ক'রে কাটাতে পারেন এবং দিনের তৃতীয় অংশ কলা বা বিজ্ঞানের কিছু শাখায় পড়াশুনা ক'রে এবং পাশাপাশি দিনের অন্য সময়ে প্রশাসনিক কাজে কাটাতে পারেন। তিনি পড়াশুনা এবং কাজে যুক্ত হন, অন্য নারী বা পুরুষের সাথে যেমন খুশি এবং যেমন ঘটনা অনুমোদন করে, তিনি আমোদ-প্রমোদ এবং বিনোদন উপভোগ করেন।

পুরুষের মত, নারীও তাঁর ভালবাসার বস্তুকে পছন্দ করাতে মুক্ত এবং প্রতিবন্ধকতাহীন। তিনি ভালোবাসা লাভের চেষ্টা করেন বা ভালবাসার পাত্রী হন। এবং তাঁর নিজের ভালোলাগা ছাড়া আর কোন কারণে মিলন-বন্ধনে প্রবেশ করেন না। মধ্যযুগে বহুদূর পর্যন্ত যেমন বিবাহ ব্যক্তিগত চুক্তি ছিল, ঠিক তেমনি কোন পদাধিষ্ঠিত ব্যক্তির মধ্যস্থতা ছাড়াই উৎপন্ন এই বন্ধন একটা ব্যক্তিগত চুক্তি। সমাজতন্ত্র এখানে নতুন কিছু সৃষ্টি করছে না, সমাজে ব্যক্তিগত সম্পত্তির

আধিপত্য শুরু হওয়ার আগে বিশ্বব্যাপী বিরাজমান অবস্থাকে তা শুধু সভ্যতার উন্নততর স্তরে এবং নতুন সামাজিক নিয়মে পুনঃস্থাপিত করে।

প্রবৃত্তিগত আকাঙ্ক্ষা পূরণ অন্য ব্যক্তির ক্ষতি বা অসুবিধা সৃষ্টি করছে না—এই শর্তে ব্যক্তি তাঁর নিজস্ব প্রয়োজন মেটাতে পারবেন। অন্য যে কোন স্বাভাবিক প্রবৃত্তির মত যৌন প্রবৃত্তির সন্তুষ্টি একটা অনেক বেশি ব্যক্তিগত বিষয়। এর জন্য কেউ অন্যের কাছে জবাবদিহি করতে বাধ্য নন এবং এক্ষেত্রে কোনো অযাচিত বিচারকের হস্তক্ষেপ করার অধিকার-ও নেই। আমি কি খাব, আমি কি পান করব, ঘুমাব এবং পোশাক পরব, তা যেমন আমার নিজস্ব ব্যাপার, বিপরীত লিঙ্গের একজন ব্যক্তির সাথে আমার যৌনসংগম-ও তাই। বুদ্ধিমত্তা, সংস্কৃতি, ব্যক্তির পূর্ণ স্বাধীনতা —শিক্ষা এবং ভবিষ্যৎ সমাজের সংশ্লিষ্ট অনুকূল পরিবেশের স্বাভাবিক পরিণতি হিসাবে যেসকল গুণাবলী সৃষ্টি হয়, তা প্রত্যেক ব্যক্তিকে তার পক্ষে ক্ষতিকারক কোনো কাজ করা থেকে তাকে রক্ষা করে। ভবিষ্যৎ সমাজের পুরুষ এবং নারীরা আজকের মানুষদের তুলনায় অনেক উঁচুমাত্রার আত্ম-শৃঙ্খলা এবং আত্মজ্ঞান সম্পন্ন হবেন। যৌনবিষয়ক আলোচনার ক্ষেত্রে গোপনীয়তার সমস্ত রকমের বোকামিভরা অতিশালীনতা এবং হাস্যস্কর ভড়ং অদৃশ্য হয়ে যাওয়ার সহজ ঘটনাটাই লিঙ্গগুলোর মধ্যেকার যৌনসংগমকে আজকের তুলনায় অনেক বেশি স্বাভাবিক ক'রে তোলার নিশ্চয়তা তৈরি করে। দুজন ব্যক্তি যারা একটা মিলন-বন্ধনে প্রবেশ করেছে, তাদের পারস্পরিক বোঝাপড়া যদি নষ্ট হয়ে যায়, বা পরস্পরের দ্বারা অসুখী এবং প্রত্যাখ্যাত হয়, নৈতিকতা দাবী করে যে অস্বাভাবিক এবং যেহেতু অনৈতিক এই বন্ধন ভেঙে যাওয়া উচিত। এইভাবে আজ পর্যন্ত যে পরিস্থিতি একটা বড় সংখ্যক মেয়েদের অবিবাহিত থাকা বা নিজেদের শরীর বিনিময়ে বাধ্য করেছিল তা যেহেতু বিলুপ্ত হয়ে যাবে, পুরুষেরা আর কোন শ্রেষ্ঠত্ব রক্ষা করতে সক্ষম হবেন না। অপরদিকে বিবাহিত জীবনকে ক্ষতিগ্রস্ত করে, উন্মুক্ত হতে বাধা দেয় অথবা এমনকি অসম্ভব করে তোলে এমন অনেক সমস্যা এবং অস্বাচ্ছন্দগুলোকেই পরিবর্তিত সামাজিক অবস্থা নির্মূল করে দেবে।

মেয়েদের আজকের অবস্থার সমস্যা, দ্বন্দ্ব এবং অস্বাভাবিক দিকগুলোর বিস্তৃত বৃত্তের মধ্যে এক ক্রমবিকাশমান সচেতনতা বিরাজমান, এবং এই সচেতনতা সামাজিক সাহিত্যে এবং কল্পকাহিনীতে জীবন্তভাবে রূপ পাচ্ছে, কিন্তু প্রায়শই বিকৃত রূপে। কোন চিন্তাশীল লোকই অস্বীকার করতে পারেন না যে বর্তমান

বৈবাহিক রূপ তার উদ্দেশ্যের সাথে কম এবং খুবই কম সামঞ্জস্যপূর্ণ এবং সেকারণেই পছন্দসই প্রেমের স্বাধীনতাকে এবং বন্ধ্যা সম্পর্কের ভাঙনকেই কেবল স্বাভাবিক মনে করেন অথচ বর্তমান সামাজিক কাঠামোর পরিবর্তন হওয়া উচিত—এই প্রয়োজনীয় সিদ্ধান্তে উপনীত হতে কোনো প্রবণতা দেখান না, এমন মানুষের উপস্থিতি মোটেই বিস্ময়কর নয়। তাঁরা বিশ্বাস করেন যে, যৌনসংগমের স্বাধীনতা এমন একটা জিনিস যা কেবল সুবিধাভোগী শ্রেণিগুলিরই থাকা উচিত। উদাহরণ স্বরূপ—নারীর বন্ধনমুক্তির জন্য প্রচারে ফ্যানি লিউয়ান্ডের লেখার জবাবে ম্যাথাইলড্ রিচার্ড স্ট্রমবার্গ লিখেছেন ঃ "যদি আপনি (এফ. এল) সামাজিক এবং রাজনৈতিক জীবনে নারীর জন্য সম্পূর্ণ সাম্য দাবী করেন, তাহলে দীর্ঘকাল ধরে পুরুষ যে তর্কাতীত অধিকার ভোগ করেছে ঠিক ততটারই লক্ষ্যে জর্জ স্যাণ্ডের মুক্তির জন্য প্রচারের প্রয়োজনীয়তাও অবশ্যই যুক্তিসঙ্গত।" বাস্তবিকই, হৃদয় নয় নারীর শুধু মস্তিষ্কই কেন এই সাম্যের জন্য স্বীকৃতি পাবে এবং পুরুষের মত আদানপ্রদানের জন্য মুক্ত হবে তার কোন যুক্তিসঙ্গত ভিত্তি খুঁজে পাওয়া যায় না। বিপরীতে, যদি নারীর প্রকৃতিদত্তভাবে পাওয়া অধিকার এবং পাশাপাশি দায়িত্ব থাকে—আমাদের মধ্যেকার প্রতিভা যেহেতু আমাদের চাপা দেওয়া উচিত নয়, নারীর মস্তিষ্ক কোষগুচ্ছকে সর্বাধিক খাটানোয় বিপরীত লিঙ্গের বৌদ্ধিক বিশালত্বের সাথে শেষপর্যন্ত প্রতিদ্বন্দ্বিতায় যতটা তাঁরা পারেন; তার পক্ষে উপযুক্ত মনে হচ্ছে এমন সমস্ত উপায়ে হৃদপিণ্ডে রক্তচলাচলকে ত্বরান্বিত করে তার ভারসাম্যকে রক্ষা করতে যথাসম্ভব সচেষ্ট হওয়ায় অবশ্যই তাঁর অধিকার রয়েছে। সামান্য সাহসী ধিক্কার ছাড়াই আমরা সকলে কি পড়িনি, কেমনভাবে গ্যেটে—উদাহরণস্বরূপ, সর্বশ্রেষ্ঠকে পছন্দ করতে—একের পর এক নারীর জন্য হৃদয়ের উষ্ণতা এবং তার আত্মার নিবিড় অনুরাগ বারবার নষ্ট করেছিলেন। একজন আলোকপ্রাপ্ত ব্যক্তি তাঁর অতৃপ্ত আত্মার মহত্ত্বের জন্যই শুধু এটাকেই কেবল স্বাভাবিক মনে ক'রে একে খুঁজে পান, অন্যদিকে শুধুমাত্র সংকীর্ণমনা নীতিবাগীশরাই এই ধরনের জীবন যাপনে ত্রুটি খুঁজে পান, তখন মেয়েদের মধ্যকার 'মহান আত্মা'কে তাহলে উপহাস করেন কেন!

কিন্তু যদি আমরা ধরে নিই যে সমগ্র নারী জাতি মহান আত্মায় পুরোপুরি পূর্ণ, যেমন চিত্রিত করেছেন জর্জ স্যান্ড এই ব'লে যে, প্রতিটা নারী হ'ল একজন লুক্রেশিয়া ফ্লোবিয়ানি, যার সন্তানেরা সকলেই ভালবাসার সন্তান এবং যিনি এই সকল সন্তানকে সত্যিকারের মায়ের ভালবাসা এবং নিষ্ঠা দিয়ে, একই সাথে

বিচক্ষণতা এবং শক্তিশালী সাধারণ জ্ঞানের সাহায্যে বড় করে তুলেছেন, তাহলে পৃথিবীর রূপ কেমন দাঁড়াত? এতে কোন সন্দেহই থাকতে পারে না যে, এটা টিকে থাকত ও এগিয়ে যেত যেমন আজ করে এবং এটা এমনকি অবশেষে ব্যতিক্রমমূলক ভালোও হতে পারত।

কিন্তু কেন এটা 'মহান আত্মা'গুলোর একটা বিশেষ অধিকার হবে এবং যারা 'মহৎ আত্মা' নয় তাদের হবে না? যদি গ্যেটে এবং জর্জ স্যান্ডকে, তাদের মতোই করেছিলেন এবং করছেন, এমন অনেকের থেকে এই দুজনকে আলাদা করে নেওয়া হয়, তাদের মনের তাড়না অনুযায়ী জীবন কাটাতে পারেন—এবং গ্যেটের প্রেমের বিষয়ে একটা সমগ্র গ্রন্থাগার প্রকাশনা, যখন তাঁর পুরুষ এবং নারী অনুরাগীরা প্রবল আনন্দের উচ্ছ্বাসসহ গ্রাস করে নেয়—গ্যেটে বা জর্জ স্যান্ডের অনুশীলিত যে বিষয় আনন্দজনক অনুরাগের বিষয়, তা অন্যদের ক্ষেত্রে নিন্দাজনক কেন?

নিঃসন্দেহে, বুর্জোয়া সমাজে প্রেমের পাত্রকে পছন্দ করার স্বাধীনতা এক অসম্ভব—একথা আমাদের পূর্ববর্তী যুক্তিগুলো দেখিয়েছে—সামাজিক এবং বৌদ্ধিক উচ্চবর্গীয়রা যে সামাজিক অবস্থা উপভোগ করেন সমগ্র সমাজকে তেমন অবস্থায় এবং একই ধরনের স্বাধীনতা লাভে পৌঁছে দিন। জ্যাকিস জর্জ স্যান্ড একজন স্বামীর বর্ণনা করেছেন যে অপর একজনের সঙ্গে তাঁর স্ত্রীর অবৈধ সম্পর্কগুলোকে এই সমস্ত শব্দে বর্ণনা করেছিলেন ঃ কোন মানুষই ভালবাসাকে আদেশ দিতে পারেন না, কেউ যদি এটা অনুভব করেন অথবা কারো যদি এই অনুভব স্তব্ধ হয়ে যায় এর জন্য তাঁকে দোষী বলা যায় না। মিথ্যাই নারীকে খাটো করে। তিনি তাঁর প্রেমিককে যে সময় দেন সেটা নয়, বরং এর পরে "তিনি তাঁর স্বামীর সঙ্গে যে রাত কাটান তাই হল ব্যাভিচার।" তাঁর দৃষ্টিভঙ্গীর সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণভাবে জ্যাকিস তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বীর কাছে কৃতজ্ঞতার সাথে তাঁর স্থান ছেড়ে দেন এবং এটা করতে গিয়ে এভাবে দর্শনায়িত করেন ঃ

"আমার জায়গায় বোরেল তার স্ত্রীকে ঠাণ্ডা মাথায় মারধোর করেছিলেন এবং তারপর নির্লজ্জভাবে তাঁর বাহুতে তাঁকে টেনে নিয়েছিলেন, মার এবং চুমোর দ্বারা তাঁকে অপমান করেছিলেন। এমন মানুষ আছেন যারা প্রাচ্যদেশীয় ধরনে তাঁদের অবিশ্বাসী স্ত্রীদের হত্যা করে ফেলেন, কারণ তাঁরা তাঁকে তাঁদের আইনী সম্পত্তি মনে করেন। অন্যরা তাদের প্রতিদ্বন্দ্বীর সাথে লড়াই করেন, তাঁকে হত্যা করেন, বা তাড়িয়ে দেন এবং তারপর তারা চুমো এবং আদরের

জন্য ডাকেন সেই নারীকে যাকে তাঁরা ভালবাসেন বলে দাবী করেন। তখন সেই নারী হয় আতঙ্কে সংকুচিত হয়ে ফিরে যান অথবা হতাশায় ভেঙে পড়েন। এটাই হ'ল দাম্পত্য ভালোবাসার গৃহীত পদ্ধতি এবং আমার মনে হয় যে শূয়োরের ভালবাসাও এই ধরণের লোকেদের ভালোবাসার তুলনায় কম জঘন্য এবং কম নিকৃষ্ট।" এই অনুচ্ছেদগুলোর উপর মন্তব্য করতে গিয়ে স্যান্ড লিখেছেন ঃ "এই সমস্ত সত্যগুলো, যা আজকের সভ্য পৃথিবীতে প্রাথমিক বলে মনে করা হয়, পঞ্চাশ বছর আগে তাকে ভয়াবহ হিসেবে বিবেচনা করা হত।"

কিন্তু 'সম্পত্তি এবং সংস্কৃতির পৃথিবী' আজও জর্জ স্যান্ডের নীতিগুলোকে খোলাখুলি স্বীকৃতি দিতে সাহস করে না, যদিও আসলে এগুলো তারা গ্রহণ করেছে। নৈতিকতা এবং ধর্মের ক্ষেত্রে যেমন, তেমনি বিবাহের ক্ষেত্রেও এটা ন্যায়পরায়ণতাকে ক্ষতিগ্রস্ত করে।

গ্যেটে এবং জর্জ স্যান্ড সাধারণত যা করতেন, গ্যেটে বা স্যান্ডের সাথে যাদের কোনো তুলনা হয় না, এমন হাজার হাজার মানুষ আজ, সমাজের শ্রদ্ধা ন্যূনতম না হারিয়ে তাই করছেন। যা দরকার তা হল একটা মর্যাদাপূর্ণ অবস্থান, বাকি নিজে নিজেই আসে। এটা ছাড়াও গ্যেটে এবং জর্জ স্যান্ড যে স্বাধীনতা উপভোগ করেন, বুর্জোয়া দৃষ্টিভঙ্গী থেকে তা অনৈতিক, কারণ তা সমাজ কর্তৃক প্রার্থিত নৈতিক বিধিগুলোকে বিরোধিতা করে এবং আমাদের সামাজিক অবস্থার প্রকৃতির সাথে অসামঞ্জস্যপূর্ণ বোঝাপড়ার বিবাহগুলো হল বুর্জোয়া সমাজের সাধারণ নিয়ম, দুটো লিঙ্গের মধ্যে একমাত্র 'নৈতিক' মিলন-বন্ধন। বিরোধের উর্দ্ধে উঠে আমরা এটা প্রমাণ করেছি যে, বুর্জোয়া বিবাহ হ'ল বুর্জোয়া সম্পত্তি সম্পর্কের ফলাফল। ব্যক্তিগত সম্পত্তি এবং উত্তরাধিকারের সাথে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত থেকে বৈধ সন্তানকে এটা উত্তরাধিকার হিসেবে গ্রহণ করার প্রক্রিয়ায় প্রবেশ করে। এবং সামাজিক অবস্থার চাপে এটা তাদের উপরও চেপে বসে, যাদের দান করার মত সম্পত্তি কিছু নেই; এটা এক সামাজিক আইনে পরিণত হয়, যা ভঙ্গ করায় ব্যাভিচারী বা পৃথক হওয়া পুরুষ এবং নারীদের রাষ্ট্র কর্তৃক শাস্তি হয় এবং কারাগারে যাওয়া।

সমাজতান্ত্রিক সমাজে দিয়ে যাওয়ার মত সম্পত্তি থাকে না, যদি না ঘরোয়া বাসনপত্র এবং ব্যক্তিগত জিনিসপত্রগুলোকে কেউ উত্তরাধিকার বিবেচনা করেন; একারণে, বিবাহের আধুনিক রূপটা অকেজো হয়ে গেছে। উত্তরাধিকারের প্রশ্ন সেকারণেই মীমাংসিত এবং সমাজতন্ত্রের একে বিলুপ্ত করার জন্য চিন্তিত হওয়ার

কিছু নেই। ব্যক্তিগত সম্পত্তির অবসান হলে, সেখানে কোনো উত্তরাধিকার থাকতে পারে না। এভাবে, নারী মুক্ত হন এবং তাঁর সন্তানেরা তাঁর স্বাধীনতায় বাধা দেয় না, শুধু তাঁর জীবন থেকে সংগৃহীত আনন্দকে বহুগুণে বাড়িয়ে তোলে। সাহায্যের প্রয়োজন হলেই একজন মায়ের পাশে এসে দাঁড়ান নার্সরা, শিক্ষিকারা, নারী-বন্ধুরা, উদীয়মান নারী-প্রজন্ম।

এটা সম্ভব যে ভবিষ্যতে এমন পুরুষেরা থাকবেন যারা আলেক্সান্দ্রা ভন হামবল্টের সাথে বলবেন, "আমি একটা পরিবারের পিতা হবার জন্য তৈরি হইনি। উপরন্তু আমি বিবাহকে পাপ এবং সন্তান পাওয়াকে একটা অপরাধ মনে করি।" কি বলতে চাওয়া হচ্ছে? সবকিছুর সাথে স্বাভাবিক প্রবৃত্তির ক্ষমতা সাম্যাবস্থা রক্ষা করার জন্য সচেষ্ট থাকে। হামবল্টের বিবাহের প্রতি বিরাগেও নয় বা স্কপেনিউয়ার মেনল্যান্ডার, বা ভন হার্টম্যান, যিনি মানবজাতির জন্য 'আদর্শ রাষ্ট্রে' আত্মবিনাশের সম্ভাবনাকে সামনে এনেছিলেন, তাঁদের মত হতাশাবাদী দর্শনেও আমরা চিন্তিত নই। এই বিষয়ে এফ.এল.-এর সাথে সহমত, যথার্থই লিখেছেন:

"প্রকৃতির নিয়মের সাপেক্ষে মানুষের নিজেকে কখনই দেখা উচিত নয় বরং অন্তত তার কাজ এবং চিন্তার অন্তর্নিহিত নিয়মানুবর্তিতার প্রতি দৃষ্টি দেওয়া শুরু করা উচিত এবং প্রাকৃতিক নিয়মের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণভাবে জীবন যাপনের জন্য চালিত হওয়া উচিত। সহাবস্থানের সময়ে সেই অবস্থানে উপনীত হয় তার সঙ্গীদের সাথে অর্থাৎ তার পরিবার এবং রাষ্ট্রের সাথে এবং যে দীর্ঘ ভুলে যাওয়া শতাব্দীর থেকে উদ্ভূত জ্ঞানের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে নয় বরং প্রকৃতি থেকে পাওয়া জ্ঞানের যে সঙ্গত নীতিগুলো তার সাথে সঙ্গতি রেখেই সে সিদ্ধান্ত নেয়। রাজনীতি, নৈতিকতা, আইনসঙ্গত নীতিগুলো সমস্ত সম্ভাব্য উৎস থেকে যা সংগৃহীত শুধুমাত্র প্রকৃতির নিয়মাবলীর সাথে সঙ্গতি রেখেই স্থিরীকৃত হবে। সেই মহা মূল্যবান অস্তিত্ব যাকে বহু সহস্রাব্দ ধরে মানুষ যে স্বপ্ন দেখেছে অবশেষে বাস্তবে পরিণত হবে।

আকাঙ্ক্ষিত দিনটা দ্রুত পদক্ষেপে এগিয়ে আসছে। সহস্রাব্দের প্রক্রিয়ায় মানব সমাজ বিকাশের পুরোনো সব পর্যায়গুলো পেরিয়ে এগিয়ে চলেছে। যেখান থেকে সে শুরু করেছিল সেখানে পৌঁছাতে, সাম্যবাদী সম্পত্তিতে পূর্ণ সাম্য এবং সৌভ্রাতৃত্বে, কিন্তু আর শুধু সমগোত্রীয়দের মধ্যে নয় বরং সমগ্র মানবজাতির মধ্যে। এই মহান অগ্রগতি অর্জিত হয়েছে। বুর্জোয়া সমাজ যে চেষ্টা চালিয়েছিল তা ব্যর্থ হয়েছে। যেখানে সে পৃথিবীজুড়ে দৌঁড়াচ্ছে এবং এটা করতে সে বাধ্য— সকলের জন্য স্বাধীনতা, সাম্য এবং সৌভ্রাতৃত্ব প্রতিষ্ঠা, এমন এক লক্ষ্য সমাজতন্ত্র

যা অর্জন করবে। বুর্জোয়া সমাজ শুধুমাত্র তত্ত্বটা সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়েছিল, কিন্তু এখানে, যেমন অন্য অনেক বহু ক্ষেত্রেও তার তত্ত্বের সাথে তার প্রয়োগ বিপরীতধর্মী। সমাজতন্ত্র তত্ত্ব এবং প্রয়োগের মধ্যে সমন্বয় করবে।

তবু, যখন মানুষ তার বিকাশের প্রারম্ভবিন্দুতে ফিরে আসে, তখন যেখান থেকে সে শুরু করেছিল তার তুলনায় একটি অসীম পরিমাণ উচ্চমাত্রার সাংস্কৃতিক পরিবর্তন নিয়ে আসে। প্রাচীন সমাজে উৎপাদকের মধ্যে, সাধারণ সম্পত্তি ছিল কিন্তু কেবল অমার্জিত রূপে এবং বিকাশের চূড়ান্ত নিম্নস্তরে। তখন থেকে যে বিকাশ সাধিত হয়েছে, তা ছোট এবং গুরুত্বহীন চিহ্নগুলো ব্যাতিরেকে একদিকে সাধারণ সম্পত্তিকে নির্মূল করেছিল, উৎপাদক গোষ্ঠীকে ভেঙে দিয়েছে এবং সমগ্র সমাজকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র এককে পরিণত করেছে, অথচ একই সঙ্গে এর বিভিন্ন পর্বে সমাজের উৎপাদিকা শক্তিকে এবং প্রয়োজনীয় উপাদানের বৈচিত্র্যকে বিপুল পরিমাণে বাড়িয়েছে এবং জাতি-রাষ্ট্র সৃষ্টি করেছে এবং উৎপাদক ও উপজাতি গোষ্ঠী থেকে বৃহৎ রাষ্ট্রসমূহ সৃষ্টি করেছে। কিন্তু পাশাপাশি, এমন একটা পরিস্থিতি উৎপাদন করেছে যা সমাজের প্রয়োজনের প্রকটভাবে বিরোধী। ভবিষ্যতের কাজ হ'ল সম্পত্তির এবং উৎপাদনের উপকরণগুলোর সম্ভাব্য সর্বব্যাপক ভিত্তিতে সমষ্টিগত সম্পত্তিতে রূপান্তরের মাধ্যমে এই বিরোধের সমাধা করা।

সমাজ, যা একসময় তার নিজের ছিল এবং যা সে সৃষ্টি করেছে তা ফিরিয়ে নেয় কিন্তু নতুন সৃষ্টি জীবনযাপনের সাথে সামঞ্জস্য রেখে তা সকল সদস্যের জন্য সর্বোচ্চ সাংস্কৃতিক মানসম্পন্ন এক জীবনযাত্রাকে সম্ভব করে তোলে, অর্থাৎ আদিম সমাজে সুবিধাভোগী ব্যক্তি বা কয়েকটি শ্রেণি যে সুবিধা ভোগ করত তার সকল সদস্যকে সমাজ তা দেয়। আদিম সমাজে যে সক্রিয় ভূমিকা নারী পালন করত, নারীকেও তা ফিরিয়ে দেয়, আধিপত্যকারী ভূমিকা নয়, পুরুষের সমান ভূমিকা।

"রাষ্ট্রের বিকাশের শেষ হ'ল মানব অস্তিত্বের শুরু। প্রকৃত সাম্য শেষ পর্যন্ত ফিরে আসে। বৈষয়িক উপাদানগুলো যা কিছু মানুষের তার চক্র শুরু করে এবং শেষ করে"—ব্যাফ্এন তাঁর 'মাতৃতন্ত্রে' একথা লিখেছিলেন এবং মর্গ্যান বলেছিলেন : "সভ্যতার আগমন থেকে, সম্পত্তির বৃদ্ধি এত বিপুল হয়েছিল, তার রূপ এত বৈচিত্র্যপূর্ণ হয়েছিল, আর ব্যবহার এত ছড়িয়ে পড়েছিল এবং তার ব্যবস্থাপনা তার মালিকের স্বার্থে এত বুদ্ধিদীপ্ত যে, মানুষের দিক থেকে তা এক অনিয়ন্ত্রিত ক্ষমতায় পরিণত হয়েছিল। মানবমন তার নিজের সৃষ্টির সামনে হতবুদ্ধি হয়ে

গেছে। তাসত্ত্বেও এমন সময় আসবে, যখন মানুষের বুদ্ধি তার সম্পত্তির ওপর প্রভুত্ব করবে, রাষ্ট্রের সঙ্গে তা যে সম্পত্তিকে রক্ষা করে তার সম্পর্ককে এবং একই সাথে তার মালিকের দায়বদ্ধতা ও অধিকারের সীমা সংজ্ঞায়িত করবে। সমাজের স্বার্থ ব্যক্তিগত স্বার্থের উর্ধ্বে এবং এদুটোকে যথাযথ এবং সামঞ্জস্যপূর্ণ সম্পর্কে নিয়ে আসতে হবে। অতীতে যেমন হয়েছে সেভাবে যদি প্রগতি ভবিষ্যতের আইন হয় তাহলে এক সাধারণ সম্পত্তিবাহকে পরিণত হওয়া মানব প্রজাতির গন্তব্য হতে পারে না। সভ্যতার শুরু থেকে যে সময় চলে গেছে তা মানুষের অতীত অস্তিত্বের এক ভগ্নাংশ ছাড়া কিছু নয়, এবং আগামী ভবিষ্যতেরও এক ভগ্নাংশ ছাড়া কিছু নয়। সমাজের ক্ষয়, সম্পত্তি যে অগ্রগতির শেষ এবং অন্তিম লক্ষ্য তার ঘোষণা করে, কারণ এই ধরনের অগ্রগতি আত্মবিনাশের উপাদানকে ধারণ করে।"

"সরকারের গণতন্ত্র, সমাজের ভ্রাতৃত্ব, অধিকার ও সুবিধায় সাম্য এবং সর্বজনীন শিক্ষা সমাজের পূর্ববর্তী উচ্চস্তরের পূর্বাভাষ, স্থিরভাবে অভিজ্ঞতা, বুদ্ধিমত্তা এবং জ্ঞানের দিকে ধাবিত হচ্ছে।"

"এটা হবে মানুষদের স্বাধীনতা, সমানতা এবং সৌভ্রাতৃত্বের উচ্চতর রূপের পুনরুজ্জীবন।"

এইভাবে বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে দেখা প্রতিনিধিত্বকারী মানুষেরা তাদের বিজ্ঞানভিত্তিক অনুসন্ধানের ভিত্তিতে একই ধরনের সিদ্ধান্তে উপনীত হবে। নারীর পূর্ণ মুক্তি এবং পুরুষের সাথে তার সাম্য আমাদের সাংস্কৃতিক বিকাশের চূড়ান্ত লক্ষ্য, এমন যার প্রাপ্তি পৃথিবীর কোন শক্তি রোধ করতে পারে না। কিন্তু এটা, কেবল সম্ভব মানুষের দ্বারা মানুষের ওপর এবং সেকারণেই পুঁজিপতিদের দ্বারা শ্রমিকদের ওপরও আধিপত্যের বিলোপসাধনকারী রূপান্তরের ভিত্তিতেই। কেবলমাত্র তখনই মানুষের বিকাশ তার চূড়ায় পৌঁছবে। মানুষের যে 'স্বর্ণযুগে'র কথা মানুষ সহস্রাব্দের পর সহস্রাব্দ ধরে স্বপ্ন দেখেছে এবং যার জন্য তারা ব্যাকুলভাবে কামনা করেছে, অবশেষে তা আসবে। শ্রেণি আধিপত্যের এবং তারই সাথে নারীর ওপর পুরুষের আধিপত্যের চিরদিনের জন্য অবসান ঘটবে।

ইলিনর মার্কস অ্যাভেলিং

কার্ল মার্কস-এর কনিষ্ঠতম কন্যা। একজন শিশু হিসেবে পৃথিবীতে তিনি খুব শৈশবেই রাজনীতির প্রতি আকর্ষণ দেখিয়েছিলেন এবং গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক নিবন্ধ লিখেছিলেন। তাঁর পিতার প্রভাবে তিনি সারাজীবন বই পড়তে এবং থিয়েটার দেখতে ভালোবাসতেন। যখন তিনি মঞ্চাভিনেত্রী ছিলেন তিনি বহু সাহিত্যের অনুবাদ করেন।

১৮৮৩ সালে তিনি এডওয়ার্ড অ্যাভেলিং-এর সাথে মিলিত হন—পরবর্তী জীবন তাঁরা একসাথে কাটান। ১৮৮০ সালের শুরুতে তাঁরা হেনরী হিন্ডম্যান-এর নেতৃত্বাধীন 'ডেমোক্রেটিক ফেডারেশন'-এর সদস্য হন। সেই সময় তিনি একটা কর্মসূচীর খসড়া রচনা করেন, যেখানে তিনি বিপ্লবের মধ্য দিয়ে সমাজ পরিবর্তনের প্রয়োজনীয়তা তুলে ধরেন। এই সংগঠনটার পরবর্তীতে নাম হয় 'সোশাল ডেমোক্রেটিক ফেডারেশন', কিন্তু এটাও ১৮৮৪ সালে নানা কারণে ভেঙে যায়। অ্যাভেলিং এবং উইলিয়ম মরিস 'সোশালিস্ট লীগ' গঠন করেন এবং 'কমন্‌ওয়েল' নামে একটা মাসিক পত্রিকা প্রকাশ করেন। যেখানে ইলিনর একাধিক নিবন্ধ, সমালোচনা রচনা করেন—নারী সমস্যা-সহ অন্যান্য অনেক বিষয়ে। এখানেই তিনি 'নারী সমস্যা' নামক প্যামফ্লেটটি প্রকাশ করেন। ১৮৮৬ সালে, জার্মান সোশাল ডেমোক্রেটিক দলের জন্য অর্থ সংগ্রহ এবং হে-মার্কেটের ঘটনার সমর্থনে তিনি লিবনিক্ট-এর সাথে যুক্তরাষ্ট্র ঘুরে বেড়ান। তিনি সংগঠন গড়ে তোলা, লেখালেখি, ট্রেড ইউনিয়ন ও তাদের সংগ্রামের পক্ষে বক্তৃতা দেওয়ার কাজে নিরলসভাবে যুক্ত ছিলেন। ১৮৮৯ সালে তিনি দ্বিতীয় আন্তর্জাতিকের প্রতিষ্ঠার জন্য প্যারিসে প্রতিনিধি নির্বাচিত হয়ে যান। পরবর্তী জীবনে নিজের কাজের পাশাপাশি তিনি তাঁর পিতার অসমাপ্ত কাজগুলো সংগঠিত করার চেষ্টা করেন। ১৮৮৯ সালে মানসিক অবসাদের কারণে ৪৩ বছর বয়সে তিনি আত্মহত্যা করেন।

ইলিনর মার্কস অ্যাভেলিং

নারীসমস্যা

অগাস্ট বেবেলের 'উওম্যান-পাস্ট, প্রেজেন্ট এণ্ড ফিউচর' রচনাটার প্রকাশনা ও কাজটার একটা ইংরেজি অনুবাদ সঠিক সময়ে নারী-প্রশ্নে সমাজতন্ত্রবাদীদের অবস্থান ব্যাখ্যা করার একটা প্রয়াস। জার্মানী ও ইংলণ্ডে কাজটা যে ধরণের অভ্যর্থনা পেয়েছে তাতে এমন একটা প্রচেষ্টার কত প্রয়োজন ছিল তা বোঝায়—যদি না আমাদের প্রতিপক্ষরা আমাদের ভুল বুঝতে বিশেষ আগ্রহী হন এবং সে ক্ষেত্রে-ও আমরা নিষ্ক্রিয় থাকতেই আগ্রহান্বিত বোধ করব। বর্তমান নিবন্ধকারদের মনে হয়েছে—ইংরেজ জনগণ যে পক্ষপাতহীনতায় তাদের বিশেষ অধিকার-তার গুণেই নিজেদের সমাজতন্ত্রবাদী বলে অভিহিত করা এই রচনাকারদের রচনার দৃষ্টিভঙ্গী, পর্যালোচিত মতাবলী ও তার থেকে উদ্ভূত সিদ্ধান্তগুলোকে গুরুত্ব দিয়ে বিবেচনা করবেন। রচনার সিদ্ধান্তগুলো সম্পর্কে তাঁদের মতামত যাই হোক না কেন-এ থেকে অন্তত এমন মতামত ও দৃষ্টিভঙ্গীর অস্তিত্ব সম্পর্কে তাঁদের একটা ধারণার ভিত্তি তৈরি হবে। বর্তমান নিবন্ধকারদের মতে আলোচ্য বিষয় ও অনুরূপ প্রশ্নগুলোর প্রতি সর্বাধিক সুবিচার করা যায় তখনই যখন একজন নারী ও একজন পুরুষ যুগ্মভাবে এই নিয়ে ভাবেন ও কাজ করেন। এবং লেখাটার বাকি অংশে তাঁরা তাঁদের সমাজতন্ত্র বিষয়ক ব্যক্তিগত চিন্তাভাবনার সোচ্চার রূপদান ও মতামতের প্রতিফলন হিসেবেই দাঁড় করাতে চান। একদিকে, যেমন তাঁরা মনে করেন ইংল্যাণ্ডে, গোটা মহাদেশে ও আমেরিকায় তাঁদের সহচিন্তক ও সহকর্মীদের বৃহদংশই এই মতামত পোষণ করেন অন্যদিকে এই মতামতগুলোর কোনো একটাকে বা সবগুলোকেই মানার জন্য পার্টি বা সংগঠন যে চুক্তিবদ্ধ তা একেবারেই নয়।

যে মূল পাঠের ওপর এই আলোচনামূলক প্রবন্ধ দাঁড়িয়ে তার সম্পর্কে শুরুতেই একটা-দুটো কথা। বেবেল একজন শ্রমজীবী মানুষ, সমাজতান্ত্রিক মতাবলম্বী ও জার্মান সংসদ বা রাইখষ্ট্যাগের সদস্য। তাঁর Die Frau বই জার্মানীতে নিষিদ্ধ ঘোষিত হয়েছে। সাথে সাথে বইটা পাওয়ার অসুবিধা ও যাঁরা বইটা রাখছেন-এই দুইয়ের সংখ্যাই বেড়ে গেছে। জার্মান সংবাদমাধ্যম প্রায় শতকরা ষোলোআনা

বইটার নিন্দা করেছে এবং রচনাটার লেখকের উপর সম্ভব-অসম্ভব সব রকমের দোষ আরোপ করেছে। রচনাটার প্রভাব ও এইসব আক্রমণের গুরুত্ব বুঝতে হলে বেবেলের ব্যক্তিগত চরিত্র ও অবস্থান মাথায় রাখতে হবে। জার্মানিতে সোশালিস্ট দলের প্রতিষ্ঠাতাদের মধ্যে অন্যতম এবং কার্ল মার্ক্সের অর্থনৈতিক তত্ত্বের প্রদর্শকদের মধ্যে শীর্ষস্থানীয় এবং সর্বোৎকৃষ্ট বাগ্মী হিসেবে বেবেল যেমন প্রলেতারীয় জনগণের ভালোবাসা ও বিশ্বাসের পাত্র—তেমনি পুঁজিপতি ও অভিজাত মহলের ঘৃণা ও ভীতির উৎস তিনি। তিনি যে শুধুমাত্র জার্মানীর অত্যন্ত জনপ্রিয় ব্যক্তিত্ব তাই নয়-তাঁর পরিচিতদের কাছে-শত্রুমিত্র ভেদহীনভাবে-অত্যন্ত শ্রদ্ধাভাজনও। নিন্দা-অপবাদ সবসময় তাঁকে নিয়ে লেগেই আছে—তবে নির্দ্বিধায় বলা যায় যে তাঁর বিরুদ্ধে আনা অভিযোগগুলো যেমন ভুল তেমনই বিদ্বেষে পরিপূর্ণ, বিদ্বেষ-প্রণোদিত।

তাঁর কাজের নবতম সংযোজনের ইংরেজি অনুবাদটার কিছু কিছু অঞ্চলে চরম নিন্দাপূর্ণ অভ্যর্থনা পেয়েছে। এই কুপিত সমালোচনার ক্রোধের উপযোগ থাকত যদি তা অনুবাদটির অতুলনীয় চিন্তাহীন অযত্নের উপর বর্ষিত হত। এই অযত্নকৃত কাজ আরো বেশি করে লক্ষ্যণীয় ও ক্ষমার অযোগ্য বলে মনে হবে যখন আমরা দেখি জুরিখ থেকে ছাপানো জার্মান সংস্করণটি অসাধারণভাবে ত্রুটিমুক্ত। অনুবাদক ডঃ হ্যারিয়েট বি. অ্যাডাম্‌স্ ওয়াল্টারকে অবশ্য এই নিন্দার পরিধি থেকে নিষ্কৃতি দেওয়া উচিত। তাঁর কাজটা সব মিলিয়ে যথাযথই হয়েছে—যদিও লেখাটির স্থানে স্থানে অর্থনৈতিক পরিভাষা ও বিষয়টাতে ব্যবহৃত কিছু শব্দাবলীর সাথে পরিচিতির লক্ষ্যণীয় অভাব এক ধরণের দ্ব্যর্থক দুর্বোধ্যতা তৈরি করেছে। এবং বহুবচনের ব্যবহারে সবচেয়ে অসতর্ক ও দায়িত্ববোধহীন, ব্যাখ্যার অযোগ্য আপত্তি নজরে পড়ে। কিন্তু মুদ্রণে, বানানে-এমনকি বিরামচিহ্ন ব্যবহারেও বইটি ভুলে ভুলে ছয়লাপ। একশ চৌষট্টি পাতার একটা বইয়ে সর্বমোট অন্তত একশ সত্তরটা গুরুতর ত্রুটি-সত্যিই চোখে পড়ার মত বাজে ঘটনা।

বইটার প্রথম দিক অথবা ঐতিহাসিক অংশটা নিয়ে আলোচনা করা আমাদের লক্ষ্য নয়। যদিও গভীরভাবে আগ্রহজনক—তবু পুরুষ ও নারীর বর্তমান সম্পর্ক ও তাতে আসন্ন পরিবর্তনগুলো সম্পর্কে এত কিছুই বলার থাকে যে—প্রথম অংশটা ছেড়ে এগিয়ে যেতেই হয়। তাছাড়া ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটের বিষয়টা এই রচনাতেই সবচেয়ে ভালোভাবে বর্ণিত হয়েছে তা বলা যায় না। এখানে সেখানে কিছু ভুলও আছে। নারী-বিষয়ক এই বিশেষ দিকটা নিয়ে চর্চা করার জন্য ফ্রেডরিক এঙ্গেল্‌সের "Origin of the Family, Private Property and the State" বইটা

এখনো পর্যন্ত সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য সূত্র। তাই বরং এই লেখায় আজকের দিনে সমাজ ও নারী এই প্রশ্নে ফেরা যাক।

বেবেল-এর দৃষ্টিভঙ্গীতে-এবং সাধারণভাবে সোশালিস্টদের মতে—আজকের সমাজ অত্যন্ত বিক্ষোভপূর্ণ, রাজনৈতিক ও সামাজিক অসন্তোষের অবস্থায় আছে। একরাশ নীচতা-পচনশীলতা থেকে তৈরি হওয়া অস্থিরতা। এর সমাধান কিংবা ক্ষয় দুই-ই আসন্ন। ধনতান্ত্রিক উৎপাদন প্রক্রিয়া ও তার থেকে গড়ে ওঠা সমাজব্যবস্থার অবসান আর শতাব্দীর অঙ্কে নয়—বছরের অঙ্কেই গণ্য। এই অবসানই সরলতর রূপে বা অংশে সমাজের পুনর্বিশ্লেষণের সূচনা ঘটাবে—যাদের পুনর্সংযোজন থেকে নতুনতর ও শ্রেষ্ঠতর সামাজিক অবস্থার সৃষ্টি হবে। সমাজ আজ নৈতিকতার দিক দিয়ে দেউলিয়া এবং এই নৈতিক অন্তঃসারশূন্যতা পুরুষ-নারী সম্পর্কের ক্ষেত্রে যত ভয়ানকভাবে স্পষ্ট—এমনটা আর কোথাও নয়। কল্পনার ভাঁড়ার নিঃশেষে খরচ করেও এই পতন বিলম্বিত করার চেষ্টা বৃথা। সত্যের মুখোমুখি হতেই হবে।

এই সম্পর্কগুলো বিবেচনা করার ক্ষেত্রে সাধারণ পুরুষ বা নারীর বোধে সচরাচর একটা খুব গুরুত্বপূর্ণ বিষয় আসে না। গড় থেকে উচ্চতর অবস্থানে থাকা মানুষজন—এমনকি যারা নারীর বৃহত্তর স্বাধীনতা অর্জনের কাজেই নিজেদের জীবনকে ব্যাপৃত রেখেছেন—তাদের চিন্তাভাবনাতেও এই বিষয়টা স্পষ্টভাবে ধরা দেয় না। এই মৌলিক বিয়টা হল এই যে—আলোচ্য প্রশ্নটা আসলে অর্থনীতি সম্পর্কিত; যে আজকের জটিল ও আধুনিক সমাজে অন্য সব বিষয়ের মত নারীর অবস্থানও দাঁড়িয়ে আছে এক অর্থনৈতিক ভিত্তির এপর। যদি অন্য কোনো অবদান ছাড়া শুধুমাত্র এই মৌলিক বিষয়টাকে অবহিত করার জন্য বেবেল বক্তব্য রাখতেন—তাঁর জন্যই তাঁর কাজের মূল্য হত অপরিসীম। নারী প্রশ্নটা আদতে বৃহত্তর স্তরে সমাজকে সংগঠিত করারই প্রশ্ন। এই ধারণাটা সম্পূর্ণ বোধগম্য না হলে পরিবর্তে বেকনের 'Advancement of Learning'-এর প্রথম বই থেকে নিচের অংশটা তুলে দেওয়া যেতে পারে ঃ "অন্য একটি ভুল ... এই যে নির্দিষ্ট কলা ও বিজ্ঞানের বণ্টনের পর পুরুষ সার্বিকতা ত্যাগ করেছে .....যা সমস্তরকমের প্রগতি রুদ্ধ না করে পারে না .... এর থেকে বিজ্ঞানের কোনো সুদূরতর ও গভীরতর কোনো দিকের আবিষ্কার করাও সম্ভব নয়। বিজ্ঞানের কোনো শাখার কোনো নির্দিষ্ট স্তরে দাঁড়িয়ে সেই স্তরেরই সুদূরতর ও গভীরতর কোনো দিকের আবিষ্কার সম্ভব নয়—যতক্ষণ না ঐ বিজ্ঞানের উচ্চতর অবস্থান থেকে অনুসন্ধান না করা যায়।"—"যখন পুরুষ (এবং নারী) সর্বজনীনতা ত্যাগ করেছে।" এই ত্রুটি একটা 'অসৎ

খেয়ালের' থেকেও বেশি। এটা একটা ব্যাধি। অথবা ওপরে উদ্ধৃত অনুচ্ছেদ বা শব্দগুচ্ছে ব্যবহৃত একটা দৃষ্টান্ত ব্যবহার করে বলা যায় যাঁরা নারী প্রশ্নকে বর্তমান পদ্ধতিতে বিবেচনার সমালোচনা করেন কিন্তু বর্তমান সমাজের অর্থনীতির গভীরে প্রোথিত এর কারণকে খোঁজেন না তাঁরা অনেকটা সেইসব চিকিৎসকের মতো যাঁরা রোগীর স্বাস্থ্যের সাধারণ অবস্থার প্রতি দৃকপাতহীনভাবে রোগের আক্রমণের বা বহিঃপ্রকাশের স্থানীয় কেন্দ্রে চিকিৎসা করেন।

এই সমালোচনা সেইসব সাধারণ মানুষ যারা লিঙ্গ সংক্রান্ত উপাদান আছে এমন যে কোনো বিষয়ে কৌতুকবোধ করেন বা বিদ্রুপ করেন শুধুমাত্র তাদের জন্য নয়। এটা অপেক্ষাকৃত উচ্চমার্গের মানুষদের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। এমনিতে আন্তরিক ও চিন্তাশীল—যাঁরা দেখতে পান যে নারীবর্গ একধরনের সঙ্কটের অবস্থায় আছেন এবং এই অবস্থানের সদর্থক পরিবর্তন ঘটাতেও এঁরা আগ্রহী। এঁরা হলেন সেই অক্লান্ত পরিশ্রমী অসাধারণ মানুষের দল যাঁরা নারীর ভোটাধিকারের মত সঠিক একটা লক্ষ্যের জন্য, Contajions Diseases Act (সংক্রামক রোগ আইন), কাপুরুষতা ও নিষ্ঠুরতা থেকে তৈরি করা অস্বাভাবিকতা প্রত্যাহারের উদ্দেশ্যে মহিলাদের জন্য বিশ্ববিদ্যালয় ও অন্যান্য সব পেশার—সে শিক্ষকতাই হোক আর ভ্রাম্যমান বিক্রেতার কাজ—দরজা খুলে দেওয়ার জন্য কঠোর লড়াই করেন।

এই প্রতিটি অন্যার্থে ভালো কাজে তিনটে স্পষ্ট বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায়।

প্রথমতঃ, সচরাচর এই কাজে সংশ্লিষ্ট বেশির ভাগ মানুষই সমাজের সংগতিশালী শ্রেণির সদস্য। শুধুমাত্র সংক্রামক রোগের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ বাদ দিলে শ্রমিকশ্রেণির নারীদের খুবই নগণ্যসংখ্যায় এইসব আন্দোলনে অংশ নিতে দেখা যায়। আমরা জানি এক্ষেত্রে একটা জবাব আসতেই পারে যে ইংল্যান্ডের বেশিরভাগ আন্দোলন—যা আমাদের কর্মোদ্যোগের একটা বড় অংশ জুড়ে আছে—তাদের প্রতিটার ক্ষেত্রেই তো একথা সত্যি। এটা নিশ্চিত যে এই দেশে এই মুহূর্তে সমাজতন্ত্রের জন্য আন্দোলন একটা সাহিত্য আন্দোলনের থেকে বেশি কিছু নয়। এ সমস্ত আন্দোলনের সীমায় শ্রমিকশ্রেণির কিছু প্রান্তিক উপস্থিতি আছে। কিন্তু এই সমালোচনায় আমাদের জবাব হতে পারে এই যে জার্মানীতে পরিস্থিতিটা কিন্তু ভিন্ন এবং এখানেও সমাজতান্ত্রিক আন্দোলন সম্প্রসারিত হয়ে শ্রমিকশ্রেণির মধ্যেও স্থান করে নিচ্ছে।

দ্বিতীয়তঃ, এসব ক্ষেত্রে এগিয়ে থাকা নারী সম্পর্কে আমাদের ধারণা হয় সম্পত্তির, নয় ভাবানুভূতির কিংবা পেশাগত ভিত্তিতে দাঁড়িয়ে আছে। এদের মধ্যে কোন ধারণাসূত্রই কিন্তু অর্থনীতির মূল ভিত্তিভূমিতে নিয়ে যায় না। শুধু এই

তিনটে ধারণা কেন—সমাজ সম্পর্কিত যে কোন ধারণার ক্ষেত্রেই এটা সত্যি। এমনকি সমাজ-বিষয়ক তত্ত্বায়নেও এই বৈশিষ্ট্যটা অনুপস্থিত। অবশ্য যাঁরা নারীদের নাগরিক বা রাজনৈতিক অধিকার প্রাপ্তির লক্ষ্যে টানা লড়েন তাঁদের অর্থনীতি-সংক্রান্ত অজ্ঞতার কথা মাথায় রাখলে এটা ততটা বিস্ময়কর লাগবে না। নারীর অধিকারের সমর্থকদের লেখা ও বক্তব্যগুলো বিচার করলেই বোঝা যায় যে বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে সমাজের বিবর্তনের ইতিহাস বা তত্ত্বের প্রতি কোন নজরই দেওয়া হয় নি। এমন কি প্রাচীন নৈষ্ঠিক রাজনৈতিক অর্থনীতি (পলিটিক্যাল ইকোনমি)-যার বিবৃতিগুলোকে বহুলাংশে বিভ্রান্তিকর বলা যায়-তার সূত্রগুলোকেও মনোযোগের সাথে আয়ত্ত করা হয়নি।

তৃতীয় বক্তব্যটা এই দ্বিতীয়টা থেকেই বেরিয়ে আসে। আমাদের উল্লিখিত এই ধারাটা আজকের সমাজের সাধ্যসীমার বাইরের কোনো দিক নির্দেশ করে না। ফলে আমাদের দৃষ্টিকোণ থেকে তার মূল্য খুবই সামান্য। আমাদের সমর্থন শুধুমাত্র সম্পত্তিবান নয়—সমস্ত নারীর ভোটাধিকারের জন্য, সংক্রামক রোগ আইন প্রত্যাহারের পক্ষে বা সব পেশার দরজা সকলের কাছে খুলে দেওয়ার জন্য। কিন্তু এতে পুরুষের সাপেক্ষে নারীর অবস্থানের প্রকৃত বা বাস্তবিক কোন পরিবর্তন হবে না। (এই মুহূর্তে আমরা বেড়ে যাওয়া প্রতিযোগিতা ও টিকে থাকার জন্য আরো তিক্ততর যুদ্ধবিবাদের ফলাফল নিয়ে ভাবিত নই)। কেননা সংক্রামক রোগ আইনের পরোক্ষ প্রভাব ছাড়া—এই অধিকারগুলোর একটাও পুরুষ-নারীর সম্পর্কের আঙ্গিকটাকে স্পর্শ করে না। একইসাথে একথা অস্বীকার করা উচিত না যে এই বিষয়গুলোর যে কোন একটা বা সমস্ত অধিকার অর্জনের সাথে সাথে যে প্রচণ্ড পরিবর্তন আসতে বাধ্য তা সহজেই অর্জনযোগ্য। কিন্তু এটাও মনে রাখা দরকার যে চরম পরিবর্তনটা তখনই আসবে যখন এই পরিবর্তন যে সামাজিক পরিবর্তনটার স্বাভাবিক ফল তা ঘটে গেছে। সেই বৃহত্তর পরিবর্তনটা ছাড়া নারীমুক্তি কোনোমতেই সম্ভব নয়।

যারা নারীজাতির মঙ্গলসাধনে উদ্বুদ্ধ তাদের কাছেও যে সত্যটা অস্পষ্ট থেকে যায় তা হল এই যে শ্রমিকশ্রেণির মত নারীরাও উৎপীড়িত। এবং তার অবস্থানও একইভাবে প্রতি মুহূর্তে অনুকম্পাহীন অবনয়নের বা অপমানের শিকার। পুরুষের সংগঠিত স্বেচ্ছাচারতন্ত্রের সৃষ্টি নারী, ঠিক যেমনভাবে শ্রমিকরা অলস ও কর্মবিমুখ ব্যক্তিদের অত্যাচারের সৃষ্টি। যেখানে এটুকু বুঝলেও বাকি না বোঝাটার ওপর জোর দেওয়ার ক্ষেত্রে ক্লান্ত হলে আমাদের চলবে না যে নারী, শ্রমিক শ্রেণির

মতই, যে সমস্ত অসুবিধা ও সমস্যার সম্মুখীন হয়, সমাজের বর্তমান পরিস্থিতির মধ্যে তার সমাধান কিছুতেই সম্ভব না। চলতি অবস্থায় যা কিছুই করা হোক না কেন আর যত জমকালো ভাবেই তা ঘোষণা কিংবা প্রচার করা হোক না কেন - তাতে শুধু দোষ ঢাকা বা লঘুকরণই সম্ভব কিন্তু প্রতিকার হয় না তাই তা অভিপ্রেতও নয়। নারী ও প্রত্যক্ষ উৎপাদক এই দুই নিপীড়িত শ্রেণিরই বোঝা দরকার যে তাদের নিজেদের মধ্যে থেকেই মুক্তি আসবে। নারী অপেক্ষাকৃত ভালো প্রকৃতির পুরুষদের সাথে সন্ধি করতে পারেন—প্রত্যক্ষ উৎপাদকরা যেমন দার্শনিক, শিল্পী ও কবিদের মধ্যে মিত্র বা সহযোদ্ধা খুঁজে পাচ্ছেন। কিন্তু সামগ্রিকভাবে পুরুষজাতির কাছে নারীর এবং মধ্যবিত্ত শ্রেণির কাছে শ্রমিকদের তেমন কিছু প্রত্যাশা করার নেই।

এই বক্তব্য কতটা সত্যি তা বোঝা যায় যখন দেখতে পাই যে আজকের সমাজে নারীর অবস্থান সম্পর্কে আলোচনা শুরু করার আগেই এমন কিছু সতর্কবাণীর প্রয়োজন হচ্ছে। অনেকের কাছেই 'বর্তমান, এখন' সম্পর্কে যা বলছি তা অতিরঞ্জন মনে হবে, 'ভবিষ্যৎ' সম্পর্কে বলা কথাকে কাল্পনিক আর সম্ভবত পুরো বক্তব্যটাকেই বিপজ্জনক বলে মনে হবে। সংস্কৃতিবান মানুষের কাছে এখনো জনমত হলো শুধুমাত্র পুরুষদের অভিমত, এবং যা কিছু প্রথাসিদ্ধ তাই নৈতিক। অধিকাংশই নারীকে পুরুষের সাথে সমানাসনে বসানোর ক্ষেত্রে নারীর আপতিক-সাময়িক অসহায়তাকে একটা অন্তরায় মনে করেন। তাছাড়া, এ প্রসঙ্গে নারীর স্বাভাবিক বা প্রকৃতিদত্ত পেশার গল্পের অবতারণা করা হয়। প্রথম বিষয়টা সম্পর্কে বলা যায়-আজকের অস্বাস্থ্যকর সামাজিক পরিস্থিতিতে অনেকসময়ই লিঙ্গ-ভিত্তিক অসহায়তার কথা বাড়িয়ে বলা হয়—যদি না সরাসরি এটা বলি যে আজকের পরিস্থিতির প্রত্যক্ষ ফলই হল এই অসহায়তা। সুতরাং, যুক্তির পরিবেশ তৈরি করলে এই সমস্যাটা পুরোপুরি না হলেও দূর করা যাবে। আবার একইসাথে সবাই যেটা ভুলে যায় সেটা হল নারী স্বাধীনতার বাধা হিসেবে অবলীলায় যে কারণগুলো সবিস্তারে উল্লেখ করা হয়—নারীকে ক্রীতদাসে পরিণত করার ক্ষেত্রে সেগুলোকেই খুব সুবিধাজনকভাবে ভুলে যাওয়া হয়। তারা ভুলে যায় যে পুঁজিবাদী মালিকের চোখেও ঐ লিঙ্গ-ভিত্তিক অসহায়তা মজুরির সাধারণ স্তর হ্রাস করার একটা উপায় মাত্র। আর নারীর স্বাভাবিক পেশা ঠিক ততটাই স্বাভাবিক—যতটা স্বাভাবিক ধনতান্ত্রিক উৎপাদনব্যবস্থা কিংবা তার মধ্যে শ্রমিকদের জন্য তারই উৎপাদনের যে অংশ তার টিকে থাকার জন্য বরাদ্দ হয় তার সীমা। প্রথমক্ষেত্রে

মনে করা হয় বাচ্চা লালনপালন করা, ঘরসংসার তদারকি এবং স্বামীর প্রতি অনুগত থাকাই হল নারীর স্বাভাবিক কাজ। দ্বিতীয় ক্ষেত্রে সেটা পুঁজিগঠনের উদ্দেশ্যে আবশ্যিকভাবে উদ্বৃত্ত মূল্য উৎপাদন। আর তৃতীয় ক্ষেত্রে এটাই স্বাভাবিক বলে গণ্য যে শ্রমিক মজুরি হিসেবে ঠিক ততটাই পাবে যতটা পেলে তাকে একেবারে থাকতে হবে না। গতিসূত্র যে অর্থে স্বাভাবিক এই নিয়মগুলোর কোনোটাই তা না। এগুলো একেবারেই সাময়িকভাবে প্রচলিত কিছু প্রথা ঠিক যেমন প্রথাগতভাবে ফরাসী হল কূটনীতির ভাষা।

বর্তমান সময়ে নারীর অবস্থান নিয়ে আলোচনা হাজারবার বলা গল্পের পুনরাবৃত্তিরই সমান। তবু আমাদের বর্তমান লেখার প্রয়োজনে কিছু জানা বিষয়ে আবারো জোর দিতে হবে এবং কিছু অপেক্ষাকৃত কম পরিচিত বিষয় উল্লেখ করতে হবে। প্রথমেই সমগ্র নারীজাতি সম্বন্ধীয় একটা ধারণা দিয়ে শুরু করা যাক। নারীর জীবন পুরুষের জীবনের সাথে সমস্থানিক নয় বা তারা মিলে যায় না। তাদের জীবন পরস্পরকে ছেদ করে না এবং অনেকসময় তাদের কোনো সাধারণ বিন্দুও পাওয়া যায় না। এর ফলে গোটা জাতির জীবনের খর্বতাপ্রাপ্তি ঘটে। কান্টের মতেঃ "নারী ও পুরুষ ঐক্যবদ্ধভাবে এক সমগ্র ও অখণ্ড সত্তা গঠন করে; এক লিঙ্গ অন্যটাকে সম্পূর্ণ করে।" কিন্তু যখন প্রতিটা লিঙ্গই অসম্পূর্ণ এবং একটা দুঃখজনক মাত্রায় অসম্পূর্ণ এবং কেউই পরস্পরের যথার্থ খাঁটি, সর্বব্যাপী, অভ্যাসগত এবং অবাধ সংযোগে আসে না—চিন্তা থেকে চিন্তায় (মনন থেকে মননে) তাদের যোগ স্থাপিত হয় না, তখন গোটা অস্তিত্বটাই সম্পূর্ণ নয়—অখণ্ডও নয়।

দ্বিতীয় বক্তব্যটা কতিপয়ের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য - যদিও এই কতিপয়ের মধ্যে বেশ বড়সংখ্যক নারী অন্তর্ভুক্ত। প্রত্যেকেই জানে যে কিছু পেশা ও জীবনযাত্রার অভ্যাস, ঐ অভ্যাস অনুসরণকারীর শরীরে বা মুখাবয়বে ছাপ ফেলে। কোনো রেসুড়ে কিংবা মদ্যপকে তাদের চলাফেরার ভঙ্গি বা বহ্যিক গঠন থেকে চিনে ফেলা যায়। কিন্তু কজন ভেবে দেখেছে বা ভাববার চেষ্টা করেছে যে রাস্তাঘাটে প্রকাশ্য জায়গায় কিংবা বন্ধুমহলে কোনো অবিবাহিত নারীকে এক লহমায় অবিবাহিতা বলে চিনতে পারি—বিশেষ করে যারা একটা নির্দিষ্ট বয়স পেরিয়েছে—প্রাণবন্ত লেখকরা যে বয়সটাকে তাদের স্বভাবসুলভ বিদ্রুপছলে 'অনিশ্চিত' বলে অভিহিত করে? কিন্তু একজন বিবাহিত পুরুষকে অবিবাহিত পুরুষ থেকে আলাদা করতে পারিনা আমরা। এর থেকে উঠে আসা প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করে ফেলার আগেই মনে করা যাক নারীরা কি ভয়ানক অনুপাতে অবিবাহিতা! উদাহরণ হিসাবে বলি,

১৮৭০ সালে ইংল্যান্ডে একচল্লিশ শতাংশ নারীরা অবিবাহিতা ছিলেন। এর থেকেও যে প্রশ্ন তৈরি হয় তা অত্যন্ত যুক্তিসঙ্গত, কিন্তু অপ্রীতিকর কেননা এর উত্তর খোঁজা বাধ্যতামূলকভাবে জরুরি। এটা কিভাবে সম্ভব যে আমাদের বোনরা তাদের গঠনের ওপর হারিয়ে ফেলা সহজাত প্রবৃত্তি, অবরুদ্ধ আবেগ বা অংশত বিনষ্ট স্বভাবের সাক্ষ্য বহন করেন? একই সাথে তাদের অপেক্ষাকৃত সৌভাগ্যবান ভাইরা এমন কোনো চিহ্ন বহন করেন না? এক্ষেত্রে নিশ্চিতভাবে কোনো প্রাকৃতিক, স্বাভাবিক নিয়ম খাটে না। পুরুষের কাছে লভ্য এই অনুমতিপত্র এই মহান ও পবিত্র মিলনের থেকে মুক্তি যা তাদের কোনোভাবে প্রভাবিত করে না—কিন্তু নারীর ওপর পাথরের মত চেপে বসে-এসবই আমাদের অর্থনৈতিক ব্যবস্থার অবধারিত পরিণাম। আমাদের বিবাহগুলো তো আমাদের নীতিবোধ-এর মতই ব্যবসায়িক ভিত্তির উপর দাঁড়িয়ে আছে। এখানে ব্যবসায়িকভাবে নির্দিষ্ট দায়দায়িত্ব মেটাতে অক্ষম হওয়া কোনো নিকট বন্ধুকে কলঙ্কিত করার থেকেও গুরুতর পাপ, আর আমাদের বিবাহগুলো ব্যবসায়িক লেনদেন।

আমরা সমগ্র নারীজাতির কথাই বিবেচনা করি কিংবা আমাদের সেই দুঃখিনী বোনদের কথা যারা তাদের বিষণ্ন সত্তায় চিরকৌমার্যের ছাপ অঙ্গে ধারণ করে আছেন—চিন্তা এবং আদর্শের একটা গুরুতর ঘাটতি লক্ষ্য করতে পারি। আবারো এর কারণ হলো পুরুষের উপর অর্থনৈতিক নির্ভরশীলতার অবস্থান। নারীকে মানুষ হিসেবে তাদের অধিকারের ক্ষেত্রে দখলচ্যুত করা হয়েছে—ঠিক যেভাবে উৎপাদক হিসেবে শ্রমিকের অধিকারকে অস্বীকার করা হয়েছে। উভয় ক্ষেত্রেই পদ্ধতিটা এক—যেটা যে কোনো কালে যে কোনো পরিস্থিতিতে কাউকে অধিকারচ্যুত করার প্রক্রিয়াকে সম্ভবপর করে তোলে এবং সেটা হলো বলপ্রয়োগের পদ্ধতি।

আজকের জার্মানীতে একজন নারী পুরুষের সাপেক্ষে গৌণ বা অপ্রধান। অপেক্ষাকৃত হীন অবস্থানসম্পন্ন একজন স্বামী তার স্ত্রীকে শাসন করতে পারেন। তাদের সন্তানবিষয়ক যাবতীয় সিদ্ধান্ত—এমনকি তাদের মাতৃস্তনপান ত্যাগের সময়ও তিনিই স্থির করতে পারেন। স্ত্রীর যাবতীয় ঐশ্বর্য তিনি ব্যবহারার্থে নিয়ন্ত্রণ করেন। তার সম্মতি ছাড়া কোনো রকম চুক্তিবদ্ধ হওয়া স্ত্রীর পক্ষে সম্ভব না; এমনকি কোনো রাজনৈতিক সঙ্ঘে স্ত্রীর অংশগ্রহণ সম্ভব না। গত কয়েক বছরে ইংল্যান্ডে এই বিষয়গুলো কত ভালোভাবে সামলানো হয়েছে কিংবা পাঠকদের মনে করিয়ে দেওয়া যে এসব উন্নতি নারীদেরই সক্রিয়তার ফল-কোনোটাই আমাদের কাজের জন্য প্রাসঙ্গিক নয়। কিন্তু এটা পাঠককে মনে করিয়ে দেওয়া অবশ্যই দরকার যে

এই সমস্ত আইনি অধিকার অর্জন করার পরও ইংরেজ নারীরা—তিনি বিবাহিতই হোন বা অবিবাহিত—নীতিগতভাবে পুরুষদের ওপর নির্ভরশীল এবং তাদের মর্যাদাবোধ পুরুষদের দ্বারা বিশ্রীভাবে নিগৃহীত। পরিস্থিতিটা অন্যান্য সভ্য দেশে এর থেকে উন্নত কিছু নয়। রাশিয়াই একমাত্র ব্যতিক্রম—যেখানে ইউরোপের অন্যান্য অংশের তুলনায় সামাজিকভাবে নারী অনেক বেশি স্বাধীন। ফ্রান্সের উচ্চ-মধ্যবিত্ত শ্রেণির নারীরা—ইংল্যান্ডের তুলনায় আরো অসুখী। কিন্তু নিম্ন-মধ্যবিত্ত বা শ্রমিক-শ্রেণির নারীরা ইংল্যান্ডে বা জার্মানীর তুলনায় ভালো আছে। কিন্তু ৩৪০ ও ৩৪১-তম কোড সিভিলের পরপর দুটো অনুচ্ছেদ দেখায় নারীর প্রতি অবিচার-অন্যায় শুধুমাত্র জার্মান গোষ্ঠীভুক্ত সমাজগুলোর একচেটিয়া নয়।

যারা তথ্যকে উপেক্ষা করে চলে না তারাই জানে অ্যাথেনিয়ানদের সম্বন্ধে ডেমোসথেনিসের অত্যন্ত বাগ্মিতাপূর্ণ এই কথাগুলো আজকের ইংরেজ মধ্যবিত্ত ও উচ্চবিত্ত সম্প্রদায়ের জন্য কতটা প্রযোজ্য। "আমরা বিবাহ করি বৈধ সন্তান ও গৃহের বিশ্বস্ত রক্ষক পেতে; উপপত্নী রাখি প্রতিদিনকার প্রয়োজন মেটানোর দাসী হিসেবে, কিন্তু ভালোবাসার আনন্দ উপভোগ করতে বারাঙ্গনার সঙ্গ কামনা করি"। স্ত্রী এখনো শুধুমাত্র সন্তানের ধারক-বাহক, গৃহের প্রহরী। স্বামী তার ভোগসুখের উদ্দেশ্যে বাঁচেন এবং সেইমত ভালোবাসেন। এ পর্যন্ত যারা একমত তারা সম্ভবত আমাদের পরবর্তী বক্তব্যটাও মানবে যে সমাজের কঠোর নিয়ম—যে কোনো নারীর দিক থেকে ভালোবাসার আবেগপূর্ণ কোনো বার্তা বা বিবাহের প্রস্তাব প্রথমে আসবে না—এটাও নারীর প্রতি অবিচারের একটা প্রধান অঙ্গ। এটা ক্ষতিপূরণের নীতির ওপর দাঁড়িয়ে থাকতে পারে। বিবাহের পর সমস্ত আবেদন-নিবেদনই পেশ হয় নারীদের তরফ থেকে। এবং সবরকম শর্ত আরোপ বা আপত্তি তোলার অধিকার শুধু পুরুষের। শেক্‌স্‌পীয়র দেখিয়েছেন এটা কোনো প্রকৃতিসিদ্ধ নিয়ম নয়। মিরাণ্ডা সমাজের প্রতিবন্ধকতার পরোয়াহীন ফার্দিন্যান্দের কাছে নিজেকে এভাবে উপস্থাপিত করেন—'তুমি আমায় বিবাহ করলে আমি তোমার স্ত্রী হব না হলেও আমি তোমার পরিচারিকা হয়ে থাকব" এবং হেলেনা-অল্‌স্‌ ওয়েল দ্যাট এণ্ড্‌স্‌ ওয়েল বেরট্র্যামের জন্য তার ভালোবাসা নিয়েই—যে ভালোবাসা তাকে নিয়ে যায় রুসিলন থেকে প্যারিস ও ফ্লোরেন্সে—কোলরিজের মতে—শেক্সপিয়রের সৃষ্ট সুন্দরতম চরিত্র।

আমরা আগেই বলেছি—বিবাহ দাঁড়িয়ে আছে বাণিজ্যিক ভিত্তির উপর। বহু ক্ষেত্রে এটি একটি পণ্য-কেন্দ্রিক লেনদেন ছাড়া কিছু নয় এবং আজকের পরিস্থিতিতে

এর রীতিনীতি ও পদ্ধতির ভূমিকাও কম অপরিহার্য নয়। উচ্চবিত্তদের মধ্যে ব্যবসাটা নির্লজ্জভাবেই চলে। পাঞ্চ-এ স্যার জর্জিয়াস্ মাইডাস চিত্রগুলো সেই সাক্ষ্য বহন করে। যে সমস্ত সাময়িকীতে এগুলো প্রকাশিত হয়েছে আমরা সচেতন হয়ে যাই যে তারা এর মধ্যে দিয়ে প্রকট বীভৎসতাকে অন্যায় বা পাপ হিসেবে গণ্য করে না, বড়জোর দুর্বলতা মনে করে। নিম্নমধ্যবিত্ত শ্রেণিতে বহু পুরুষ ঘরোয়া জীবনের আনন্দ থেকে নিজেকে সরিয়ে রাখে যতক্ষণ না তার মধ্যে এ বিষয়ে চাহিদা ঢুকে যায়। বহু নারীর ক্ষেত্রে এই সুন্দরতম মুহূর্তে তার জীবনের গতি চিরদিনের মতো স্তব্ধ হয়ে যায় -গৃহজীবনের সঙ্কীর্ণ ঘেরাটোপের ভয়াবহ কারণেই।

আমাদের বিবাহব্যবস্থার বাণিজ্যিক চরিত্রের আর একটি প্রমাণ পাওয়া যায় সমাজের বিভিন্ন স্তরে যে বিভিন্ন বয়সকাল বিবাহের উপযুক্ত বলে গণ্য হয় তার থেকে। এই সময়কালটা কখনোই জীবনের প্রয়োজন দ্বারা নির্ধারিত হয় না যেমনটা হওয়াই সঙ্গত। কোনো কোনো সৌভাগ্যবান ব্যক্তি, রাজা, রাজকুমার, অভিজাত সম্প্রদায়ভুক্ত ব্যক্তি বিবাহ করেন বা বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হন সেই সময়েই—যে সময়টাকে প্রকৃতি উপযুক্ত বলে নির্দেশ করে। শ্রমিকশ্রেণিরও অনেকেই বিয়ে করেন বেশ অল্প বয়সে—অর্থাৎ স্বাভাবিক সময়ে। প্রকৃত পুঁজিপতি যে এই বয়সে বেশ্যাগমন অভ্যাস করে ফেলেন তার কারিগরি শিল্পী বা মজুরদের বিচক্ষণতার অভাবের কথা ক্লান্তিহীনভাবে সবিস্তারে বলে চলেন। শারীরবিদ্যা ও অর্থনীতির শিক্ষার্থীরা নিশ্চয় খেয়াল করবেন যে ভয়াবহ ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থাও একটা স্বাভাবিক ও ন্যায়সঙ্গত প্রবণতাকে সম্পূর্ণ পিষে ফেলতে পারেনি। কিন্তু এই দুই শ্রেণির মধ্যে চাপা পড়ে যাওয়া স্তরগুলোর ক্ষেত্রে আমরা দেখেছি - যৌবনের প্রাণোচ্ছ্বল বছরগুলো পেরিয়ে যাওয়ার ও আবেগ স্তিমিত হয়ে পড়ার আগে সচরাচর এই মিলন ঘটতে পায় না।

এই সমস্ত কিছুই পুরুষ অপেক্ষা নারী সম্পর্কে অনেক বেশি আলোকিত করে। পুরুষের যৌন আবেগ ও প্রবৃত্তি সন্তুষ্ট করার প্রয়োজনকে স্বীকার করে ও আইনি বৈধতা দান করে। সেই একই সমাজের চোখে কোনো অবিবাহিতা নারী যদি তার অবিবাহিত ভাইদের বা যে সব পুরুষদের সাথে বল নাচেন বা তারই সাথে দোকানে কাজ করেন—তাদের মত যৌন অতৃপ্তি মেটানোর জন্য—পুরুষের প্রদর্শিত পথ অনুসরণ করেন তবে তিনি হয়ে যান সমাজচ্যুত। এমনকি শ্রমিক শ্রেণির মধ্যেও—যারা মোটামুটি স্বাভাবিক সময়ে বিবাহ করে—বর্তমান ব্যবস্থায় নারীদের অবস্থা অনেক বেশি দুঃসাধ্য ও গুরুভার। উপকথার সেই পুরোনো প্রতিশ্রুতি 'দুঃখে তুমি আরো সন্তান নিয়ে আসবে'—শুধু সত্যি বলে প্রমাণিত হয় তা নয়—তাকে

আরো টেনে চলা হয়। তাকে অনেকগুলো বছর লালনপালন করে সন্তানদের বড় করে তুলতে হয়—যেখানে ক্লান্তিলাঘবকারী বিশ্রাম নেই—আশায় উজ্জ্বল হয়ে ওঠা নেই, আছে শুধু আবহমান কাল ধরে ঘনিয়ে আসা কঠোর শ্রম ও দুঃখের আবহ। পুরুষটার সারাদিনের হাড়ভাঙ্গা পরিশ্রমের পর অন্তত সন্ধ্যেবেলাটা আছে বিশ্রাম নেওয়ার অবকাশ হিসেবে। কিন্তু শুতে যাওয়ার আগের মুহূর্ত পর্যন্ত নারী কর্মব্যস্ত থাকেন। ছোট ছোট বাচ্চা থাকলে তাঁর এই দায়িত্ব ও পরিশ্রম গোটা রাত ধরেই জারি থাকতে পারে।

বিবাহসম্পন্ন হয়ে যাওয়ার পর থেকে একজন সমস্ত সুবিধা পান আর অন্যজনের জন্য সবটাই প্রতিকূল। কিছু লোক বিস্মিত হন যে জন স্টুয়ার্ট মিল লিখেছিলেন —'বিবাহ হল আজকের দিনে আইনসম্মত দাসপ্রথার একমাত্র বাস্তব রূপ।' বিস্ময়কর এখানে যে তিনি বিবাহব্যবস্থাকে কখনো অর্থনীতি প্রশ্ন হিসেবে, গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার পরিণাম হিসেবে না দেখে অনুভূতি আশ্রিত ভাবাবেগের প্রশ্ন হিসেবে দেখেছিলেন। বিবাহের পর নারী ঠিক আগের মতই বন্ধনদশায় থাকেন কিন্তু পুরুষের ক্ষেত্রে এমনটা ঘটে না। নারীর ক্ষেত্রে ব্যাভিচার একটা মারাত্মক অপরাধ বা পাপ, পুরুষের ক্ষেত্রে এটা তুচ্ছ, মার্জনীয় এক পদস্খলন মাত্র। এই বিষয়ে অভিযোগ এনে পুরুষ বিবাহবিচ্ছেদ পেতে পারে, সে পারে না। বিচ্ছেদের জন্য তাকে প্রমাণ করতে হবে যে তার সাথে নিষ্ঠুর আচরণ (দৈহিক প্রকৃতির) করা হয়েছে। উপরোক্ত পরিস্থিতি ও তার ফলাফল খতিয়ে দেখে এটাই মনে হয় যে এইভাবে আয়োজিত ও এই প্রক্রিয়ায় সম্পন্ন বিবাহব্যবস্থা আদতে বেশ্যাবৃত্তি থেকেও খারাপ। তাদের পবিত্র ও ন্যায়সঙ্গ বলে অভিহিত করাটাও অশুচিতার পরিচায়ক।

বিবাহবিচ্ছেদ প্রসঙ্গে আত্মপ্রবঞ্চনার একটা উদাহরণ আমরা উল্লেখ করতে পারি—শুধু সমাজ ও তার অন্তর্ভুক্ত নানা শ্রেণি নয়, ব্যক্তিমানুষের সাথেও ঘটে। যাজকেরা যে কারো সাথে অন্য যে কোনোজনের বিবাহ দেওয়ার জন্য সদা প্রস্তুত ও আগ্রহী—বয়স্কের সাথে অল্পবয়সীর, পাপের সাথে পুণ্যের এবং কিছু কিছু বিজ্ঞাপনের ভাষায় তা করা হয় 'কোনো রকম প্রশ্ন উত্থাপন না করেই।' অথচ ঐ একই যাজকমণ্ডলী বিবাহবিচ্ছেদের প্রসঙ্গে অত্যন্ত কঠোর ও অনমনীয় মনোভাব পোষণ করেন। তাঁদেরই অনুমোদিত একের পর এক এমন মিলহীন বিসদৃশ মিলনের প্রতিবাদ করাটা আবার নাগরিক স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ হয়ে দাঁড়ায়। কিন্তু বিবাহবিচ্ছেদের প্রক্রিয়ায় সহযোগী কোনো বিষয়ের বিরোধিতা করা তো সেই স্বাধীনতায় আরো গুরুতর হস্তক্ষেপ। বিবাহবিচ্ছেদের মত জটিল প্রশ্নটা জটিলতর

হয়ে দাঁড়ায় কেননা প্রশ্নটাকে প্রথমত বর্তমান ব্যবস্থার নিরিখে ও দ্বিতীয়ত ভাবী সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার সাপেক্ষে বিচার করা দরকার। অনেক অগ্রসর চিন্তকরা বিবাহবিচ্ছেদের ব্যবস্থাকে সুবিধাজনক করে তোলার জন্য আবেদন জানান। তাঁদের মতে বিবাহবিচ্ছেদকে অন্ততপক্ষে বিবাহের মতই সহজ ও সুবিধাজনক করে তোলা দরকার; যে সব বিবাহেচ্ছুক মানুষ পরস্পরকে জানার কোনো সুযোগ পায়নি বা সামান্যই পেয়েছে তাদের বিবাহশপথ প্রত্যাহারের অযোগ্য কিংবা কঠোরভাবে বাধ্যতামূলক না হওয়াই ভালো। তাঁরা আরো মনে করেন যে মানসিকতা কিংবা চরিত্রের খাপ খাওয়ানোর সমস্যা, জীবনের কোনো গভীর আশা বা স্বপ্নভঙ্গ, বাস্তবিক অপছন্দ ইত্যাদি—বিবাহবিচ্ছেদের যথেষ্ট কারণ হিসেবে গণ্য হওয়া উচিত। সবশেষে এবং সব থেকে বড়ো কথা হল বিবাহবিচ্ছেদের শর্তগুলো উভয়লিঙ্গের ক্ষেত্রে একই হওয়া দরকার। এখন এ সমস্ত প্রস্তাবই অতি উত্তম, অর্জনযোগ্য এবং ন্যায়সঙ্গতও একমাত্র যদি এবং এই যদি-টা লক্ষণীয়—দুটো লিঙ্গের মানুষেরই অর্থনৈতিক অবস্থান সমান হয়। কিন্তু তা একেবারেই সমান নয়। সুতরাং এই ধারণা ও বক্তব্যগুলোর সাথে একমত হয়েও আমরা বিশ্বাস করি যে আমাদের বর্তমান পরিস্থিতিতে এদের বাস্তব প্রয়োগ ঘটালে বেশির ভাগ নারীর ক্ষেত্রেই তা আরো বড় রকমের অন্যায়ে পর্যবসিত হবে। পুরুষ এই ব্যবস্থাগুলোর সুযোগ নিতে পারবে, সম্পত্তির বা নির্দিষ্ট পেশার অধিকারী হাতে গোনা কয়েকজন নারীকে বাদ দিলে বেশির ভাগ নারীই এই সুবিধা নিতে পারবে না। বরং এই বিচ্ছেদ পুরুষকে স্বাধীনতা এনে দিলেও নারীদের ক্ষেত্রে তার এবং তার সন্তানদের জন্য অনাহারের রাস্তা খুলে দেবে।

এখানে আমাদের জিজ্ঞাসা করা হতে পারে—সমাজতন্ত্রের জমানাতেও কি বিবাহবিচ্ছেদের একই নীতি অনুসৃত হবে? আমাদের উত্তর হল এই যে, এই সমাজে পুরুষ ও নারীর মিলনের প্রকৃতি এমনই হবে (পরে এটার বিশদ ব্যাখ্যা দেওয়া হবে) বিচ্ছেদের কোন প্রাসঙ্গিকতাই আর সেখানে থাকবে না।

এই শেষের দুটো ক্ষেত্রে ভবিষ্যত নিয়ে রাখা আমাদের বক্তব্যে আগের বক্তব্যগুলোর তুলনায় অনেক বেশি আক্রমণাত্মক প্রতিক্রিয়ার মুখোমুখি হতে হবে বলে আমাদের মনে হয়। এ দুটো বিষয় আগেই সংক্ষিপ্তভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। প্রথমটা হল যৌন তাগিদ বা প্রবৃত্তি। এ বিষয়টাকে মোকাবিলা করার যে পদ্ধতি সমাজ গ্রহণ করে তা আমাদের চোখে মারাত্মক ভুল। গোড়া থেকেই এ ভুল ছিল। আমাদের সমাজে সন্তান উৎপাদন ও শিশুর জন্মগ্রহণ সংক্রান্ত ছোটদের যেকোনো

কৌতূহলকে সবসময়ই চুপ করিয়ে দেওয়া হয়। অথচ প্রশ্নটা হৃদ্‌স্পন্দন কিংবা শ্বাসপ্রশ্বাসের গতিপ্রকৃতি বিষয়ক প্রশ্নের মতই স্বাভাবিক। একটাকে অন্যগুলোর মতই অনায়াসে ও স্পষ্টভাবে ব্যাখ্যা করা উচিত। শারীরবৃত্তীয় কোনো বিশেষ প্রশ্নের উত্তর খুব অল্প বয়সে বোধগম্য নাই হতে পারে, যদিও সেটা কোন্ বয়স সেটা আমরা নির্দিষ্টভাবে ব্যাখ্যা করতে চাই না। কোনো বয়সকালেই শরীরের ক্রিয়া-প্রক্রিয়া সংক্রান্ত প্রশ্নের উত্তরে মিথ্যা বা ভুল শিক্ষা দেওয়া ঠিক হতে পারে না। আমাদের সন্তানরা যত বড় হয়ে ওঠে যৌন সম্পর্কের পুরো বিষয়টাকে তাদের কাছে রহস্য ও লজ্জাজনক করে তোলা হয়। এই কারণেই একটা অনুচিত ও অস্বাস্থ্যকর কৌতূহল তাদের পেয়ে বসে। বিষয়গুলোর উপর মাত্রারিক্তভাবে তাদের মনোযোগ ঘনীভূত হয়ে পড়ে। এই বিষয়গুলো দিয়ে অধিকৃত তাদের মন অনেকটা সময়ের জন্য অতৃপ্ত থাকে বা আংশিক পরিতৃপ্ত হয় ও একসময় একটা ব্যধিগ্রস্ত অবস্থায় উপনীত হয়। আমাদের মতে পিতামাতা ও সন্তানদের মধ্যে পৌষ্টিকতন্ত্রের অঙ্গগুলোর মতই জননতন্ত্রের অঙ্গগুলো নিয়েও সাবলীল ও স্পষ্ট আলোচনা হওয়া দরকার। এর বিরুদ্ধে আপত্তিটা আসলে শারীরবিদ্যা শিক্ষার বিরুদ্ধে থাকা হীন প্রাক্‌সংস্কারের মতই। যে নিকৃষ্ট যুক্তিবোধের অভ্রান্ত প্রকাশ ঘটেছে স্কুল বোর্ড মিসট্রেসকে লেখা এক বাবা-মায়ের সাম্প্রতিক চিঠিতে : "অনুগ্রহ করে আমার মেয়েকে ওর শরীরের ভিতরমহল সম্পর্কে কিছু শেখাবেন না। এতে ওর ভালো হয় না বরং ওকে অবিনীত অশিষ্ট করে তোলে।" আমাদের মধ্যেই কতজন এই বিষয়ে মিথ্যে ইঙ্গিত কিংবা সত্যকে চেপে রাখা-এর শিকার, শুধু বাবা-মা, শিক্ষক-শিক্ষিকা এমনকি ভৃত্যদের জন্যও? আমরা সৎভাবে নিজেদের কাছে অনুসন্ধান করে দেখতে পারি যে কার মুখ থেকে কি পরিস্থিতিতে আমরা বংশ ও জন্ম-সম্পর্কিত সত্য প্রথম জানতে পেরেছিলাম। আবার ছোট ছোট বাচ্চাদের জন্মসংক্রান্ত এই সত্যকে পবিত্র বলে পরিগণিত করার ভুল আমরা করতে পারি না। কজন-এর ক্ষেত্রে সত্যটা মায়ের কাছ থেকে জানা গেছে যার এ সত্য জানানোর পবিত্রতম অধিকার আছে—দুঃখকষ্টে অর্জিত অধিকার?

সত্যি কথা বলতে কি আমরা এটাও স্বীকার করি না যে এ বিষয়ে ছোটোদের সাথে কথা বলা মানে তাদের ক্ষতি করা। বেবেল থেকেই উদ্ধৃতি নেওয়া যাক—মিসেস. ইসাবেল বিচার হুকার-এর অভিজ্ঞতার কথা : "তাঁর আট বছরের ছেলের নিজের উৎপত্তি নিয়ে নিরন্তর জিজ্ঞাসার তৃপ্তিসাধনের জন্য এবং এর উত্তরে তাকে উপকথা না শোনানোর তাগিদে—যেটাকে তিনি অনৈতিক মনে করতেন—তিনি

ছেলেকে সম্পূর্ণ সত্যটা বুঝিয়ে বলেন। বাচ্চাটা মায়ের কথা প্রচণ্ড মনোযোগ সহকারে শোনে; সেইদিন থেকে—যে দিন সে জানতে পারে যে মায়ের কতটা কষ্ট ও উদ্বেগের মধ্যে দিয়ে সে এসেছে—সে মাকে একটা অন্যরকম কোমলতা ও শ্রদ্ধামিশ্রিত ভালোবাসা নিয়ে আঁকড়ে ধরে। অন্যান্য নারীদের প্রতিও তার ছিল একই রকম সম্ভ্রমবোধ।" 'আমরা অন্তত একজন নারীকে জানি যিনি তাঁর সন্তানকে সম্পূর্ণ সত্যটা জানিয়েছেন। এবং সন্তানেরও তাঁর প্রতি আগের তুলনায় গভীরতর ও অন্যতর ভালোবাসা ও সম্মান জন্ম নিয়েছে।'

এই যে মিথ্যে লজ্জা ও মিথ্যে গোপনীয়তার প্রতিবাদে আমরা সরব—তার সাথেই চলে আসে বিদ্যালয়ে শিশুশ্রেণির পর থেকেই লিঙ্গভেদে বাচ্চাদের তফাৎ করে দেওয়া, যার পরিসমাপ্তি ঘটে একমাত্র যখন মৃত পুরুষ ও মৃত নারী একই মাটিতে শায়িত হয়। 'স্টোরি অফ্ অ্যান আফ্রিকান ফার্ম' গল্পটাতে লিগুল নামের মেয়েটি যেমন বলে—'আমরা এক সময় একই রকম ছিলাম যখন আমরা সদ্যোজাত শিশু হিসাবে দাই-এর কোলে ছিলাম। আমরা আবার এক হব যখন শেষ ঘুমে আমাদের বাকরুদ্ধ হবে।" বিদ্যালয়ে এই বিচ্ছেদ সম্পন্ন হয়। এমনকি, এই ব্যবস্থা তার সমস্ত ইঙ্গিতময়তাসহ কোনো কোনো গীর্জাতেও পুরোপুরি চালু আছে। এর কদর্যতম রূপ অবশ্য দেখা যায় সন্ন্যাসী-সন্ন্যাসিনীদের মঠের মত অমানবিক প্রতিষ্ঠানগুলোতে। কিন্তু এই অনিষ্টের কম উৎকট রকমফেরগুলোও অমানবিকই—হয়তো একটু কম মাত্রায়।

সাধারণ সমাজে স্কুলের ছেলেদের জন্য গৃহীত দমনমূলক ব্যবস্থার মতোই কড়া বিধিনিষেধ যে পরিণত বয়সেও আলাদা আলাদা লিঙ্গের মেলামেশার ওপর আরোপিত হয়—এটা একটা বড় অনিষ্টের উৎস। কথোপকথন ভিত্তিক বিষয়ের ক্ষেত্রে এই বিধিনিষেধ আরো বিপজ্জনক হয়ে পড়ে। মধ্যবিত্ত ও উচ্চবিত্ত সমাজের ধূমপান কক্ষে যেসব বিষয়ে আলোচনা চলে তা থেকে প্রতিটা মানুষই এই বিপদের গুরুত্ব অনুধাবন করতে পারে, যদিও বিপদের উপরোক্ত কারণ সম্পর্কে সে সাধারণত ওয়াকিবহাল নয়। একমাত্র যখন বিশুদ্ধহৃদয় নারী-পুরুষ বা অন্তত যারা এই বিশুদ্ধতা অর্জনে আগ্রহী মুক্ত মানুষ হিসেবে নিজেদের মধ্যে যৌনতা বিষয়ে—তার সমস্ত আঙ্গিকসহ আলোচনা করে এবং তা করে পরস্পরের চোখে চোখ রেখে স্পষ্টতার সাথে—একমাত্র তখনই এর সমাধানের পথ খুঁজে পাওয়া সম্ভব। এর সাথে এটাও পরিষ্কার বোঝা দরকার—যা আমরা বারবার জোর দিয়ে বলতে চাইছি যে গোটা ব্যাপারটার মূল ভিত্তিই হল অর্থনৈতিক। 'রাইট্স্ অফ্ উওম্যান' বইটাতে

মেরি উলস্টোনক্র্যাফ্ট অংশত এটাই অর্থাৎ সারাজীবন ধরে আলাদা করে রাখার পরিবর্তে উভয় লিঙ্গের এমনই মেলামেশার কথা শিখিয়েছেন। তিনি দাবী করেছেন যে নারীকেও শিক্ষার সমান সুযোগ দিতে হবে, পুরুষদের সাথে একই স্কুল ও কলেজে পড়তে দিতে হবে; একেবারে শৈশব অবস্থা থেকে পরিণত বয়স পর্যন্ত তাদের পাশাপাশি প্রশিক্ষণ দিয়ে যেতে হবে। মিস্টার জে. সি. জেফারসনের শেষতম সংকলনের একমাত্র নিরবিচ্ছিন্ন অস্বস্তির হেতু হল এই দাবীটা।

এই বিচ্ছেদ, বিভেদ থেকে জন্ম নেওয়া লিঙ্গ পার্থক্যের চরম দুটো রূপ হল—বেবেলের উল্লেখ অনুযায়ী—মেয়েলি পুরুষ ও পুরুষালি নারী। এই দুই ধরনের মানুষ থেকেই সাধারণ মানুষ সেই ভয় পায় যা তারা স্বাভাবিকভাবেই অতিপ্রাকৃতের থেকে পায়। একাধিকবার বর্ণিত কারণগুলোর জন্য প্রথম ধরন দ্বিতীয় ধরনের তুলনায় কম দেখতে পাওয়া যায়। কিন্তু লিঙ্গ প্রশ্নে আমাদের অস্বাভাবিক মনোভাবের ফল হিসাবে ব্যধিগ্রস্ত যে সমস্ত ধরন আমরা সমাজে দেখি তার তালিকা এই দুই উপরোক্ত ধরনের থেকে দীর্ঘতর। ঐ অসুখকর কুমারীত্ব যা আগেই উল্লেখিত হয়েছে এই তালিকাভুক্ত অপর একটি ধরন। বাতুলতা বা পাগলামি আর এক ধরন। আত্মহত্যা পঞ্চম ধরন। শেষোক্ত এই দুই ধরনের একটার জন্য কিছু পরিসংখ্যান এবং অন্যটার জন্য একটা স্মরণিকা দেওয়া যেতে পারে। প্রথমে মনে করানো যাক—বেশির ভাগ নারী আত্মহত্যা করেছে ষোল থেকে একুশ বছর বয়সের মধ্যে। এর অনেকগুলোই গর্ভধারণের কারণে —যে বিষয়টাকে আমাদের সামাজিক ব্যবস্থা অপরাধের স্তরে টেনে নামায়। কিন্তু বাকিদের আত্মহত্যার কারণ অতৃপ্ত যৌন প্রবৃত্তি, যেটাকে অনেক সময়ই কোমল করে 'ব্যর্থ প্রেম' নামে চাপা দেওয়া হয়। আর নারীদের উন্মাদ হওয়ার ওপর কয়েকটি তথ্য ঃ বেবেলের ইংরেজি অনুবাদ-এর ৪৭নং পাতা থেকে নেওয়া ঃ হ্যানওভার-এ ১৮৮১ সালে প্রতি ৪৫৭ জন অবিবাহিতা নারীদের মধ্যে একজন পাগল, ১৩১৬ জন বিবাহিতা নারী প্রতি একজন পাগল। স্যাক্সনিতে দশ লক্ষ সুস্থ অবিবাহিতা নারী প্রতি ২৬০ জন পাগল এবং প্রতি দশ লক্ষ সুস্থ বিবাহিতা নারীদের মধ্যে ১২৫ জন পাগল। ১৮৮২ সালে প্রুশিয়াতে প্রতি দশ হাজার বাসিন্দাদের মধ্যে ৩২.২ জন অবিবাহিত পুরুষ পাগল ও ৯.৫ জন বিবাহিত পুরুষ পাগল এবং ২৯.৩ জন অবিবাহিতা নারী পাগল ও ৯.৫ জন বিবাহিতা নারী পাগল। পুরুষ এবং নারী উভয়েরই বোঝার সময় এসেছে যে যৌনতাকে হত্যা করলে বিপর্যয়কেই ডেকে আনা হয়। অত্যধিক আবেগ অসুস্থতাজনক। কিন্তু সুস্থ স্বাভাবিক আবেগ প্রবণতাকে বলি দেওয়াও সমান

অসুস্থতাজনক। যারা 'এই প্রান্তসীমাদ্বয়ের কোনো একটিতে অবস্থান করছে তারাই অমানুষিক ব্যক্তি'। একথা এক্ষেত্রে ঠিক ততটাই প্রযোজ্য যতটা বিষণ্ণতা ও মাত্রাতিরিক্ত আমোদ-প্রমোদের বৈপরীত্যের ক্ষেত্রে খাটে বলে শেক্সপীয়রের As you like it নাটকের চতুর্থ অঙ্কে রোজালিণ্ড আর্ডেনের বনে তাদেরকে শাসন করে। তবুও হাজার হাজার নারী নরকাগ্নিতে জ্বলে যার উত্তাপ শুধু তারাই অনুভব করতে পারে সমাজের মোলক'দের কাছে বলিপ্রদত্ত হওয়ার জন্য। এখনো হাজারে হাজারে নারী প্রতারিত হয় মাসের পর মাস বছরের পর বছর তাদের চিরবিদায় নিয়ে ফেলা বসন্তের দিনগুলো থেকে। সেইজন্য আমরা এবং এক্ষেত্রেও এমন সমস্ত ব্যাপারেই বেশির ভাগ সোশালিস্টই মনে করেন যে সতীত্ব আদতে অস্বাস্থ্যকর ও অপবিত্র। সতীত্ব বলতে প্রতিক্ষেত্রেই সন্তান উৎপাদনের সাথে সংশ্লিষ্ট সকল প্রবৃত্তিকে সম্পূর্ণভাবে অবদমিত করে রাখা বোঝালে আমরা সতীত্বকে একটা অপরাধ বলেই গণ্য করি। সমস্ত অপরাধের মত এখানেও ব্যক্তিগতস্তরে যন্ত্রণাভোগী অপরাধী নয়, অপরাধী হল সেই সমাজ যা তাকে ঐ নীতিবিগর্হিত কাজ করতে ও কষ্টভোগ করতে বাধ্য করছে। আমরা শেলির সাথে একমত। ক্যুইন ম্যাব-এ তাঁর টীকায় এই অনুচ্ছেদটা পাওয়া যায়-"সতীত্ব একটা সন্ন্যাসীসদৃশ ও ইভ্যাঞ্জেলিকাল[২] কুসংস্কার, যা বুদ্ধিবৃত্তির লেশহীন কামুকতার থেকেও স্বাভাবিক মিতাচারের বড় শত্রু। কেননা এটা সমস্ত গার্হস্থ্য সুখশান্তির মূলে আঘাত করে এবং মানবজাতির অর্ধেকেরও বেশি অংশের জন্য দুর্দশা সঞ্চিত রাখে—আইনমাফিক অল্প কয়েকজনের একচেটিয়া অধিকার।" সর্বোপরি, এই সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে আমরা এতদিনকার মজুত চিকিৎসাগত সাক্ষ্য স্মরণে আনতে পারি যা দেখায় যে এইসব বাধ্যবাধকতার জন্য পুরুষের তুলনায় নারীরা অনেক বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

লেখার উপসংহারে পৌঁছনোর আগে আমরা অন্য বক্তব্যটাতে যাই—যার মূল আলোচ্য হল আজকের ব্যবস্থার আবশ্যিক ফলাফল ঃ গণিকাবৃত্তি। আমরা আগেই বলেছি এই অনিষ্টকারী বিষয়টা স্বীকৃত এবং ইউরোপের কিছু দেশে আইনসম্মত। এর সাথে যে স্বতঃসিদ্ধ সত্যটা আমাদের সংযোজন করা দরকার তা হল এই যে এই ব্যবস্থার প্রধান সমর্থক হল মধ্যবিত্ত শ্রেণি। অবশ্যই অভিজাত বর্গকে এর থেকে বাদ দেওয়া যায় না; এই ভয়াবহ ব্যবস্থার প্রধান অবলম্বন হল সমাজের সঙ্গতিশীল, সম্ভ্রান্ত, আপাতদৃষ্টিতে নীতিনিষ্ঠ পুঁজিপতি। শুধুমাত্র ধনসম্পদের অগাধ সঞ্চয় ও তার ফলশ্রুতিতে বিলাসিতার অভ্যাস এর কারণ নয়। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কথা হল এই যে পুঁজিভিত্তিক সমাজ—যার কেন্দ্রে আছে পুঁজিবাদী

মধ্যবিত্ত শ্রেণি-গণিকাবৃত্তি ঐ সমাজের অনিবার্য কুফলগুলোর অন্যতম—মূলত ঐ শেষোক্ত শ্রেণিটার সমর্থন পায়। এটা অন্যভাবে একই নীতি নির্দেশ করে যা আমরা এতক্ষণ জোরের সাথে পেশ করছিলাম। Pall Mall Gazette-এ পরিচয় করানো কেসগুলোর মত গণিকাবৃত্তির ক্ষেত্রেও এই নীতিই প্রযোজ্য। গণিকাবৃত্তি ঝেড়ে ফেলতে হলে সমাজকে সেই সব অবস্থা থেকে মুক্তি দিতে হবে যা গণিকাবৃত্তির জন্ম দেয়। মধ্যরাত্রিক সভা, দুর্দশাগ্রস্তদের জন্য আশ্রয়ের ব্যবস্থা ইত্যাদি— এই বিশ্রী সমস্যাকে ধারণ করার জন্য নেওয়া সবরকম হিতৈষী উদ্যোগই যে অসার তা উদ্যোক্তারা নিজেরাই হতাশার সাথে স্বীকার করে। এবং ততদিনই এগুলো নিরর্থক প্রমাণিত হবে যতদিন চলতি উৎপাদনব্যবস্থা কার্যকরী থাকবে— যা উদ্বৃত্ত শ্রমজীবী জনসমষ্টি উৎপাদন করে ও তার সাথে তৈরি করে অপরাধপ্রবণ পুরুষ ও নারী যারা আক্ষরিক অর্থেও অত্যন্ত দুঃখজনকভাবে ‘পরিত্যক্ত’। সমাজতান্ত্রিকরা বলে—এই ধনতান্ত্রিক উৎপাদনব্যবস্থা থেকে সমাজকে মুক্ত কর— গণিকাবৃত্তিরও অবসান ঘটবে।

এটাই আমাদের লেখার শেষ বক্তব্যে নিয়ে আসে। সোশালিস্ট হিসেবে আমরা কি চাই? আমরা কি আশা করি? আর সেটাই বা কি যার আগমন সম্পর্কে আমরা ততটাই নিশ্চিত যতটা নিশ্চিত আগামী কালকের সূর্যোদয় সম্পর্কে? বিবর্তনের ধারায় সমাজের কোন্ পরিবর্তনগুলো আসন্ন বলে আমরা বিশ্বাস করি? এবং তার পরিণামে নারীর অবস্থানের কি ধরনের পরিবর্তন আমরা পূর্বানুমান করতে পারি? প্রথমেই বলি এখানে কোনো ভবিষ্যদ্বাণীর আশ্বাস আমরা দিচ্ছি না। পরিলক্ষিত ঘটনাবলীর গতিধারার উপর দাঁড়িয়ে যুক্তিসহ বিশ্লেষণ করে সে গতি কোন্ অনিবার্য ঘটনাবলীর দিকে আমাদের টেনে নিয়ে যায় তা যে দেখতে পায় সে আর যাই হোক প্রত্যাদিষ্ট কোন ভবিষ্যদ্বক্তা নয়। কোনো নিশ্চিত বিষয়ের ওপর যতটা বাজি রাখা যায় তা নিয়ে তার বেশি ভবিষ্যদ্বাণী করা যায় না। আমাদের কাছে এটা স্পষ্ট যে ইংল্যণ্ড বা জার্মানীতে, যে সমাজের ভিত্তিতে ছিল স্বাধীন জমির মালিকরা— তা পরে সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থায় রূপান্তরিত হয়েছে—যেটা আবার পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় বদলে গেছে; সুতরাং এই শেষোক্ত সমাজটা ও তার পূর্ববর্তীদের মতই চিরস্থায়ী হতে পারে না—তাকে সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার জন্য জায়গা ছেড়ে দিতে হবেই। এটাও স্পষ্ট যে দাসপ্রথা বদলেছে ভূমিদাস প্রথায়, যা আবার পাল্টে এসেছে আজকের মজুরি শ্রমভিত্তিক ব্যবস্থা; এই শেষোক্ত ব্যবস্থাটা পরিবর্তিত হয়ে এমন অবস্থা তৈরি করবে যেখানে উৎপাদনের সমস্ত উপকরণ না কোনো দাস-মালিকের

অধিকারে থাকবে, না এটা থাকবে সামন্তপ্রভু কিংবা পুঁজির মালিকদের দখলে—এটার মালিকানা থাকবে যৌথভাবে জনসাধারণের হাতে।

বিরোধী মতপোষণকারীদের অভ্যস্ত ব্যঙ্গময় হাসি ও অবজ্ঞাপূর্ণ পরিহাসের লক্ষ্যস্থল হওয়ার ঝুঁকি নিয়েই কবুল করা ভাল ঃ ঠিক যেমন পুঁজিবাদের প্রাক্কালে ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থায় প্রবেশকারী পুঁজিপতিদের কাছে তাদেরই মদতপুষ্ট ও গড়ে তোলা হবু সমাজের সমস্ত খুঁটিনাটি পরিষ্কার ছিল না—তেমনই আগামী দিনের সম্ভাব্য সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার সমস্ত দিক ও বিস্তারিত আলোচনা করার মতো প্রস্তুতি আমাদের নেই। যে সামাজিক অবস্থার দিকে আমরা এগিয়ে চলেছি বলে আমাদের বিশ্বাস তার পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণ চেয়ে যে নীচ গোলমাল করা হয় কিংবা বিক্ষোভ দেখানো হয়—তার থেকে সাধারণ, অন্যায় ও অনুর্বর জ্ঞানবুদ্ধির সূচক আর কিছু হয় না।

কোনো নতুন সত্যের কোনো ব্যাখ্যাকারই বা তাঁর অনুগামীদের কেউই সমগ্র সত্যের প্রতিটা শাখার চূড়ান্ত বিশ্লেষণ করে ফেলবে এটা আশা করা যায় না। কিংবা সম্পূর্ণভাবে সত্য উদ্ঘাটন তৎক্ষণাৎ করবে তা নাই হতে পারে। এমন আশা করাটা তাদের পক্ষে স্বাভাবিক হতে পারে যারা নিউটনের মাধ্যাকর্ষণ সংক্রান্ত আবিষ্কারকে বাতিল করে দিয়েছিল এই যুক্তিতে যে সেই নীতিপ্রয়োগের মাধ্যমে নেপচুনকে খুঁজে পাওয়া যায় নি। কিংবা যারা ডারউইনের প্রাকৃতিক নির্বাচনের তত্ত্ব মানতে চায়নি কেননা সহজাত আবেগ বা প্রবৃত্তি এই তত্ত্ব মেলানোতে কিছু সমস্যা তৈরি করেছিল। অথচ সোশালিজমের গড়পড়তা বিপক্ষীয়রা এটাই করে থাকে; সর্বদাই একটা শূন্যগর্ভ বা ভাবলেশহীন প্রশান্তি নিয়ে এই সত্যটাকে উপেক্ষা করে যে, যে সমস্ত অসুবিধা বা দুর্দশা উৎপাদনের উপকরণের সামাজিকীকরণের সাথে সাথে যাদের উদ্ভব হবে বলে তারা আশঙ্কা করছে, তার অনেক গুণ খারাপ সমস্যা আজকের পচনশীল সমাজে ইতিমধ্যেই বর্তমান।

তাহলে কোন্ ব্যবস্থাটা আসবে বলে আমরা নিশ্চিত বোধ করছি? আমরা এতক্ষণ বেবেল থেকে অনেকদূর গিয়ে আমাদের চিন্তাভাবনার সূত্র ধরে বিচরণ করছিলাম— যার প্রবেশপথে আমাদের এনে ফেলেছিল তাঁরই কাজ। আবার ওপরের এই প্রশ্নের উত্তরের জন্যও আমরা তাঁর কাজে সানন্দে ও সকৃতজ্ঞচিত্তে ফিরে আসি। "একটা সমাজ—যেখানে উৎপাদনের সমস্ত উপকরণটাই হবে গোটা সমাজের যৌথ সম্পত্তি, যে সমাজ লিঙ্গ-নিরপেক্ষভাবে সকলের সমতাকে স্বীকার করে, যে সমাজ সমস্ত রকম শিল্প বা পেশাসংক্রান্ত এবং বৈজ্ঞানিক উন্নতি ও

আবিষ্কার প্রয়োগের প্রয়োজন মেটায়, যে সমাজ আজ যারা অনুৎপাদনশীল, অলস ও পরজীবি—তাদেরকে শ্রমিক হিসেবে সামিল করে; এবং যে সমাজ ভরণপোষণের প্রয়োজন মেটানোর মত শ্রমের সময়কে ন্যূনতম মানে নামিয়ে এনে তার সকল সদস্যের মানসিক ও শারীরিক অবস্থাকে সর্বোচ্চ আরোহণ যোগ্য শিখরে উন্নীত করে।"

আমরা নিজেদের কাছে বা আমাদের বিরোধী ভাবাপন্নদের কাছ থেকে এটা লুকোতে চাই না যে এই সমস্ত কিছু অর্জন করার প্রথম ধাপ হবে জমি এবং উৎপাদনের অন্য সমস্ত উপকরণসহ সর্বপ্রকার ব্যক্তিগত মালিকানাধীন সম্পত্তির স্বত্বনিরসন। বা সম্পত্তির ব্যক্তিমালিকানা প্রথার অবলোপসাধন। এর সাথে সাথে আজকের ব্যবস্থাভুক্ত রাষ্ট্রযন্ত্রেরও বিলুপ্তি ঘটবে। আর আমাদের লক্ষ্য সম্পর্কে এর থেকে বড় বিভ্রান্তি বা সংশয় আর কিছু হতে পারে না যদি কেউ মনে করে যে আজকের ক্রিয়াশীল রাষ্ট্রব্যবস্থার মধ্য দিয়েই এই সমস্ত পরিবর্তন আনা সম্ভব এবং পরিবর্তন-পরবর্তী অবস্থাগুলোকে ধারণ করা সম্ভব বলে আমাদের বিশ্বাস। বর্তমান রাষ্ট্র ব্যবস্থা হল বর্তমান সম্পত্তি ব্যবস্থা ও সামাজিক নিয়মপ্রথাকে টিকিয়ে রাখার জন্য শক্তিশালী এক সংগঠন। মুষ্টিমেয় মধ্যবিত্ত ও উচ্চবিত্ত শ্রেণির পুরুষ যারা অস্বাভাবিক পরিমাণে অর্থ বা উপার্জনদায়ী পদের জন্য লড়ে থাকে—তারাই এই ব্যবস্থার প্রতিনিধি। সমাজতন্ত্রে যদি রাষ্ট্র নামক এমন কদর্য ঐতিহাসিক সংগঠনের অস্তিত্বও থাকে তা পাবে শ্রমিক সম্প্রদায়ের সংগঠিত এক চরিত্র। এর পদাধিকারীরা কেউ একে অপরের তুলনায় উঁচু বা নীচু জায়গায় অবস্থান করবে না। শিল্পের সাথে শ্রমের বিচ্ছেদ, মাথার কাজ ও হাতের কাজের বিরোধ—যা শিল্পীর আত্মাকে দুঃখে ভারাক্রান্ত করে—যদিও সেই দুঃখের অর্থনৈতিক কারণ তাদের অজানা—সবই অন্তর্হিত হবে।

এবার প্রশ্ন আসে কি করে নারীর অর্থাৎ সমগ্র নারীজাতির ভবিষ্যৎ অবস্থান এই সবকিছু দ্বারা প্রভাবিত হবে। দু-একটা বিষয় সম্পর্কে আমরা যথেষ্ট নিশ্চিত হতে পারি। বাকি বিষয়গুলোকে নিশ্চিতভাবে সমাজের বিবর্তনের গতিই নির্ধারণ করে দেবে। যদিও আমাদের প্রত্যেকের প্রতিটা বিষয়ে আলাদা আলাদা ধারণা ও ভাবনা থাকতে পারে। স্পষ্টভাবে, সকলের মধ্যেই সাম্য থাকবে এবং তা হবে লিঙ্গ নির্বিশেষে। সুতরাং নারী হবে অন্য কারো ওপর নির্ভরশীলতারহিত; শিক্ষা ও অন্যান্য বিষয়ে সে পাবে পুরুষদের সমান সুযোগ। যদি সে মনে ও শরীরে সম্পূর্ণ ও বলিষ্ঠ হয়, এবং এইরকম বলিষ্ঠ তাহলে নারীদের সংখ্যাও কি ভাবে বাড়বে!

তবে পুরুষের মত তাকেও কৌমের সমস্ত অভাব মেটনোর জন্য প্রয়োজনীয় যোগান দেওয়া ও তার নিজের অভাব মেটানোর জন্য এক দুই বা তিন ঘণ্টার সামাজিক শ্রম দিতে হবে। তা বাদে বাকি সময়টার জন্য সে শিল্পকলা, বিজ্ঞান, শিক্ষকতা কি লেখালেখি কিংবা যে কোন প্রকার আমোদ উপভোগের জন্য মুক্ত হয়ে যাবে। যে অর্থনৈতিক ব্যবস্থা গণিকাবৃত্তির জন্ম দিয়েছে এবং এই মুহূর্তে পেশাটাকে বর্তমান সমাজে অপরিহার্য করে তুলেছে—তাদের সাথে সাথে গণিকাবৃত্তিটাই বিলুপ্ত হবে।

একগামিতা না বহুগামিতা—সমাজতান্ত্রিক সমাজে কোন্ ব্যবস্থাটা থাকবে—এটা হল এমন একটা বিষয় বা অনুপুঙ্খ—যে বিষয়ে যে কেউ ব্যক্তিগত মতামত রাখতে পারে। ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থাভিত্তিক সমাজের কুয়াশা ও পূতিগন্ধময়তার মধ্যে নিষ্পত্তি ঘটানোর পক্ষে এটা অনেক বড় প্রশ্ন। ব্যক্তিগতভাবে, আমরা মনে করি একগামিতারই প্রতিষ্ঠা ঘটবে। সেখানে প্রায় সমান সংখ্যায় পুরুষ ও নারী থাকবে। দুটো জীবনের সম্পূর্ণ, সমঞ্জস্য ও দীর্ঘস্থায়ী মিলেমিশে যাওয়াই সেখানে সর্বোচ্চ আদর্শ হবে। সেরকম একটা আদর্শ—যা আজকের ব্যবস্থায় কোনোমতেই অর্জনযোগ্য নয়—চারটে বিষয়ের প্রয়োজনীয়তা তুলে ধরে। এগুলো হল ভালোবাসা, শ্রদ্ধা, বুদ্ধিবৃত্তীয় সাদৃশ্য ও জীবনের প্রয়োজনগুলো আয়ত্ত করে ফেলা। আজকের যে ব্যবস্থায় আমরা আছি তার তুলনায় যে ব্যবস্থার দিকে আমরা এগোচ্ছি তার মধ্যে এই চারটে বিষয়ের প্রত্যেকটাই অনেক বেশি করে সম্ভব। শেষ বিষয়টা সকলের জন্যই পুরোপুরি সুনিশ্চিত করা দরকার। ইবসেন তাঁর Doll's House নাটকে যেমন হেলমারকে দিয়ে নোরাকে বলান ঃ "ধার দেনা গার্হস্থ্য জীবনের ভিত্তি হলে তা আর স্বাধীন ও সুন্দর থাকে না"। কিন্তু যে সমাজে প্রত্যেকে একটা যূথের অংশ—নিজের অধিকারের জন্য লড়তে থাকা বিচ্ছিন্ন ও একাকী মানুষ নয়—সেখানে ধার দেনা আসতেই পারে না। বুদ্ধিবৃত্তির সমতা ঃ পুরুষ ও নারীর জন্য একই শিক্ষা, দুজনকে একইসাথে পাশাপাশি বড় করে তোলা— যতক্ষণ না তারা পরস্পর হাত মেলায়—অনেকাংশে এটা সুনিশ্চিত করবে। ধনতন্ত্রের সেই আপত্তিকর সৃষ্টি টেনিসনের In Memoriam কবিতার যুবতী এবং তার সংলাপ ঃ "আমি বুঝতে পারি না, আমি ভালোবাসি" এক অলীকতায় পর্যবসিত হবে। প্রত্যেকেরই জানাবোঝার মধ্যে এই সত্যটা থাকবে যে না বুঝে বা জ্ঞান ছাড়া ভালোবাসা হয় না। আর যে ভালোবাসা ও শ্রদ্ধার অভাব রয়েছে, কিংবা আজকের সমাজের বাণিজ্যিক চরিত্রের কারণে তার পাপ ও ত্রুটিবিচ্যুতির কারণে হারিয়ে গেছে—তা

খুব সহজেই প্রকাশোদ্যত হবে এবং আর তা প্রায় কখনোই লোপ পাবে না। পুরুষ ও নারীর মধ্যে চুক্তি হবে তাদের নিজস্ব ব্যক্তিগত—কোনো সর্বজনীন কর্তব্য পালনকারীর হস্তক্ষেপ ছাড়াই। নারী আর পুরুষের ভৃত্য থাকবে না—হবে তার সমান। কোনো বিচ্ছেদেরই প্রয়োজন সেখানে হবে না।

একগামিতাকে সমাজের শ্রেষ্ঠতম রূপ হিসেবে গণ্য করাতে আমরা ঠিক হই বা ভুল, এ প্রসঙ্গে আমরা নিশ্চিত হতে পারি যে সমাজ সর্বোত্তম ব্যবস্থা বা রূপটাকেই মনোনীত করবে এবং এই মনোনয়ন হবে আমাদের থেকে সমৃদ্ধতর ও অনেক পরিণত বুদ্ধি ও চিন্তভাবনার সাহায্যে। আমরা একইভাবে নিশ্চিত হতে পারি যে সেখানে আমাদের দুর্ভাগ্যজনক সময়ের পণ্যকেন্দ্রিক বিবাহ তার একপাক্ষিক বহুগামিতা নিয়ে কিছুতেই নির্বাচিত হবে না। সর্বোপরি আমরা নিশ্চিত হতে পারি যে দুটো গুরুতর অভিশাপ যা অন্য সব কিছুর সাথে নারী-পুরুষের সম্পর্ক ধ্বংস করতে সহায়তা করে—তারও মোচন ঘটবে। এগুলো হল ঃ এক, পুরুষ ও নারীকে আলাদা আলাদা প্রজাতির জীব বলে গণ্য করা; এবং দুই, সত্যের অনুপস্থিতি। এখানে কখনোই আর পুরুষের জন্য একরকম—নারীর জন্য অন্যরকম আইন থাকবে না। যদি আগামী সমাজ, আজকের দিনের ইউরোপীয় সমাজের মতো পুরুষদের স্ত্রী ছাড়াও উপপত্নী থাকা ঠিক বলে মনে করে, তবে এই একই স্বাধীনতা নিশ্চিতভাবে নারীদের ক্ষেত্রেও সম্প্রসারিত হবে। না সেখানে কোন ভয়াবহ ছদ্মবেশ থাকবে—না থাকবে নিরন্তর মিথ্যাচার যা প্রায় সব ইংরেজ পরিবারের গার্হস্থ্য জীবনকে একটা সংগঠিত ভণ্ডামিতে রূপান্তরিত করে। যা কিছুই গোষ্ঠীর পরিণত ও বিবেচনাপ্রসূত মতামত হবে তা সমান ও ন্যায়সম্মতভাবে সমস্ত সমাজের জন্য খোলাখুলি পালিত হবে। আজকের খুব অল্প স্বামী-স্ত্রী যা করতে পারে—আগামী দিনে তা তারা করতে পারবে—চোখে চোখ রেখে স্বচ্ছদৃষ্টিতে পরস্পরের হৃদয়ে পৌঁছতে—হৃদয়কে ছুঁতে পারবে। আমাদের নিজেদের বিশ্বাস—একজন পুরুষের একজন নারীতে সংলগ্ন হওয়াতেই সবার মঙ্গল, এবং আমরা আরো বিশ্বাস করি যে তারা একে অপরের হৃদয়ে নিজেকে খুঁজে পাবে—এবং তারা একে অপরের চোখে দেখতে পাবে তাদের নিজেদেরই প্রতিচ্ছবি।

পাদটীকা

১ মোলক ঃ বাইবেলে ওল্ড টেস্টামেন্টে যে দেবতার কাছে শিশুদের বলি দেওয়া হত।

২ ইভ্যাঞ্জেলিকাল ঃ ধর্মপ্রচারক, যীশুর বাণী বা সুসমাচার সংক্রান্ত।

ভ্লাদিমির ইলিচ লেনিন

১৯০৩ সালে বলশেভিক পার্টির প্রতিষ্ঠাতা থেকে তার অন্যতম এক নেতা। ১৯১৭ সালের অক্টোবরে সোভিয়েতকে ক্ষমতা দখলের নেতৃত্ব দেন। ১৯২২ সাল পর্যন্ত সোভিয়েত সরকারের প্রধান নির্বাচিত হন, স্বাস্থ্যের কারণে তিনি অবসর নেন।

লেনিন, ১৮৭০ সালে জন্মগ্রহণ করেন। অল্পবয়স থেকেই বিপ্লবী কার্যকলাপে যুক্ত হয়ে পড়েন—তাঁর ছোটভাইয়ের ফাঁসি হয়েছিল জার তৃতীয় আলেকজাণ্ডারকে গোপনে হত্যা করার প্রচেষ্টা নেওয়ার জন্য। ১৮৯১ সালে উচ্চ স্নাতকতার সাথে লেনিন আইন পাশ করেন। তিনি সামারার দরিদ্রতম চাষীদের প্রতিনিধিত্ব করেন। ১৮৯৩ সালে সেন্ট পিটার্সবুর্গে যাওয়ার পর, রাশিয়ার কৃষকদের শোষণের সাথে তিনি পরিচিত হন। প্লেখানভের বিপ্লবী শিক্ষা তাঁকে রাশিয়ার বিপ্লবী দলগুলোর সাথে সাক্ষাতে পরিচালিত করে। ১৮৯৫-র এপ্রিলে তাঁর কমরেডদের সহায়তায় তিনি বিদেশে যান, ইউরোপের বিপ্লবী আন্দোলনের গতির সাথে এবং বিশেষতঃ 'শ্রমিক দলে মুক্তি'-র সাথে সাক্ষাৎ করতে, প্লেখানভ যার প্রধান ছিলেন। পাঁচমাস বিদেশে থাকাকালীন তিনি সুইজারল্যান্ড থেকে ফ্রান্স থেকে জার্মানী ভ্রমণ করেন, তারপর স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করেন।

রাশিয়ায় ফিরে লেনিন এবং মার্তভ শ্রমিক শ্রেণির মুক্তির সংগ্রামের জন্য লীগ গঠন করেন, পেত্রোগ্রাদে মার্কসবাদী চক্রগুলোকে একত্রিত করে। দলটা ধর্মঘট, ইউনিয়ন কার্যাবলীকে সমর্থন করত এবং মার্কসবাদী সাহিত্য বিতরণ করত এবং শ্রমিকদের শিক্ষা দলগুলোতে শিক্ষা দিত। সেন্ট পিটার্সবুর্গে লেনিনের সাথে ক্রুপস্কায়ার সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৮৯৫-র ৮ই ডিসেম্বর লেনিন এবং তাঁর পার্টির সদস্যরা গ্রেপ্তার হন, তিনি ১৫ মাস কারাবন্দী ছিলেন। কিন্তু তাঁর শাস্তি আরও ৩ বছর বাড়িয়ে দেওয়া হয়—এইসময় বন্দী থাকাকালীন, লেনিন অনবরত লেখালেখির কাজ চালিয়ে যান। তিনি সাইবেরিয়ার গ্রামে নির্বাসনে থাকেন, তখন তিনি কৃষক সম্প্রদায়ের নেতৃত্বদায়ী সদস্য হয়ে ওঠেন। ক্রুপস্কায়াকেও
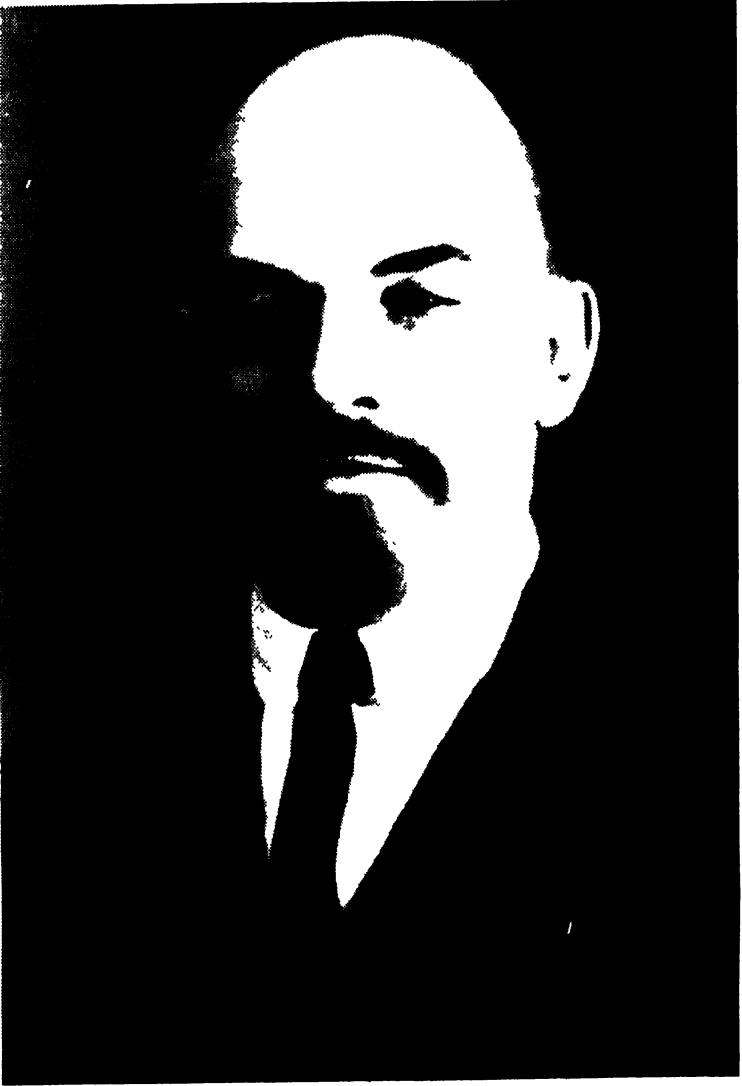
ভ্লাদিমির ইলিচ লেনিন

তাঁর বিপ্লবী কার্যাবলীর জন্য নির্বাসনে যেতে হয়, তাঁরা একসাথে পার্টি গড়ে তোলার কাজ করেন। এর পরে তিনি ইস্ক্রা গড়ে তোলেন, রাশিয়ার সোশাল ডেমোক্রাটিক লেবার পার্টিতে সকলকে সম্মিলিত করার প্রচেষ্টা চালান।

অক্টোবর বিপ্লবের নেতৃত্ব দেওয়ার পর লেনিন রাশিয়ার প্রথম এবং একমাত্র চেয়ারম্যান হন। তিনি ১৯১৯ সালে কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিক গড়ে তোলেন। ১৯২১ সালে নেপ্ প্রতিষ্ঠা করেন। ১৯২৪ সালের ২৪-এ জানুয়ারি তাঁর মৃত্যু হয়।

সোভিয়েত ক্ষমতা এবং নারীর মর্যাদা

সাধারণভাবে এই সময়পর্বে আমাদের দ্বারা সম্পাদিত কার্যের পর্যালোচনা এবং আমরা যে বিপ্লব সম্পন্ন করেছি তার গুরুত্ব এবং উদ্দেশ্য পুনরীক্ষণ করার জন্য আমাদের পক্ষে এক উপযুক্ত সময় হ'ল সোভিয়েত শক্তির দ্বিতীয় বার্ষিক উদ্‌যাপন।

বুর্জোয়ারা এবং তাদের সমর্থকেরা গণতন্ত্র বিনষ্ট করার জন্য আমাদের অভিযুক্ত করে। গভীরতা ও ব্যাপ্তি—উভয়তই গণতন্ত্রের বিকাশে সোভিয়েত বিপ্লব যে অভূতপূর্ব উদ্দীপনা সঞ্চার করেছিল, আমরা তা বজায় রেখেছি, উপরন্তু সেই গণতন্ত্র হল সুনির্দিষ্টভাবে মেহনতি মানুষের গণতন্ত্র, যারা পুঁজিবাদের অধীনে শোষিত ছিল; ফলস্বরূপ—এই গণতন্ত্র হল সমাজতন্ত্রী গণতন্ত্র (মেহনতী মানুষের জন্য) যেভাবে বুর্জোয়া গণতন্ত্র (শোষণকারী, পুঁজিবাদী, ধনীদের জন্য) হতে আলাদা—জনসাধারণের বেশির ভাগ মানুষের জন্য, সেই গণতন্ত্র।

এই প্রশ্নটাকে গভীরভাবে অনুধাবন করতে হলে ও ভালভাবে বুঝতে হলে এই দুই বছরের অভিজ্ঞতাকে জানা বিশেষভাবে প্রয়োজন এবং আরও ভাল হয় এই অভিজ্ঞতাকে অনুসরণের জন্য আরো ভালোভাবে প্রস্তুত হতে পারলে।

বুর্জোয়া ও সমাজতান্ত্রিক গণতন্ত্রের পার্থক্যের এক নির্দিষ্ট উজ্জ্বল, স্বচ্ছ ব্যাখ্যা উপস্থাপিত করে ও এই কঠিন প্রশ্নের স্পষ্ট উত্তর পরিবেশন করে নারীর অবস্থান।

যেকোনো বুর্জোয়া প্রজাতন্ত্র (অর্থাৎ, যেখানে জমি, কারখানা, কর্মশালা, শেয়ার ইত্যাদির ব্যক্তিগত মালিকানা থাকে) এমনকি, সবচেয়ে গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রে, পৃথিবীর যে কোনো স্থানে, এমনকি উন্নত দেশে-ও, নারী পুরুষের সমান অধিকার থেকে বঞ্চিত। এমনকি মহান ফরাসী বিপ্লবের (বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক) সোয়া এক শতাব্দীরও বেশি সময় কেটে যাওয়া সত্ত্বে-ও এই বঞ্চনা ঘটছে।

কাগজে-কলমে বুর্জোয়া গণতন্ত্র সমানাধিকার ও স্বাধীনতা-র প্রতিশ্রুতি দেয়। বাস্তবে একটিও বুর্জোয়া-প্রজাতন্ত্রে, এমনকি সবচেয়ে উন্নত দেশটাতেও নারীদের মানবজাতির অর্ধেক দেওয়া হয়নি, না আইনগতভাবে পুরুষের সাথে সমানাধিকার, না পুরুষের অভিভাবকত্ব ও নিপীড়ন থেকে মুক্তি।

বুর্জোয়া-গণতন্ত্র আসলে গালভরা শব্দগুচ্ছ মাত্র। কিছু অঙ্গীকারমূলক শব্দ, উচ্ছ্বসিত প্রতিশ্রুতি এবং স্বাধীনতা ও সমানাধিকারের উচ্চধ্বনির শ্লোগান। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এটি নারীর পরাধীনতা এবং হীন অবস্থাকে, শোষিত মানুষের পরাধীনতা ও হীন অবস্থাকে আড়াল করে রাখে।

সোভিয়েত বা সমাজতন্ত্রী-গণতন্ত্র আড়ম্বরপূর্ণ দাম্ভিক ধ্যান-ধারণার মূলে আঘাত করেছিল এবং জমিদার-পুঁজিপতি বা উচ্চবিত্ত-কৃষক যারা তাদের খাদ্যের বাড়তি অংশ খেটে-খাওয়া মানুষের মধ্যে লাভজনক মূল্যে বিক্রি করত—সেইসব গণতন্ত্রীদের ভণ্ডামির বিরুদ্ধে নির্মম যুদ্ধ ঘোষণা করেছিল।

এইসব নিকৃষ্ট প্রবঞ্চনাকারীরা নিপাত যাক! তারা থাকতে পারে না, আজ তা নেইও। বঞ্চিত ও বঞ্চনাকারীদের মধ্যে, শোষিত ও শোষকদের মধ্যে 'সমানাধিকার' হতে পারে না। আইন পুরুষকে যে সুবিধা দেয়, যতক্ষণ পর্যন্ত না নারী তার থেকে স্বাধীনতা পাচ্ছে, যতক্ষণ পর্যন্ত না শ্রমিক পুঁজির জোয়াল থেকে, মেহনতী কৃষক পুঁজিপতিদের, জমিদারের ও বণিকদের জোয়াল থেকে স্বাধীনতা পাচ্ছে, ততক্ষণ প্রকৃত স্বাধীনতা হয় না; এখন তা নেই, ভবিষ্যতেও কখনও তা হবে না।

সেই সমস্ত মিথ্যেবাদী, ভণ্ড, নির্বোধ ও অন্ধ, বুর্জোয়া ও তাদের সমর্থকদের চিহ্নিত করা হোক যারা জনসাধারণের কাছে সাধারণ অর্থে স্বাধীনতা, সমানাধিকার এবং গণতন্ত্র-এর কথা বলে প্রতারিত করছে।

আমরা শ্রমিক এবং কৃষকদের আহ্বান জানাচ্ছি ঃ এই সমস্ত মিথ্যাবাদীদের মুখ থেকে মুখোশ ছিঁড়ে দাও, এই সমস্ত অন্ধদের চোখ খুলে দাও। তাদের প্রশ্ন কর ঃ

"কোন কোন লিঙ্গের মধ্যে সমানাধিকার?"

"কোন কোন জাতির মধ্যে সমানাধিকার?"

"কোন কোন শ্রেণির মধ্যে সমানাধিকার? "

"কোন জোয়াল থেকে অথবা কোন শ্রেণির জোয়াল থেকে স্বাধীনতা? অথবা, কোন শ্রেণির জন্য স্বাধীনতা?"

যারাই রাজনীতি, গণতন্ত্র, মুক্তি, সমানাধিকার ও সমাজতন্ত্রের কথা বলে, অথচ একই সময়ে এই সমস্ত প্রশ্ন উত্থাপিত করে না, এইসব প্রশ্নকে গোপন করা, সরিয়ে ফেলা বা চাকচিক্যের আড়ালে ঢেকে ফেলার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে না—তারাই শ্রমজীবী মানুষের এক অন্যতম নিকৃষ্ট শত্রু। তারা ভেড়ার ছদ্মবেশে নেকড়ে, শ্রমজীবী এবং গরীব কৃষকদের জঘন্য প্রতিপক্ষ, পুঁজিপতি জার ও ভূস্বামীদের দাস।

সোভিয়েত ক্ষমতার দুবছরে ইউরোপের একটা সবচেয়ে পিছিয়ে থাকা দেশে নারীর মুক্তির জন্য এবং 'শক্তিশালী' লিঙ্গটার সাথে নারীর মর্যাদা সমান করে তোলার

জন্য যে উদ্যোগ নেওয়া হয়েছিল তা পৃথিবীর গত একশত্রিশ বছরের ইতিহাসে সমস্ত এগিয়ে থাকা আলোচনাগুলো 'গণতান্ত্রিক'-প্রজাতন্ত্রগুলোর তুলনায় বেশি।

পৃথিবীর সমস্ত ধনতান্ত্রিক এবং বুর্জোয়া প্রজাতন্ত্রে—আলোকপ্রাপ্তি-কৃষ্টি, সভ্যতা-স্বাধীনতা—এই সমস্ত সুন্দর শব্দের সাথে যুক্ত হয়ে আছে অত্যন্ত কুখ্যাত, বিরক্তিকর নোংরা এবং নিষ্ঠুর ধরনের ভোঁতা বিবাহ-অধিকার ও বিবাহ-বিচ্ছেদ সংক্রান্ত আইনসমূহ, যা নারীদের নিচুধরনের মানুষ বিবেচনা করে, যেমন—বৈধ সন্তানের তুলনায় বিবাহ-বহির্ভূত সন্তানকে নিচু পর্যায়ভুক্ত করার আইনসমূহ, পুরুষদেরকে সুবিধাদানকারী আইনসমূহ, নারীদের অমর্যাদাকারী, অপমানকারী আইনসমূহ।

পুঁজির জোয়াল, 'পবিত্র ব্যক্তিগত সম্পত্তি'র দৌরাত্ম্য, স্বৈরতন্ত্রের সংকীর্ণমনা মূঢ়তা, ক্ষুদ্র মালিকদের লোভ—এগুলো হচ্ছে কারণ যা সবচেয়ে গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রকেও ঐ সমস্ত নোংরা এবং কুখ্যাত আইনগুলোকে লঙ্ঘন করতে বাধা দিচ্ছে।

সোভিয়েত প্রজাতন্ত্র, যা শ্রমিক এবং কৃষকদের প্রজাতন্ত্র দ্রুত এইসমস্ত আইনগুলোকে দূরীভূত করেছে এবং বুর্জোয়া শাসনব্যবস্থার প্রতারণা এবং ভণ্ডামির লেশমাত্র রাখেনি।

এই সমস্ত প্রবঞ্চকেরা নিপাত যাক। যখন একটা নিপীড়িত লিঙ্গ রয়েছে, যখন নিপীড়িত শ্রেণিগুলো রয়েছে, যখন পুঁজি ও শেয়ারের ব্যক্তিগত-মালিকানাগুলো রয়েছে, যখন ক্ষুধার্তকে শৃঙ্খলে বেঁধে রাখা উচ্চবিত্তরা তাদের উদ্বৃত্ত খাদ্য আগলে রয়েছে, তখন যে সমস্ত মিথ্যাবাদীরা স্বাধীনতার কথা, সকলের জন্য সমানাধিকারের কথা বলে—তারা নিপাত যাক্। আমাদের শ্লোগান, সকলের জন্য স্বাধীনতা নয় বা সকলের জন্য সমানাধিকার নয়, বরং নিপীড়ণকারী ও শোষকদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম—নিপীড়ন ও শোষণের সমস্ত সম্ভাবনার অবসান!

নিপীড়িত লিঙ্গের স্বাধীনতা এবং সমানাধিকার!

শ্রমিকদের জন্য মেহনতী কৃষকদের জন্য স্বাধীনতা এবং সমানাধিকার!

নিপীড়কদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম, পুঁজিপতিদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম, মুনাফাখোর কুলাকদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম!

এই হল আমাদের লড়াই-এর শ্লোগান, এই হল আমাদের প্রলেতারিয়েতের সত্য, পুঁজির বিরুদ্ধে সংগ্রামের সত্য। সেই সত্য যা সাধারণভাবে স্বাধীনতা ও সমানাধিকারের মধুময়, ভণ্ড, গালভরা নীতিবাক্য-সহ যে বিশ্ব-পুঁজি—তার মুখের ওপর ছুঁড়ে দিয়েছি।

আর সেকারণেই আমরা এই ভণ্ডদের মুখোশ ছিঁড়ে ফেলেছি, নিপীড়িত ও মেহনতিদের স্বাধীনতা ও সমানাধিকারের জন্য বৈপ্লবিক প্রেরণা সঞ্চারিত করছি,

নিপীড়কদের বিরুদ্ধে, পুঁজিপতিদের বিরুদ্ধে, কুলাকদের বিরুদ্ধে একারণেই সোভিয়েত সরকার সারা দুনিয়ার শ্রমিকদের হৃদয়ের এত ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠেছে।

দুনিয়ার প্রতিটা দেশে শ্রমিক জনতার সহানুভূতি, নিপীড়িত এবং শোষিত মানুষের সহানুভূতি এই বিশেষ কারণেই, সোভিয়েত ক্ষমতার দ্বিতীয় বার্ষিকীতে আমাদের সাথে রয়েছে।

সোভিয়েত ক্ষমতার এই দ্বিতীয় বর্ষপূর্তিতে, এবং ক্ষুধা ও শীত থাকা সত্ত্বেও, রুশ-সোভিয়েত সাম্রাজ্যবাদী আগ্রাসনকারীদের তৈরী করা আমাদের সমস্ত দুঃখ-দুর্দশা সত্ত্বেও, এই বিশেষ কারণেই, আমরা আমাদের লক্ষ্যের যৌক্তিকতার দৃঢ় বিশ্বাসে পূর্ণ, পূর্ণ বিশ্বজুড়ে সোভিয়েত ক্ষমতার বিজয়লাভের অনিবার্যতার দৃঢ় বিশ্বাসে।

প্রথম রাশিয়ার সমস্ত নারী শ্রমিক সম্মেলনে*[১] ভাষণ

কমরেড,

নারীরাই সব দেশে সবার চেয়ে পিছিয়ে পড়ে থাকে, তাই প্রলেতারীয় বাহিনীর নারী শাখার এই সম্মেলন বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। শ্রমজীবী মানুষের এই বিরাট অংশের বিশেষ সহযোগিতা ছাড়া কোনো সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব হতে পারে না।

সমস্ত সভ্য দেশে, এমন কি সবচেয়ে উন্নত দেশেও নারীরা আজ এমন অবস্থায় আছে যে তাদের পারিবারিক দাসীই বলা চলে। একটাও ধনতান্ত্রিক দেশে, এমন কি, সবচেয়ে স্বাধীন রিপাবলিকেও নারীরা সম্পূর্ণ সমান অধিকার পায় না।

সোভিয়েত রিপাবলিকের উদ্দেশ্য প্রথমেই নারীদের অধিকারের ওপর সমস্ত বাধা নিষেধ দূর করা। সোভিয়েত সরকার বুর্জোয়াদের কলুষতা, অত্যাচার, অবমাননা—এ সবের মূল উৎসটাকে অর্থাৎ তাদের বিবাহ-বিচ্ছেদ প্রণালীটাকে সম্পূর্ণভাবে উচ্ছেদ করেছে।

আমাদের এখানে প্রায় এক বছর হলো সম্পূর্ণ স্বাধীন বিবাহ-বিচ্ছেদ প্রথা চালু হয়েছে। বিবাহিতা এবং অবিবাহিতা মায়েদের সন্তানদের মধ্যে সামাজিক মর্যাদার যে পার্থক্য ছিল, আর রাজনৈতিক ক্ষেত্রে যে সব নানারকমের অসাম্য ছিল—সে সবই আমরা আইন জারি করে দূর করেছি। অন্য কোনো দেশেই নারী শ্রমিকরা এ রকম পরিপূর্ণ স্বাধীনতা ও সমান অধিকার পায়নি।

আমরা জানি যে শ্রমিকশ্রেণির নারীদেরই সেকেলে রীতিনীতির সমস্ত বোঝাই বইতে হয়।

যত রকমের উপায়ে নারীদের হীন করে রাখা হয়েছিল, আমাদের আইনে তা সবই মুছে ফেলা হয়েছে—যা এখন পর্যন্ত ইতিহাসে আর কোথাও হয়নি। কিন্তু এ শুধু আইনেরই ব্যাপার নয়। আমাদের শহরগুলোতে ও কারখানা অঞ্চলে বিবাহের সম্পূর্ণ স্বাধীনতা সম্বন্ধীয় আইন কার্যকরী হচ্ছে, কিন্তু গ্রামাঞ্চলে প্রায়ই এসব কাগজে কলমে রয়ে গেছে। এখন সেখানে (ধর্মসম্মত) গির্জা-বিবাহ প্রথারই প্রাধান্য রয়ে গেছে। পাদ্রীদের প্রভাবই এর কারণ। সে দেশে আইনের চেয়ে এই ক্ষতিকর প্রভাব দূর করা বেশ কঠিন।

ধর্ম সম্বন্ধীয় কুসংস্কারের বিরুদ্ধে লড়তে হলে খুব সাবধানে চলা দরকার। মানুষের ধর্ম বিশ্বাসকে আঘাত দিয়ে অনেকে অনেক ক্ষতি করে থাকেন। প্রচার ও শিক্ষার মধ্য দিয়েই এই সংগ্রাম চালাতে হবে। এ নিয়ে উগ্রভাব দেখালে জনসাধারণ আমাদের বিরুদ্ধে চলে যেতে পারেন এবং তাতে তারা ধর্মের ভিত্তিতে*[২] বিভক্ত হয়ে যাবে; অথচ আমাদের শক্তিই হলো একতায়। দারিদ্র্য ও অজ্ঞতাই ধর্মের গোঁড়ামির গভীরতম উৎস; তাই এই সব ক্ষতিকর বিষয়ের বিরুদ্ধেই আমাদের লড়তে হবে।

আজ পর্যন্ত নারীদের অবস্থাকে ক্রীতদাসের অবস্থাই বলা চলে। আজও পারিবারিক একঘেয়ে কাজ তাদের নিষ্পেষিত করে। আর এর থেকে তারা মুক্তি পাবে মাত্র তখনই, যখন দেশে সমাজতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা হবে—যখন পারিবারিক ভিত্তিমূলক অর্থনীতি থেকে সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতিতে আমরা যেতে পারব, সমাজতান্ত্রিক চাষের ব্যবস্থা কায়েম হবে।

কেবলমাত্র তখনই নারীরা পাবে পূর্ণ স্বাধীনতা ও মুক্তি। এ কাজ খুবই কঠিন। এখন গরিব চাষীদের কমিটি গঠন করা হচ্ছে*[৩] এবং সেদিনও এগিয়ে আসছে যেদিন সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব হয়ে উঠবে শক্তিশালী।

সম্প্রতি গ্রামের গরিবরা সংগঠিত হতে শুরু করেছে, আর গরিব চাষীদের এই সংগঠনের মধ্যেই রচনা হচ্ছে সমাজতন্ত্রের দৃঢ় ভিত্তি।

পূর্বেও প্রায়ই এ রকম দেখা গিয়েছে যে শহরগুলো প্রথমে বিপ্লবী হয়ে উঠেছে এবং গ্রামাঞ্চলে বিপ্লব শুরু হয়েছে তারপরে।

আজকের বিপ্লবের শক্তি গ্রামাঞ্চলে ছড়িয়ে পড়েছে আর এই বিপ্লবের বিশেষ তাৎপর্য ও শক্তি সেখানেই। সমস্ত মুক্তি সংগ্রামের অভিজ্ঞতাতেই দেখা যায় যে নারীরা যত এগিয়ে এসে অংশগ্রহণ করে, বিপ্লবও তত সফল হয়ে ওঠে। সোভিয়েত সরকার সব রকম চেষ্টা করছে যাতে নারীরা স্বাধীনভাবে প্রলেতারীয়দের সমাজতান্ত্রিক কাজ করতে সক্ষম হয়।

সোভিয়েত সরকারের অবস্থা একদিক দিয়ে খুবই সঙ্কটজনক, কারণ সমস্ত দেশের সাম্রাজ্যবাদীরা সোভিয়েত রাশিয়াকে ঘৃণা করে আর তার বিরুদ্ধে যুদ্ধের জন্য তৈরিও হচ্ছে। এর কারণ সোভিয়েত রাশিয়া অনেক দেশেই বিপ্লবের আগুন জ্বালিয়েছে এবং দৃঢ় পদক্ষেপে এগিয়ে চলেছে সমাজবাদের পথে। বর্তমানে সাম্রাজ্যবাদীরা যখন বিপ্লবী রাশিয়াকে পরাস্ত করতে এগিয়ে আসছে তখন তাদেরই দেশের মাটি পায়ের নিচে গরম হয়ে উঠতে শুরু করেছে। আপনারা জানেন যে জার্মানিতে বিপ্লবী আন্দোলন বেড়ে চলেছে, ডেনমার্কে শ্রমিক ও সরকারের মধ্যে লড়াই চলছে, হল্যান্ডে তো প্রায় সোভিয়েত গণতন্ত্রই হতে চলেছে। এই ছোট ছোট দেশগুলোর বিপ্লবী আন্দোলনের কোনো স্বতন্ত্র তাৎপর্য নেই; কিন্তু তবুও বিশেষ লক্ষ্য করবার বিষয় এই যে, এই সব দেশ যুদ্ধে যোগ দেয়। আর এদের রাষ্ট্র ব্যবস্থা ছিল পরিপূর্ণ 'আইনসম্মতভাবে' গণতান্ত্রিক। যখন এই রকম দেশগুলোতেও পর্যন্ত আন্দোলন শুরু হয়েছে, তখন একথা নিশ্চয়ই বলা যায় যে বিপ্লবী আন্দোলন সারা দুনিয়ায় ছড়িয়ে পড়ছে।

আজ পর্যন্ত একটিও রিপাবলিকান দেশ নারীদের মুক্তি দিতে পারেনি। সোভিয়েত সরকারই তাদের সাহায্য করবে। উদ্দেশ্য আমাদের অজেয়, কারণ অপরাজেয় শ্রমিকশ্রেণি জেগে উঠছে দেশে দেশে আর অপরাজেয় সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব যে বেড়ে চলেছে এই আন্দোলনই তার নিদর্শন।

[১৯শে নভেম্বর, ১৯১৮ সাল।]

পাদটীকা

*১ রাশিয়ার কমিউনিস্ট পার্টির (বলশেভিক) কেন্দ্রীয় কমিটি দ্বারা আহূত এই সম্মেলনে এক হাজারেরও বেশি প্রতিনিধি যোগ দিয়েছিলেন। এই সম্মেলন সোভিয়েত সরকারের পররাষ্ট্র নীতির সমর্থন করে এবং সমস্ত শ্রমিক ও কৃষক নারীদের সেই নীতিকে সমর্থন ও রক্ষা করবার জন্য আহ্বান জানায়। এই সম্মেলন পার্টির বাইরের শ্রমজীবী, নারী শ্রমিকদের প্রতিনিধি সভার মারফৎ সমাজতান্ত্রিক সংগঠনের কাজের মধ্যে টেনে আনবার প্রস্তাবকেও সমর্থন করে। পার্টির যে ব্যাপক কাজ শ্রমিক ও কৃষক নারীদের মধ্যে শুরু হয়, এই সম্মেলনে তার বিশেষ লক্ষণ দেখা যায়।

২ জার সরকার ও প্রতিক্রিয়াশীল বুর্জোয়ারা পরস্পরের মধ্যে জাতি ও ধর্মবিদ্বেষ বাধাতে সব রকমের চেষ্টা করেছে। তারা ইহুদীদের বিরুদ্ধে খ্রীষ্টানদের, খ্রীষ্টানদের বিরুদ্ধে আবার মুসলিমদের লাগিয়েছে। তারা আর্মেনিয়ার হত্যাকাণ্ড ও ইহুদীদের বিরুদ্ধে দাঙ্গা-হাঙ্গামা করেছে। এই সব করা হয়েছে যাতে জনসাধারণের মন, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক মূল সমস্যার দিকে—বিপ্লবী শ্রেণি সংগ্রামের দিকে না যেতে পারে। কমিউনিস্টরা ধর্ম-নির্বিশেষে সমস্ত জাতির শ্রমজীবী মানুষকে তাদের শোষকদের বিরুদ্ধে লড়াই করবার জন্য সংঘবদ্ধ করে।

মহান সূচনা [জুন, ১৯১৯]

...নারীদের অবস্থার কথাই ধরা যাক। ক্ষমতা হাতে পাবার প্রথম বছরেই আমরা এ বিষয়ে যতখানি করেছি, পৃথিবীতে এমন একটাও গণতান্ত্রিক দেশ নেই, যে দেশ বছরের পর বছর ধরে তার শতাংশের এক অংশও করতে সক্ষম হয়েছে। এমনকি সবচেয়ে উন্নত বুর্জোয়া রিপাবলিকান দেশও নয়। এ কথা অক্ষরে অক্ষরে সত্য যে, যে-সব আইন পুরুষের কাছে নারীকে হেয় করে রেখেছিল, বিবাহবিচ্ছেদের যে সমস্ত বাধা-নিষেধ ও বিরক্তিকর পদ্ধতি ছিল, অবৈধ সন্তানদের সম্পর্কে ও তাদের পিতাদের অনুসন্ধান করে বেড়ানো প্রভৃতি বিষয়ে যে সকল জঘন্য আইন ছিল, আমরা তার লেশমাত্র চিহ্নও অবশিষ্ট রাখিনি। সমস্ত সভ্য দেশের এই ধরনের বহু প্রচলিত আইন-এর মধ্য দিয়ে বুর্জোয়া ও ধনতন্ত্রের কলঙ্কের পরিচয় পাওয়া যায়। এ বিষয়ে আমরা যা করেছি তার জন্য হাজার বার গর্বিত হবার অধিকার আমাদের আছে। কিন্তু আমরা যতই নিখুঁতভাবে বুর্জোয়া আইন ও নিয়মকানুনের আবর্জনা পরিষ্কার করেছি ততই এ কথা স্পষ্টতর হয়ে উঠেছে যে আমরা এখন যা কিছু করেছি তা শুধু কাঠামোর ভিত্তি রচনা মাত্র, কাঠামো এখনও গড়ে ওঠেনি।

নারীদের মুক্তি দেবার জন্য সব রকমের আইন পাশ হওয়া সত্ত্বেও তারা পারিবারিক দাসীই থেকে যায়, কারণ তুচ্ছ ঘরকন্নার কাজ তাদের নিষ্পেষণ করে, টুঁটি চেপে রাখে, বোকা বানিয়ে অধঃপতনের দিকে ঠেলে দেয় এবং তাদের শুধু রান্নাঘর আর আঁতুড় ঘরের সাথেই বেঁধে রাখে। এইভাবে নারীদের পরিশ্রম অযথা শুধু নিকৃষ্ট, পীড়াদায়ক, বুদ্ধিনাশা একঘেয়ে কাজে—যা স্নায়ুগুলোকে গুঁড়িয়ে দেয়—অত্যন্ত বর্বরভাবে নষ্ট করা হয়। তাই তাদের খাটুনি কোনো ফলপ্রসূ কাজেই আসে না।

নারীর মুক্তি, প্রকৃত কমিউনিজম, কেবলমাত্র তখনই শুরু হবে যখন এই ক্ষুদ্র পারিবারিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থার বিরুদ্ধে (যে প্রলেতারিয়েতের হাতে আজ ক্ষমতা এসেছে তাদের নেতৃত্বে) এক বিরাট সংগ্রাম শুরু হবে, অর্থাৎ যখন এই

---

৩ সোভিয়েত সরকারের ১৯১৮ সালে ১১ই জুনের আদেশ অনুযায়ী গরিব চাষীদের কমিটিগুলো তৈরি হয়েছিল। তাদের উপর ভার দেওয়া হয়েছিল 'কুলাক' (ধনীচাষী)-দের প্রতিরোধ ভাঙবার, 'কুলাক' মুনাফাখোরদের ঘায়েল করবার, তাদের প্রভাব থেকে শ্রমজীবী চাষীদের মুক্ত করবার ও খাদ্যশস্যের উপর সম্পূর্ণ অধিকার রেখে শহরগুলোতে ও লালফৌজদের কাছে খাদ্য-সরবরাহ করার নিশ্চিত ব্যবস্থা করবার।

ব্যবস্থা ব্যাপক আকারে পরিবর্তিত হয়ে বৃহৎ সমাজতান্ত্রিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় পরিণত হবে।

তত্ত্ব হিসেবে এ কথা আজ প্রত্যেক কমিউনিস্টদের কাছে অবধারিত হলেও বাস্তবিক পক্ষে কি আমরা এ বিষয়ে যথেষ্ট মনোযোগ দিয়ে থাকি? কখনই নয়। এ ক্ষেত্রে কমিউনিজম-এর যে সব নতুন কিশলয় ইতিমধ্যেই দেখা দিয়েছে সে সম্বন্ধে কি আমরা যথেষ্ট যত্ন নিয়ে থাকি? আবার জোরের সাথে বলতে হবে—না। সাধারণের ভোজনালয়, শিশুদের রক্ষণাগার, শিশুদের বিদ্যালয়—এইগুলোই কমিউনিজম-এর নতুন কিশলয়। এইগুলো প্রতিদিনের জীবনে সাধারণ কাজে লাগে, অথচ খুব একটা জাঁকাল বাগাড়ম্বরপূর্ণ বা গুরুতর কিছু নয়। কিন্তু নারীর প্রকৃত মুক্তি এইগুলোর মধ্যে দিয়েই আসতে পারে এবং তারা সামাজিক উৎপাদন বিষয়ে ও সামাজিক জীবনে পুরুষের সমান স্তরে প্রতিষ্ঠিত হতে পারে। এই জিনিসগুলো একেবারে নতুন নয়। (সমাজতন্ত্রের অন্যান্য প্রয়োজনীয় উপাদানের মতো) এগুলোও ব্যাপক আকারে ধনতন্ত্রের সৃষ্টি। কিন্তু ধনতন্ত্রের আমলে এগুলো প্রথমত সংখ্যায় খুব কম থাকে, আর দ্বিতীয়ত এর বিশেষ গুরুত্ব এইখানে যে এগুলো হয় মুনাফা লুঠবার উপায়, যার মধ্যে আছে লাভের নিকৃষ্টতম পরিকল্পনা, সাধারণের পয়সা লুঠ, চুরি ও প্রতারণা—এইসব জঘন্য বিষয়, আর না হয় 'বুর্জোয়া বিশ্বপ্রেমের ধাপ্পাবাজি' যাকে প্রত্যেক সাচ্চা শ্রমিকই সমুচিতভাবে ঘৃণা করে এসেছে।

এখন নিঃসন্দেহে বলা যেতে পারে যে আমাদের দেশে এই প্রতিষ্ঠানগুলো সংখ্যায় অনেক বেড়ে উঠেছে ও তাদের গুণগত পরিবর্তনও হতে শুরু করেছে। নিঃসন্দেহে বলা চলে ঃ শ্রমিক ও কৃষক নারীদের যে বিরাট সাংগঠনিক ধী-শক্তি আছে এখনও আমাদের কাছে অনেকাংশে তা অজ্ঞাত। তারা স্ফীতবুদ্ধি 'শিক্ষিত সম্প্রদায়' অথবা আধা-পাকা 'কমিউনিস্টদের' মতো সব সময় বড় বড় কথা, আড়ম্বর, তর্কাতর্কি ও কাজের পরিকল্পনা পদ্ধতি প্রভৃতি নিয়ে বাজে কথায় সময় না কাটিয়ে কার্যকরী পন্থায় অনেক বেশি সংখ্যক কর্মী ও ক্রেতাদের সংগঠিত করতে পারে। আমরা কিন্তু এই নতুন অঙ্কুরগুলোকে যথেষ্ট যত্নসহকারে পালন করে থাকি না।

বুর্জোয়াদের দিকে তাকান! নিজেদের প্রয়োজনের বিষয় তারা কত ফলাও করে বিজ্ঞাপন দিতে পারে! তাদের চোখে যা 'আদর্শ' তার কথা তাদেরই লক্ষ লক্ষ খবরের কাগজে কেমন ফলাও করে প্রশংসা করা হয়, বুর্জোয়াদের 'আদর্শ' কাজকে কেমনভাবে দেশের গর্ব বলে দেখানো হয়ে থাকে! আর আমাদের

খবরের কাগজগুলো সবচেয়ে ভালো ভোজনালয় বা শিশুদের রক্ষণাগারের বর্ণনা দিয়ে, প্রতিদিনের উৎসাহদানের ভেতর দিয়ে সেগুলোকে আদর্শে পরিণত করবার জন্য খুব কমই মাথা ঘামায় অথবা ক্বচিৎ কখনও সেগুলো সম্বন্ধে লেখে। অথচ মানুষের পরিশ্রম বাঁচাবার দিক থেকে, ব্যয় সঙ্কোচের দিক থেকে, জিনিসের মিতব্যয়িতার দিক থেকে, পারিবারিক দাসত্ব থেকে নারীকে মুক্তি দেবার দিক থেকে এবং স্বাস্থ্যকর অবস্থার উন্নতির দিক থেকে সমগ্র সমাজ ও শ্রমজীবী মানুষের জন্য আদর্শ কমিউনিস্ট শ্রমের মধ্য দিয়ে এই সব জিনিসগুলো যে কতখানি লাভজনক, সে কথা যথেষ্ট ও বিস্তারিতভাবে খবরের কাগজে প্রচার করা হয় না।

সোভিয়েত রিপাবলিকে শ্রমজীবী নারী আন্দোলনের কাজ

...সোভিয়েত রিপাবলিকে শ্রমজীবী নারী আন্দোলনের কাজ সম্বন্ধে আমি দু-একটা কথা বলব। সাধারণভাবে একদিক থেকে কমিউনিজমের দিকে সামাজিক পরিবর্তন ও অন্যদিক থেকে কতগুলো বিশেষ অবস্থা তাদের সামনে এগিয়ে আসতে বাধ্য করছে। কমরেডরা, গোড়া থেকেই সোভিয়েত সরকার নারীদের অবস্থার কথা তুলেছে। আমার মতে, যে সব শ্রমিক রাষ্ট্র কমিউনিজমের দিকে এগিয়ে চলেছে তাদের কাজ হবে দু-রকমের। এই কাজের প্রথম অংশ অপেক্ষাকৃত সরল ও সোজা এবং যে সব পুরোনো আইন পুরুষের তুলনায় নারীকে হেয় করে রেখেছে কাজগুলো সেই সম্বন্ধে।

যুগের পর যুগ, শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে পশ্চিম ইউরোপের সব মুক্তিযুদ্ধের প্রতিনিধিরা এই সব সেকেলে আইন তুলে দিয়ে আইনত নারীকে পুরুষের সমান অধিকার দেবার দাবি জানিয়ে এসেছেন। কিন্তু ইউরোপের একটা গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র, এমন কি সবচেয়ে উন্নত রিপাবলিকান দেশও, এ বিষয়ে সফল হতে পারেনি। কারণ, যেখানে রয়েছে ধনতন্ত্র, জমি, কারখানা ও কাজের ওপর ব্যক্তিগত মালিকানা, আর রক্ষা করা হচ্ছে মূলধনের ক্ষমতা, পুরুষ সেখানে তাদের বিশেষ সুবিধা আঁকড়ে ধরে থাকবেই। এ বিষয়ে আমাদের সফল হবার একমাত্র কারণ এখানে ১৯১৭ সালে ৭ই নভেম্বর শ্রমিকের শাসন কায়েম হয়েছে। সোভিয়েত সরকারের গোড়া থেকেই লক্ষ্য—যাতে সর্বপ্রকার শোষণ দূর হয় ও শ্রমজীবী মানুষের সরকার কায়েম হয়। এই সরকারের লক্ষ্য মূলধনের রাজত্ব ধ্বংস করা, জমিদার ও মালিকদের পক্ষে শ্রমিকদের শোষণ করবার পথ বন্ধ করা। সোভিয়েত সরকারের লক্ষ্য ছিল এমন এক অবস্থার সৃষ্টি করা যেখানে

ব্যক্তিগত মালিকানার বিলোপ করে শ্রমজীবী মানুষ তাদের জীবনকে প্রতিষ্ঠিত করতে পারে—যেখানে থাকবে না জমি, কারখানা ও কাজের ওপর ব্যক্তিগত মালিকানা, যেখানে থাকবে না সেই ব্যক্তিগত মালিকানা যা আজ দুনিয়ার সর্বত্র এমন কি, যেখানে সম্পূর্ণ রাজনৈতিক অধিকার আছে, যেখানে সবচেয়ে গণতান্ত্রিক রিপাবলিক প্রতিষ্ঠিত হয়েছে—সেই সব দেশেও পর্যন্ত শ্রমিকদের দরিদ্র ও মজুরির দাস করেছে আর নারীদের দ্বিগুণ দাসত্ব দিয়েছে।

শ্রমিক সরকার হিসেবে সোভিয়েত সরকার তার সূচনার প্রথম মাসেই মেয়েদের সম্বন্ধে সমস্ত আইনের আমূল পরিবর্তন করেছে। মেয়েদের অধীন অবস্থায় রাখা হয়েছিল যে সব আইন দ্বারা সোভিয়েত রিপাবলিক তা নিশ্চিহ্ন করে মুছে ফেলেছে। আমি বিশেষ করে সেই সব আইনের কথা বলছি যেগুলো মেয়েদের দুর্বল অবস্থার সুযোগ নিয়ে তাদের ছোট স্তরে রাখে এবং তখনও খুবই হীন করে রেখেছে। আমি উল্লেখ করছি বিবাহ-বিচ্ছেদের আইন, অবিবাহিতা মায়ের সন্তানদের সম্বন্ধে আইন ও শিশুর পিতার কাছে তাদের ভরণপোষণের জন্য তার মায়ের অভিযোগ করা বিষয়ক আইনের সম্বন্ধে।

এ কথা স্বীকার করতেই হবে যে ঠিক এই ক্ষেত্রেই বুর্জোয়া আইনে, এমন কি সবচেয়ে উন্নত দেশেও, নারীদের দুর্বল অবস্থার সুযোগ নিয়ে তাদের ছোটো এবং হেয় করে রাখা হয়। আর ঠিক এই ক্ষেত্রেই সোভিয়েত সরকার পুরোনো অন্যায় আইনের চিহ্ন পর্যন্ত মুছে ফেলেছে—শ্রমজীবী জনসাধারণের কাছে এইসব আইন ছিল অসহ্য। আজ আমরা বিন্দুমাত্র অতিরঞ্জিত না করেই গর্বের সঙ্গে বলতে পারি যে একমাত্র সোভিয়েত রাশিয়া ছাড়া পৃথিবীতে এমন আর একটাও দেশ নেই নারীরা যেখানে সম্পূর্ণভাবে পুরুষের সমান অধিকার পেয়েছে, সেখানে বিশেষ করে প্রতিদিনের পারিবারিক জীবনে নারীকে হেয় করে রাখা হয়নি। আমাদের একটা প্রথম ও অন্যতম প্রধান কাজ ছিল এটা।

যদি বলশেভিকদের বিপক্ষে কোনো পার্টির কথা শোনেন, অথবা রাশিয়ার কোলচাক বা ডেনিকিন অধিকৃত অঞ্চলের কোনো খবরের কাগজ হাতে আসে, অথবা সেই সব কাগজের মতাবলম্বী কোনো লোকের সঙ্গে কথা বলেন, তাহলেই তাদের অভিযোগ করলে দেখবেন যে সোভিয়েত সরকার গণতন্ত্রের নিয়ম লঙ্ঘন করেছে।

আমরা যারা সোভিয়েত সরকারের প্রতিনিধি, বলশেভিক কমিউনিস্ট ও সোভিয়েত সরকারের অনুগত, তাদের বিরুদ্ধে অনবরতই গণতন্ত্রের নিয়ম লঙ্ঘন করবার অভিযোগ করা হয়। এবং তার প্রমাণ স্বরূপ বলা হয় যে সোভিয়েত

সরকার গণপরিষদ*[১] ভেঙে দিয়েছে। এই সব অভিযোগের উত্তরে আমাদের স্বাভাবিক জবাব : তখন যে ধরনের গণতন্ত্র ও গণপরিষদ তৈরি হয়েছে—যখন জমির ওপর কায়েম ছিল ব্যক্তিগত মালিকানা, মানুষের সঙ্গে সমান অধিকার ছিল না, যখন মূলধনের মালিকরা ছিল প্রভু আর অন্য সবাই কাজ করত তাদেরই জন্য ও তাদের কাছে মজুরির দাস হয়ে থাকত—সে গণতন্ত্র ও গণপরিষদে আমাদের কোনোই প্রয়োজন নেই। এই ধরনের গণতন্ত্র এমন কি সবচেয়ে উন্নত দেশেও দাসত্বকে গোপন করবার জন্যই আবরণের কাজ করেছে। গণতন্ত্র ঠিক যতখানি পরিমাণে শ্রমিক ও শোষিতের কষ্ট লাঘব করে, মাত্র সেই পর্যন্তই আমরা কমিউনিস্ট গণতন্ত্রের ভক্ত। সারা দুনিয়ার কমিউনিজমের লক্ষ্যই হলো মানুষের দ্বারা মানুষের শোষণের বিরুদ্ধে লড়াই করা। যারা শোষিত, সমাজ যাদের হীন অবস্থায় রেখেছে, যে গণতন্ত্র তাদের স্বার্থ রক্ষা করে, আমরা সেই গণতন্ত্রকেই আসল গুরুত্ব দিয়ে থাকি। যারা খেটে খাবে না তাদের ভোটাধিকার যদি কেড়ে নেওয়া হয়, আমরা তাকেই বলব প্রকৃত সাম্য। যে খাটে না সে খেতেও পারে না। এইসব অভিযোগের উত্তরে আমরা বলি যে আসল প্রশ্ন হলো : কোন্ দেশে গণতন্ত্র কিভাবে কাজে লাগানো হয়? সমস্ত গণতান্ত্রিক রিপাবলিকেই সমান অধিকার ঘোষণা করা হয়। কিন্তু আইন-ব্যবস্থায়, নারীদের সম্বন্ধীয় আইনে, তাদের পারিবারিক জীবনে ও বিবাহ-বিচ্ছেদের সম্বন্ধীয় আইনে দেখা যায়, প্রতি পদেই তাদের ছোট করে রাখা হয়েছে ও সমান অধিকার থেকে বঞ্চিত করা হয়েছে। আমরা বলি : এরই নাম গণতন্ত্রের লঙ্ঘন, আর বিশেষ করে শোষিত মানুষের জন্য এ কথা বিশেষভাবে প্রযোজ্য। সোভিয়েত সরকার অন্য যে কোন দেশের চেয়ে, এমন কি সবচেয়ে উন্নত দেশের চেয়েও, যে অনেক বেশি গণতন্ত্র কায়েম করেছে তার প্রমাণ এই যে আরো যে সব বিষয়ে মেয়েদের হেয় করে রাখা হয়েছিল, সোভিয়েত আইনে তার লেশমাত্র চিহ্ন রাখা হয়নি। আবার বলি, সোভিয়েত সরকার তার সূচনার প্রথম কয়েক মাসেই নারীদের জন্য যতখানি করেছে, আর কোনো একটাও রাষ্ট্রে এবং কোনও গণতান্ত্রিক আইনে তার অর্ধেকও করা হয়নি।

অবশ্য এ কথাও ঠিক যে কেবল মাত্র আইনই যথেষ্ট নয় এবং আইন পাস করেছি বলেই আমরা সন্তুষ্ট থাকতে পারি না। কিন্তু আমাদের কাছ থেকে নারীদের পুরুষের সমান অধিকার দেবার জন্য যতখানি আশা করা হয়েছিল আমরা তা সবই করেছি। এবং তার জন্য আমাদের গর্বিত হবার অধিকার আছে। সমস্ত উন্নতদেশের তুলনায়ই আজ সোভিয়েতের নারীদের

অবস্থাকে আদর্শ বলা যায়। কিন্তু নিজেদের মধ্যে আমরা এই কথাই বলি যে এ শুধু সূচনামাত্র।

নারীরা যতক্ষণ ঘরকন্নার কাজ করে আটকে থাকে ততক্ষণ তারা বাঁধাবাঁধির মধ্যেই থেকে যায়। নারীদের সম্পূর্ণ মুক্তি ও সমান অধিকারের জন্য চাই সামাজিক অর্থনীতি ও সাধারণ উৎপাদনে তাদের অংশগ্রহণ করা। তখনই নারীরা সমাজে পুরুষের সমান স্থান পাবে।

তার মানে অবশ্য এই নয় যে উৎপাদনী শক্তি, পরিশ্রমের মাত্রা, পরিমাণ, সময় খাটুনির অবস্থা প্রভৃতি পুরোপুরি পুরুষের মতোই হতে হবে। কিন্তু এ কথা ঠিক যে নারীরা পুরুষের তুলনায় কখনই অর্থনৈতিক দিক থেকে অধীন অবস্থায় থাকবে না। আপনারা সকলেই জানেন যে ঘরকন্নার কাজের বোঝা মেয়েদের ওপর চাপানো হয় বলে সম্পূর্ণ সমান অধিকার পেয়েও তাদেব অধীন হয়েই থাকতে হয়। এইসব ঘরকন্নার কাজের মধ্যে বেশিরভাগই কোনো কাজেই লাগে না, অত্যন্ত খারাপ রকমের ও কষ্টকর। আর নারীদেরই এগুলো করতে হয়। এই খাটুনি অত্যন্ত নিকৃষ্ট আর নারীদের উন্নতি পথে একটুও সাহায্য করে এর মধ্যে এমন কিছুই নেই। আমাদের কমিউনিস্ট আদর্শ পুরোপুরি কমিউনিজমের প্রতিষ্ঠা করাই এবং সেখানে নারীদের জন্য খোলা রয়েছে বিস্তৃত কর্মক্ষেত্র। আমরা এখন খুবই গুরুত্বের সাথে কমিউনিস্ট সমাজের ভিত্তি রচনা করছি। প্রকৃতপক্ষে কমিউনিস্ট সমাজের গঠন তখন থেকেই শুরু হবে যখন নারীরা সম্পূর্ণ সমান অধিকার পেয়ে এবং নিকৃষ্ট বুদ্ধিনাশা, নিষ্ফল কাজ থেকে মুক্তি পেয়ে নতুন কাজে যোগ দেবে। এ কাজ করতে আমাদের অনেক অনেক বছর লাগবে, আর এর থেকে খুব চট করে বা অত্যন্ত চমকপ্রদ কোনো ফলই দেখা যাবে না।

আমরা আদর্শ প্রতিষ্ঠান, ভোজনালয়, শিশুদের রক্ষণাগার (ক্রেশে) গড়ে তুলেছি। এইগুলোই মেয়েদের ঘরকন্নার কাজ থেকে মুক্তি দেবে, আর এইসব প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলতে প্রধানত নারীদেরই দায়িত্ব নিতে হবে। একথা স্বীকার করতেই হবে যে বর্তমানে রাশিয়ায় এই ধরনের প্রতিষ্ঠান খুবই কম, যা কিনা নারীদের পারিবারিক দাসত্ব থেকে মুক্তি দিতে পারে। এগুলোর সংখ্যাও খুব নগণ্য আর সোভিয়েত রিপাবলিক যে অবস্থার মধ্যে পড়েছে—সামরিক ও খাদ্যের অবস্থা, যে বিষয়ে অন্য কমরেডরা আপনাদের কাছে বলেছেন—তাতে আমাদের এইসব কাজ বাধাপ্রাপ্ত হচ্ছে। তবুও একথা ঠিক যে এই ধরনের প্রতিষ্ঠান যেগুলো মেয়েদের পারিবারিক দাসত্ব থেকে মুক্ত করে যেখানেই সম্ভব সেগুলো গড়ে উঠেছে। শ্রমিকদের মুক্তি যেমন শ্রমিকদের নিজের দ্বারাই আসে,

ঠিক তেমনি নারী শ্রমিকদের মুক্তিও তাদের নিজেদেরই আনতে হবে। নারী শ্রমিকদের নিজেদেরই নজর রাখতে হবে এই প্রতিষ্ঠানগুলো যাতে গড়ে ওঠে আর এই ক্ষেত্রেই আগেকার ধনতান্ত্রিক সমাজে তাদের যে অবস্থা ছিল কাজের ভেতর দিয়ে তার আমূল পরিবর্তন আসবে।

পুরোনো ধনতান্ত্রিক সমাজে রাজনৈতিক কাজে যোগ দিতে হলে বিশেষ শিক্ষার প্রয়োজন হতো। তাই এমন কি সবচেয়ে উন্নত ও স্বাধীন ধনতান্ত্রিক দেশেও খুবই অল্প সংখ্যক নারীই রাজনৈতিক কাজে যোগ দিয়ে থাকেন। আমাদের দেখতে হবে যাতে রাজনৈতিক কাজ এমন ধরনের হয় যে প্রত্যেকটা নারী শ্রমিক তাতে যোগ দিতে সক্ষম হন। যে মুহূর্তে জমি ও কারখানার ওপর ব্যক্তিগত মালিকানার বিলোপ করা হয়েছে, জমিদার মালিকদের ক্ষমতাচ্যুত করা হয়েছে, সেই মুহূর্ত থেকেই রাজনীতি এত সহজ সরল হয়েছে যে সমস্ত শ্রমজীবী জনসাধারণ এবং শ্রমজীবী নারীরাই তাতে অংশগ্রহণ করতে পারে। ধনতান্ত্রিক দেশে নারীকে এমন হেয় করে রাখা হয় যে তারা রাজনৈতিক কাজে পুরুষদের তুলনায় খুবই সামান্য অংশগ্রহণ করতে পারে। এই অবস্থার পরিবর্তনের জন্যই প্রয়োজন শ্রমিকের আধিপত্য এবং তাহলেই রাজনীতির প্রধান প্রধান কাজগুলো এমন হবে যা সোজাসুজিই শ্রমিকদের নিজেদের ভাগ্যের সাথে জড়িত।

এখানে নারীকর্মীদের—শুধু শ্রেণি সচেতন পার্টির নারীই নয়, পার্টির বাইরের সবচেয়ে কম শ্রেণি সচেতন নারীদেরও—অংশগ্রহণ করা দরকার। এদিক থেকে সোভিয়েত সরকার নারীদের জন্য ব্যাপক কর্মক্ষেত্র খুলে দিয়েছে।

সোভিয়েত রাশিয়ার যে সব শত্রুরা আমাদের বিরুদ্ধে অভিযান চালাচ্ছে তাদের সাথে লড়াই করে আমাদের খুবই কঠোর অভিজ্ঞতা হয়েছে। শ্রমিক শাসনের বিরুদ্ধে যারা যুদ্ধ চালাচ্ছে সামরিক ক্ষেত্রে তাদের সঙ্গে ও খাদ্যের ক্ষেত্রে মুনাফাখোরদের সঙ্গে লড়াই চালাতে আমাদের অনেক বেগ পেতে হয়েছে, কারণ যে সব লোক ও শ্রমিক তাদের শক্তি দিয়ে সর্বান্তঃকরণে আমাদের সাহায্য করতে এগিয়ে এসেছে তাদের সংখ্যা মোটেই এখনও পর্যন্ত যথেষ্ট নয়। তাই পার্টির বাইরের ব্যাপকভাবে নারী শ্রমিকদের সহযোগিতাকে সোভিয়েত সরকার সবচেয়ে মূল্যবান মনে করে। তারা জেনে রাখুক যে পুরোনো বুর্জোয়া সমাজে রাজনৈতিক কাজে যোগ দিতে হলে জটিল শিক্ষা গ্রহণের দরকার হতো, তাই নারীরা তাতে যোগ দিতে পারত না। কিন্তু সোভিয়েত রিপাবলিকের এই কর্মধারাই নারী কর্মীদের রাজনৈতিক কাজের পথ খুলে দেয়। এর ফলে তারা তাদের সাংগঠনিক যোগ্যতার দ্বারা পুরুষদের সাহায্য করতে পারে।

লক্ষ লক্ষ লোকের স্বার্থে আমাদের শুধু ব্যাপক সাংগঠনিক কাজেরই প্রয়োজন তা নয়, এমন ছোট ছোট সাংগঠনিক কাজেরও আমাদের প্রয়োজন আছে যেখানে নারীরা যোগ দিতে পারে। যুদ্ধের সময় নারীরা সৈন্যদের সাহায্য করতে পারে এবং সাধারণের মধ্যে প্রচার কাজও চালাতে পারে। এ ক্ষেত্রে নারীদের সক্রিয় অংশগ্রহণ করতেই হবে, যাতে লালফৌজরা বুঝতে পারে যে তাদের যত্ন নেওয়া ও দেখাশোনা করা হচ্ছে। খাদ্যের ক্ষেত্রেও নারীরা কাজ করতে পারে, যেমন—খাদ্য বিতরণ, জনসাধারণের জন্য খাদ্য সংগ্রহ ব্যবস্থার উন্নতি করা, আজকাল পেট্রোগ্রাদে যেমন ব্যাপক ভোজনালয় খোলা হচ্ছে, সেই রকম ভোজনালয় আরও অধিক সংখ্যায় খোলা ইত্যাদি।

এইসব ক্ষেত্রেই নারী কর্মীদের কাজ প্রকৃতপক্ষে সাংগঠনিক দিক থেকে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে। বড় বড় পরীক্ষামূলক কাজের সংগঠনেও নারীদের অংশগ্রহণ করা ও সেগুলোর তত্ত্বাবধান করা দরকার যাতে এগুলো অসংলগ্ন ব্যক্তিগত কাজে পরিণত না হয়। বহু সংখ্যক নারী শ্রমিক যোগ না দিলে এ কাজ সম্পন্ন হতে পারে না। আর এই ধরনের কাজ—যেমন খাদ্যবন্টনের তত্ত্বাবধান, আরও সহজে খাদ্য সংগ্রহের ব্যবস্থা—ইত্যাদিতে নারীদের বেশ যোগ্যতা আছে। পার্টির বাইরের নারীরা এ কাজ খুবই সহজে করতে পারেন, আর এতে সমাজতান্ত্রিক সমাজ গড়বার সাহায্য হবে সবচেয়ে বেশি।

জমির ওপর ব্যক্তিগত মালিকানার বিলোপ করবার পর, কারখানা ও কাজের ওপর ব্যক্তিগত মালিকানা প্রায় সম্পূর্ণভাবেই বিলোপ করবার পর সোভিয়েত সরকারের চেষ্টা শুরু হয়েছে সমস্ত মেহনতী মানুষকে—শুধু পার্টির নয়, পার্টির বাইরের ও শুধু পুরুষ নয়, নারীদেরও—অর্থনৈতিক সংগঠনের কাজে টেনে আনা। সোভিয়েত সরকার যে কাজ শুরু করেছে তা এগিয়ে যেতে পারে কেবলমাত্র তখনই, যখন রাশিয়ার সর্বত্র হাজার হাজারের স্থলে লক্ষ লক্ষ নারী এই কাজে যোগ দেবে। একমাত্র তখনই আমরা নিঃসন্দেহে বলতে পারবো যে সমাজতান্ত্রিক সমাজের গঠন সুদৃঢ় হবেই। তখন শ্রমিকরা দেখাতে পারবে যে জমিদার ও মালিকদের ছাড়াই তারা চলতে ও চালাতে পারে। সমাজতান্ত্রিক গঠন তখন এতই দৃঢ় হবে যে সোভিয়েত রিপাবলিকের ভেতরের বা বিদেশের শত্রুদের ভয় করবার কোনো কারণই থাকবে না।

[১৯১৯ সালের ২৩শে সেপ্টেম্বর পার্টির বাইরের নারী কর্মীদের ৪র্থ মস্কো শহর সম্মেলনে লেনিনের বক্তৃতা।], [পাদটীকা পরপাতায় দ্রষ্টব্য]

আন্তর্জাতিক নারীশ্রমিকদের দিবস-১৯২০ (৪ঠা মার্চ, ১৯২০)

ধনতান্ত্রিক সমাজে সাধারণ অধিকারের সঙ্গে অর্থনৈতিক বৈষম্য এবং তারই ফলে সামাজিক বৈষম্য থাকে। ধনতান্ত্রিক সমাজের এই একটা প্রধান বিশেষত্ব যা বুর্জোয়াদের সমর্থকরা ও উদারপন্থীরা প্রবঞ্চনার আড়ালে ঢেকে রাখে, আর মধ্যবিত্ত গণতন্ত্রবাদীরা তা বুঝতে পারে না। ঠিক এই কারণেই অর্থনৈতিক সাম্যের জন্য লড়াই করবার সময় ধনতান্ত্রিক সমাজের বৈষম্যের কথা খোলাখুলিভাবে বলা দরকার হয় এবং কোনো কোনো অবস্থায় প্রলেতারিয়েত রাষ্ট্রের সংগঠনের (সোভিয়েত গঠনতন্ত্র) ভিত্তি রচনার সময় এই রকম খোলাখুলি বলার দরকার হয়।

কিন্তু ধনতান্ত্রিক সমাজ শুধু সাধারণ প্রথা হিসেবেও সমান অধিকার মেনে নিতে পারে না (আইনত সমান অধিকার, অতিপুষ্ট ও ক্ষুধার্ত লোকের মধ্যে 'সমান অধিকার' এবং সম্পত্তির মালিক ও সম্পত্তিবিহীন লোকের মধ্যে সমান অধিকার), পুরুষের তুলনায় নারীদের অবনত অবস্থাই এই বৈষম্যের একটা জ্বলন্ত প্রমাণ। একটাও বুর্জোয়া রাষ্ট্রে, এমন কি উন্নতিশীল, রিপাবলিকান গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রেও নারী ও পুরুষের মধ্যে সম্পূর্ণ সমান অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়নি।

কিন্তু যেসব আইন নারীদের ছোট করে রেখেছিল, রাশিয়ার সোভিয়েত রিপাবলিক অবিলম্বে তার প্রত্যেকটা নাম পর্যন্ত মুছে ফেলে দিয়েছে এবং নারীদের সম্পূর্ণ সমান অধিকার দিয়েছে।

কথায় বলে যে, সভ্যতার সবচেয়ে বড় মাপকাঠি হল আইনত নারীদের কতখানি সামাজিক মর্যাদা দেওয়া হয়েছে। এ কথার মধ্যে গভীর সত্য আছে।

পাদটীকা

১ ১৯১৮ সালের ১০ই জানুয়ারি সোভিয়েত সরকার কর্তৃক গণপরিষদ আহূত হয়। পরিষদের অধিকাংশ সভ্য বুর্জোয়া ও ধনী কৃষকদের প্রতিনিধি হওয়ার ফলে তারা বলশেভিকদের কর্তৃক প্রস্তাবিত 'শ্রমজীবী ও শোষিত জনগণের দাবি ঘোষণা' সম্বন্ধে আলোচনা করেন এবং শান্তি ও জমি সম্বন্ধে সোভিয়েত দ্বিতীয় কংগ্রেসে গৃহীত আদেশনামা সমর্থন করতে রাজি হননি। বলশেভিকরা নিজেদেব ঘোষণা পড়বার পর গণপরিষদ ত্যাগ করে চলে যায়—কারণ পরিষ্কার দেখাই গেল যে এই পরিষদ শ্রমজীবী মানুষের আসল স্বার্থের প্রতিকূলে। ১৯১৮ সালের ২০শে জানুয়ারি সারা রাশিয়া কেন্দ্রীয় কার্যকরী কমিটির নির্দেশ অনুযায়ী এই গণপরিষদ ভেঙে দেওয়া হয়।

এই দিক থেকে দেখলে একমাত্র প্রলেতারীয় একনায়কত্ব, একমাত্র সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রই সভ্যতার উন্নত স্তরে পৌঁছতে পারে এবং পেরেছে।

সুতরাং প্রথম সোভিয়েত রিপাবলিকের প্রতিষ্ঠা (ও তার শক্তিশালী হয়ে ওঠা)—তার পাশে, তারই সাথে কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিক অনিবার্যভাবেই শ্রমজীবী নারী আন্দোলনে এক অভিনব, অতুলনীয় দৃঢ় শক্তি জুগিয়েছে।

কারণ ধনতান্ত্রিক সমাজে যারা ছিল প্রত্যক্ষ অথবা পরোক্ষভাবে, পুরোপুরি অথবা আংশিকভাবে অত্যাচারিত—সোভিয়েত সমাজে এবং একমাত্র সোভিয়েত সমাজেই তারা গণতন্ত্র পেয়েছে। শ্রমিকশ্রেণি ও গরিব কৃষকদের অবস্থা থেকে—নারীদের অবস্থা থেকেই এ কথা স্পষ্ট বোঝা যায়।

কিন্তু সোভিয়েত সমাজ অর্থনৈতিক ও সামাজিক সাম্যের জন্য, শ্রেণি বিভেদের বিলোপের জন্য শেষ ও চরম আঘাত হানছে। তাই আমাদের কাছে শুধুমাত্র গণতন্ত্র, ধনতান্ত্রিক সমাজে নারী জাতি এবং অন্য যাদের নির্যাতন করা হতো তাদের জন্য গণতন্ত্রই যথেষ্ট নয়।

শ্রমজীবী নারী আন্দোলনের উদ্দেশ্যে অর্থনৈতিক ও সামাজিক সমান অধিকারের জন্য সংগ্রাম করা—শুধু মামুলি আনুষ্ঠানিক সমান অধিকার নয়। এর প্রধান কাজ সামাজিক উৎপাদনের কাজের মধ্যে তাদের টেনে আনা, তাদের 'পারিবারিক দাসত্ব' থেকে উদ্ধার করা, অনন্তকাল ধরে কেবলমাত্র রান্নাঘর আর আঁতুড় ঘরের কাছে নির্বোধ, অবমাননাকর বশ্যতা থেকে তাদের মুক্ত করা।

এর জন্য চাই সুদীর্ঘ সংগ্রাম, চাই সামাজিক ব্যবস্থা ও রীতিনীতির আমূল পরিবর্তন, আর কমিউনিজমের পরিপূর্ণ বিজয়েই এই সংগ্রামের পরিসমাপ্তি।

আন্তর্জাতিক নারীশ্রমিকদের দিবস, ১৯২১

ধনতান্ত্রিক সমাজে যারা সবচেয়ে নির্যাতিত ছিল তাদেরই রাজনীতির মধ্যে টেনে আনা বলশেভিজম ও রাশিয়ার অক্টোবর বিপ্লবের প্রধান কাজ। ধনিকরা যেমনি রাজতান্ত্রিক সমাজে, তেমনি গণতান্ত্রিক বুর্জোয়া রিপাবলিকেও এদের পীড়ন করেছে, প্রতারণা করেছে ও লুণ্ঠন করেছে। যতদিন পর্যন্ত জমি, কারখানা ও কাজের ওপর ব্যক্তিগত মালিকানা বজায় ছিল ততদিন পর্যন্ত ধনিকদের দ্বারা এই অত্যাচার, এই প্রতারণা, এইভাবে মানুষের পরিশ্রম কেড়ে নেওয়া ছিল অনিবার্য।

বলশেভিজ্‌ম ও সোভিয়েত শাসনের সার কথা বুর্জোয়া ও গণতন্ত্রের এই ছলনা ও প্রতারণার মুখোশ খুলে দেওয়া। জমি, কারখানা ও কাজের

ওপর থেকে ব্যক্তিগত মালিকানা বিলোপ করা এবং মেহনতকারী ও শোষিত জনসাধারণের হাতে সমস্ত রাজনৈতিক ক্ষমতা অর্পণ করা। এই জনসাধারণ রাজনৈতিক কাজ, নতুন সমাজ গঠন করবার কাজ, নিজের হাতে গ্রহণ করছে। এ খুবই কঠিন কাজ। ধনতন্ত্র জনগণকে পদদলিত ও নিপীড়িত করে রাখে। আর ধনিকের দাসত্ব থেকে, মজুরির দাসত্ব থেকে উদ্ধার পাবার আর কোনো দ্বিতীয় পথ নেই, বা থাকতে পারে না। নারীদের বাদ দিয়ে জনগণকে রাজনীতির মধ্যে টেনে আনা অসম্ভব, কারণ ধনতান্ত্রিক সমাজে মানব জাতির অর্ধেক যে নারী সমাজ, তাদের বেঁধে রাখা হয় দ্বিগুণ দাসত্বে।

সেখানে নারী শ্রমিক ও কৃষক নারীদের ওপর মূলধনের অত্যাচার তো আছেই। তার ওপর এমন কি সবচেয়ে গণতান্ত্রিক বুর্জোয়া রিপাবলিকেও প্রথমত তাদের ছোট করে রাখা হয় কারণ আইনত তাদের পুরুষদের সাথে সমান অধিকার দেওয়া হয় না, এবং দ্বিতীয়ত ও সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অবস্থা এই যে, তাদের 'পারিবারিক দাসত্বে' বেঁধে রাখা হয়। সেখানে তারা পারিবারিক দাসী। সেখানে সাধারণত আলাদা আলাদা পারিবারিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থা এবং সবচেয়ে তুচ্ছ, হেয়, কঠিন ও বুদ্ধিনাশা রান্নাঘরের কাজ তাদের পেষণ করে।

দুনিয়ার অন্য কোনো পার্টি বা কোনও বিপ্লব যা সাহস করেনি, বলশেভিকরা ও সোভিয়েত বিপ্লব তার চেয়ে অনেক বেশি গভীরভাবে নারীদের অধীনতা ও তাদের প্রতি সমস্ত অত্যাচারের মূলোচ্ছেদ করেছে। সোভিয়েত রাশিয়ার আইনে পুরুষ ও নারীর মধ্যে বৈষম্যের লেশমাত্র চিহ্ন অবশিষ্ট নেই। বিশেষত বিবাহ ও পারিবারিক অধিকারে ও সন্তানদের সম্বন্ধে যে সব নীচ, ঘৃণ্য ও প্রতারণাপূর্ণ বৈষম্য ছিল, সোভিয়েত সরকার তা সম্পূর্ণ দূর করেছে।

নারীজাতির মুক্তিপথের এ শুধু প্রথম সোপান মাত্র। কিন্তু একটাও বুর্জোয়া রিপাবলিক, এমন কি সবচেয়ে গণতান্ত্রিক দেশও এই প্রথম ধাপ পর্যন্ত এগোতে সাহস পায়নি। 'সম্পত্তির ওপর পবিত্র ব্যক্তিগত অধিকার হারাবার' ভয়ই এই সাহস না পাবার কারণ।

আমাদের দ্বিতীয় ও প্রধান কাজ ছিল—জমি, কারখানা ও কাজের ওপর থেকে ব্যক্তিগত মালিকানার বিলোপ করা। ছোট ছোট ব্যক্তিগত, পারিবারিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থার বদলে যখন ব্যাপক সামাজিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থা আসে, তখনই এবং একমাত্র তখনই মেয়েদের পরিপূর্ণ ও প্রকৃত মুক্তির পথ, 'পারিবারিক দাসত্ব' থেকে তাদের মুক্তির পথ উন্মুক্ত হয়।

এই পরিবর্তন খুবই কষ্টসাধ্য, কারণ এ এক বহুদিনের দৃঢ়মূল মানুষের অভ্যাসগত, সমাজের বুকে গভীরভাবে শিকড় বিস্তার করেছে এমনি অস্থিমজ্জাগত 'ব্যবস্থার' পরিবর্তনের কাজ (অবশ্য একে 'ব্যবস্থা' না বলে অত্যাচার ও বর্বরতা বললেই ঠিক হবে)। কিন্তু পরিবর্তন শুরু হয়েছে। অবস্থা বদলাতে আরম্ভ করেছে। আমরা যাত্রা শুরু করেছি নতুন পথে।

আজ আন্তর্জাতিক নারী শ্রমিকদের দিবসে পৃথিবীর সর্বত্র নারী শ্রমিকদের অসংখ্য সভাতে-এ সোভিয়েত রাশিয়াকে অভিনন্দিত করা হবে, কারণ সোভিয়েত রাশিয়া শুরু করেছে এক অভূতপূর্ব কঠিন ও কষ্টসাধ্য কিন্তু মহান—বিশ্বে ব্যাপকরূপে মহান—এবং প্রকৃত মুক্তির কাজ। ক্রুদ্ধ ও কখনও কখনও পাশবিক বুর্জোয়া প্রতিক্রিয়ার সামনে ভেঙে না পড়বার জন্য উৎসাহপূর্ণ আহ্বান জানানো হবে। যে বুর্জোয়া দেশ যতই বেশি 'স্বাধীন' অথবা 'গণতান্ত্রিক' সেখানকার ধনিকের দল ততই বেশি ক্ষেপে ওঠে ও শ্রমিকদের বিপ্লবের ওপর বর্বর অত্যাচার চালাতে থাকে। উদাহরণস্বরূপ আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের গণতান্ত্রিক রিপাবলিকের কথা বলা যায়। কিন্তু শ্রমিক জনগণ ইতিমধ্যেই জেগে উঠেছে। সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ শেষবারের মতো আমেরিকা, ইউরোপ ও পশ্চাদ্‌পদ এশিয়ার তন্দ্রাচ্ছন্ন, অর্ধসুপ্ত রক্ষণশীল জনগণকে জাগিয়ে দিয়েছে।

দুনিয়াব সর্বত্রই বরফ গলেছে।

সাম্রাজ্যবাদের কবল থেকে জনগণের মুক্তি, ধনতন্ত্রের কবল থেকে পুরুষ ও নারী শ্রমিকদের মুক্তি দুর্নিবার গতিতে এগিয়ে চলেছে। এই লক্ষ্যের পথে লক্ষ লক্ষ পুরুষ ও নারী শ্রমিক—পুরুষ ও নারী কৃষক আমাদের এগিয়ে দিচ্ছে। তাই দুনিয়াময় ধনিকের কবল থেকে শ্রমিকের মুক্তি সংগ্রামের জয় অনিবার্য।

কার্ল মার্কস

কার্ল মার্কস ১৮১৮ সালের ৫ই মে, প্রুশিয়ার ট্রায়ার শহরে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পরিবার ইহুদি ছিল কিন্তু ১৮২৪ সালে প্রোটেস্ট্যান্ট মতবাদে ধর্মান্তরিত হয়। তাঁর পরিবার ছিল পেটি-বুর্জোয়া শ্রেণির অন্তর্ভুক্ত। তাঁর বাবা ছিলেন একজন আইনজীবী। ট্রায়ারে উচ্চবিদ্যালয়ে স্নাতক ডিগ্রি লাভ করার পর, মার্কস বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশ করেন—প্রথমে বন্‌-এ এবং পরে বার্লিনে, সেখানে তিনি আইন, মূলত ইতিহাস এবং দর্শন পড়েন। ১৮৪১ সালে তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের পঠন-পাঠন সমাপ্ত করে, এপিকিউরস্‌-এর দর্শনের ওপর একটি গবেষণা জমা দেন। এই সময় মার্কস চিন্তার দিক থেকে হেগেলের আদর্শ অনুসারী ছিলেন। বার্লিনে, তিনি 'বাম হেলেগপন্থী'দের চক্রে অবস্থান করতেন, যারা হেগেলের দর্শন থেকে নাস্তিকতামূলক এবং বৈপ্লবিক সিদ্ধান্তগুলো নিরূপণ করতেন। লাভউইগ্‌ ফয়েরবাখ ব্রহ্মবিদ্যাকে সমালোচনা করতে শুরু করেন, বিশেষত ১৮৩৬ সালের পরবর্তীতে এবং তিনি তাঁর বস্তুবাদের দিকে মোড় নেন, যা ১৮৪১ সালে তাঁর দর্শনে প্রভাব বাড়িয়ে তোলে।

বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতকোত্তর হবার পর মার্কস বন্‌-এ যান, অধ্যাপক হবার আশায়। কিন্তু সরকারের প্রতিক্রিয়াশীল নীতির কারণে মার্কস 'অ্যাকাডেমিক কেরিয়ার' গড়ে তোলার আদর্শ পরিত্যাগ করেন। ঘটনাটি ছিল, ফয়েরবাখকে ১৮৩২ সালে তাঁর পদ থেকে বঞ্চিত করা হয় এবং ১৮৩৬ সাল পর্যন্ত তাঁকে বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রত্যাবর্তনের অনুমতি দেওয়া হয় না এবং ১৮৪১ সালে সরকার অল্পবয়সী অধ্যাপক ব্রুনো বউয়ের-কে বন্‌-এ ভাষণ দিতে নিষেধ করেন।

১৮৪২-এর শুরুতে, কোলোনের কিছু বিপ্লবী বুর্জোয়া, যারা বাম হেগেলপন্থীদের সংস্পর্শে ছিলেন, প্রুশিয়ার সরকারকে বিরোধিতা করে একটি পত্রিকা বার করেছিলেন—Rheinsche Zeitung. মার্কস এবং ব্রুনো মুখ্য অবদানকারী রূপে আমন্ত্রিত হয়েছিলেন এবং ১৮৪২-এর অক্টোবরে মার্কস মুখ্য সম্পাদক হয়েছিলেন এবং বন্‌ থেকে কোলোনে ঘুরে বেড়িয়েছিলেন।
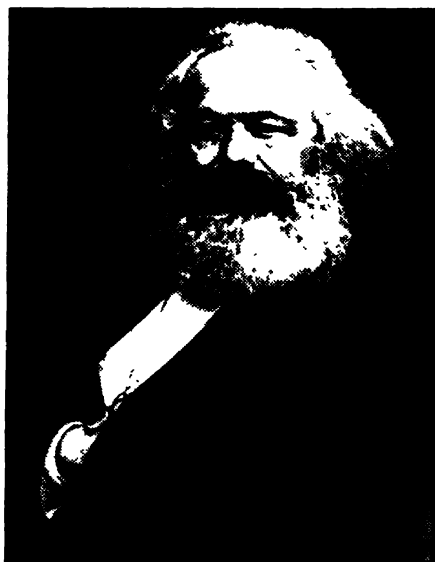
কার্ল মার্কস
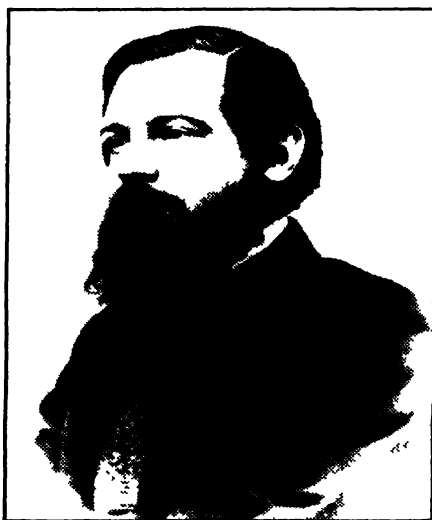
ফ্রেডরিক এঙ্গেলস

মার্কস-এর সম্পাদনায় সংবাদপত্রটির বৈপ্লবিক নাটকীয় ঝোঁক আরও আরও উচ্চারিত হয়েছিল এবং সরকার প্রথমবারের জন্য এই দুটি পত্রিকার ওপর দুটি এবং তিনটি সেন্সরশিপ চাপিয়ে দিয়েছিল এবং ১৮৪৩ সালের ১ জানুয়ারি থেকে পত্রিকাটিকে অবদমিত করেছিল। এর আগে মার্কসকে সম্পাদনা থেকে পদত্যাগ করতে বাধ্য করা হয়েছিল, কিন্তু তাঁর পদত্যাগ পত্রিকাটিকে রক্ষা করেনি, ১৮৪৩-র মার্চ মাসে পত্রিকাটিকে বন্ধ করে দেওয়া হয়েছিল। এই পত্রিকায় মার্কস অনেকগুলো গুরুত্বপূর্ণ প্রবন্ধ প্রকাশ করেন। তাঁর সাংবাদিকসুলভ কার্যাবলী, তিনি যে রাজনৈতিক অর্থনীতির সঙ্গে যথেষ্ট পরিচিত নন—একথা বুঝতে সাহায্য করে এবং তিনি প্রবল আগ্রহের সাথে তা পড়বেন স্থির করেন।

১৮৪৩ সালে মার্কস, ছাত্রাবস্থা থেকে সম্পর্কিত তাঁর এক শৈশবকালীন বন্ধুকে বিবাহ করেন। তাঁর স্ত্রী প্রুশিয়ার অভিজাত বংশের এক বুর্জোয়া পরিবার থেকে এসেছিলেন, তাঁর ছোটো ভাই ১৮৫০-৫৮-র চরম প্রতিক্রিয়াশীল পর্বে প্রুশিয়ার মন্ত্রী ছিলেন। ১৮৪৩ সালে মার্কস প্যারিসে গিয়েছিলেন আর্নল্ড রিউগ-এর সাথে একটি জার্নাল প্রকাশের জন্যে। জার্নালটির কেবল একটি সংখ্যা বেরিয়েছিল—Deutsch—Franzosische Jahrbucher। প্রকাশনাটি বিঘ্নিত হয় জার্মানিতে এটি গোপনীয়ভাবে বন্টনের সমস্যার জন্যে। এই পত্রিকায় প্রকাশিত মার্কসের প্রবন্ধগুলো এটাই দেখায় যে, তিনি ইতিমধ্যেই একজন বিপ্লবী যিনি 'অস্তিত্বশীল সমস্ত কিছুর ক্ষমাহীন সমালোচনা' এবং বিশেষত 'অস্ত্রের দ্বারা সমালোচনা'র হয়ে ওকালতি করেছিলেন এবং জনগণ ও প্রলেতারিয়েতের কাছে আবেদন রেখেছিলেন।

১৮৪৩ সালে, ফয়েরবাখ তাঁর বিখ্যাত 'ভবিষ্যতের দর্শনের নীতি' রচনা করেছিলেন। ১৮৪৪ সালের সেপ্টেম্বরে, ফ্রেডরিক এঙ্গেলস্ কিছুদিনের জন্য প্যারিসে গিয়েছিলেন এবং সেইসময় থেকে তিনি মার্কস-এর ঘনিষ্ঠতম বন্ধু হয়ে ওঠেন। তাঁরা সম্মিলিতভাবে 'মার্কসবাদ—জার্মান মতাদর্শ' প্রথম প্রাজ্ঞ কাজের জন্ম দেন। এই কাজে, ফয়েরবাখের বস্তুবাদের প্রতিক্রিয়া জানানো হয়, মার্কস ও এঙ্গেলস্ মার্কসবাদের ভিত্তি স্থাপন করেন ইতিহাসের বস্তুগত ধারণার সাহায্যে এবং ব্রুনো ও ম্যাক্স স্টিরনারের বিরুদ্ধে সমালোচনার সাথে বাম হেগেলপন্থী মতাদর্শ থেকে বিচ্ছিন্ন হন। তাঁর বইয়ের শুরুতে মার্কস লিখলেন, 'দার্শনিকেরা কেবল নানাভাবে পৃথিবীকে ব্যাখ্যা করে গেছেন, কিন্তু আসল কথা হল একে পরিবর্তন করা'। ১৮৪০ সালের মাঝামাঝি থেকে শেষের দিকে মার্কস এবং এঙ্গেলস্ প্যারিসের বিপ্লবী

দলগুলোর উত্তেজনাপূর্ণ জীবনে সক্রিয় অংশগ্রহণ করেছিলেন, যেখান থেকে মার্কস ১৮৪৭ সালে 'দর্শনের দারিদ্র্য' রচনা করেন।

প্রুশিয়ার সরকারের দৃঢ় অনুরোধে, মার্কস্ ১৮৪৫ সালে প্যারিস থেকে বিতাড়িত হন—উভয় সরকারই তাঁকে ভয়ংকর বিপ্লবীরূপে বিবেচনা করতেন। মার্কস তখন ব্রাসেলস্-এ যান। ১৮৪৭ সালে মার্কস ও এঙ্গেলস যুগ্মভাবে কমিউনিস্ট লিগ নামে একটি গোপন প্রচারমূলক সমাজ গড়ে তোলেন। তাঁরা লিগের দ্বিতীয় সম্মেলনে গুরুত্বপূর্ণ অংশগ্রহণ করেন, তাঁদের অনুরোধে কমিউনিস্ট ম্যানিফেস্টো রচনা করেন, যা ১৮৪৪ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে প্রকাশিত হয়েছিল। অনবদ্য বিশ্লেষণে এই কাজটি বস্তুবাদের ওপর ভিত্তি করে একটি নতুন বিশ্ব-বীক্ষার রূপদান করে। এই দলিলটি সামাজিক জীবনের রাজ্যকে, শ্রেণিসংগ্রামের তত্ত্বকে, কমিউনিস্টদের কর্তব্যগুলো এবং প্রলেতারিয়েতদের বৈপ্লবিক ভূমিকাকে বিশ্লেষণ করে এবং একটি নতুন 'কমিউনিস্ট সমাজ' সৃষ্টি করে।

১৮৫৮-এর ফেব্রুয়ারি বিপ্লবের বহিঃপ্রকাশের পরে মার্কস বেলজিয়াম থেকে বিতাড়িত হন। তিনি প্যারিসে প্রত্যাবর্তন করেন, সেখান থেকে, মার্চ বিপ্লবের পর, তিনি কোলোনে গিয়েছিলেন, সেখানে মার্কসের মুখ্য সম্পাদনায় Neue Rheinische Zeitung—প্রকাশিত হয়। জয়ী প্রতিবিপ্লব মার্কস-এর বিরুদ্ধে বিচার-প্রক্রিয়া জারিকে প্ররোচিত করে এবং তারপর তিনি জার্মানি থেকে বিতাড়িত হন। প্রথমে তিনি প্যারিসে যান, সেখানে আবার বিতাড়িত হলে তিনি লন্ডনে যান—সেখানেই তিনি মৃত্যু পর্যন্ত ছিলেন।

রাজনৈতিক নির্বাসিত ব্যক্তিরূপে মার্কসের জীবন একটি অপরিমেয় কঠিন জীবন—মার্কস এবং এঙ্গেলস্-এর মধ্যেকার যোগাযোগও পরিষ্কারভাবে উন্মুক্ত ছিল। মার্কস এবং তাঁর পরিবার দারিদ্র্যে বিপর্যস্ত ছিল, যদি এঙ্গেলস-এর অবিরাম এবং স্বার্থহীন আর্থিক সাহায্য না পেতেন, মার্কসের পক্ষে 'পুঁজি' লেখা সম্পূর্ণ করা সম্ভব হত না, যদিও অবশ্যম্ভাবী ক্ষুধা এবং অপুষ্টি তাঁদেরকে প্রবল পীড়ন দিয়েছিল। পঞ্চাশের শেষে এবং ষাটের দশকের দিকে গণতান্ত্রিক আন্দোলনের পুনর্জাগরণ মার্কসকে আবার রাজনৈতিক কাজে ফিরিয়ে নিয়ে এল। ১৮৬৪ সালে, আন্তর্জাতিক পুরুষ-শ্রমিকদের সভা—প্রথম আন্তর্জাতিক লন্ডনে প্রতিষ্ঠিত হয়। মার্কস এই সংগঠনের আত্মা ছিলেন তার প্রথম ঘোষণার লেখক এবং বিবৃতি, দলিলের প্রকাশক ছিলেন। অ-প্রলেতারীয় সমাজতন্ত্রের বিভিন্নরূপের শ্রমিক আন্দোলনকে একত্রিত করতে এবং এই সমস্ত ধারার এবং স্কুলগুলোর তত্ত্বকে

মোকাবিলা করতে, মার্কস বিভিন্ন দেশের প্রলেতারীয়দের সংগ্রামের জন্য একই ধরনের কৌশলকে আঘাত করেছিলেন।

প্যারি কমিউনের পতনের পর (১৮৭১)—যার ওপর মার্কসের পরিষ্কার বস্তুবাদী বিশ্লেষণ রয়েছে 'ফ্রান্সের নাগরিক যুদ্ধ' নিবন্ধে, আন্তর্জাতিকের মধ্যে বাকুনিন ফাটলে, ইউরোপে সংগঠনটি বেশিদিন টিকতে পারল না। আন্তর্জাতিকের Hague সম্মেলন (১৮৭২)-এর পর, আন্তর্জাতিকের সাধারণ কাউন্সিল তার ঐতিহাসিক ভূমিকা পালন করেছিল; এবং পৃথিবীর সমস্ত দেশে শ্রমিক আন্দোলনের একটি বৃহৎ বিকাশের পর্ব গড়ে তুলেছিল, এমন একটি পর্ব যখন আন্দোলন পরিধিতে বিকশিত হয়েছিল এবং প্রতিটি জাতীয় রাষ্ট্রে গণসমাজতন্ত্রী শ্রমিকশ্রেণির দল গড়ে উঠছিল।

আন্তর্জাতিকে মার্কসের কষ্টকর কাজ তাঁর স্বাস্থ্যকে ক্ষতিগ্রস্থ করেছিল এবং তিনি আরও পরিশ্রমসাধ্য লেখালেখি ও সাংগঠনিক কাজে যুক্ত ছিলেন। তিনি রাজনৈতিক অর্থনীতি, পুঁজির সম্পূর্ণকরণের কাজ চালিয়ে যাচ্ছিলেন। তার জন্য তাঁকে নতুন নতুন উপাদান সংগ্রহ করতে হত এবং বিভিন্ন ভাষা চর্চা করতে হত। শারীরিক অসুস্থতার জন্য তিনি পুঁজির শেষ দুটি খণ্ড শেষ করতে পারেননি। ১৮৮৩ সালের ১৪ই মার্চ মার্কস মারা যান।

ফ্রেডরিক এঙ্গেলস্

ফ্রেডরিক এঙ্গেলস ১৮২০ সালের ২৮শে নভেম্বর বার্মেনে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি সম্ভ্রান্ত শিল্পপতির পুত্র। কমার্সের ছাত্র ছিলেন কিন্তু অল্প বয়সেই তিনি সংবাদপত্রের নিবন্ধে এবং বক্তৃতায় প্রগতি এবং সমাজতন্ত্রের ভাবাদর্শ প্রচার শুরু করেন। বার্মেনে কিছুদিন একজন কেরানিরূপে কাজ করার পর এবং বার্লিনে ১৮৪২ সালে একজন স্বেচ্ছা-সৈনিকরূপে একবছর নিযুক্ত থাকার পর তিনি দু-বছরের জন্য ম্যাঞ্চেস্টারে গিয়েছিলেন, যেখানে তাঁর পিতা একটি বস্ত্রকারখানার সহ-মালিক ছিলেন।

১৮৪৪ সালে তিনি প্যারিসে কার্ল মার্কস এবং আর্নল্ড রিউজ দ্বারা প্রকাশিত একটি পত্রিকা (Deutsch-Franzociscl Jahrbucher)-র জন্য কাজ করেছিলেন। ১৮৪৪ সালে তিনি বার্মেনে প্রত্যাবর্তন করেন এবং ১৮৪৫ সালে এলবারফেল্ডে মসেস হেস এবং গাসতঙ্ দ্বারা সংগঠিত কমিউনিস্টদের সভায় বক্তৃতা দিয়েছিলেন। তখন থেকে ১৮৪৮ সাল পর্যন্ত, তিনি কখনও ব্রাসেল্স, কখনও-বা প্যারিসে থাকতেন; ১৮৪৬ সালে তিনি মার্কসের সাথে গোপন কমিউনিস্ট লিগে যোগদান করেন, যা আন্তর্জাতিকের পূর্বসূরী এবং ১৮৪৭ সালে, লন্ডনে দুটি লিগ সম্মেলনে প্যারিস সমাজের প্রতিনিধিত্ব করেছিলেন। তিনি মার্কসের সাথে সম্মিলিতভাবে লিগের নির্দেশাবলীর ওপর কমিউনিস্ট ম্যানিফেস্টো লিখেছিলেন, সমস্ত দেশের শ্রমজীবী মানুষদের উদ্দেশ্য করে, যা ১৮৪৮ সালের ফেব্রুয়ারি বিপ্লবের কিছু পূর্বে প্রকাশিত হয়েছিল।

১৮৪৮ এবং ১৮৪৯ সালে কোলোনে (Cologne) এঙ্গেলস-মার্কস সম্পাদিত পত্রিকায় (New Rhenische Zeitung) কাজ করেছিলেন এবং এটা দমিত হলে, ১৮৫০-এ তিনি Politisch-oekonomische Revue-তে অবদান রাখেন। তিনি এলবারেফেল্ডের প্যালাটিনেট (Palatinate) এবং বাডেনের উত্থানের সাক্ষী ছিলেন এবং তিনি উইলিকের স্বেচ্ছাসেবক দলের বাডেন-প্যালাটিনেটের প্রচারে অংশ নিয়েছিলেন। বাডেন উত্থানের অবদমনের পর এঙ্গেলস্ ইংল্যান্ডে

একজন উদ্বাস্তু রূপে প্রত্যাবর্তন করেছিলেন এবং ১৮৫০ সালে ম্যাঞ্চেস্টারে তাঁর বাবার কারখানায় পুনরায় যোগ দিয়েছিলেন। ১৮৬৯ সালে তিনি ব্যবসা থেকে অবসর নেন এবং ১৮৭০ সাল পর্যন্ত লন্ডনে থাকেন। ১৮৬৪ সালে যে আন্তর্জাতিক শ্রমিক আন্দোলন মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে, তার সমর্থনে তিনি তাঁর বন্ধু মার্কসকে সহায়তা করেন। এই্ আন্দোলন সোশাল ডেমোক্রেটিক প্রচারের অনুসারী ছিল। এঙ্গেলস ছিলেন ইতালি, স্পেন এবং পর্তুগালের পক্ষ থেকে আন্তর্জাতিকের সাধারণ পরিষদের সম্পাদক। পেটি বুর্জোয়া, প্রুঁধোবাদ, বাকুনিনপন্থী নৈরাজ্যবাদের বিপরীতে মার্কসবাদী কমিউনিজমের পক্ষে সওয়াল গড়ে তোলেন। তাঁর মূল কাজ ছিল 'ইংল্যান্ডের শ্রমিক শ্রেণির অবস্থা' (১৮৪৫), যার বৈজ্ঞানিক মূল্য অনস্বীকার্য। তাঁর লেখা 'অ্যান্টি-ডুরিং' (১৮৮৬, ২য় সংস্করণ) একটি বৃহৎ রাজনৈতিক বিতর্কমূলক গ্রন্থ। এঙ্গেলসের প্রকাশিত অন্যান্য গ্রন্থগুলোর মধ্যে 'লুডউইক্-ফুয়েরবাখ এবং ধ্রুপদী জার্মান দর্শনের সমাপ্তি' (১৮৮৮), 'পরিবারের উৎস', 'সমাজতন্ত্র—কাল্পনিক এবং বৈজ্ঞানিক' অন্যতম। এছাড়াও এঙ্গেলস্, কার্ল মার্কস লিখিত 'পুঁজি' গ্রন্থের প্রথম খণ্ডের দ্বিতীয় ও চতুর্থ সংস্করণ, দ্বিতীয় খণ্ড এবং তৃতীয় খণ্ডগুলো প্রকাশ করেন। এগুলো ছাড়াও Neue Zeit-এর অনেক প্রবন্ধ রচনা করেন।

কমিউনিস্ট ম্যানিফেস্টো—নির্বাচিত অংশ

....আমরা ব্যক্তিগত মালিকানার অবসান চাই শুনে আপনারা আতঙ্কিত হয়ে ওঠেন। অথচ আপনাদের বর্তমান সমাজে জনসমষ্টির দশজনের মধ্যে নয়জনের ব্যক্তিগত মালিকানা তো ইতিমধ্যেই লোপ পেয়েছে; অল্প কয়েকজনের ভাগ্যে সম্পত্তি থাকার একমাত্র কারণ হল, ওই দশ ভাগের নয় ভাগ লোকের হাতে আর কিছুই না থাকা! সুতরাং আমাদের বিরুদ্ধে আপনাদের অভিযোগ এই যে, সম্পত্তির অধিকারের এমন একটা রূপ আমরা তুলে দিতে চাই, যা বজায় রাখার অনিবার্য শর্ত হল সমাজের অধিকাংশ সংখ্যাধিক লোকের সম্পত্তি না থাকা।

এক কথায়, আমাদের সম্বন্ধে আপনাদের অভিযোগ তো এই যে, আমরা আপনাদের সম্পত্তির উচ্ছেদ চাই। ঠিক কথা, আমরা ঠিক তা-ই চাই।

যে মুহূর্ত থেকে শ্রমকে আর পুঁজি, মুদ্রা অথবা ভূমি-খাজনাতে পরিণত করা চলে না, সংক্ষেপে, পুঁজির একচেটিয়া কর্তৃত্বের মুঠির আয়ত্তের মধ্যে একটা সামাজিক শক্তিতে পরিণত করা অসম্ভব হয়ে পড়ে, অর্থাৎ যে মুহূর্ত থেকে নিজস্ব মালিকানা আর বুর্জোয়া মালিকানায় অর্থাৎ পুঁজিতে রূপান্তরিত হতে পারে না, তখনই আপনারা বলেন, ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য লোপ পেয়ে গেল।

তাহলে স্বীকার করুন যে, 'ব্যক্তি' বলতে বুর্জোয়া ছাড়া, শুধু মধ্য শ্রেণিভুক্ত সম্পত্তির মালিক ছাড়া আপনারা অন্য কোনো লোককে ধরেন না। এহেন ব্যক্তিকে তাহলে অবশ্যই ঝেঁটিয়ে বিদায় করতে হবে, তার অস্তিত্বই অসম্ভব করে তুলতে হবে।

সমাজের উৎপন্ন দ্রব্যের ভোগদখলের অধিকার থেকে কমিউনিজম কোনো লোককে বঞ্চিত করে না; বরং সমাজের উৎপন্ন দ্রব্য দখল করার মাধ্যমে অপরের শ্রমকে করায়ত্ত করার ক্ষমতা থেকে তাকে কেবল বঞ্চিত করে।

আপত্তি উঠেছে যে, ব্যক্তিগত মালিকানার উচ্ছেদ হলে সমস্ত কাজ বন্ধ হয়ে যাবে, সর্বব্যাপী আলস্য নাকি আমাদের অভিভূত করবে!

এই মত ঠিক হলে বহুপূর্বেই নিছক আলস্যের বশে বুর্জোয়া সমাজের রসাতলে যাওয়া উচিত ছিল, কারণ এই সমাজে যারা খাটে তারা কিছু অর্জন করে না, আর

যারা কিছু অর্জন করে তাদের খাটতে হয় না। আসলে সমস্ত আপত্তিটাই অন্য ভাষায় এই পুনরুক্তির সামিল : যখন পুঁজি থাকবে না তখন মজুরি-শ্রমও আর থাকতে পারে না।

বৈষয়িক দ্রব্যের উৎপাদন ও ভোগদখলের কমিউনিস্ট পদ্ধতির বিরুদ্ধে যা যা আপত্তি আনা হয়, বুদ্ধিবৃত্তিগত সামগ্রীগুলির উৎপাদন ও ভোগদখলের কমিউনিস্ট পদ্ধতির বিরুদ্ধেও ঠিক একই আপত্তি তোলা হয়। বুর্জোয়ার কাছে শ্রেণিগত মালিকানার উচ্ছেদটা যেমন উৎপাদনেরই অবসান বলে মনে হয়, তেমনি শ্রেণিগত শিক্ষালাভের বিলোপ তার কাছে সমস্ত শিক্ষালাভের লোপ পাওয়ার সমার্থক হয়ে ওঠে।

যে শিক্ষার অবসানের ভয়ে বুর্জোয়ারা বিলাপ করে, বিপুল সংখ্যাধিক জনগণের কাছে সেই শিক্ষা আসলে যন্ত্রের মতো কাজ করার একটা তালিম মাত্র।

আমাদের অভিপ্রেত বুর্জোয়া সম্পত্তির উচ্ছেদ সম্বন্ধে আপনারা যতক্ষণ স্বাধীনতা, শিক্ষালাভ, আইন ইত্যাদির বুর্জোয়া ধারণার আশ্রয় নেবেন, ততক্ষণ আমাদের সঙ্গে তর্ক করতে আসবেন না। আপনাদের ধারণাগুলোই আসলে আপনাদের বুর্জোয়া উৎপাদন ও বুর্জোয়া মালিকানার পরিস্থিতি থেকেই উদ্ভূত, ঠিক যেমন আপনাদের শ্রেণির ইচ্ছাটা সকলের ওপর আইন হিসেবে চাপিয়ে দেওয়াটাই হল আপনাদের আইনশাস্ত্র, আপনাদের এ ইচ্ছাটার মূল প্রকৃতি এবং লক্ষ্যও আবার নির্ধারিত হচ্ছে আপনাদের শ্রেণিরই অস্তিত্বের অর্থনৈতিক অবস্থার দ্বারা।

আপনাদের বর্তমান উৎপাদন-পদ্ধতি ও মালিকানার রূপ থেকে যে সামাজিক রূপগুলি উদ্ভূত হয়, ঐতিহাসিক এই যে সম্পর্ক, উৎপাদনের বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে উদ্ভূত হয় ও বিলোপ পায়, একটা স্বার্থপর ভুল ধারণার ফলে আপনারা তাকে প্রকৃতি ও বিচারবুদ্ধির চিরন্তন নিয়মে রূপান্তরিত করতে চান—আপনাদের আগে যত শাসক শ্রেণি এসেছিল তাদের সকলেরই ছিল অনুরূপ বিভ্রান্তি। প্রাচীন মালিকানার ক্ষেত্রে যে কথাটা আপনাদের কাছে পরিষ্কার, সামন্ত মালিকানার বেলায় যা আপনারা মেনে নেন, আপনাদের নিজস্ব বুর্জোয়া ধরনের মালিকানার ক্ষেত্রে অবশ্যই সে কথা আপনারা স্বীকার করতে চান না।

পরিবারের উচ্ছেদ! উগ্র চরমপন্থীরা পর্যন্ত কমিউনিস্টদের এই গর্হিত প্রস্তাবে ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে।

আধুনিক পরিবার অর্থাৎ বুর্জোয়া পরিবারের প্রতিষ্ঠা কোন্ ভিত্তিতে হয়েছে? সে ভিত্তি হল পুঁজি, ব্যক্তিগত লাভ। এই পরিবারের পূর্ণ বিকশিত রূপটি শুধু

বুর্জোয়া শ্রেণির মধ্যেই আবদ্ধ। কিন্তু এই অবস্থারই অনুপূরক দেখা যাবে প্রলেতারীয়দের মধ্যে, পরিবারের কার্যত অনুপস্থিতি এবং প্রকাশ্য পতিতাবৃত্তির ভিতর।

অনুপূরক এই অবস্থার অবলোপের সঙ্গে সঙ্গে বুর্জোয়া পরিবারের লোপও অবশ্যম্ভাবী, পুঁজির উচ্ছেদের সঙ্গেই ঘটবে উভয়ের অন্তর্ধান।

আমাদের বিরুদ্ধে কি আপনারা এই অভিযোগ করেন যে সন্তানের ওপর পিতামাতার শোষণ আমরা শেষ করে দিতে চাই? এ অপরাধ আমরা স্বীকার করছি।

কিন্তু আপনারা বলবেন যে, আমরা সবচেয়ে পবিত্র সম্পর্ক ধ্বংস করে দিই যখন আমরা পারিবারিক শিক্ষার স্থানে বসাই সামাজিক শিক্ষাকে।

আর আপনাদের শিক্ষাটা! সেটাও কি সামাজিক নয় এবং সামাজিক যে অবস্থার আওতায় শিক্ষাদান চলে তা দিয়ে, স্কুল ইত্যাদির মাধ্যমে সমাজের সরাসরি কিংবা পরোক্ষ হস্তক্ষেপের মধ্য দিয়ে কি সে শিক্ষা নিয়ন্ত্রিত হয় না? শিক্ষার ব্যাপারে সমাজের হস্তক্ষেপ করাটা কমিউনিস্টদের উদ্ভাবন নয়; তারা চায় শুধু এই হস্তক্ষেপের প্রকৃতিটা বদলে দিতে, শাসক শ্রেণির প্রভাব থেকে শিক্ষাকে উদ্ধার করতে।

আধুনিক যন্ত্রশিল্পের কার্যকলাপের ফলে মজুরদের মধ্যে সমস্ত পারিবারিক বন্ধন যত বেশি মাত্রায় ছিন্ন হতে থাকে, তাদের ছেলেমেয়েরা যত বেশি করে সামান্য কেনাবেচার বস্তু ও পরিশ্রমের হাতিয়ারে পরিণত হতে থাকে, পরিবার ও শিক্ষা বিষয়ে, বাবা-মার সঙ্গে ছেলেমেয়েদের পবিত্র সম্বন্ধ নিয়ে বুর্জোয়াদের বাগাড়ম্বর ততই বিতৃষ্ণাজনক হয়ে ওঠে।

সমস্ত বুর্জোয়া শ্রেণি সমস্বরে চিৎকার করে বলে—কিন্তু তোমরা কমিউনিস্টরা যে নারীদের সাধারণ সম্পত্তি করে ফেলতে চাও।

বুর্জোয়া নিজের স্ত্রীকে নিতান্ত উৎপাদনের হাতিয়ার হিসেবেই দেখে থাকে। তাই যখন সে শোনে যে, উৎপাদনের হাতিয়ারগুলি সমবেতভাবে ব্যবহার করার কথা উঠেছে, এবং স্বভাবতই নারীদের ভাগ্যেও তাহলে সকলের ভোগ্য হতেই হবে—এছাড়া আর কোনো সিদ্ধান্তে সে আসতে পারে না।

ঘুণাক্ষরেও তার মনে সন্দেহ জাগে না যে, আসল লক্ষ্য হল উৎপাদনের হাতিয়ার মাত্র হয়ে থাকার দশা থেকে নারীদের মুক্তিসাধন।

তাছাড়া, মেয়েদের ওপর এই সাধারণ অধিকারটা কমিউনিস্টরা প্রকাশ্যে আনুষ্ঠানিকভাবে প্রতিষ্ঠা করবে এই কথা বলে আমাদের বুর্জোয়ারা যে ধার্মিক

ক্রোধ প্রকাশ করে, তার চেয়ে হাস্যকর আর কিছু থাকতে পারে না। নারীদের সাধারণ সম্পত্তি করে তোলার প্রয়োজন কমিউনিস্টদের নেই; প্রায় স্মরণাতীত কাল থেকে সে প্রথার প্রচলনই তো হয়ে আছে।

সামান্য বেশ্যার কথা না হয় ছেড়ে দেওয়াই হল, মজুরদের স্ত্রী কন্যাকে হাতে পেয়েও আমাদের বুর্জোয়ারা সন্তুষ্ট নয়, পরস্পরের স্ত্রীদের চরিত্রভ্রষ্ট করাতেই তাদের পরম আনন্দ।

বুর্জোয়া বিবাহ হল আসলে সকলে মিলে এজমালিভাবে স্ত্রী রাখার ব্যবস্থা। অতএব কমিউনিস্টদের বিরুদ্ধে বড়ো জোর এই কলঙ্ক রটানো যেতে পারে যে, ভণ্ডামির আড়ালে মেয়েদের ওপর সাধারণ যে অধিকার লুকোনো রয়েছে সেটাকে এরা প্রকাশ্য আইনসম্মত রূপ দিতে চায়। এটুকু ছাড়া এটা স্বতঃসিদ্ধ যে, বর্তমান উৎপাদন-পদ্ধতির অবলোপের সঙ্গে সঙ্গে ওই ব্যবস্থা থেকে উদ্ভূত নারীদের ওপর সাধারণ অধিকারেরও অবসান আসবে, অর্থাৎ প্রকাশ্য ও গোপন দুই ধরনের বেশ্যাবৃত্তিই শেষ হয়ে যাবে।

পরিবার, ব্যক্তিগত মালিকানা, ও রাষ্ট্রের উৎপত্তি
নির্বাচিত অংশ

...অতএব ইতিহাসে একগামিতার উদ্ভব মোটেই নারী ও পুরুষের পুনর্মিলনসঞ্জাত নয়, আর বিবাহের উচ্চতম রূপ হিসেবে তো নয়ই, বরং তার বিপরীত, প্রাগৈতিহাসিক যুগে সম্পূর্ণ অজ্ঞাত নারী-পুরুষের যে দ্বন্দ্ব ঘোষণা, সেখানে একজন কর্তৃক অপরকে অবদমনের ফলেই একগামিতা উদ্ভুত। ১৮৪৬ সালে মার্কস ও আমার রচিত অপ্রকাশিত একটি পাণ্ডুলিপিতে নিম্নোক্ত কথাগুলো আছে: সন্তান প্রজননই নারী ও পুরুষের প্রথম শ্রমবিভাগ (ক. মার্কস ও এফ. এঙ্গেলস, 'জার্মান ভাবাদর্শ')। আর আজ আমি এর সাথে যোগ করতে পারি: ইতিহাসের প্রথম শ্রেণিবিরোধ একগামী বিবাহের ফলে নারী-পুরুষের মধ্যে উদ্ভুত বিরোধ এবং প্রথম শ্রেণিনিপীড়ন পুরুষ কর্তৃক নারীপীড়নের। একগামিতা ইতিহাসের অন্যতম মুখ্য অগ্রণী পদক্ষেপ কিন্তু সেইসঙ্গে দাসপ্রথা ও ব্যক্তিগত সম্পদ সহ তা আজ পর্যন্ত অব্যাহত এমন এক যুগের পত্তন করে, যেখানে প্রতিটা অগ্রগতিই একটা আপেক্ষিক পশ্চাদ্‌গতির অনুষঙ্গ, যেখানে জনসমষ্টির একাংশের সচ্ছলতা ও উন্নতি অপরাংশের দুঃখ ও পীড়নের মধ্যে থেকে গৃহীত হয়েছে। একগামিতা সভ্য সমাজের গঠন এককস্বরূপ, যেখানে সম্পূর্ণ প্রকাশিত সামাজিক দ্বন্দ্ব ও বিরোধের প্রকৃতিগুলি ইতিমধ্যেই আমাদের পক্ষে জানা সম্ভব হয়েছে।

জোড়বাঁধা পরিবার, এমনকি একগামিতার বিজয় অর্জনের সঙ্গে সঙ্গেই কিন্তু যৌনসম্পর্কের প্রাচীন আপেক্ষিক স্বাধীনতা আদৌ লুপ্ত হয়ে যায়নি।

'পুনালুয়া দলগুলোর ক্রমবিলুপ্তিতে পুরোনো বিবাহ প্রথার গণ্ডী বহুদূর সঙ্কুচিত হলেও তখনও এটি বিকাশমান পরিবারকে ঘিরে থাকে এবং সভ্যতার একেবারে সূচনা পর্যন্ত তার স্কন্ধ থেকে আর চ্যুত হয়নি.... শেষ অবধি তা হেটোয়ারিজমের নব রূপে আত্মীকৃত হয়ে পরিবারের ওপর দোদুল্যমান একটি কালো ছায়ার মতো সভ্যযুগেও মানুষকে অনুগমন করছে।'

মর্গানের মতে হেটোয়ারিজমের অর্থ একগামিতার পাশাপাশি পুরুষ ও অবিবাহিত নারীর বিবাহবন্ধনের বাইরে যৌনসঙ্গম এবং তা যে সভ্যযুগে আগাগোড়া বহুরূপে পল্লবিত ও ক্রমাগত প্রকাশ্য গণিকাবৃত্তিরূপে বিকশিত হয়েছে, তা সকলেই জানেন। এই হেটোয়ারিজমের উৎস প্রত্যক্ষভাবে সমষ্টি-বিবাহের মধ্যে রয়েছে এবং পাতিব্রত্যের অধিকার অর্জনের জন্য নারীর প্রায়শ্চিত্তমূলক আত্মদান প্রথার মধ্য দিয়ে তা এগিয়ে গিয়েছে। প্রথমে কামদেবের মন্দিরে অর্থ দিয়ে আত্মদান ছিল একটি ধর্মীয় অনুষ্ঠান এবং শুরুতে টাকাকড়ি জমা হত মন্দিরের তহবিলে। আর্মেনিয়ার আনাইটিস ও করিন্থের আফ্রোদিতের মন্দিরের হায়েরোডুল এবং ভারতবর্ষের মন্দিরের দেবদাসী—তথাকথিত বায়াদেরই (পর্তুগীজ bailadeira—'নর্তকী' শব্দের অপভ্রংশ) প্রথম গণিকা। গোড়ার দিকে সব নারীর অবশ্যপালনীয় এই ধর্মীয় আত্মদান শেষে সব নারীর প্রতিনিধিস্বরূপ একমাত্র মন্দির-পূজারিণীদেরই কর্তব্য হয়ে দাঁড়ায়। মেয়েদের বিবাহপূর্ণ যৌনস্বাধীনতা থেকেই অন্যান্য জাতির মধ্যে হেটোয়ারিজমের উদ্ভব, যা একইভাবে সমষ্টি-বিবাহেরই লুপ্তাবশেষ, শুধু আমাদের মধ্যে ভিন্ন পথে সঞ্চারিত হয়েছে। সম্পত্তির বৈষম্য শুরু হবার পর অর্থাৎ বর্বরতার ঊর্ধ্ব পর্যায় থেকেই দাসশ্রমের পাশাপাশি বিক্ষিপ্তভাবে মজুরি-শ্রমও দেখা দেয় এবং তার অপরিহার্য অনুষঙ্গ হিসেবে ক্রীতদাসীর বাধ্যতামূলক আত্মদানের পাশাপাশি স্বাধীন নারীদের পেশাগত গণিকাবৃত্তি—যুগবৎ এদের উদ্ভব ঘটে। এভাবে সমষ্টি-বিবাহ সভ্যতার ওপর এক দ্বিবিধ উত্তরাধিকার ন্যস্ত করে, সভ্যতা সৃষ্ট সবকিছুই যেমন দ্বিবিধ, দ্বিমুখী, অন্তরে দ্বিধাবিভক্ত ও বৈরতার সূচক; একদিকে একগামিতা, অন্যদিকে হেটোয়ারিজম ও তার চূড়ান্ত রূপ—গণিকাবৃত্তি। হেটোয়ারিজম অন্য যে-কোনো প্রথার মতোই একটি সামাজিক প্রথা; এতে পুরুষের পুরোনো যৌনস্বাধীনতা অব্যাহত থাকে। বাস্তব ক্ষেত্রে প্রথাটি শুধু সহ্য করাই নয়, সোৎসাহে, বিশেষত, শাসক শ্রেণিতে আচরিত হলেও নিছক মুখে মুখে তা নিন্দিত। অবশ্য এই নিন্দা গণিকাবিলাসী পুরুষকে উদ্দেশ্য করে নয়, কেবলমাত্র নারীর উদ্দেশ্যেই: বর্জিত, পতিত এই নারীরা, আরও একবার নারীর ওপর পুরুষের চূড়ান্ত আধিপত্য—সমাজের এই বনিয়াদী নিয়মকেই প্রমাণিত করে।

তা সত্ত্বেও একগামিতার মধ্যে দ্বিতীয় একটা বিরোধের উন্মেষ ঘটে। যে স্বামীর জীবন হেটোয়ারিজমে সুশোভিত, তার পাশেই অবহেলিতা স্ত্রীর অবস্থান। একটা আপেলের আধখানা খেয়ে তার পুরোটা হাতে ধরে রাখা যেমন অসম্ভব, কোনো বিরোধের একটি দিক থাকবে আর অন্য দিকটি থাকবে না, সেও তেমনি

অসম্ভব। তবু মনে হয়, স্ত্রীর কাছ থেকে উচিত শিক্ষা না পাওয়া পর্যন্ত পুরুষ অন্য কথাই ভেবেছিল। একগামিতার সঙ্গে অতঃপর সেইসময় অজ্ঞাত দুটি স্থায়ী সামাজিক ব্যক্তি ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয়—স্ত্রীর উপপতি ও প্রতারিত স্বামী। নারীর ওপর পুরুষ বিজয়ী, কিন্তু বিজিতারা তার মাথায় প্রতারিতের মুকুট পরাবার ভার উদারচিত্তে গ্রহণ করেছে। ব্যাভিচার নিষিদ্ধ, কঠোরভাবে দণ্ডিত তবু এক অপরিহার্য সামাজিক প্রথাস্বরূপ অদম্য এই ব্যাভিচার একপতিপত্নী প্রথা ও হেটোয়ারিজমের পাশাপাশি প্রতিষ্ঠিত। এখনও বড়োজোর নৈতিক বিশ্বাসের ওপর সন্তানের নিশ্চিত পিতৃত্ব প্রতিষ্ঠিত এবং সমাধানহীন এই বিরোধের নিষ্পত্তির জন্য নেপোলিয়ন কোডের তিনশো বারো ধারার এক নির্দেশ দেখা যায় :

'বিবাহ স্থিতিকালীন গর্ভাধান ঘটিলে স্বামীই সন্তানের পিতা।'

এ-ই তো তিন হাজার বছরের একপতিপত্নী প্রথার পরিণাম!

অতএব এর ঐতিহাসিক উদ্ভব একক পরিবারের যেসব ক্ষেত্রে যথাযথ রূপে প্রতিফলিত এবং পুরুষের নিরঙ্কুশ আধিপত্যের ফলে নারী-পুরুষের তীব্র বিরোধ যেখানে সুপরিস্ফুট, যেখানে আমরা ক্ষুদ্রাকারে ঠিক সেই সব দ্বন্দ্ব ও অসঙ্গতির ছবি পাই, যা নিয়ে সভ্যতার সূত্রপাত থেকেই শ্রেণিবিভক্ত সমাজ এগিয়ে চলেছে, আর যার নিষ্পত্তি বা সমাধানে এই সভ্যতা অক্ষম। স্বভাবতই আমি কেবল একপতিপত্নী প্রথার সেসব ঘটনার কথা বলতে চাইছি, যেখানে বিবাহিত জীবন সত্যসত্যই সমগ্র প্রথার আদি চারিত্রিক নিয়ম অনুসারেই চলে, কিন্তু স্ত্রী স্বামীর আধিপত্যের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে। সব বিবাহের ক্ষেত্রেই যে ব্যাপারটা এমন হয় না, তা জার্মান কূপমণ্ডুকের চেয়ে আর কেউ বেশি জানে না, যে পুরুষ রাষ্ট্রশাসনের মতো গৃহশাসনেও অক্ষম এবং যার স্ত্রী স্বামীর অনুপযুক্ততা বিধায় সঙ্গত কারণেই তার ক্ষমতা আত্মসাৎ করে। তবে সান্ত্বনা হিসেবে জার্মান কূপমণ্ডুক তার সহব্যথী ফরাসির চেয়ে নিজেকে সৌভাগ্যবান কল্পনা করে, কারণ ফরাসির অবস্থা প্রায়শই তার চেয়ে খারাপ হয়ে ওঠে।

তবে গ্রিকদের মধ্যে একক পরিবার যে চিরায়ত কঠোর রূপ পরিগ্রহ করেছিল, তার অবিকল অনুকৃতি সর্বত্র ও সর্বদা মোটেই ঘটেনি। ভবিষ্যতের বিশ্ববিজয়ী রোমানদের এই দৃষ্টিভঙ্গী গ্রিকদের তুলনায় কিছুটা অমার্জিত, কিন্তু দূরপ্রসারী ছিল, তাদের নারীসমাজ অনেক বেশি সম্মান ও স্বাধীনতা ভোগ করত। রোমানরা বিশ্বাস করত, স্ত্রীর জীবনমৃত্যুর ক্ষমতাধিকারী হলেই তার সতীত্ব যথেষ্ট নিশ্চিত থাকে। তাছাড়া, এখানে স্ত্রীও ঠিক স্বামীর মতোই স্বেচ্ছায় বিবাহবিচ্ছেদের অধিকারী

ছিল। কিন্তু ইতিহাসের রঙ্গমঞ্চে জার্মানদের প্রবেশের সঙ্গে সঙ্গেই অবশ্য একগামিতার সর্বাধিক অগ্রগতি ঘটে, কারণ দারিদ্র্যের জন্যই সম্ভবত এদের মধ্যে জোড়বাঁধা বিবাহ থেকে পুরোপুরি একগামিতার বিবর্তন তখনও সম্পূর্ণ হয়নি। ট্যাসিটাস বর্ণিত তিনটি ঘটনা থেকে আমরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হই: প্রথমত, বিবাহের পবিত্রতায় এদের দৃঢ় বিশ্বাস থাকা সত্ত্বেও—'প্রত্যেকটি পুরুষ একটি স্ত্রী নিয়েই সন্তুষ্ট থাকত এবং স্ত্রীলোকেরা সতীত্বের বেষ্টনীতে বসবাস করত',—পদমর্যাদাসম্পন্ন ব্যক্তি ও উপজাতির নৃপতিদের মধ্যে বহুপত্নিত্ব ছিল, যা জোড়বাঁধা বিবাহ প্রথার অনুসারী আমেরিকানদেরই অনুরূপ। দ্বিতীয়ত, মাতৃ-অধিকার থেকে পিতৃ-অধিকারে সম্ভবত অল্প কিছুদিন আগে তাদের উত্তরণ ঘটেছে, কারণ মাতুল অর্থাৎ মাতৃপক্ষীয় নিকটতম পুরুষ আত্মীয় তখনও প্রায় জন্মদাতা পিতার চেয়েও আপনজন হিসেবে গণ্য; এই ব্যাপারটিও আমেরিকার ইণ্ডিয়ানদের দৃষ্টিভঙ্গীর অনুরূপ, মার্কস যাদের মধ্যে আমাদের প্রাগৈতিহাসিক অতীতকে বোঝার চাবিকাঠি দেখেছিলেন—তিনি কথাটা প্রায়ই বলতেন। এবং তৃতীয়ত, জার্মানদের মধ্যে নারীরা উচ্চ সম্মান পেত এবং সামাজিক ব্যাপারেও তাদের প্রতিপত্তি ছিল, যা একগামিতার বৈশিষ্ট্যসূচক পুরুষাধিপত্যের প্রত্যক্ষ বিরোধী। এসব বিষয়েই জার্মানরা স্পার্টানদের ঘনিষ্ঠ; আমরা আগেই দেখেছি এদের মধ্যেও জোড়বাঁধা বিবাহ সম্পূর্ণরূপে লোপ পায়নি। তাই এ সূত্রেও জার্মানদের আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে একটা নতুন উপাদান বিশ্বপ্রাধান্য অর্জন করল। রোম সাম্রাজ্যের ধ্বংসস্তূপের ওপর বিভিন্ন জাতির সংমিশ্রণে গড়ে ওঠা নতুন একগামিতায় এবার নমনীয়তর পুরুষাধিপত্যের আচ্ছাদন প্রসারিত হল এবং চিরায়ত প্রাচীন যুগের অজ্ঞাত, অন্তত বাহ্যিক বিষয়ে নারীকে অধিকতর স্বাধীনতা ও সম্মানের আসন দেওয়া হল। ফলে এই প্রথম, বৃহত্তম নৈতিক অগ্রগতির একটি সম্ভাবনার সৃষ্টি হল, যা আমরা পেলাম একগামিতা থেকে ও তারই কল্যাণে একগামিতার অভ্যন্তরে অথবা সমান্তরালে, কিংবা তার বিরোধিতায়, বিশ্ব-অজ্ঞাত আধুনিক ব্যক্তিগত যৌনপ্রেম বিকশিত হল।

কিন্তু নিশ্চিতই উক্ত অগ্রগতি এই পরিস্থিতিজাত যে, জার্মানরা তখনও জোড়বাঁধা পরিবারে বসবাস করত এবং তদনুযায়ী নারীর মর্যাদাকে তারা যথাসম্ভব একগামিতার সঙ্গে যুক্ত করেছিল; জার্মান চরিত্রের রূপকথাসুলভ কোনো বিস্ময়কর শুদ্ধতা এর উৎস নয়, জোড়বাঁধা পরিবারের অভ্যন্তরে একগামিতার তীব্র নৈতিক দ্বন্দ্বের অনুপস্থিতির জন্যই এমনটা ঘটল। বিপরীতে, জার্মানরা দেশান্তরী হয়ে, বিশেষত দক্ষিণ-পূর্ব দিকে কৃষ্ণসাগরীয় অঞ্চলের যাযাবরদের কাছে পৌঁছোলে

তাদের যথেষ্ট নৈতিক অবনতি ঘটে এবং অশ্বারোহণের পারদর্শিতা ছাড়াও এরা তাদের কাছ থেকে গুরুতর অস্বাভাবিক অনাচার আয়ত্ত করে, আমিয়ানাস তাইফালি সম্পর্কে এবং প্রকোপিয়াস হেরুলি সম্পর্কে সুস্পষ্টভাবেই তা বলে গেছেন।

যদিও একগামী পরিবারের একমাত্র বিদিত রূপ থেকেই আধুনিক যৌনপ্রেমের বিকাশ সম্ভব, তবু এমন ধারণা সঙ্গত নয় যে, প্রেম কেবলমাত্র অথবা প্রধানত স্বামী-স্ত্রীর ভালোবাসা হিসেবেই বিকশিত হয়েছে। পুরুষাধিপত্যাধীন কঠোর একগামিতা সামগ্রিক চরিত্রের ফলস্বরূপই তা বাতিল হয়ে গিয়েছে। ঐতিহাসিকভাবে সক্রিয় সব শ্রেণি অর্থাৎ সমস্ত শাসকশ্রেণির মধ্যে জোড়বাঁধা পরিবারের পরবর্তীকালীন বিবাহপদ্ধতিই অটুট ছিল যা মাতাপিতার ব্যবস্থাকৃত একটি সুবিধাজনক ব্যাপার। যৌনপ্রেমের প্রথম যে রূপ তা ইতিহাসে আসক্তি রূপে আবির্ভূত, যে আবেগে সকলেরই (অন্তত শাসক শ্রেণির যে-কোনো ব্যক্তির) সমানাধিকার যা যৌনাবেগের সর্বোচ্চ রূপ, মধ্যযুগীয় শিভালরি-প্রণয়ই—সেই বৈশিষ্ট্যচিহ্নিত প্রথম যৌনপ্রেম যা দাম্পত্য প্রেম থেকে একেবারেই আলাদা। পক্ষান্তরে, প্রভাঁসালদের মধ্যে এর চিরায়ত রূপ পাল তুলে ছুটেছিল ব্যাভিচারের দিকে, আর তারই গুণগান করেছেন কবিরা। 'আলবাস'(জার্মান ভাষায় 'প্রভাত সঙ্গীত') প্রভাঁসালদের প্রেমের কবিতার কুসুমাঞ্জলি। নাইট্ প্রণয়িনীর (পরস্ত্রীর) সঙ্গে রাত্রি যাপনরত, বাইরে প্রহরা এবং প্রথম প্রভাতী আলোয় (alba) অলক্ষিতে পালানোর জন্য তাকে ডেকে দেওয়া—ইত্যাদি বর্ণাঢ্য কাহিনী এতে বর্ণিত। বিদায় দৃশ্যই এর শীর্ষবিন্দু। উত্তরাঞ্চলের ফরাসি ও মান্য জার্মান, উভয়েরই কাব্যরীতিতে শিভালরি সমেত এটি গৃহীত; এবং আমাদের প্রাচীন কবি ভল্ফ্রাম ফন এশেন্বাখ এর ইঙ্গিতময় যে তিনটি অপূর্ব প্রভাতী সঙ্গীত রচনা করেছিলেন সেগুলো তিনটি দীর্ঘ বীরগাথার চেয়েও আমার কাছে প্রিয়তর।

আমাদের যুগে বুর্জোয়া বিবাহ প্রথা দুই রকমের। ক্যাথলিক দেশসমূহে আগের মতোই মাতাপিতা তরুণ বুর্জোয়া দুলালের জন্য উপযোগী পাত্রী যোগাড় করে দেন এবং এর ফলে স্বভাবতই একগামিতার স্ববিরোধ পরিপূর্ণভাবেই প্রকটিত হয়: স্বামী ও স্ত্রী যথাক্রমে অবাধ হেটোয়ারিজম এবং ঢালাও ব্যভিচার চালায়। ক্যাথলিক গির্জায় বিবাহবিচ্ছেদ নিশ্চয় এজন্যই নিষিদ্ধ, কারণ তাঁরা জানেন মৃত্যুর মতো ব্যাভিচারও এক নিদানহীন নিয়তি। পক্ষান্তরে, প্রটেস্টান্ট দেশগুলিতে সাধারণত বুর্জোয়া ঘরের দুলালকে কমবেশি স্বাধীনভাবে স্বশ্রেণি থেকে স্ত্রী নির্বাচন করতে দেওয়া হয়; ফলত বিবাহের ভিত্তিতে কিছুটা ভালোবাসার অবকাশ থাকে এবং

শালীনতার জন্য প্রটেস্ট্যান্টসুলভ ভণ্ডামিবশে ভালোবাসার অস্তিত্ব ধরে নেওয়া হয়। এক্ষেত্রে পুরুষের হেটোয়ারিজম-আসক্তি অনেক কম এবং নারীর ব্যাভিচারও সহজলভ্য নয়। কিন্তু যেহেতু উক্ত প্রত্যেক ধরনেব বিবাহেই নারী-পুরুষের বিবাহপূর্ব জীবনধারাই অটুট থাকে এবং যেহেতু প্রটেস্টান্ট দেশসমূহে বুর্জোয়াদের অধিকাংশই বিষয়াসক্ত, তাই প্রটেস্টান্টদের একগামিতার পরবর্তী দৃষ্টান্তগুলোর গড়পড়তা হিসেব ধরলেও, দাম্পত্য জীবন সেখানে নিরেট একঘেয়েমি মাত্র, আর তাকেই বলা হয় দাম্পত্য সুখ। উপন্যাস এই দুধরনের বিবাহের প্রকৃষ্ট দর্পণ; ফরাসি ও জার্মান উপন্যাসে যথাক্রমে ক্যাথলিক ও প্রটেস্টান্ট ধরনের বিবাহের সাক্ষাৎ মেলে। উভয় ক্ষেত্রে পুরুষেরই 'প্রাপ্তি ঘটে', জার্মান উপন্যাসের তরুণ যুবক পায় একটি কুমারী, ফরাসি উপন্যাসে পুরুষের ভাগ্যে জোটে অসতীর পতি হবার হেনস্থা। এখানে উভয় ক্ষেত্রে কার দুর্ভোগ যে বেশি তা বলা শক্ত কেননা জার্মান উপন্যাসের রসাভাব ফরাসি বুর্জোয়ার মনে যতখানি আতঙ্ক জাগায়, ফরাসি উপন্যাসের 'দুর্নীতি' জার্মান কূপমণ্ডুকের মনে ঠিক ততখানি ত্রাসের সঞ্চার করে। অবশ্য সম্প্রতিকালে 'বার্লিন মহানগরীতে পরিণত হওয়ায়', এখানকার বহুকালের পুরোনো হেটোয়ারিজম ও ব্যাভিচার সম্পর্কে জার্মান উপন্যাসে কিঞ্চিৎ সহানুভূতির উদ্রেক ঘটেছে।

কিন্তু উভয় ক্ষেত্রে বিবাহ পাত্রপাত্রীর শ্রেণিনির্ভর হওয়া এগুলো সুবিধাবাদী বিবাহই থেকে যায়। পূর্বোক্ত দুটো ক্ষেত্রেই এই রকম বিবাহ প্রায়ই অত্যন্ত স্থূল বেশ্যাবৃত্তিতে পরিণত হয়—কখনও দু-পক্ষেই, কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রেই স্ত্রীর পক্ষে; স্ত্রীর সঙ্গে সাধারণ পতিতার পার্থক্য এটুকু যে, সে ভাড়াটে মজুরের মতো নিজের দেহ ভাড়া খাটায় না, পরন্তু সে দেহটি বিক্রি করে চিরদাসত্বে। সমস্ত সুবিধাবাদী বিবাহ সম্পর্কে ফুরিয়ের মন্তব্যটি প্রযোজ্য:

'ব্যাকরণে যেমন দুটি নেতিবাচক শব্দে একটি ইতিবাচক শব্দ হয়, তেমনই বিবাহের নীতিশাস্ত্রেও দুটি বেশ্যাবৃত্তি মিলে একটি পুণ্যধর্ম সৃষ্টি হয়।'

সরকারিভাবে স্বীকৃত হোক বা না হোক কেবলমাত্র শোষিত শ্রেণিগুলির মধ্যে অর্থাৎ বর্তমান প্রলেতারীয়দের মধ্যেই স্ত্রীর সম্পর্কের ক্ষেত্রে যৌনপ্রেম সাধারণ ব্যাপার হতে পারে এবং হয়ে থাকে। কিন্তু এখানে চিরায়ত একগামিতার সমস্ত পুরোনো বনিয়াদই অপসৃত। যে সম্পত্তির সংরক্ষণ ও উত্তরাধিকারের জন্য একগামিতা ও পুরুষাধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, সে সম্পত্তিই এখানে অনুপস্থিত। অতএব এখানে পুরুষাধিপত্য জাহির করার কোনো প্রেরণা উপস্থিত নেই। উপরন্তু, তার উপায়ও অবর্তমান; এই আধিপত্যের রক্ষক বুর্জোয়া আইনের অস্তিত্ব রয়েছে শুধু

বিত্তবান শ্রেণির জন্য এবং প্রলেতারীয়দের সঙ্গে তাদের লেনদেনের জন্যই; এতে অর্থব্যয় হয় এবং সেজন্যই, শ্রমিকের দারিদ্র্যের জন্য, স্ত্রীর সঙ্গে তার আচরণের ব্যাপারে এই আইনের কোনো ভূমিকা নেই। সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরনের ব্যক্তিগত আর সামাজিক সম্বন্ধই এখানে নির্ধারক হেতু। উপরন্তু, যখন বৃহৎ শিল্প নারীকে গৃহকোণ থেকে উৎখাত করে শ্রমবাজার ও কারখানায় পাঠাল এবং প্রায়শ তাকে পরিবার পালনেব জন্য যথেষ্ট রোজগার করতে বাধ্য করল, তখনই প্রলেতারীয় সংসারে পুরুষাধিপত্যের ভিত্তি সর্বৈব বিলুপ্ত হল—পড়ে রইল সম্ভবত শুধু একগামী বিবাহের প্রতিষ্ঠা থেকে নারীর প্রতি আচরিত দৃঢ়মূল রূঢ়তার কিছু কিছু অবশেষ। তাই প্রলেতারীয় পরিবার, এমনকি যেখানে নিবিড় প্রেম ও উভয় পক্ষের পূর্ণ বিশ্বস্ততা বর্তমান সেখানেও এবং সর্বপ্রকার আধ্যাত্মিক ও পার্থিব আশীর্বাদ সত্ত্বেও, সঠিক অর্থে আর একগামী নয়। তাই এখানে একগামিতার দুটি চিরন্তন অনুষঙ্গ হেটোয়ারিজম ও ব্যাভিচারের ভূমিকা নগণ্যপ্রায়; বস্তুত নারীর বিবাহবিচ্ছেদের অধিকার পুনঃপ্রতিষ্ঠিত এবং সদ্ভাবের অনুপস্থিতিতে বিচ্ছেদই স্বামী-স্ত্রীর পছন্দ। এক কথায় প্রলেতারীয় বিবাহ ব্যুৎপত্তিগত অর্থে একগামী হলেও ঐতিহাসিক অর্থে আর মোটেই তা নয়।

আমাদের আইনজ্ঞরা অবশ্য বলে থাকেন যে, আইন প্রণয়নের প্রগতির ফলে ক্রমেই নারীজাতির অভিযোগের কারণগুলো বেশি পরিমানে দূরীভূত হচ্ছে। ক্রমশই আধুনিক সভ্য দেশের আইনবিধিতে একথা স্বীকৃত হচ্ছে যে, প্রথমত, বিবাহের কার্যকারিতার জন্য উভয়পক্ষের স্বেচ্ছামূলক রফা প্রয়োজন, এবং দ্বিতীয়ত, গোটা বিবাহিত জীবনে অধিকার ও দায়িত্বের প্রশ্নে উভয়পক্ষকেই সমানাধিকারী হতে হবে। এই দুটি দাবী যথাযথভাবে কার্যকরী হলে মেয়েদের চাওয়ার আর কিছুই থাকে না।

কিন্তু এই খাঁটি উকিলি বাক্‌চাতুর্য, প্রলেতারীয়দের দাবীদাওয়া নাকচকারী র‍্যাডিকাল বুর্জোয়া-প্রজাতন্ত্রীদের যুক্তিরই অনুরূপ। শ্রমচুক্তি মালিক-শ্রমিক উভয় পক্ষের স্বেচ্ছার ভিত্তিতে সম্পাদিত হওয়াই নাকি নিয়ম। কিন্তু কাগজে কলমে আইন উভয় পক্ষকে একই ভিত্তিতে দাঁড় করিয়ে দেয় বলেই চুক্তিটি স্বেচ্ছামূলক ধরা হয়। ভিন্নতর শ্রেণি-অবস্থানের দরুণ একটি পক্ষের প্রাপ্ত ক্ষমতা, অপর পক্ষের ওপর তার চাপ, উভয়ের বাস্তব অর্থনৈতিক অবস্থা—এসব এখানে আইনের বিবেচ্য নয়। এবং শ্রমচুক্তি বলবৎ থাকার সময় উভয় পক্ষকেই সমান অধিকারভোগী মনে করা হয়, যতক্ষণ না কোনো এক পক্ষ সুস্পষ্টভাবে এই অধিকার ত্যাগ করে। অর্থনৈতিক অবস্থা হেতু শ্রমিক যে তার সমানাধিকারের সামান্যতম আভাসটুকুও ছেড়ে দিতে বাধ্য হয় এই বিষয়েও আইন একেবারেই উদাসীন।

সবচেয়ে প্রগতিশীল আইনেও বিবাহের ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট উভয় পক্ষের আনুষ্ঠানিক স্বীকৃতিকেই যথেষ্ট বলে বিবেচিত করা হয়। আইনের যবনিকার আড়ালে চলমান বাস্তব জীবনে কী ঘটছে কীভাবে এই স্বেচ্ছামূলক চুক্তি কার্যকরী হচ্ছে, তা নিয়ে আইন এবং আইনজ্ঞের কোনো মাথাব্যথা নেই। অথচ বিভিন্ন দেশের আইনের মামুলি তুলনা থেকেও আইনজ্ঞ এই স্বেচ্ছামূলক চুক্তির তাৎপর্য নির্ণয় করতে পারেন। জার্মানি, ফরাসি আইনের অনুসারী দেশ ও অন্যত্র, যেখানে সন্তানসন্ততি আইনত পিতামাতার সম্পত্তির ভাগীদার এবং তাদের উত্তরাধিকারচ্যুত করা যায় না, সেখানে বিবাহের প্রশ্নে সন্তানসন্ততি মাতাপিতার সম্মতি নিতে বাধ্য। যেসব দেশে ইংরেজি আইন প্রযোজ্য, যেখানে বিবাহে মাতাপিতার সম্মতির কোনো আইনগত বাধ্যবাধকতা নেই, সেখানে সম্পত্তির ব্যাপারে মাতাপিতা উইলের নিরঙ্কুশ অধিকারী এবং ইচ্ছামতো সন্তানসন্ততিকে তারা সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত করতে সক্ষম। অতএব এটা স্পষ্ট যে, এ সত্ত্বেও, কিংবা বলা উচিত এজন্যই যেসব শ্রেণি উত্তরাধিকারের মতো সম্পত্তির অধিকারী, ইংল্যান্ডে বা আমেরিকায় তাদের মধ্যে বিবাহের স্বাধীনতা ফ্রান্স বা জার্মানির চেয়ে বিন্দুমাত্রও বেশি নয়।

বিবাহে নারী-পুরুষের আইনগত সমানাধিকারের ক্ষেত্রেও অবস্থা এর চেয়ে উন্নততর কিছু নয়। পূর্বতন সামাজিক অবস্থা থেকে উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত উভয়ের আইনগত অসম অধিকার, স্ত্রীলোকের ওপর অর্থনৈতিক পীড়নের কারণ নয়, ফল। পুরোনো সাম্যতন্ত্রী গৃহস্থালীতে, যেখানে বহু দম্পতি ও তাদের সন্তানসন্ততি থাকত, সেখানে গৃহস্থালীর ব্যবস্থা নারীর উপর ন্যস্ত ছিল, সে কাজ পুরুষের খাদ্য অপহরণের মতোই সামাজিকভাবে প্রয়োজনীয় বৃত্তি বলে গণ্য হত। পিতৃপ্রধান পরিবার উদ্ভবের সঙ্গে অবস্থার পরিবর্তন ঘটল এবং একগামী একক পরিবারে তাতে আরও বেগ সঞ্চারিত হল। গৃহস্থালীর কাজকর্মের সামাজিক চরিত্র তখন অপসৃত। এটি আর সমাজ-সংশ্লিষ্ট কোনো ব্যাপার রইল না, হয়ে দাঁড়াল ব্যক্তিগত সেবাবৃত্তি; সামাজিক উৎপাদনক্ষেত্র থেকে বহিষ্কৃতা স্ত্রী-ই হল প্রথম গৃহদাসী। কেবলমাত্র আধুনিক বৃহৎ শিল্পই আবার তাদের সামনে সামাজিক উৎপাদনের প্রবেশদ্বার উন্মুক্ত করেছে, অবশ্য তা কেবলমাত্র প্রলেতারীয় নারীর জন্যই। কিন্তু তা করেছে এমনভাবে যে, যখন নারী পারিবারিক ব্যক্তিগত সেবাকর্মে রত তখন সে সামাজিক উৎপাদনবহিস্থ ও উপার্জন-অক্ষম; এবং যখন সে সামাজিক শ্রমের অংশভাগী হিসেবে স্বাধীন জীবিকান্বেষী তখন সে পারিবারিক কর্তব্য পালনে অক্ষম। কারখানার নারীকর্মীর ক্ষেত্রে যা সত্য তা অন্য সর্বত্র, এমনকি চিকিৎসা ও আইনের

পেশাতেও প্রযোজ্য। আধুনিক একক পরিবার নারীর প্রকাশ্য অথবা পরোক্ষ গার্হস্থ্য দাসত্বের ওপর প্রতিষ্ঠিত এবং বর্তমান সমাজ এসব একক পরিবারেরই অণুসমষ্টি। বর্তমানে অধিকাংশ ক্ষেত্রে, অন্তত‌পক্ষে বিত্তবান শ্রেণিগুলোতে পুরুষই উপার্জনকারী, পরিবারের ভরণপোষণের কর্তা এবং তাই তার আধিপত্য, যেজন্য কোনো বিশেষ আইনগত সুবিধা নিষ্প্রয়োজন। পারিবারিক গণ্ডীতে সে বুর্জোয়া আর স্ত্রী প্রলেতারিয়েতের প্রতিভূ। যাহোক, শিল্পজগতের যে অর্থনৈতিক শোষণে প্রলেতারিয়েত পিষ্ট, তার বিশেষ প্রকৃতি সমগ্র তীক্ষ্ণতায় তখনই ফুটে ওঠে, যখন পুঁজিপতি শ্রেণির আইনগত সমস্ত বিশেষ সুবিধাদি বাতিল হয় এবং আইনের চক্ষে উভয় শ্রেণির পূর্ণ সমানাধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়ঃ গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রে উভয় শ্রেণির বিরোধ লোপ পায় না; পক্ষান্তরে, সংগ্রামের মাধ্যমে সেই বিরোধ অবসানের ক্ষেত্র প্রস্তুত হয়। ঠিক একইভাবে আধুনিক পরিবারে স্ত্রীর ওপর স্বামীর আধিপত্যের স্বকীয় চরিত্র এবং উভয়ের মধ্যেকার সত্যকার সামাজিক সাম্য প্রতিষ্ঠার প্রয়োজন ও পদ্ধতি তখনই প্রকটিত হবে যখন আইনের চক্ষে উভয়ের অধিকার সম্পূর্ণত সমান বলে স্বীকৃত হবে। সামাজিক উৎপাদনে সমগ্র নারীজাতির পুনঃপ্রতিষ্ঠাই যে নারীমুক্তির প্রথম শর্ত, শুধু তখনই তা স্পষ্ট হয়ে উঠবে, এবং সমাজের অর্থনীতির একক হিসেবে একক পরিবারের গুণটির বিলোপসাধন অপরিহার্য বিবেচিত হবে।

* * *

আমরা তাহলে বিবাহের তিনটি মূল রূপ দেখতে পাচ্ছি, যা মনুষ্যজাতির ক্রমবিকাশের তিনটি মূল স্তরের সঙ্গে মোটামুটি সদৃশ। বন্যাবস্থায় সমষ্টি-বিবাহ, বর্বরযুগের জোড়বাঁধা বিবাহ, সভ্যযুগের গণিকাবৃত্তি ও ব্যভিচার সম্পূরিত একগামিতা। বর্বরতার উর্ধ্বস্তরে জোড়বাঁধা বিবাহ ও একগামিতার মাঝামাঝি রয়েছে ক্রীতদাসীদের ওপর পুরুষের কর্তৃত্ব এবং বহুপত্নী প্রথা।

আমাদের সমগ্র বিশ্লেষণে পর্যায়ক্রমিক এই অগ্রগতির সাথে আনুষঙ্গিক একটি অদ্ভুত ব্যাপার চোখে পড়ে যে, কেবল নারীরাই ক্রমাগত সমষ্টি বিবাহের যৌনস্বাধীনতা হারাচ্ছে, পুরুষরা নয়। বস্তুত, পুরুষদের জন্য আজও সমষ্টি-বিবাহ অটুট রয়েছে। নারীর পক্ষে যা অপরাধ এবং যেজন্য আইন ও সামাজিক বিচারে সে কঠোর শাস্তিভোগী, পুরুষের ক্ষেত্রে তাই সম্মানজনক, বড়োজোর সানন্দে বহনযোগ্য চাঁদের কলঙ্কমাত্র। আমাদের যুগে পুঁজিবাদী পণ্যোৎপাদন প্রণালীর ফলে, অতীতকালের প্রথাগত হেটায়ারিজম যতই বদলাচ্ছে ও একই সঙ্গে অভিযোজিত হচ্ছে, ততই এটি নগ্ন গণিকাবৃত্তির রূপ নিচ্ছে, এর নৈতিক কুপ্রভাবও ততই বাড়ছে। আর এতে

নারী অপেক্ষা পুরুষের অধঃপতনের মাত্রাই অধিকতর। নারীসমাজে, বেশ্যাবৃত্তির কবলগ্রস্তা দুর্ভাগিনীদের শুধু অধঃপতন ঘটে, এবং তারাও, যতটা সাধারণত মনে করা হয় ততটা অধঃপাতে যায় না। পক্ষান্তরে, এতে গোটা পুরুষজাতিরই নৈতিক অধঃপতন ঘটে। দৃষ্টান্তস্বরূপ, দশটির মধ্যে নয়টি ক্ষেত্রেই দীর্ঘ পূর্বরাগ, কার্যত, দাম্পত্য জীবনে বিশ্বাসহানির একটি প্রস্তুতিমূলক পাঠে পর্যবসিত হয়।

আমরা এমন একটি সমাজবিপ্লবের লক্ষ্যে অগ্রসরমান যখন বর্তমান একগামিতার সম্পূরক গণিকাবৃত্তির অর্থনৈতিক ভিত্তির মতোই এই সমাজেরও অর্থনৈতিক ভিত্তির নিশ্চিত অবলুপ্তি ঘটবে। একই ব্যক্তির, অর্থাৎ একজন পুরুষের অধিকারে কেন্দ্রীভূত প্রচুর সম্পদ এবং অন্য কারও পরিবর্তে কেবল নিজ সন্তানসন্ততিকেই তার উত্তরাধিকার দানের বাসনা—এ থেকেই একগামিতার উদ্ভব। তাই নারীর পক্ষেই একগামিতা বাধ্যতামূলক, পুরুষের জন্য নয়; অতএব স্ত্রীলোকদের একগামিতা পুরুষের গোপন বা প্রকাশ্য বহুগামিতাকে আটকাতে পারেনি। উত্তরাধিকারযোগ্য স্থাবর সম্পদের অন্তত অধিকাংশ, অর্থাৎ উৎপাদনের উপায়কে, সামাজিক সম্পত্তিতে পরিণত করে আসন্ন সমাজবিপ্লব উত্তরাধিকারের এসব দুশ্চিন্তাকে সর্বনিম্ন পর্যায়ে অবনত করবে। যেহেতু একগামিতা অর্থনৈতিক কারণসঞ্জাত, তাই এইসব কারণের অপসৃতির সঙ্গে সঙ্গে কি এরও বিলোপ ঘটবে না?

সঙ্গতভাবেই বলা যায় যে, প্রথাটা লোপ না পেয়ে বরং এর পূর্ণতর প্রতিষ্ঠাই শুরু হবে। কারণ, উৎপাদনের উপায়গুলো সমাজের সম্পত্তি হওয়ায় মজুরি-শ্রম, প্রলেতারিয়েতের অস্তিত্ব লোপ পাবে এবং সেইসঙ্গে সমাজের কিছুসংখ্যক নারীর (গণনাযোগ্য) পক্ষে অর্থের জন্য আত্মদানের আবশ্যকতাও আর থাকবে না। গণিকাবৃত্তি লুপ্ত হবে; আর একগামিতা ক্ষয় না পেয়ে শেষ পর্যন্ত তা পুরুষদের পক্ষেও সত্য হয়ে উঠবে।

মোটের ওপর, পুরুষের অবস্থার এভাবে যথেষ্ট পরিবর্তন ঘটবে। কিন্তু নারীর ক্ষেত্রে, সমস্ত নারীর ক্ষেত্রেও অবস্থার গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন সঙ্ঘটিত হবে। উৎপাদনের উপায় সমাজের সম্পত্তি হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই ব্যক্তিগত পরিবারগুলো আর সমাজের অর্থনীতির একক থাকবে না। ব্যক্তিগত গৃহস্থালী পরিণত হবে সামাজিক শ্রমক্ষেত্রে। শিশুর পরিচর্যা ও শিক্ষা সামাজিক ব্যাপার হয়ে উঠবে। শিশু বিবাহজাত অথবা বিবাহবহিস্থ সে যেমনই হোক, সমাজ তাদের সকলের সমান দায়িত্ব নেবে। সুতরাং 'ভবিষ্যৎ ফলাফলের' দুশ্চিন্তা, যা নীতিগত ও অর্থনৈতিক উভয় দিক থেকেই আজ সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক কারণ এবং যেজন্য একটি নারী ভালোবাসার মানুষের

কাছে অবাধ আত্মদানে অক্ষম, সেই কারণ আর থাকবে না। এটা কি অধিকতর অবাধ যৌনসঙ্গমের ক্রমিক উদ্ভব ঘটাবে না? আনুষঙ্গিক কৌমার্যের মর্যাদা ও নারীর লাজলজ্জা সম্পর্কে শিথিলতর একটি জনমত উদ্ভবের কারণ ঘটাবে না? এবং সবশেষে, বর্তমান জগতে একগামিতা ও গণিকাবৃত্তি সম্পূর্ণ বিপরীত হলেও যে উভয়ে পরস্পর অবিচ্ছেদ্য বৈপরীত্য, একই সামাজিক শৃঙ্খলার দুটো মেরু, এটা কি আমরা দেখিনি? তাই একগামিতা বিলুপ্ত না করে কি গণিকাবৃত্তি লোপ পেতে পারে?

এখানে একটা নতুন কারণ কার্যকরী হয়ে উঠবে, যা একগামিতার সূচনাকালে বড়োজোর ভ্রূণাকারে ছিল আর তা হল ব্যক্তিগত যৌনপ্রেম।

মধ্যযুগের আগে ব্যক্তিগত যৌনপ্রেম বলে কোনো কিছুর অস্তিত্ব ছিল না। একথা স্পষ্ট যে, ব্যক্তিগত সৌন্দর্য, অন্তরঙ্গ সাহচর্য, সমধর্মী প্রবণতা, ইত্যাদি গুণগুলো অবশ্য তখনও নারনারীর মধ্যে যৌনসঙ্গমের কামনা জাগাত এবং তখনও এই অন্তরঙ্গ সম্পর্ক কার সঙ্গে পাতানো হচ্ছে সে বিষয়ে নরনারী একেবারে নির্বিকার থাকত না। কিন্তু একালের যৌনপ্রেম থেকে এর তারতম্য আকাশ-পাতাল। প্রাচীন যুগে সর্বদা মাতাপিতাই বিবাহ স্থির করতেন; পাত্রপাত্রীরা মাথা পেতে তা মেনে নিত। প্রাচীনকালে যেটুকু দাম্পত্য প্রেম জ্ঞাত ছিল তাতে মোটেই কোনো ব্যক্তিগত আবেগ ছিল না, ছিল বাস্তব কর্তব্য পালন; সেটা বিবাহের কারণ নয়, তার অনুষঙ্গ। প্রাচীনকালে, আধুনিক অর্থে যদি কোনো প্রেম থেকেও থাকে, তবে তা ছিল সরকারি সমাজের গণ্ডীবহির্ভূত। যে মেষপালকদের প্রেমের সুখদুঃখের গান থিওক্রিটাস ও মোসাস রচনা করেছেন অথবা লঙ্গোসের রচনার নায়ক ড্যাফনিস ও ক্লয়া,—এরা নিতান্তই ক্রীতদাস, রাষ্ট্রীয় ব্যাপারে, স্বাধীন নাগরিকদের জীবন ও কর্মক্ষেত্রের সঙ্গে যাদের কোনোই সংযোগ ছিল না। এথেন্সের অবনতির প্রাক্কালে এবং রোম সম্রাটদের আমলে দাসদের মধ্যে ছাড়াও যে প্রেমসম্পর্ক পাওয়া যেত তা ছিল ক্ষয়িষ্ণু প্রাচীন জগতের ভাঙনের ফলশ্রুতি, আর এর পাত্রী ছিল সমাজবহির্ভূতা নারী, হেটায়ার অর্থাৎ বিদেশিনী বা মুক্তিপ্রাপ্তা কোনো নারী। স্বাধীন নাগরিক নরনারীর মধ্যে কখনও প্রেম হলে তা হত কেবল ব্যাভিচার হিসেবেই। আর প্রাচীনকালের চিরায়ত প্রেমের কবি এনাক্রিয়নের কাছে আমাদের যুগের অর্থে যৌনপ্রেম এতই অবান্তর ছিল যে, তাঁর প্রিয়পাত্রটির যৌনচরিত্র সম্পর্কে তিনি সম্পূর্ণ নির্বিকার ছিলেন।

প্রাচীন যুগের সহজ যৌনকামনা যা কাম আমাদের যৌনপ্রেম থেকে বাস্তব অর্থেই আলাদা ছিল। প্রথমত, এতে প্রেমিকদের পারস্পরিক ভালোবাসা আগে

থেকেই ধরে নেওয়া হয়; এতে নারী-পুরুষ সমানাধিকারী; কিন্তু প্রাচীনকালের কামে নারীর সম্মতি অপরিহার্য ছিল না। দ্বিতীয়ত, যৌনপ্রেম তীব্রতা এবং স্থায়ীত্বে এমন এক পর্যায়ে উত্তীর্ণ হয় যে, প্রেমিক-প্রেমিকা পরস্পরকে না পাওয়া অথবা বিচ্ছেদকে সর্বাধিক না হলেও বৃহৎ এক দুর্ভাগ্য বলে মনে করে; পরস্পরকে পাবার জন্য তারা প্রাণের ঝুঁকি নেয়, এমনকি জীবন পর্যন্ত বিপন্ন করে, যা প্রাচীনকালে বড়োজোর কেবল ব্যাভিচারের ক্ষেত্রে ঘটত। সবশেষে, যৌনসঙ্গমের ব্যাপারে এক নতুন নৈতিক মানদণ্ড উদ্ভূত হয়; এধরনের সঙ্গম বৈধ বা অবৈধ শুধু এ সম্পর্কে প্রশ্ন নয়, সেটা পারস্পরিক ভালোবাসাজাত কি না, সে সম্পর্কেও। বলা বাহুল্য, সামন্ত অথবা বুর্জোয়া আচরণের অন্যান্য সব নৈতিক মানদণ্ডের চেয়ে এই নতুন মানদণ্ডটি মোটেই উন্নততর নয়,—এটি স্রেফ উপেক্ষিত। তবে অন্যান্য মানদণ্ডের তুলনায় এটি নিম্নমাত্রার হিসেবেও বিবেচিত হয় না। অপরগুলোর মতো এটিও তত্ত্ব হিসেবে কাগজে কলমে স্বীকৃত এবং আপাতত এর চেয়ে অধিকতর প্রত্যাশা করা নিরর্থক।

প্রাচীন যুগের সঙ্গে বিচ্ছেদ ঘটল যৌনপ্রেমের সূচনাতেই আর মধ্যযুগ শুরু হল সেখান থেকেই, অর্থাৎ ব্যভিচার থেকে। আমরা ইতিপূর্বেই প্রভাত সঙ্গীতের উৎস—শিভালরি প্রেমের বর্ণনা দিয়েছি। যে প্রেমের লক্ষ্য বিবাহবন্ধন ভাঙা আর যে প্রেম বিবাহবন্ধনের ভিত্তি—শিভালরি যুগে এ দুইয়ের দুস্তর ব্যবধান সম্পূর্ণভাবে ভরাট হয়নি। এমনকি 'নিবেলুং গাথা'য় আমরা দেখতে পাব যে, ক্রিম্‌হিল্ড ও জিগ্‌ফ্রিড গোপনে পরস্পরকে সমান গভীরভাবে ভালোবাসলেও গুন্থার যখন জানালেন একজন অনামী নাইটকে তার জন্য বাগ্‌দান করেছেন, তখন জবাবে ক্রিম্‌হিল্ড শুধু বললেন:

'আমাকে জিজ্ঞাসা করা নিষ্প্রয়োজন; আপনি যাই আদেশ করবেন, আমি তা করব, হে প্রভু, আপনি যাকেই আমার স্বামী মনোনীত করবেন আমি তাকেই বরণ করব। ('নিবেলুং গাথা', দশম গীত দ্রষ্টব্য)

তাঁর প্রেম যে এখানে কোনো বিবেচ্য হেতু, কথাটি তাঁর মনে কখনই স্থান পায়নি। আগে কখনও না দেখেও গুন্থার ক্রন্‌হিল্ডের পাণিপ্রার্থনা করলেন আর এট্‌জেলও ক্রিম্‌হিল্ডের ক্ষেত্রে তারই পুনরাবৃত্তি ঘটালেন। 'গুড্‌রুন'-এ একই ব্যাপার দেখা যায়। এখানে আয়ার্ল্যান্ডের জিগেবান্ট নরওয়ের উটের, হেগেলিং-এর হেটেল, আয়ার্ল্যান্ডের হিল্‌ডের এবং সবশেষে মরল্যান্ডের জিগ্‌ফ্রিড, অর্মানের হার্টমুট্‌ এবং জিল্যান্ডের হারভিগ গুড্‌রুনের পাণিপ্রার্থনা করলেন, আর এখানেই সর্বপ্রথম দেখা গেল যে, গুড্‌রুন স্বেচ্ছায় শেষোক্তের পক্ষেই মত দিলেন। তরুণ রাজপুত্রের

পিতামাতা পাত্রী ঠিক করবেন এই ছিল নিয়ম; এঁদের অবর্তমানে পাত্র অধীনস্থ উচ্চতম সর্দারদের পরামর্শ নিতেন এবং তাঁদের কথায় সর্বদাই যথেষ্ট গুরুত্ব দেওয়া হত। অন্যতর কিছু এখানে অসম্ভব। কারণ, নাইট অথবা ব্যারনের মতো স্বয়ং রাজপুত্রের পক্ষেও বিবাহ ছিল একটি রাজনৈতিক কর্ম, নতুন সম্পর্কস্থাপন মারফৎ শক্তিবৃদ্ধির একটি সুযোগ; এর নির্ধারক ছিল বংশের স্বার্থ, ব্যক্তিগত প্রবণতা নয়। এখানে প্রেম কী করে বিবাহের চূড়ান্ত হেতুর মর্যাদা পাবে?

মধ্যযুগীয় নগরগুলির গিল্ড মালিকদের মধ্যেও একই ব্যাপার দেখা যায়। বিশেষ শর্তবন্দী গিল্ড-সনদ এবং অন্যান্য গিল্ড, সহযোগী গিল্ড-মালিক নিজ শিক্ষানবীশ ও মজুরদের থেকে পৃথককারী কৃত্রিম বিধান, ইত্যাদি যে সুবিধাবলী তার আইনী রক্ষাকবচ তার মধ্য দিয়ে তার যোগ্য পাত্রী সংগ্রহের ক্ষেত্রে অত্যন্ত সীমাবদ্ধ হয়ে পড়ত। এই জটিল ব্যবস্থায় যোগ্যতমা পাত্রী নির্ণয় নিশ্চয়ই ব্যক্তিগত পছন্দনির্ভর ছিল না, ছিল পারিবারিক স্বার্থভিত্তিক।

অতএব মধ্যযুগের শেষ পর্যন্ত সুবিপুল ক্ষেত্রেই বিবাহ প্রারম্ভিক যুগেই থেকে গিয়েছিল, যেখানে পাত্রপাত্রীর কোনো নির্ধারক ভূমিকাই ছিল না। আদিকালে, জন্মমুহূর্তে বিবাহ বিপরীত লিঙ্গের গোটা সমষ্টির সঙ্গেই নির্ধারিত হয়ে থাকত। সমষ্টি-বিবাহের পরবর্তী ধাপগুলিতে বিবাহের পরিধি ক্রমশ সঙ্কুচিত হলেও সম্পর্কটা সম্ভবত পূর্বানুরূপই ছিল। জোড়বাঁধা বিবাহে মায়েরাই সাধারণত ছেলেমেয়েদের বিয়ে ঠিক করত; এখানেও গোত্রসংগঠন ও উপজাতির মধ্যে নতুন কুটুম্বিতা সূত্রে দম্পতির সম্ভাব্য প্রতিপত্তি বৃদ্ধির বিবেচনাই নির্ধারক হেতু ছিল। এবং পরে যখন সাধারণ সম্পত্তির তুলনায় ব্যক্তিগত সম্পত্তির প্রাধান্য এবং উত্তরাধিকারের স্বার্থে পিতৃ-অধিকার ও একগামিতা প্রতিষ্ঠিত হল, তখন বিবাহ সম্পূর্ণভাবে অর্থনৈতিক বিচারবিবেচনার ওপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ল। ক্রয়-বিবাহের প্রথাটি লোপ পেল, কিন্তু বেচাকেনার ক্রমবর্ধমান ব্যাপারটা এমন এক পর্যায়ে উত্তীর্ণ হল যখন শুধু মেয়েদেরই নয়, পুরুষেরও মূল্য যাচাই হত ব্যক্তিগত গুণে নয়, সম্পত্তিতে। শুরু থেকেই পাত্রপাত্রীর পারস্পরিক অনুরাগকে বিবাহের চূড়ান্ত যুক্তিস্বরূপ গণ্য করার ধারণাটি শাসক শ্রেণিগুলোর কাছে অশ্রুতপূর্ব ছিল। এরকম ঘটনা ঘটত বড়োজোর প্রেমের কাহিনীতে অথবা নিপীড়িত শ্রেণিগুলোর মধ্যে, যা ধর্তব্য নয়।

পুঁজিবাদী উৎপাদনের সূচনায় এই ছিল অবস্থা, যখন ভৌগোলিক আবিষ্কারের যুগের পর পৃথিবীব্যাপী বাণিজ্য ও কারখানা-শিল্প মারফৎ তা দুনিয়া জয়ে প্রবৃত্ত হল। মনে হতে পারে যে উপরোক্ত ধরনের বিবাহই এর পক্ষে ছিল অত্যন্ত উপযোগী

এবং কার্যত তা-ই হল। তবুও বিশ্ব ইতিহাসের অফুরন্ত পরিহাস—পুঁজিবাদী উৎপাদনের ফলেই এই প্রথায় চূড়ান্ত ফাটল ধরল। সবকিছুকে পণ্যে পরিণত করে এই পদ্ধতি পুরোনো ঐতিহ্যগত সকল সম্পর্ক ভেঙে ফেলল এবং বংশানুসৃত প্রথা ও ঐতিহাসিক অধিকারকে কেনাবেচা ও 'স্বাধীন' চুক্তি দ্বারা প্রতিস্থাপিত করল। পূর্ববর্তী যুগগুলির তুলনায় আমাদের সমগ্র অগ্রগতি স্থিতাবস্থা থেকে চুক্তি—বংশানুসৃত অবস্থা থেকে স্বেচ্ছামূলক চুক্তিতে উত্তরণের পরিমাপ মধ্যেই করা যায়—একথা বলেই ইংরেজ আইনবিদ হেনরি মেইন ভেবেছিলেন যে, তিনি বিরাট কিছু আবিষ্কার করে ফেলেছেন। অথচ উক্তিটির যেটুকু নির্ভুল অংশ তা অনেক আগেই 'কমিউনিস্ট ইশতেহারে' উল্লিখিত হয়েছিল (স্থিতাবস্থা থেকে চুক্তি)।

চুক্তির পূর্বশর্তস্বরূপ এমনসব লোক প্রয়োজন ছিল যারা নিজ ব্যক্তিত্ব, আচরণ ও সম্পত্তি স্বাধীনভাবে লেনদেন করতে এবং সমান শর্তে পরস্পরের সম্মুখীন হতে সক্ষম। এরূপ 'স্বাধীন' ও 'সমানাধিকারী' মানুষ সৃষ্টিই পুঁজিবাদী উৎপাদনের অন্যতম প্রধান কাজ। যদিও গোড়ার দিকে কেবলমাত্র অর্ধসচেতনভাবে এবং ধর্মের আবরণে কাজটি সম্পন্ন হয়েছে, তবুও লুথারপন্থী ও কালভাঁপন্থী ধর্মসংস্কার আন্দোলনের (রিফর্মেশন) সময় থেকেই এটা একটা বদ্ধমূল নীতি হয়ে দাঁড়িয়েছে যে, মানুষ তখনই কেবল তার কাজের জন্য সম্পূর্ণ দায়ী যখন কাজ করার সময় তার ইচ্ছার পূর্ণ স্বাধীনতা থাকে, আর তার নৈতিক দায়িত্ব হল অনৈতিক কর্মের জন্য সকল জবরদস্তিকে প্রতিরোধ করা। কিন্তু ব্যাপারটির সঙ্গে পূর্বপ্রচলিত বিবাহ প্রথার সাযুজ্য কোথায়? বুর্জোয়া ধারণা অনুযায়ী বিবাহ একটি চুক্তি, একটি আইনী ব্যাপার, তদুপরি তা সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ, কারণ এতে দুটি মানুষের শরীর ও মন সারা জীবনের জন্যই বিকিয়ে যাচ্ছে। সন্দেহ নেই, কাগজে কলমে চুক্তিটি স্বেচ্ছামূলকভাবেই সম্পাদিত হয়; পাত্রপাত্রীর সম্মতি ছাড়া এ কাজ হয় না। কিন্তু কী করে সম্মতি আদায় করা হয় এবং আসলে কারা বিবাহটি ঘটায় তা সকলেরই ভালোভাবে জানা। অথচ অপর সব চুক্তির ক্ষেত্রে যখন সিদ্ধান্তের সত্যকার স্বাধীনতা দাবী করা হচ্ছে তখন এখানে তা করা হবে না কেন? যে তরুণতরুণী জোড় বাঁধতে যাচ্ছে, নিজেদের ও নিজ দেহের ওপর তাদের অবাধ এক্তিয়ার নেই? শিভালরির দরুন কি যৌনপ্রেম ফ্যাশন হয়ে ওঠেনি এবং নাইটদের ব্যভিচারী প্রেমের বিপরীতে স্বামীস্ত্রীব ভালোবাসা কি সঠিক বুর্জোয়া রূপ নয়? কিন্তু যদি বিবাহিতদের কতর্ব্য পারস্পরিক প্রেম হয়, তাহলে আর কাউকে নয়, শুধু পরস্পরকে বিবাহ করাই কি প্রেমিকদের কর্তব্য হয়ে দাঁড়ায় না? পিতামাতা, আত্মীয়স্বজন

প্রভৃতি চিরাচরিত ঘটকঘটকীদের অপেক্ষা প্রেমিক-প্রেমিকার এই অধিকার কি অগ্রগণ্য নয়? যদি গির্জা ও ধর্মের ক্ষেত্রে স্বাধীন ব্যক্তিগত সিদ্ধান্তের বেপরোয়া অনুপ্রবেশ ঘটে থাকে, তাহলে তরুণ পুরুষের দেহমন, অর্থসম্পত্তি, সুখদুঃখের দায়িত্ব গ্রহণের ব্যাপারে বয়োজ্যেষ্ঠদের অসহ্য দাবীর সামনেই-বা তা চুপ করে থাকবে কেন?

যে যুগ সমস্ত পুরোনো সামাজিক বন্ধন শিথিল করে দিয়েছিল এবং সমস্ত চিরাচরিত বিশ্বাসের ভিত্তি নড়িয়ে দিয়েছিল, সে যুগে এসব প্রশ্ন উত্থাপন অবশ্যম্ভাবী। একটি আঘাতেই দুনিয়ার পরিধি প্রায় দশগুণ হয়ে উঠল। পশ্চিম ইউরোপীয়দের কাছে একটি গোলার্ধের এক-চতুর্থাংশের জায়গায় গোটা পৃথিবীই উন্মুক্ত হল এবং এই বাকি তিন চতুর্থাংশ ভাগ দখলের জন্য তাদের মধ্যে তাড়াহুড়ো পড়ে গেল। জন্মভূমির ভেঙে পড়া সাবেকী সঙ্কীর্ণ গণ্ডীর মতো মধ্যযুগীয় চিন্তাপ্রণালী আরোপিত হাজার বছরের পুরোনো সব প্রতিবন্ধও ভেঙে পড়ল। মানুষের অন্তর্দৃষ্টি ও বহির্দৃষ্টির সামনে একটি অসীম বিস্তৃত দিগন্ত উন্মোচিত হল। যে তরুণ ভারতের সম্পদে এবং মেক্সিকো ও পটোসির সোনারূপার খনিতে প্রলুব্ধ, তার কাছে সাবেকী সম্ভ্রমের শুভেচ্ছা এবং বংশানুক্রমে পাওয়া সম্মানীয় গিল্ড-অধিকারের দাম কতটুকু? এ বুর্জোয়াদের ভ্রাম্যমাণ নাইটবৃত্তির যুগ; এরও নিজস্ব রোমান্স এবং নিজস্ব প্রণয়ের স্বপ্ন ছিল; কিন্তু তা বুর্জোয়াভিত্তিক এবং শেষ বিচারে বুর্জোয়া লক্ষ্যেরই অনুসারী।

বিশেষত প্রটেস্টান্ট দেশগুলো, যেখানে চলতি সমাজব্যবস্থা সবচেয়ে বেশি নাড়া খেয়েছিল, সেখানে উদীয়মান বুর্জোয়া শ্রেণি ক্রমেই বিবাহের ক্ষেত্রেও চুক্তির স্বাধীনতা মেনে নিল এবং উল্লিখিতভাবে তা চালু করল। বিবাহ এখনও শ্রেণিগত বিবাহই থাকল, কিন্তু শ্রেণির চৌহদ্দির মধ্যে পাত্রপাত্রীরা কিছুটা নির্বাচনী স্বাধীনতা পেল। এবং প্রত্যেকটি বিবাহ পারস্পরিক যৌনপ্রেমের দৃঢ় ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত না হলে এবং তার পেছনে নারী-পুরুষের সত্যকার স্বাধীন সম্মতি না থাকলে, সে বিবাহ কাগজে কলমে, নীতিতত্ত্ব ও কাব্যে যতটা অটলভাবে নীতিহীন বলে প্রমাণিত হল তার তুলনা মেলা ভার। সংক্ষেপে, প্রেমের বিবাহ মানবাধিকার হিসেবে ঘোষিত হল এবং শুধু droit de l'homme (শব্দার্থ নিয়ে খেলা: 'driot de l'homme'-এর অর্থ হল মানব-অধিকার ও সেই সঙ্গে 'পুরুষের অধিকার') নয়, পরন্তু, ব্যতিক্রমস্বরূপ নারী অধিকার ('নারী অধিকার') হিসেবেও ঘোষিত হল।

কিন্তু এক বিষয়ে এই মানবাধিকারের সঙ্গে অন্য সব তথাকথিত মানবাধিকারের পার্থক্য ছিল। কার্যত শেষোক্ত অধিকারগুলি শাসক শ্রেণি—বুর্জোয়াদের মধ্যে সীমাবদ্ধ রইল, নিপীড়িত শ্রেণি—প্রলেতারিয়েত ছিল প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে সে

অধিকার থেকে বঞ্চিত এবং এখানে আর একবার ইতিহাসের সেই পরিহাস দেখা গেল। শাসক শ্রেণি জ্ঞাত অর্থনৈতিক প্রভাবের অধীনে, কিছু কিছু ব্যতিক্রমী ক্ষেত্রেই কেবল তাদের মধ্যে যথার্থ স্বেচ্ছামূলক বিবাহ ঘটে; পক্ষান্তরে আমরা আগেই দেখেছি যে, নিপীড়িত শ্রেণির মধ্যে স্বেচ্ছামূলক বিবাহই নিয়ম।

সুতরাং, বিবাহের ক্ষেত্রে পূর্ণ স্বাধীনতা সাধারণভাবে তখনই কার্যকরী হতে পারে যখন পুঁজিবাদী উৎপাদন এবং তারই সৃষ্ট মালিকানা সম্পর্ক বিলুপ্তি হতে হতে বিবাহসঙ্গী নির্বাচনের বর্তমানের শক্তিশালী গৌণ অর্থনৈতিক বিবেচনাগুলিকেও অপসারণ করা সম্ভব হবে। এক্ষেত্রে তখন পারস্পরিক ভালোবাসা ছাড়া অন্যতর কোনো কারণ থাকবে না।

যেহেতু যৌনপ্রেম প্রকৃতিতে অবিমিশ্র—যদিও বর্তমানে কেবল নারীর ক্ষেত্রেই অবিমিশ্রতা পূর্ণ মাত্রায় বিরাজিত—সেজন্য যৌনপ্রেমের বিবাহ প্রকৃতিগতভাবেই একগামিতা হিসেবে বিবেচ্য। সমষ্টি-বিবাহ থেকে একক বিবাহে উত্তরণকে প্রধানত নারীকীর্তি হিসেবে চিহ্নিত করে বাখোফেন যে নির্ভুল সিদ্ধান্তের পরিচয় দিয়েছিলেন তা আমরা ইতিপূর্বেই লক্ষ্য করেছি; জোড়বাঁধা বিবাহ থেকে একগামিতায় উত্তরণই কেবল পুরুষের কীর্তি এবং এতে ঐতিহাসিকভাবে নারীজাতির অবস্থা ক্রমাবনত হয়েছে এবং পুরুষের বিশ্বাসহানির সুযোগ বেড়েছে। তাই নিজেদের জীবনযাত্রা এবং সন্তানের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে ততোধিক উদ্বেগ, ইত্যাদি যেসব অর্থনৈতিক কারণে পুরুষের নিত্যকার বিশ্বাসহানি সহ্য করতে নারী বাধ্য হয়, তা বিলোপের সঙ্গে সঙ্গেই নারী সমতা অর্জন করবে আর সমস্ত অতীত অভিজ্ঞতা থেকে বলা যায় যে, তার ফলস্বরূপ নারী বহুগামিনী না হয়ে বরং পুরুষই আরও কার্যকরীভাবে সত্যই একগামী হবে।

কিন্তু একগামিতার সেসব চরিত্র যা পুরানো মালিকানা প্রথা থেকে উদ্ভবের জন্য এর উপর মুদ্রিত হয়েছিল, তার নিশ্চিত অবলুপ্তি ঘটবে; যেমন—প্রথমত, পুরুষের আধিপত্য এবং দ্বিতীয়ত, বিবাহবন্ধনের অচ্ছেদ্যতা। বিবাহ ক্ষেত্রে পুরুষের আধিপত্য তার আর্থিক আধিপত্যেরই প্রত্যক্ষ ফল এবং আর্থিক আধিপত্য লোপের সঙ্গে সঙ্গে এর অবলুপ্তিও অবধারিত। বিবাহবন্ধনের অচ্ছেদ্যতার উদ্ভব অংশ, একগামিতার উৎপাদক অর্থনৈতিক অবস্থা থেকে এবং অংশত, এমন একটি যুগরীতি থেকে যখন এসব অর্থনৈতিক অবস্থা ও একগামিতার যোগাযোগ সঠিকভাবে বোঝা যায়নি এবং ধর্মে তা অতিরঞ্জিত ছিল। বর্তমানেও বিবাহবন্ধন হাজার বার লঙ্ঘিত। যদি প্রেমভিত্তিক বিবাহই শুধু নীতিসিদ্ধ হয়, তাহলে বিবাহ ততক্ষণই নীতিসিদ্ধ যতক্ষণ তা প্রেমপৃক্ত। ব্যক্তিগত যৌনপ্রেমের অনুভূতির স্থায়িত্ব কিন্তু

ব্যক্তিভেদে, বিশেষত পুরুষদের মধ্যে খুবই বিভিন্ন হয়, তাই প্রেমের অবলুপ্তি অথবা নতুনতর প্রেমাবেগে তার প্রতিস্থাপন ঘটলে স্বামীস্ত্রী উভয়ের এবং সমাজের পক্ষেও বিচ্ছেদ আশীর্বাদস্বরূপ। প্রয়োজন শুধু বিবাহবিচ্ছেদ মামলার অযথা কাদা মাড়ানোর অভিজ্ঞতা থেকে মানুষের রেহাই।

অতএব পুঁজিবাদী উৎপাদনের আসন্ন বিলোপের পর কীভাবে যৌনসম্পর্ক পরিচালিত হবে, সে বিষয়ে আমরা এখানে যে আন্দাজ করতে পারি সেটা প্রধানত নেতিমূলক চরিত্রের, কেবলমাত্র কী কী লোপ পাবে তাতেই তা সীমাবদ্ধ। কিন্তু এতে নতুন কী কী যুক্ত হবে? তা দেখা যাবে নতুন পুরুষ গড়ে ওঠার পর, এমনসব পুরুষ যাদের কখনও পয়সা বা অন্য কোনো সামাজিক ক্ষমতা দিয়ে নারী ক্রয়ের কারণ ঘটেনি, আর এমনসব নারী যারা সত্যকার প্রেমের অনুভূতি ছাড়া আর কোনো কারণে পুরুষের কাছে আত্মদানে কখনও বাধ্য হয়নি, অথবা যাদের কোনো অর্থনৈতিক পরিণতির ভয়ে প্রণয়পাত্রের কাছে আত্মদানে বিরত হতেও হয়নি। একবার এধরনের মানুষ জন্মালে আর তাদের যথাকর্তব্য সম্পর্কে আমাদের ভাবনায় তারা বিন্দুমাত্র বিচলিত হবে না; তারা নিজেদের আচার এবং তদুপরি ব্যক্তি আচরণের পক্ষে উপভোগ্য জনমত চালু করবে,—এবং এটুকুই।

এবার মর্গানের রচনায় ফেরা যাক, যেখান থেকে আমরা অনেকটা দূরে সরে এসেছি। সভ্যযুগে যেসব সামাজিক সংস্থার উদ্ভব হয়েছে, সেগুলোর ঐতিহাসিক পর্যালোচনা তাঁর রচনার গণ্ডীভুক্ত নয়। তাই তিনি এযুগের একগামিতার নিয়তি সম্বন্ধে সংক্ষেপে আলোচনা করেছেন। তিনিও একগামী পরিবারের বিকাশকে, স্ত্রীপুরুষের পূর্ণ সমানাধিকার অর্জনকে একটি অগ্রগতি বলেই মনে করেছেন, যদিও এই লক্ষ্যে পৌঁছোনো গেছে বলে তিনি মনে করেন নি। তিনি লিখেছেন—

'যখন এটি স্বীকৃত সত্য যে, পরিবার পর পর চারটি রূপ অতিক্রম করেছে এবং এখন তার পঞ্চম রূপ চলছে, তখন বর্তমান রূপের ভবিষ্যৎ স্থায়ীত্ব সম্পর্কে স্বভাবতই প্রশ্ন উঠবে। এর একমাত্র উত্তর: অতীতের মতো সমাজের অগ্রগতির সঙ্গে এরও অগ্রগতি হবে এবং সমাজের পরিবর্তনের সঙ্গে এরও পরিবর্তন ঘটবে। এটি সমাজব্যবস্থারই সৃষ্টি এবং এতে তারই অগ্রগতি প্রতিফলিত হবে। সভ্যতার সূচনার পর এবং বিশেষত আধুনিক কালে যখন একগামী পরিবারের অনেক উন্নতি হয়েছে তখন একথা অন্তত অনুমেয় যে, নারী-পুরুষের সমানাধিকার প্রতিষ্ঠিত না হওয়া পর্যন্ত তার অগ্রগতি অব্যাহত থাকবে। সুদূর ভবিষ্যতে একগামী পরিবার সমাজের প্রয়োজনানুগ না হলে, এর স্থলবর্তীর প্রকৃতি কী হবে সে সম্বন্ধে কোনো ভবিষ্যদ্বাণী করা এখন অসম্ভব।'

জোসেফ স্তালিন

জোসেফ স্তালিন

১৮৭৯ খ্রীষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন 'গোরি'তে, যা বর্তমানে জর্জিয়া প্রজাতন্ত্রের অন্তর্গত। ১৯১০ সালে তিনি জোসেফ স্তালিন এই ছদ্মনাম গ্রহণ করেন, স্তালিন শব্দের অর্থ—'ইস্পাতের মানুষ'। ১৮৮৪ থেকে ১৮৯৪ সাল পর্যন্ত তেনি গোরি চার্চ স্কুলে পড়াশুনা করেন—স্কুলে তিনি মেধাবী ছাত্রদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন। ১৯২২ থেকে ১৯৫৩ পর্যন্ত তিনি সোভিয়েত রাশিয়ার কমিউনিস্ট পার্টির সাধারণ সম্পাদক ছিলেন। ১৯৪৫ সালে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় তিনি ইউরোপের গতিপ্রকৃতিকে রূপ দেন। উচ্চ বিদ্যালয়ে পড়ার সময় তিনি মার্কসবাদের প্রতি আকৃষ্ট হন, কিন্তু স্নাতক স্তর উত্তীর্ণ হয়ে তিনি সর্বক্ষণের বিপ্লবীকর্মী হয়ে ওঠেন। ১৮৯৯ সালে সোশাল ডেমোক্রেটিক পার্টির কর্মী রূপে নিজের রাজনৈতিক জীবন শুরু করেন। লেনিনের অনুরোধে তিনি 'মার্কসবাদ এবং জাতীয় প্রশ্ন'—এই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে প্রথম কাজ করেন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরবর্তীতে তিনি সোভিয়েত সৈন্যবাহিনীর সাহায্যে অন্যান্য দেশেও কমিউনিস্ট আধিপত্য স্থাপন করেন। ১৯৫৩ সালে তাঁর মৃত্যু হয়।

নারীর অধিকার ও ভূমিকা প্রসঙ্গে

(১)

শ্রমিকশ্রেণির সবচেয়ে বড়ো মজুত শক্তি মেহনতী নারীরা

মানবজাতির ইতিহাসে নারী শ্রমিকদের অংশগ্রহণ ভিন্ন নিপীড়িত মানুষের কোনো বড়ো আন্দোলনই সফল হয়নি। নারী শ্রমিকরা হল নিপীড়িতদের মধ্যেও সবচেয়ে নিপীড়িত। তারা জনগণের বৃহত্তর মুক্তি আন্দোলনের পথ থেকে কখনও সরে দাঁড়াতে পারেনি ও পারে না। এ কথা জানা আছে যে, দাসদের মুক্তি সংগ্রামে শত সহস্র নারী শহীদ হয়েছেন, বীরাঙ্গনা হয়ে ভূমিদাসদের মুক্তি সংগ্রামে হাজার হাজার নারীশ্রমিক অংশগ্রহণ করেছেন। নিপীড়িত জনগণের মুক্তি আন্দোলনের মধ্যে শ্রমিকশ্রেণির বৈপ্লবিক আন্দোলনই সবচেয়ে শক্তিশালী। সেই বৈপ্লবিক আন্দোলনের পতাকাতলে যে লক্ষ লক্ষ নারী শ্রমিক সমবেত হয়েছেন তাতে আশ্চর্য হবার কিছু নেই।

শ্রমিকশ্রেণির মুক্তি সংগ্রাম অপরাজেয়। তার সামনে রয়েছে মহান ভবিষ্যৎ। আন্তর্জাতিক নারী দিবস তারই ইঙ্গিত বহন করছে।

নারী শ্রমিকরা—শ্রমিক ও কৃষক নারীরা—শ্রমিকশ্রেণির সবচেয়ে বড়ো মজুত শক্তি। তারা জনগণের অর্ধেক অংশ। প্রলেতারিয়েতআন্দোলনের ভবিষ্যৎ, সর্বহারা বিপ্লবের জয়-পরাজয় প্রলেতারিয়েতের ক্ষমতার জয়-পরাজয়—এ সবই নির্ভর করছে এই মজুত নারীবাহিনী শ্রমিকশ্রেণির পক্ষে থাকবে না বিপক্ষে থাকবে তার ওপর।

সেজন্যই শ্রমিকশ্রেণি ও তাদের পুরোধা কমিউনিস্ট পার্টির প্রথম কাজই হল বুর্জোয়াদের প্রভাব থেকে শ্রমিক-কৃষক-নারীদের মুক্ত করার জন্য, তাদের রাজনৈতিক শিক্ষার জন্য, সর্বহারার পতাকাতলে তাদের সংগঠিত করার জন্য সুনির্দিষ্ট সংগ্রাম করা।

শ্রমিকশ্রেণির মজুত বাহিনী, নারী শ্রমিকদের সর্বহারার পতাকাতলে সমবেত করার পক্ষে আন্তর্জাতিক নারীদিবস সহায়কের কাজ করবে। তবে নারী শ্রমিকরা

শুধুমাত্র মজুত বাহিনীই নয়। শ্রমিকশ্রেণি যদি সঠিক পথে চলতে পারে তবে সেই নারীবাহিনীও পারে, এবং অবশ্যই পারে বুর্জোয়াদের বিরুদ্ধে সংগ্রামে প্রকৃত সংগ্রামী বাহিনীতে পরিণত হতে।

শ্রমিকশ্রেণির দ্বিতীয় সুনির্দিষ্ট কাজ হল শ্রমজীবী মজুত নারীবাহিনীর মধ্যে এমন একটি শ্রমিক-কৃষক-নারী বাহিনী গড়ে তোলা যারা প্রলেতারিয়েতের মহান বাহিনীর সঙ্গে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে সংগ্রাম করতে পারবে।

আন্তর্জাতিক নারীদিবসের মধ্য দিয়ে যেন শ্রমিক-কৃষক-নারীদের মজুত বাহিনী প্রলেতারিয়েতের মুক্তি সংগ্রামের সক্রিয় বাহিনীতে পরিণত হতে পারে।

আন্তর্জাতিক নারী দিবস দীর্ঘজীবী হোক!

স্তালিন : আন্তর্জাতিক নারী দিবস : ১৯২৫

(২)

নারীদের রাজনৈতিক শিক্ষা

আজ থেকে পাঁচ বছর পূর্বে আমাদের পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটি মস্কো শহরে সারা রুশ শ্রমিক-কৃষক-নারী কংগ্রেসের আহ্বান করেছিল। দশ লক্ষ নারী শ্রমিকের সহস্রাধিক প্রতিনিধি সেই কংগ্রেসে যোগ দিয়েছিলেন। সেই কংগ্রেস নারী শ্রমিকদের মধ্যে আমাদের পার্টির কাজের একটি নতুন অধ্যায়ের সূচনা করেছিল। আমাদের রিপাবলিকের শ্রমিক-কৃষক-নারীদের মধ্যে রাজনৈতিক শিক্ষা সংগঠিত করার ভিত্তি স্থাপন করে সেই কংগ্রেস যে অবদান রেখেছিল তা অপরিমেয়।

অনেকে মনে করতে পারেন, এর মধ্যে নতুনত্ব কিছুই নেই, কারণ আমাদের পার্টি সব সময়েই জনগণের মধ্যে রাজনৈতিক শিক্ষা বিস্তারের কাজ করে আসছে, তার মধ্যে নারীরাও রয়েছেন। অথবা এও মনে হতে পারে, নারীদের মধ্যে রাজনৈতিক শিক্ষা বিস্তারের এমন কিছু গুরুত্ব নেই, কারণ অতি শীঘ্রই আমাদের মধ্যে শ্রমিক-কৃষক-নারী-পুরুষ কর্মীদল গড়ে উঠছে। এই ধরনের চিন্তাধারা মূলত ভ্রান্ত।

আজ যখন শ্রমিক-কৃষকদের হাতে ক্ষমতা এসেছে, তখন নারী শ্রমিকদের রাজনৈতিক শিক্ষার প্রয়োজন অত্যন্ত জরুরি। আমি তার কারণ বলছি।

আমাদের দেশের জনসংখ্যা প্রায় চোদ্দ কোটি। তার মধ্যে কমপক্ষে অর্ধেকই নারী। তাদের মধ্যে অধিকাংশই শ্রমিক-কৃষক-নারী, যারা পশ্চাদপদ, পদদলিত ও যাদের রাজনৈতিক চেতনাও অত্যন্ত কম।

আমাদের দেশ যদি আন্তরিকভাবে নতুন সোভিয়েত জীবন গঠনের কাজে লেগে থাকে, আর যদি দেশের জনগণের অর্ধাংশ, নারী সমাজ যদি পিছিয়ে পড়ে থাকে, পদদলিত হয়ে থাকে, আর রাজনৈতিক চেতনাসম্পন্ন না হয়, তবে তারা ভবিষ্যতের অগ্রগতির প্রতিটি ক্ষেত্রেই বাধার সৃষ্টি করবে।

নারী শ্রমিক পুরুষ শ্রমিকের সঙ্গে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে কাজ করে। শিল্প গঠনের কাজে তারা পুরুষদের সঙ্গে একই দায়িত্ব পালন করছে। তারা যদি রাজনীতি-সচেতন হয় ও রাজনৈতিক শিক্ষা পায়, তবে তারা একই উদ্দেশ্যসাধনে সাহায্য করতে পারে। কিন্তু সেই নারীরা যদি পদদলিত ও পশ্চাদপদ থেকে যায়, তবে তারা সেই উদ্দেশ্যসাধনের কাজকে বানচাল করে দিতেও পারে—যদিও তা তারা স্বেচ্ছায় করবে না, কিন্তু তাদের পশ্চাদপদতার জন্যই করবে।

নারী কৃষক পুরুষ কৃষকদের সঙ্গে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে কাজ করে। পুরুষ কৃষকদের সঙ্গে সঙ্গে তারা আমাদের কৃষির উন্নতি-সাফল্য ও সমৃদ্ধির জন্য একইভাবে কাজ করে।

সেই কৃষক-নারীরা যদি পশ্চাদপদতা ও অজ্ঞতা থেকে মুক্ত হতে পারে তবে তারা এসব কাজে প্রভূত অবদান রাখতে পারে। কিন্তু তার বিপরীতটাও ঘটতে পারে। তারা যদি অজ্ঞতার দাসত্বের মধ্যেই আবদ্ধ থেকে যায়, তবে প্রতিটি কাজেই প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে যাবে।

শ্রমিক-কৃষক-নারীরা শ্রমিক-কৃষক-পুরুষদের মতোই সমান অধিকারপ্রাপ্ত স্বাধীন নাগরিক। তারা আমাদের সোভিয়েতগুলোর ও সমবায় প্রতিষ্ঠানগুলোর জন্য ভোট দিতে পারে ও নির্বাচনে দাঁড়াতেও পারে। শ্রমিক-কৃষক-নারীরা যদি রাজনৈতিক জ্ঞানসম্পন্ন হয়, তবে তারা আমাদের সোভিয়েতগুলোর ও সমবায় প্রতিষ্ঠানগুলো শক্তিশালী করার ও সেগুলো উন্নতিসাধনের কাজ করতে পারে। আর তারা যদি পশ্চাদপদ ও অজ্ঞ হয়, তবে সেইসব সংগঠনগুলির ক্ষতি করতে পারে।

সবচেয়ে বড়ো কথা, নারী শ্রমিকরা সন্তানের মা, তাদের হাতেই আমাদের ভবিষ্যৎ—দেশের তরুণরা বড়ো হয়ে ওঠে। তারা শিশুদের জীবনকে খর্বিত করে দিতে পারে, আবার দেশের কাজকে এগিয়ে নিয়ে যাবার মতো সতেজ সুযোগ্য তরুণও তৈরি করতে পারে। এসব নির্ভর করছে আমাদের দেশের নারীরা ও মায়েরা সোভিয়েত ব্যবস্থার প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন থাকবে, না তারা পুরোহিত, ধনী চাষী ও বুর্জোয়াদের পদাঙ্ক অনুসরণ করে চলবে—তারই ওপর।

সেজন্য আজ যখন শ্রমিক কৃষকরা এখানে নতুন জীবন গড়ে তোলবার দায়িত্ব গ্রহণ করেছে, এখন বুর্জোয়াদের ওপর জয়লাভ করার জন্য শ্রমিক-কৃষক-নারীদের জন্য রাজনৈতিক শিক্ষার ব্যবস্থা করার প্রয়োজন সবচেয়ে জরুরি ও গুরুত্বপূর্ণ। সেই জন্যই শ্রমিক-কৃষক-নারীদের প্রথম কংগ্রেস যে শ্রমিকদের রাজনৈতিক শিক্ষাব্যবস্থা সংগঠিত করার কাজের সূচনা করেছিল তার গুরুত্ব অপরিমেয়।

পাঁচ বছর পূর্বে এই কংগ্রেস নির্দেশ দিয়েছিল, নতুন সোভিয়েত জীবন গড়ে তোলবার কাজে হাজার হাজার নারী শ্রমিকদের টেনে আনতে হবে। এই কাজের পুরোভাগে এগিয়ে এসেছিল কলকারখানার নারী শ্রমিকরা, কারণ তারাই নারী শ্রমিকদের মধ্যে সবচেয়ে কর্মঠ ও সচেতন। বিগত পাঁচ বছরে এ বিষয়ে অনেকটা করা হয়েছে, কিন্তু এখনও আরও বহু কাজ বাকি আছে।

আজ আমাদের পার্টির আশু কর্তব্য হল, আমাদের সোভিয়েত জীবন সংগঠিত করার সাধারণ কাজে লক্ষ লক্ষ কৃষক নারীদের টেনে আনা।

পাঁচ বছরের কাজের ফলে ইতিমধ্যেই কৃষকদের মধ্য থেকে অনেক অগ্রণী কর্মী বেরিয়ে এসেছেন।

আমরা আশা করি, আরও অনেক কৃষক নারীরা নতুন উৎসাহ-উদ্দীপনা নিয়ে, রাজনৈতিক চেতনাসম্পন্ন হয়ে, কাজের মধ্যে এগিয়ে আসবেন এবং কর্মীদের সংখ্যা আরও অনেক বৃদ্ধি পাবে। আশা করি, আমাদের পার্টি এ সমস্যারও সমাধান করতে পারবে।

স্তালিন : প্রথম শ্রমিক-কৃষক-নারী কংগ্রেসের পঞ্চবার্ষিকী উপলক্ষে প্রদত্ত বক্তৃতা : ১৯২৩